ভারতচন্দ্রের

গ্রন্থাবলী।

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ,
রসমঞ্জরী, সত্যপীরের কথা, চণ্ডীনাটক,
নাগাষ্টক প্রভৃতি।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রো-মেসিন প্রেসে
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা

সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী; তিনি রাজা উপাধিও পাইয়াছিলেন। বাটীর চারিদিকেই গড়বন্দী ছিল।

ভারতের বাড়ী কোথা? জীবনচরিত-লেখকগণ বলেন,—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভুরসুট পরগণাস্থ পেঁড়ো গ্রামে ভারতের জন্ম হয়। কিন্তু সে পেঁড়ো গ্রাম কোথা? হুগলীর অন্তর্গত হাবড়ার অদূরবর্ত্তী আমতার নিকটস্থ পেঁড়ো-বসন্তপুরই ভারতের জন্মভূমি। কাছেই ভবানীপুর গ্রাম। ঐ গ্রামও রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ গড়বন্দী করেন। এখানেও তাঁহার আবাসবাটী ছিল।

ভারতচন্দ্র কবে জন্মগ্রহণ করেন? হুগলীর নিকটবর্ত্তী দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুনসীর বাটীতে অবস্থানকালে, ভারত সত্যপীরের কথা রচনা করেন। ঈশ্বর গুপ্ত ১২৬১ সালে লিখিয়াছেন; "আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম, যৎকালে ঐ পুস্তক (সত্যপীরের কথা) প্ররচিত হয়, তৎকালে পুস্তককারকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই।" ঐ সত্যপীরের কথার শেষভাগে আছে "সনে রুদ্র চৌগুণা। ইহার অর্থ,—বাঙ্গালা ১১৩৪ সাল করা যাইতে পারে। সুতরাং ভারতের জন্ম (১১৩৪—১৫—) ১১১৯ সালে। আজ ১৩০৯ সালের বৈশাখ মাস। প্রায় ১৯০ বৎসর হইল ভারতচন্দ্র ধরাধামে অবতীর্ণ হন।

ঈশ্বর গুপ্ত বলেন, ৪০ বৎসর বয়সে ভারত, নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় স্থান পান এবং সেই বৎসরই তিনি অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। অন্নদামঙ্গলেই ভারত এইরূপ কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

ইহার অর্থ,—১৬৭৪ শক, বাঙ্গালা ১১৫৯ সাল। সুতরাং আজ অন্নদামঙ্গলের বয়ঃক্রম ১৫১ বৎসর মাত্র।

কৃত্তিবাস, কাশীরাম, কবিকঙ্কণ, ঘনরাম, রামেশ্বর, কেতকাদাস, কবিরঞ্জন প্রভৃতি কবিগণ ভারতের বয়োজেষ্ঠ্য। ভারতকে প্রাচীন কবিদের শেষ কবি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ঈশ্বর গুপ্ত, জনরবের উপর নির্ভর করিয়া, লোকমুখে গল্প শুনিয়া, প্রকৃত প্রামাণ্য ঘটনার অনুসন্ধান পাইয়া ভারতের জীবনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম ;—

এমত জনরব যে, অধিকারভুক্ত ভূমি সংক্রান্ত সীমা সম্বন্ধীয় কোন এক বিবাদ সূত্রে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। ঐ সময়ে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র অতিশয় শিশু ছিলেন। তাঁহার মাতা মহারাণী সেই দুর্ব্বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কোপান্বিতা হইয়া আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্র নামক আপনার দুই জন রাজপুত সেনাপতিকে কহিলেন, "হয় তোমরা এই ক্রোড়স্থ দুগ্ধ-পোষ্য শিশুটীকে এখনি বিনাশ কর, নয়, এই রাত্রির মধ্যেই "ভুর-সুট" অধিকার করিয়া আমার হস্তে প্রদান কর ; ইহা না হইলে আমি কোনমতেই জল গ্রহণ করিব না, প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত উক্ত সেনাপতিদ্বয় দশ সহস্র সৈন্য লইয়া সেই রজনীতেই "ভবানীপুরের গড়" এবং "পেঁড়ো'র গড়" বল দ্বারা অধিকার করিয়া লইল।

এতদ্ঘটনায় নরেন্দ্র রায় এক কালেই নিঃস্ব হইলেন। সর্ব্বস্বই গেল, কোনরূপে কায়ক্লেশে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কবিবর ভারতচন্দ্র পলায়ন করত মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন

গাজীপুরের সন্নিহিত "নাওয়াপাড়া" নামক গ্রামে আপনার মাতুলালয়ে বাস করত রাজপুর গ্রামে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ এবং অভিধান পাঠ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই উভয় গ্রন্থে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগত হইয়া ঐ মণ্ডলঘাট পরগণার তাজপুরের সন্নিহিত সারদা নামক গ্রামের কেশরকুনি আচার্য্যদিগের একটী কন্যাকে বিবাহ করিলেন। সেই বিবাহের পর তাঁহার অগ্রজ সহোদরেরা অতিশয় ভৎর্সনাপূর্ব্বক কহিলেন, "ভারত! তুমি আমাদের সকলের কনিষ্ঠ হইয়া এমন অনিষ্টকর কার্য্য কেন করিলে? সংস্কৃত পড়াতে কি ফলোদয় হইবে?" ভারত তচ্ছ্রবণে অতিশয় অভিমান-পরবশ হইয়া জিলা হুগলীর অন্তঃপাতী বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিম দেবানন্দপুর গ্রামনিবাসী কায়স্থ-কুলোদ্ভব মান্যবর ৺রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের ভবনে আগমনপূর্ব্বক পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মুন্সীবাবুরা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহপূর্ব্বক বাসা দিয়া, সিধা দিয়া, সুনিয়মে সদুপদেশ করিতে লাগিলেন। এই কালে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না এবং রীতিমত কোন বিষয়েরই বর্ণনা করেন না। সময় বিশেষে কেবল মনে মনে তাহার আন্দোলন মাত্র করিয়া থাকেন। নচেৎ প্রতিনিয়তই শুদ্ধ বিদ্যাভ্যাসে পরিশ্রম করেন, অপর কোন ব্যাপারের আমোদ প্রমোদে কালক্ষয় করেন না। দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া সেই অন্ন দুই বেলা আহার করেন, প্রায় কোন দিবস ব্যঞ্জন পাক করেন নাই। একটা বেগুন পোড়ার অর্দ্ধভাগ এবেলা এবং অর্দ্ধভাগ ওবেলা আহার করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত মুন্সিবাবুদিগের বাটীতে এক দিবস সত্যনারায়ণের পূজার সির্ণি এবং কথা হইবে, তাহার সমুদায় অনুষ্ঠান ও আয়োজন হই-য়াছে। সত্যনারায়ণের পুথি পড়িতে ভারত অনুজ্ঞাত হইলে, তিনি স্বরচিত সত্যপীরের কথা পড়িয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। আদেশক্রমে দুইখানি পুথি দুইবার প্রস্তুত করত পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ চৌপদীছন্দের গ্রন্থখানির সর্ব্বশেষে ভণিতা স্থলে যেরূপ বর্ষের নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহাতে সেই খানিকেই অনুজ বলিয়া ধার্য্য করিতে হইবে। যথা "সনে রুদ্র চৌগুণা" এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, ১১৩৪ সালে এই কবিতা রচিত হয়। সুতরাং তৎকালে ভারতের বয়স ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, কারণ শকের সহিত সালের গণনা করাতেই নির্দ্দিষ্ট হইল, তিনি বাঙ্গালা ১১১৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। এতদ্রূপ তরুণ বয়সে যে প্রকার চমৎকার কবিতাশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং সংস্কৃত, পারস্য, হিন্দি ও বঙ্গভাষায় যদ্রূপ সংস্কার দর্শাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্টই প্রশংসা করিতে হইবে। জগদীশ্বরের বিশেষ অনুকম্পা ব্যতীত কোনক্রমেই এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতচন্দ্র রায় পারস্য ভাষায় বিশেষরূপে কৃতবিদ্য হইয়া অনু-মান বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বাটী আসিয়া পিতা, মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার অগ্রজগণ দেখি-লেন, তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছেন। তাঁহারা কেহই তাঁহার ন্যায় সদ্বিদ্বান্ ও কীর্ত্তিকুশল হইতে পারেন নাই, অনুজের এতদ্রূপ বিদ্যা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "ভাই হে! সংপ্রতি পিতাঠাকুর

বৰ্দ্ধমানেশ্বরের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ভূমি ইজারা লইয়াছেন, জগদী-শ্বরের কৃপায় এবং কর্ত্তার আশীর্ব্বাদে তুমি সর্ব্বতোভাবে যোগ্য এবং কৃতী হইয়াছ, অতএব এই সময়ে তুমি আমাদিগের এই বিষয়ের "মোক্তার" স্বরূপ হইয়া বৰ্দ্ধমানে গমন কর, রাজাকে রাজস্ব দিতে যেন বিলম্ব না হয় এবং রাজদ্বারে যেন কোনরূপ গোলযোগ উপ-স্থিত না হয়; তুমি উপস্থিত মতে যখন যেরূপ পত্র লিখিবে, আমরা তদনুরূপ কার্য্য করিব। সেই আজ্ঞানুসারে ভারতচন্দ্র বৰ্দ্ধমানে গমন করত কিছুদিন অবস্থানপূর্ব্বক কার্য্য পরিচালন করেন, এমত সময়ে তাঁহার সহোদরেরা যথানিয়মে নির্দ্দিষ্ট কালে করপ্রেরণে অক্ষম হইলেন, ইহাতে রাজদরবারে বিবিধ প্রকার গোলযোগ হওয়াতে বৰ্দ্ধমানাধিপতি সেই ইজারাটী খাসভুক্ত করিয়া লইলেন; এবং ভারত তদ্বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত করাতে দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজকর্ম্মচারিগণের চক্রান্তরে পড়িয়া কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু কারাগারের কঠোর ক্লেশ তাঁহাকে অধিককাল ভোগ করিতে হয় নাই। কারারক্ষকের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রণয় ছিল; অতিশয় কাতরতা প্রকাশ করিলে কারাধ্যক্ষ প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "আমি এই দণ্ডেই তোমাকে গোপনে গোপনে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারি, কিন্তু তুমি কোন্ ভাবে কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়া নিস্তার পাইবে, সে বিষয়ের কিছু উপায় স্থির করিয়াছ? এই রাজার অধিকার অনেক দূর পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে তুমি যেখানে থাকিবে, সেই খানেই বিপদ ঘটিতে পারে; রাজাও রাজকর্ম্মচারীরা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে বিস্তর দুরবস্থা করিবেন।" ভারত উত্তর করিলেন, "আমাকে এই যাতনাযুক্ত কারাভুক্ত দায় হইতে মুক্ত করিলে আমি আর ক্ষণকালের জন্য এ অধিকারের ত্রিসীমানায়

বাস করিব না। জলেশ্বর পার হইয়া "মারহাট্টার" অধিকারে গিয়া নিশ্বাস ফেলিব।" কারাপালক অতিশয় দয়াদ্র্চিত্ত হইয়া রাত্রিকালে অতি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

ভারতচন্দ্র রঘুনাথ নামক একটী নাপিত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া মহারাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রধান রাজধানী কটকে আসিয়া শিবভট্ট নামক দয়াশীল সুবেদারের আশ্রয় লইলেন এবং আপনার সমুদয় অবস্থা নিবেদন করিয়া শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তমধামে কিছুদিন বাস করণের প্রার্থনা করিলেন। সুবেদার তাঁহার প্রতি প্রীতচিত্তে অনুকূল হইয়া কর্ম্মচারী, মঠধারী ও পাণ্ডাদিগের উপর এমত আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন যে, ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভৃত্য যে পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রে অধিবাস করিবেন, সে পর্য্যন্ত যেন কেহ ইহাঁর নিকট কোনরূপ কর গ্রহণ না করে; ইনি বিনা করে তীর্থবাসী হইবেন, যখন যে মঠে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন সেই মঠে মানপূর্ব্বক স্থান পাইবেন এবং ইহাঁদিগের আহারের নিমিত্ত প্রতিদিন এক একটী বলরামী আট্‌কে প্রদান করিবে, আর বিশেষরূপে সম্মান করিবে।"

ভারত পুরুষোত্তমে গিয়া রাজপ্রসাদে প্রসাদ ভোগ করত শ্রীশ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মঠে বাসপূর্ব্বক শ্রীভাগবত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করেন; সর্ব্বদাই বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হন। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উদাসীনের ন্যায় গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন, তাঁহার ভৃত্যটীও সেই প্রকার আকার-প্রকার ও ভাব-ভঙ্গি ধারণ করিয়া চেলা সাজিল। প্রভুটী "মুনি গোঁসাই" হইলেন, দাসটী "বাসুদেব" হইল।

এক দিবস বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনধাম দর্শনের প্রার্থনা করিয়া ভারতের নিকট তদ্বিষয় প্রকাশ করাতে ভারত তাহাতে সম্মত

হইয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইতে অত্যন্ত ইচ্ছাকুল হইলেন। পরে সকলে একত্র হইয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে যাত্রা করত পদব্রজে জিলা হুগলীর অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার শ্রীশ্রী৺ গোপীনাথজীউর শ্রীমন্দিরে দর্শনার্থ গমন করিয়া দেখিলেন, কীর্ত্তনকারী গায়কেরা "মনোহর সায়ি" কীর্ত্তন করণের অনুষ্ঠান করিতেছেন। সেই দেবমন্দিরে বৈষ্ণবদিগের সহিত একত্রে প্রসাদ পাইয়া কীর্ত্তন শুনিতে বসিলেন। কৃষ্ণলীলারসামৃত পানপূর্ব্বক তৎকালে গুণাকর কবিবর অতিশয় মুগ্ধ ও আর্দ্র হইয়া প্রেমাশ্রু পাতন করিতে লাগিলেন।

ঐ খানাকুল গ্রামে তাঁহার শ্যালীপতি-ভ্রাতার বাটী, রঘুনাথ ভৃত্য তাহা জ্ঞাত ছিল। এখানে ইনি মোহিত হইয়া সংকীর্ত্তন শুনিতেছেন, ওদিকে রঘুনাথ গোপনে গোপনে গ্রামের ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক ভট্টাচার্য্যের ভবনে গিয়া তাঁহার শ্যালী এবং ভায়রাভাইকে বিস্তারিতরূপে সমুদয় বিবরণ অবগত করিল। তচ্ছ্রবণে ভট্টাচার্য্যেরা অনেকেই একত্র দেবালয়ে আগত হইয়া গানসমাপ্তির পর বিস্তর প্রবোধ দিয়া ভারতচন্দ্রকে আপনাদিগের বাটীতে আনয়ন করত তৎক্ষণাৎ নাপিত ডাকাইয়া দাড়ি গোঁপ ফেলিয়া দিলেন এবং গেরুয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া উত্তমরূপ ধৌতবস্ত্র পরাইলেন, আর নানা প্রকার অনুরোধ ও উপরোধ দ্বারা তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করত পুনর্ব্বার সংসারধর্ম্মে আসক্ত করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট লইয়া যাইতে পারিলেন না। রায় সেই প্রস্তাবে উত্তর করিলেন "আমি আপনাদিগের বিশেষ অনুরোধক্রমে তীর্থভ্রমণ, যোগসাধন প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিষয়কর্ম্ম দ্বারা অর্থ

উপার্জ্জন করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত কোনক্রমেই গৃহে গমন করিব না।"

কয়েক দিবস পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ভায়রাভাই ভারতকে সঙ্গে লইয়া তাজপুরের পার্শ্বস্থ সারদাগ্রামে স্বীয় শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন। ভারতচন্দ্র বিবাহ বাসর ব্যতীত অপর কোন দিবস আপনার প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীর সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই; আজ দ্বিতীয় বার দর্শন। কয়েক দিবস শ্বশুরসদনে অশেষবিধ আমোদ প্রমোদ করত আপনার স্ত্রীকে কহিলেন, "যদি আমার বাব কিংবা দাদারা তোমাকে নিতে আসেন, তবে তুমি কোনমতেই সেখানে যেও না।" এবং শ্বশুরকে কহিলেন, "মহাশয়! আপনার কন্যাকে আমাদিগের বাটীতে কখনই পাঠাইয়া দিবেন না, যদবধি আমি অর্থ আনিয়া স্বতন্ত্ররূপে স্বতন্ত্র স্থানে এক-একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিতে না পারি, তদবধি এইখানেই রাখিবেন"—এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া তিনি তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর তিনি ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান বিখ্যাত ধনাঢ্য ও মান্যবর শ্রোত্রিয় পালধিবংশ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর (যাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট অদ্যাবধি ফরাসডাঙ্গার গঙ্গাতীরে শোভা করিতেছে, নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অতিশয় কাতরতা সহকারে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার আশ্রয় লইলাম, যে প্রকারে হউক সদয় হইয়া আশ্রয় দিয়া আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবেক।" দেওয়ানজী ভারতের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ও পুরাতন ও বর্ত্তমান অবস্থা সকল জানিতে পারিয়া এবং স্তবে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া

আশ্বাসবাক্যে সাহসপ্রদানপুরঃসর কহিলেন, 'তুমি অতি যোগ্য ও প্রধান বংশের মনুষ্য, তোমার উপকার করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ভাল, তুমি এখানে থাকিয়া কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমি বিহিত চেষ্টায় রহিলাম; সুযোগযুক্ত সময় পাইলে ও কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তোমার মঙ্গল-সাধনে কখনই সাধ্যের ত্রুটি করিব না।" তৎকালে উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের জাতিসম্বন্ধীয় কোনরূপ অপবাদ থাকাতে তিনি তাঁহার বাসায় অবস্থান না করিয়া ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান গোন্দলপাড়া নিবাসী ৺রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে থাকিয়া আহারাদি করিতে লাগিলেন। প্রতি দিবস প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে চৌধুরীবাবুর নিকট আসিয়া উমেদারি—অর্থাৎ উপাসনা করেন। কোন এক সময়বিশেষে কথোপকথন করিতে করিতে চৌধুরী কহিলেন, "ভারত! আমি তোমাকে ফরাসির ঘরে এখনি একটা কর্ম্ম করিয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহাতে তোমার কিছুমাত্র সুখোদয় হইবে না, কারণ গুণের গৌরব গোপন থাকিবে। আমি তোমার নিমিত্ত একটা প্রধান উপায় স্থির করিয়াছি, নবদ্বীপের অধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে; তিনি দুই চারি লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসিয়া থাকেন, তিনি এবারে যখন আসিবেন, তখন আমি তোমাকে তাঁহার নিকটে সমর্পণ করিয়া দিব, তুমি যেমন গুণিব্যক্তি, তিনি সেইরূপ গুণগ্রাহক; সেইস্থান তোমার যথার্থরূপ উপযুক্ত স্থান বটে।" এই বচনে ভারতচন্দ্র চাতকের ন্যায় মহারাজের আগমনের প্রতি প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এক দিবস প্রাতে তিনি চৌধুরীর সভায় বসিয়া আছেন, এমত কালে দৈবাৎ প্রাতঃস্মরণীয়

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তথায় শুভাগমন করিলেন। চৌধুরী মহাশয় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাযোগ্য সম্মান-সহযোগে রাজাকে আসনারূঢ় করত অশেষ প্রকার সদালাপ সমাপনান্তর কহিলেন, "মহারাজ! আমার একটী নিবেদন আছে। এই ভারতচন্দ্র আমার অতি আত্মীয় ব্যক্তি; ইনি অমুক, অমুকের সন্তান, সংস্কৃত জানেন, পারস্য জানেন, কবিতাশক্তি ভাল আছে, অধুনা দীনাবস্থায় অতিশয় ক্লেশ পাইতেছেন। যাহাতে প্রতিপালিত হন, এমত অনুগ্রহ বিতরণ করিতে আজ্ঞা হউক।" মহারাজ তাহাতে অঙ্গীকৃত হইয়া কহিলেন, "আমি এইক্ষণে কলিকাতায় চলিলাম, কালী দর্শন করিয়া কালীঘাট হইতে কৃষ্ণনগর রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে ইনি যেন তথায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে গমন করিলে পর ভারতচন্দ্র তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা তাঁহাকে পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া ৪০ টাকা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করত বাসা প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "তুমি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পর আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবা।" তিনি তদনুসারে তন্নগরে থাকিয়া প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হন এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটী কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখান; নবদ্বীপাধিপতি প্রফুল্ল হইয়া কবি-শ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করিলেন।

পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব, গুণে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের অতিশয় প্রিয় সভাসদরূপে গণ্য হইলেন। এই ভাবে কিছু দিন গত হইতে হইতে রাজা এক দিবস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে রহিয়াছ, তোমার পরিবার কোথায়?

তুমি বাটীর তত্ত্বাবধারণ কর কি না?” ভারত কহিলেন, “আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরালয়ে আছেন, ভ্রাতাদিগের সহিত আমার তাদৃশ সদ্ভাব নাই, এজন্য বাটী যাইবার অভিলাষ নাই, গঙ্গাতীরে কিঞ্চিৎ স্থান পাইলে স্বতন্ত্র একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তথায় পরিবার লইয়া স্বচ্ছন্দে বাস ও সংসারধর্ম্ম করিতে পারি।” রাজা কহিলেন, “নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আমার অধিকার মধ্যে কোন্ স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা হয?” কবি কহিলেন, “ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় আমি কল্পতরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব তাঁহার বাটীর নিকটে হইলেই ভাল হয়, যেহেতু তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ করিতে পারি।” রাজা কহিলেন, “তবে তুমি ‘মূলাযোড়ে’ গিয়া বসতি কর।” ভারত কহিলেন, “যে আজ্ঞা মহারাজ! ঐ স্থানটীই আমার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে।” পরে উল্লিখিত পণ্ডিত ও কবি প্রতিপালক বিদ্যানুরাগী নরবর নৃপবর ভারতকে বাটীর নিমিত্ত ১০০ একশত টাকা এবং ৬০০ টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক মূলাযোড় খানি ইজারা দিলেন।

ভারত সেই টাকা এবং ইজারার সনন্দ লইয়া শ্বশুরালয়ে গিয়া ভার্য্যাকে মূলাযোড়ে আনয়ন করত প্রথমে তথাকার ঘোষাল মহাশয়দিগের ভবনে একটী ঘর লইয়া কিছুদিন তাহারই মধ্যে বাস করিলেন, পরে নূতন নিকেতন নির্ম্মাণপূর্ব্বক যথারীতিক্রমে অনুষ্ঠান করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে ভারত কখন ফরাস ডাঙ্গায় গিয়া ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সহিত সাক্ষাৎ করত তথায় দুই চারি দিবস বাস করেন। এমত কালে রাঢ়দেশে “বর্গির” হেঙ্গামা অতিশয় প্রবল হওয়াতে বর্দ্ধমানের অধীশ্বর মহারাজ তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের গর্ভধারিণী পুত্র লইয়া বর্দ্ধমান হইতে পলায়নপূর্ব্বক

মূলাযোড়ের পূর্ব্বদক্ষিণ "কাউগাছি" নামক স্থানে আসিয়া দোহারা গড়বন্দী বাটী নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে বাস করিলেন।

ঐ কাউগাছির রাজভবনে মহারাজ তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের শুভ বিবাহকার্য্য অতি সমারোহপূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয়। ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সেই মাঙ্গলিক কর্ম্মের অধ্যক্ষ হইয়া বিশেষরূপে নৃত্য গীতের সভায় শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে ফরাসডাঙ্গা হইতে ৫০০ সৈন্য আসিয়া কয়েক দিবস রাজপুর ও দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল।

মহারাজ্ঞী দেখিলেন, ভারতচন্দ্র রায় মূলাযোড় ইজারা লইয়াছেন। ইনি ব্রাহ্মণ; আমার হস্তী, গো, অশ্ব প্রভৃতি পশ্বাদি গ্রামের ভিতর গিয়া বৃক্ষাদি নষ্ট করিলে ব্রহ্মস্ব হরণ করা হইবে, অতএব মূলাযোড় গ্রামখানি আমার পত্তনি লওয়াই কর্ত্তব্য হইতেছে; এরূপ ধার্য্য করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে পত্র লিখিলেন। নবদ্বীপনাথ তৎপ্রদানে স্বীকৃত হইলে রাণী আপন কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে পত্তনি লইলেন।

ভারতচন্দ্র এই পত্তনির ব্যাপার অবগত হইয়া কৃষ্ণনগর-রাজের নিকট অনেক আপত্তি উপস্থিত করিলেন। রাজা কহিলেন, "বর্দ্ধমানেশ্বর যখন আমার অধিকারে বাস করিলেন, তখন আমার কত আহ্লাদ বিবেচনা কর এবং পত্তনির নিমিত্ত যখন রাণী স্বয়ং পত্র লিখিয়াছেন, তখন তাঁহার সম্মান ও অনুরোধ রক্ষা করা অগ্রেই উচিত হইতেছে।" ভারত বলিলেন, "এরূপ হইলে আমার এ গ্রামে বাস করা কর্ত্তব্য হয় না।" রাজা তাঁহাকে কহিলেন, যদি "মূলাযোড়ে থাকিতে নিতান্তই ইচ্ছা না হয়, তবে আনরপুরের অন্তঃপাতী "গুস্তে" নামক গ্রামে গিয়া বসতি কর।" এই বলিয়া

তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত আনরপুরের গুস্তেবাসী মুখোপাধ্যায়ের বাটীর নিকট ১০৫৴ বিঘা এবং মূলাযোড়ের ১৬৴ বিঘা ভূমি এক-কালে স্বত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মত্ত্ররূপে প্রদান করিলেন।

রায় গুণাকর এই নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া মূলাযোড় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গুস্তে গ্রামে গমন করণের উদ্যোগ করিলে গ্রামস্থ সমস্ত লোক বিস্তর অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! কোনমতেই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না, আপনি গমন করিলে মূলাযোড় অন্ধকার হইবে।" এই অনুরোধে বাধ্য হইয়া তিনি আনরপুরে গমন করিলেন না, মূলাযোড়েই বাস করিয়া রহিলেন।

রামদেব নাগ পত্তনিদার হইয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি ও আর আর লোকের উপর দৌরাত্ম্য করাতে রায় কবিবর ক্রোধাধীন হইয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রকাশপূর্ব্বক কৌতুকচ্ছলে সংস্কৃত কবিতায় "নাগাষ্টক" রচনা করত পত্রযোগে কৃষ্ণনগর প্রেরণ করেন, মহারাজ সেই পত্র এবং নাগাষ্টক পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভারতের রচনা কৌশলের প্রতি অনুরাগপূর্ব্বক অনেক গুণ ব্যাখ্যা করিলেন, আর অনুরোধ দ্বারা নাগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিয়া দিলেন।

কাব্যকর্ত্তা কবিকেশরী ভারতচন্দ্র এইরূপ কয়েক বৎসর কাল হরণ করত ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে মানবলীলা সংবরণপূর্ব্বক যোগ্যধামে যাত্রা করিলেন। কেহ কেহ কহেন, তাঁহার প্রথম রোগের সূত্র বহুমূত্র, কিন্তু তৎপরে ভস্মকরোগ জন্মিয়াছিল।

এই জীবন বৃত্তান্ত কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সঙ্কলিত। গুপ্ত

কবি ইহাকে উপন্যাসাকারে সাজাইয়াছেন—বাক্যবিন্যাসও উপন্যাসের মত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন রায়গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার আর কোন বিশেষ উপায় নাই,—সুতরাং ইহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়; কিন্তু এই জীবন বৃত্তান্তের স্থানে স্থানে গল্প গুজব কথা বলিয়া বোধ হয়, কেননা দুই এক স্থানে এমন অসংলগ্ন ভাব দৃষ্ট হয় যে, তাহা উপন্যাসবাচক কল্পনাসম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বড় দোষী করা যাইতে পারে না; কেননা তাঁহাকে অনেক স্থানে জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। অনেক সময় অনেক জনপ্রবাদ অলৌকিক, অসম্ভব ঘটনা প্রসব করিয়া থাকে।

———

সূচীপত্র।

অন্নদামঙ্গল।

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিদ্যাসুন্দর।

বিষয়	পৃষ্ঠা

মানসিংহ।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

অন্নদামঙ্গল।

গণেশবন্দনা।

গণেশায় নমঃ নমঃ আদি ব্রহ্ম নিরুপম
পরমপুরুষ পরাৎপর।
খর্ব্ব-স্থূলকলেবর গজমুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরমসুন্দর ॥ ১
বিঘ্ননাশ কর বিঘ্নরাজ।
পূজা হোম যোগ যাগে তোমার অর্চ্চনা আগে
তব নামে সিদ্ধ সর্ব্বকাজ ॥ ২
স্বরগ পাতাল ভূমি বিশ্বের জনক তুমি
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল।
শিবের তনয় হয়ে দুর্গারে জননী কয়ে
ক্রীড়া কর হয়ে অনুকূল ॥ ৩
হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া সংসার-সমুদ্র পিয়া
খেলাছলে করহ প্রলয়।
ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি পুন কর বিশ্বসৃষ্টি
ভাল খেলা খেল দয়াময় ॥ ৪
বিধি বিষ্ণু শিব শিবা ত্রিভুবন রাত্রি দিবা
করহ সংহার।

বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম তুমি জপ কোন্ ব্রহ্ম
তুমি সে জানহ মর্ম্ম তার ॥ ৫
যে তুমি সে তুমি প্রভু জানিতে নারিনু কভু
বিধি হরি হর নাহি জানে।
তব নাম লয় যেই আপদ এড়ায় সেই
তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গদানে ॥ ৬
আমি চাহি এই বর শুন প্রভু গণেশ্বর
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিব।
কৃপাবলোকন কর বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর
ইথে পার তবে সে পাইব ॥ ৭
আপনি আসরে উর নায়কের আশা পুর
নিবেদিনু বন্দনা-বিশেষে।
কৃষ্ণ-চন্দ্র-ভক্তি-আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥ ৮

শিববন্দনা।

শঙ্করায় নমঃ নমঃ গিরিসুতা-প্রিয়তম
বৃষভবাহন যোগধারী।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন সুশোভিত ত্রিনয়ন
ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি ॥ ৯
হর হর মোর দুঃখ হর।
হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ
হিমকরশেখর শঙ্কর ॥ ১০

গলে দোলে মুণ্ডমাল পরিধান বাঘছাল
হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায়।
ডাকিনী যোগিনীগণ প্রেত ভূত অগণন
সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়॥ ১১
অতি দীর্ঘ জটাজূট কণ্ঠে শোভে কালকূট
চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত।
ফণী বালা ফণী হার ফণিময় অলঙ্কার
শিরে ফণী ফণী উপবীত॥ ১২
যোগীর অগম্য হয়ে সদা থাক যোগ লয়ে
কি জানি কাহার কর ধ্যান।
অনাদি অনন্ত মায়া দেহ যারে পদছায়া
সেই পায় চতুর্ব্বর্গদান॥ ১৩
মায়ামুক্ত তুমি শিব মায়াযুক্ত তুমি জীব
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।
অজ্ঞান তাহার যায় অনায়াসে জ্ঞান পায়
যারে তুমি দেহ পদছায়া॥ ১৪
নায়কের দুঃখ হর মোর গীত পূর্ণ কর
নিবেদিনু বন্দনা-বিশেষে।
কৃষ্ণ-চন্দ্র-ভক্তি-আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥ ১৫

শ্রীনিবাস দামোদর জগদীশ যজ্ঞেশ্বর
বাসুদেব শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥ ২৭
শঙ্খ-চক্র গদাম্বুজ সুশোভিত চারি ভুজ
মনোহর মুকুট মাথায়।
কিবা মনোহর পদ নিরুপম কোকনদ
রতন-নূপুর বাজে তায়॥ ২৮
পরিধান পীতাম্বর অধর বান্ধুলীবর
মুখসুধা করে সুধাহাস।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী নাভিপদ্মে প্রজাপতি
রূপে ত্রিভুবন পরকাশ॥ ২৯
ইন্দ্র আদি দেব সব চারি দিকে করে স্তব
সনকাদি যত ঋষিগণ।
নারদ বীণার তানে মোহিত যে গুণগানে
পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন॥ ৩০
কদম্বের কুঞ্জবনে বিহর সানন্দমনে
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়।
ছয় ঋতু সহচর বসন্ত কুসুমশর
নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায়॥ ৩১
ভৃঙ্গের হুঙ্কার রব কুহরে কোকিল সব
পূর্ণচন্দ্র শরদ-যামিনী।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে গান করে কামতন্ত্রে
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী॥ ৩২
উর প্রভু শ্রীনিবাস নায়কের পূর আশ
নিবেদিনু বন্দনা-বিশেষে।

ভারত ওপদ আশে নূতন মঙ্গল ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥ ৩৩

কৌষিকীবন্দনা।

কৌষিকি কালিকে চণ্ডিকে অম্বিকে
প্রসীদ নগনন্দিনি।
চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি ॥ ৩৪
শঙ্করি সিংহবাহিনি।
মহিষমর্দ্দিনি দুর্গবিঘাতিনি
রক্তবীজনিকৃন্তিনি ॥ ৩৫
দিনমুখরবি কোকনদছবি
অতুল পদ দুখানি।
রতন-নূপুর বাজয়ে মধুর
ভ্রমরঝঙ্কার মানি ॥ ৩৬
হেমকরিকর উরু মনোহর
রতন-কদলী কায়।
কটি ক্ষীণতর নাভি সরোবর
অমূল্য অম্বর তায় ॥ ৩৭
কমল-কোরক কদম্ব-নিন্দক
করিসুতকুম্ভ উচ।
কাঁচলি রঞ্জিত অতি সুশোভিত
অমৃতপূরিত কুচ ॥ ৩৮

সুবলিত ভুজ সহিত অম্বুজ
কনক-মৃণাল রাজে।
নানা আভরণ অতি সুশোভন
কনক-কঙ্কণ বাজে॥ ৩৯
কোটি শশধর বদন সুন্দর
ঈষৎ মধুর হাস।
সিন্দূরমার্জ্জিত মুকুতারঞ্জিত
দশনপাঁতি প্রকাশ॥ ৪০
সিন্দূর চন্দন ভালে সুশোভন
রবি শশী এক ঠাঁই।
কেবা আছে সমা কি দিব উপমা,
ত্রিভুবনে হেন নাই॥ ৪১
শিরে জটাজূট রতন-মুকুট
অর্দ্ধ শশী ভালে শোভে।
মালতী-মালায় বিজলি খেলায়
ভ্রমর ভ্রময়ে লোভে॥৪২
কহি জোড়করে উরহ আসরে
ভারতে করহ দয়া।
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ে রাখ রাঙ্গা পায়ে
অভয় দেহ অভয়া॥ ৪৩

লক্ষ্মীবন্দনা।

উব লক্ষ্মি কর দয়া।

বিষ্ণুর ঘরণী ব্রহ্মার জননী
কমলা কমলালয়া॥ ৪৪

সনাল কমল সনাল উৎপল
দুখানি করে শোভিত।
কমল আসন কমল ভূষণ
কমলমাল ললিত॥ ৪৫

কমল চরণ কমল বদন
কমল নাভি গভীর।
কমল দুকর কমল অধর
কমলময় শরীব॥ ৪৬

কমলকোরক কদর্প্নিন্দক
সুধার কলস কুচ।
করি-অরি মাজে জিনি করিরাজে
কুম্ভযুগ চারু উচ॥ ৪৭

সুধাময় হাস সুধাময় ভাষ
দৃষ্টিতে সুধাপ্রকাশ।
লাক্ষার কাঁচুলী চমকে বিজুলী
বসন লক্ষ্মীবিলাস॥ ৪৮

রূপ গুণ জ্ঞান যত তত স্থান
তুমি সকলের শোভা।
সদা ভুঞ্জে সুখ নাহি জানে দুঃখ
যে তব ভকতিলোভা॥ ৪৯

সদা পায় দুঃখ নাহি জানে সুখ
তুমি হও যারে বাম।
সবে মন্দ কয় নাম নাহি লয়
লক্ষ্মীছাড়া তার নাম॥ ৫০
তব নাম লয়ে লক্ষ্মীপতি হয়ে
ত্রিলোক পালেন হরি।
যাদোগণেশ্বর হৈলা রত্নাকর
তোমারে উদরে ধরি॥ ৫১
যে আছে সৃষ্টিতে নাম উচ্চারিতে
প্রথমে তোমার নাম।
তোমার কৃপায় অনায়াসে পায়
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥ ৫২
উর মহামায়া দেহ পদছায়া
ভারতের স্তুতি লয়ে।
কৃষ্ণচন্দ্রবাসে থাক সদা হাসে
রাজলক্ষ্মী স্থিরা হয়ে॥ ৫৩

সরস্বতীবন্দনা।

উর দেবি সরস্বতি স্তবে কর অনুমতি
বাগীশ্বরি বাক্যবিনোদিনি।
শ্বেত বর্ণ শ্বেত বাস শ্বেত বীণা শ্বেত হাস
শ্বেতসরসিজ-নিবাসিনি॥ ৫৪

বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বীণা আদি যন্ত্র
নৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণ সেবা করে অনুক্ষণ
ঋষি মুনি কিন্নর কিন্নরী ॥ ৫৫
আগমের নানা গ্রন্থ আর যত গুণপন্থ
চারি বেদ আঠার পুরাণ।
ব্যাস বাল্মীকাদি যত কবি সেবে অবিরত
তুমি দেবী প্রকৃতিপ্রধান ॥ ৫৬
ছত্রিশ রাগিণী মেলে ছয় রাগ সদা খেলে
অনুরাগ যে সব রাগিণী।
সপ্ত স্বর তিন গ্রাম মূর্চ্ছনা একুশ নাম
শ্রুতি কলা সতত সঙ্গিনী ॥ ৫৭
তান মান বাদ্য তাল নৃত্য গীত ক্রিয়াকাল
তোমা হৈতে সকল নির্ণয়।
যে আছে ভুবন তিনে তোমার করুণা বিনে
কাহার শকতি কথা কয় ॥ ৫৮
তুমি নাহি চাহ যারে সবে মূঢ় বলে তারে
ধিক্ ধিক্ তাহার জীবন।
তোমার করুণা যারে সবে ধন্য বলে তারে
গুণিগণে তাহার গণন ॥ ৫৯
দয়া কর মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল।
আসরে আসিয়া উর নায়কের আশা পুর
দূর কর কুজ্ঞান সকল ॥ ৬০

কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি গীতে দিলা অনুমতি
করিলাম আরম্ভ সহসা।
মনে বড় পাই ভয় না জানি কেমন হয়
ভারতের ভারতী ভরসা॥ ৬১

অন্নপূর্ণাবন্দনা।

অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
কোটি কোটি করি এ প্রণাম।
আসরে আসিয়া উর নায়কের আশা পুর
শুন আপনার গুণগ্রাম॥ ৬২
কৃপাবলোকন কর ভক্তের দুরিত হর
দারিদ্র্যদুর্গতি কর চূর্ণ।
তুমি দেবী পরাৎপরা সুখদাত্রী দুঃখহরা
অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণ॥ ৬৩
রক্তসরসিজোপরি বসি পদ্মাসন করি
পদতলে নবরবি দেখা।
রক্তজবাপ্রভাহর অতি মনোহরতর
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ ঊর্দ্ধরেখা॥ ৬৪
কিবা সুবলিত উরু কদলীকাণ্ডের গুরু
নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিণী।
শোভে নিরুপম বাস দশ দিশ পরকাশ
ত্রিভুবনমোহনকারিণী॥ ৬৫

কটি অতি ক্ষীণতর নাভি সুধাসরোবর
উচ্চ কুচ সুধার কলস।
কণ্ঠ কম্বুরাজরাজে নানা অলঙ্কার সাজে
প্রকাশে ভুবন চতুর্দ্দশ॥ ৬৬
কিবা মনোহর কর মৃণালের গর্ব্বহর
অঙ্গুলি চম্পকচারুদল।
ফণিরাজফণমণি কঙ্কণের কণকণি
নানা অলঙ্কার ঝলমল॥ ৬৭
বামকরতলে ধরি কারণ অমৃত ভরি
পানপাত্র রতননির্ম্মিত।
রত্নহাতা ডানি হাতে সঘৃত পলান্ন তাতে
কিবা দুই ভুজ সুললিত॥ ৬৮
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় নানা রস অপ্রমেয়
বিবিধ বিলাসে পরশিয়া।
ভুঞ্জাইয়া কৃত্তিবাস মধুর বধুর হাস
মহেশের নাচন দেখিয়া॥ ৬৯
দেবতা অসুর রক্ষ অপ্সর কিন্নর যক্ষ
সবে ভোগ করে নানা রস।
গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর
নব গ্রহ দিক্‌পাল দশ॥ ৭০
জিনি কোটি শশধর কিবা মুখ মনোহর
মণিময় মুকুট মাথায়।
ললিত কবরীভার তাহে মালতীর হার
ভ্রমর ভ্রমরী কল গায়॥ ৭১

বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন আদি দেব ঋষিগণ
চৌদিকে বেড়িয়া করে গান।
আগম পুরাণ বেদ না জানে তোমার ভেদ
তুমি দেবী পুরুষপ্রধান॥ ৭২
ঘটে কর অধিষ্ঠান শুন নিজ গুণগান
নায়কের পূর্ণ কর আশ।
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের আপদ হর
গায়কের কণ্ঠে কর বাস॥ ৭৩
স্বপনে রজনীশেষে বসিয়া শিয়র দেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে॥ ৭৪
বিস্তর অন্নদাকল্পে কত গুণ কব অল্পে
নিজ গুণে হবে বরদায়।
নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়॥ ৭৫

গ্রন্থসূচনা।

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।
অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত-অনুজা॥
অনাদ্যা অনন্তা অন্না অম্বিকা অজয়া।
অপরাধ ক্ষম অগো অব গো অব্যয়া॥ ধ্রু॥
শুন শুন নিবেদন সভাজন সব।
যেরূপে প্রকাশ অন্নপূর্ণা-মহোৎসব॥ ১

সুজাখাঁ নবাবসুত সরফরাজ খাঁ।
দেওয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রাঁয়া॥ ২
ছিল আলিবর্দ্দিখাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥ ৩
তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিলা পাতসা খেতাব॥ ৪
কটকে মুরসীদ কুলি খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥ ৫
কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥ ৬
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে॥ ৭
লুঠি নিল নারী-গারী দিল বেড়ি তোক।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক॥ ৮
উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর।
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর॥ ৯
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া॥ ১০
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।
আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম॥ ১১
ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান।
দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥ ১২
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।
দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল॥ ১৩

মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল।
করিতে যবন সব সমূল নির্ম্মূল ॥ ১৪
নিষেধ করিল শিব ত্রিশূল মারিতে।
বিস্তর হইবে নষ্ট একেরে বধিতে ॥ ১৫
অকালে প্রলয় হৈল কি কর কি কর।
না ছাড় সংহার-শূল সংহর সংহর ॥ ১৬
আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায় ॥ ১৭
সেই আসি যবনেরে করিবে দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা স্বপন ॥ ১৮
স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত ॥ ১৯
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি ॥ ২০
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল ॥ ২১
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী ॥ ২২
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল ॥ ২৩
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী ॥ ২৪
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায় ॥ ২৫

নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্তমতি ॥ ২৬
প্রতাপ-তপনে কীর্ত্তিপদ্ম বিকাসিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া ॥ ২৭
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী ঋষি ঋষিরাজ।
ইন্দ্রের সমাজ সম যাহার সমাজ ॥ ২৮
কাশীতে বান্ধিলা জ্ঞানবাপীব সোপান।
উপমা কোথায় দিব না দেখি সমান ॥ ২৯
দেবীপুত্র বলি লোক যাঁর গুণ গায়।
এহ পাপে সেহ রাজা ঠেকিলেন দায় ॥ ৩০
মহাবদজঙ্গ তারে ধরে লয়ে যায়।
নজরান বলে বার লক্ষ টাকা চায় ॥ ৩১
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ ॥ ৩২
বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন ॥ ৩৩
বদ্ধ করি রাখিলেক মুরসিদাবাদে।
কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে। ৩৪
দেবীপুত্র দয়াময় ধরাপতি ধার।
বিবিধ প্রকারে পূজা করিলা দেবীর ॥ ৩৫
চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণাইয়া কৈল স্তব।
অনুকম্পা স্বপনে হইল অনুভব ॥ ৩৬
অন্নপূর্ণা ভগবতী মুরতি ধরিয়া।
স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া ॥ ৩৭

শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্ত্তি পূজা কব দুঃখ হবে ক্ষয়॥ ৩৮
আমাব মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।
কযে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস॥ ৩৯
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী-নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি-ব্যবস্থায়॥ ৪০
সভাসদ তোমাব ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায॥ ৪১
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥ ৪২
আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে।
অষ্টাহ গীতেব উপদেশ সবিশেষে॥ ৪৩
সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায॥ ৪৪
সেই আজ্ঞা মত কবি রায় গুণাকর
অন্নদামঙ্গল কহে নব রসতর॥ ৪৫

কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-বর্ণন।

বেদনে অবধান কর সভাজন।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ॥ ১
চন্দ্রে সবে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥ ২

পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে ॥ ৩
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল ॥ ৪
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময় ॥ ৫
প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সুজন।
পঞ্চদেহে পঞ্চমুখ হৈলা পঞ্চানন ॥ ৬
প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিবচন্দ্র রায়।
দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায় ॥ ৭
তৃতীয় যে হরচন্দ্র হর-অবতার।
চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশ-আকার ॥ ৮
পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুল্য দিতে নাই।
ফুলের মুখটি জয়গোপাল জামাই ॥ ৯
দ্বিতীয় পক্ষের যুবরাজ রাজকায়।
মধ্যম কুমার খ্যাত শম্ভুচন্দ্ররায় ॥ ১০
জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রথম।
সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম ॥ ১১
শ্রীগোপাল ছোট সবে ফুলের মুখটি।
আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুলে পালটী ॥ ১২
রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম।
মুখটি অনন্তরাম চট্ট বলরাম ॥ ১৩
বলরামচট্টসুত ভাগিনা রাজার।
সদাশিব রায় নাম শিব-অবতার ॥ ১৪

দ্বিতীয় অনন্তরাম মুখয্যের সুত।
রায় চন্দ্রশেখর অশেষগুণযুত। ১৫
ভূপতির ভাগিনী-জামাই গুণধাম।
বাঁড়ুরি গোকুল কৃপারাম দয়ারাম॥ ১৬
মুখ কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণভক্তের সার।
পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্ক অলঙ্কার॥ ১৭
ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি।
তাঁর কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি॥ ১৮
ভূপতির পিসার জামাই তিন জন।
কৃষ্ণানন্দ মুখয্যা পরম যশোধন॥ ১৯
মুখয্যা আনন্দিরাম কুলের আগর।
মুখ রাজকিশোর কবিত্বকলাধর॥ ২০
প্রিয়জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায়।
শুকদেব রায় ঋষি শুকদেবপ্রায়॥ ২১
কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ।
কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ॥ ২২
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন প্রিয় বড়।
রুরাম মুখয্যা গোবিন্দভক্ত দড়॥ ২৩
গণক বাঁড়ুয্যা অনুকূল বাচস্পতি।
আর যত গণক গণিতে কি শকতি॥ ২৪
বৈদ্যমধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায়।
জগন্নাথ অনুজ নিবাস সুগন্ধায়॥ ২৫
অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ।
হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ॥ ২৬

চক্রবর্ত্তী গোপাল দেয়ান সহবতি।
রায় বক্সী মদনগো াল মহামতি॥
কিঙ্কর লাহিড়ী দ্বিজমুন্সীপ্রধান।
তাঁর ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান্। ২৮
কালোয়াত গায়ন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি।
মৃদঙ্গী সমজ খেল কিন্নরআকৃতি। ২৯
নর্ত্তকপ্রধান শেরমামুদ সভায়।
মোহন খোষালচন্দ বিদ্যাধরপ্রায়॥ ৩০
ঘড়িয়াল কার্ত্তিক প্রভৃতি কত জন।
চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন॥ ৩১
সেফাইীর জমাদার মামুদ জাফর।
জগন্নাথ শিবপ' বিনা যার পর॥ ৩২
ভূপতির তীরের ওস্তাদ নিরুপম।
মুজঃফর হুসেন মোগল কর্ণসম॥ ৩৩
হাজারি পঞ্চমসিংহ ইন্দ্রসেনসুত।
ভগবন্তসিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত॥ ৩৪
যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আর যত।
ভোজপুরে সায় ব বোঁদেলা শত শত॥ ৩৫
কুল্লমাল রঘুনন্দন মিত্র দেয়ান।
তার ভাই র মচন্দ বাবু ধীমান্॥ ৩৬
আমীন রাঢীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়।
দুই পুত্র তাহার শাহাব তুল্যকায়॥ ৩৭
বড় রামলোচন অশেষ গুণধাম।
ছোট রামকৃষ্ণ রায় অভিনব কাম॥ ৩৮

দেয়ানের পেশকার বসু বিশ্বনাথ।
আমীনের পেশকার কৃষ্ণসেন সাথ॥ ৩৯
রত্নগজ আদি গজ দিগ্‌গজ সংখ্যায়।
উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায়॥ ৪০
হাবসী ইমামবক্স হাবসীপ্রধান।
হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান॥ ৪১
অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা।
খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা॥ ৪২
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথীখাদ॥ ৪৩
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধূল্যাপুর বড় গাঙ্গ পার॥ ৪৪
ফরমানী মহারাজ মনসবদার।
সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার॥ ৪৫
কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ।
পাতসাহী শিরপা সুলতানী সুলতানৎ॥ ৪৬
ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।
সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল॥ ৪৭
দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে।
ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাঁহারে॥ ৪৮
সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্তমহিমা॥ ৪৯
কবি রায় গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া।
ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া॥ ৫০

অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে।
স্বপন কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে॥ ৫১
অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী।
তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী॥ ৫২
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।
মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে॥ ৫৩
ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত।
কেমনে রচিব গীত একি বিপরীত॥ ৫৪
অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয়।
আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়॥ ৫৫
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে।
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে॥ ৫৬
এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা॥ ৫৭

গীতারম্ভ।

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার মায়া
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি॥ ১
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি॥ ২

বিন ।চন্দ্রানল রবি প্রকাশি আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিল।।
প্লাবিত কারণজলে বসি স্থল বিনা স্থলে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা॥ ৩
গুণ সত্ত্বতমোরজে হরি হর কমলজে
কহিলেন তপ তপ তপ।
শুনি বিধি হরি হর তিন জনে পরস্পর
করেন কারণজলে জপ॥ ৪
জানিতে সত্ত্ব জানাইতে নিজ তত্ত্ব
শবরূপা হইলা কপটে।
পচাগন্ধ মাংস গলে ভাসিয়া কারণজলে
আগে গেলা বিষ্ণুর নিকটে॥ ৫
হরি উঠি গেলা ঘৃণা করি
বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা।
পচাগন্ধে ভাবি দুখ ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ
চারিমুখ হইলা বিধাতা॥ ৬
বিধির বুঝিয়া সত্ত্ব শিবের জানিতে তত্ত্ব
শিব-অঙ্গে লাগিল ভাসিয়া।
ঘৃণা নাই বসিতে হইল ঠাঁই
যত্নে ধরি বসিলা চাপিয়া॥ ৭
দেখিয়া শিবের কর্ম্ম তাহাতে বসিল মর্ম্ম
ভার্য্যারূপা ভবানী হইলা।
পতিরূপ পশুপতি দুজনে ভুঞ্জিয়া রতি
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা॥ ৮

বিধির মানসসুত দক্ষমুনি তপযুত
প্রসূতি তাহার ধর্ম্মজায়া।
তার গর্ভে সতী নাম অশেষ-মঙ্গলধাম
জনম লভিলা মহামায়া॥ ৯
নারদ ঘটক হয়ে নানামত বলে কয়ে
শিবেরে বিবাহ দিলা সতী।
শিবের বিকট সাজ দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
বামদেবে হৈলা বামমতি॥ ১০
সদা শিব নিন্দা করে মহা ক্রোধ হৈল হরে
সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে।
দক্ষেরে বিধাতা বাম না লয় শিবের নাম
সদা নিন্দা করে কটু ভাষে॥ ১১
আরম্ভিলা দেবযাগ নিমন্ত্রিলা দেবভাগ
নিমন্ত্রণ না কৈল শঙ্করে।
যাইতে দক্ষের বাস সতীর হইল আশ
ভারত কহিছে জোড় করে॥ ১২

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ।

সাহানা-মল্লার—দ্রুতত্রিতালী।

কালীরূপে কত শত পরাৎপরা গো।
অন্নদা ভুবনবালা মাতঙ্গী কমলা
দুর্গা উমা কাত্যায়নী বাণী সুরাবরা গো॥

সুন্দরী ভৈরবী তারা জগতের সারা
উন্মুখী বগলা ভীমা ধূমা ভীতিহরা গো।
রাধানাথের দুখভরা নাশ গো সত্বরা
কালের কামিনী কালী করুণাসাগরা গো॥ ধ্রু
নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন॥ ১
শঙ্কর কহেন বটে বাপঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥ ২
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম। ৩
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥ ৪
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্করবেশ॥ ৫
মুক্তকেশী মহামেঘ-বরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপূরা॥ ৬
গলিত-রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিতরুধির-মুণ্ড বাম করতলে॥ ৭
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বর দান॥ ৮
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে॥ ৯॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥ ১০

নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটাবিভূষণা॥ ১১
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥ ১২
নীলপদ্ম খড়্গা কাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥ ২॥ ১৩
দেখি ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি।
রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী॥ ১৪
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারি হাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর॥ ১৫
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ।
পঞ্চ প্রেত নিরমিত বসিবার মঞ্চ॥ ১৬
দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা।
হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা॥ ১৭
রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥ ১৮
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল॥ ৪॥ ১৯
দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে।
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে॥ ২০
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল-আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ-ভূষণা॥ ২১
অক্ষমালা পুঁথী বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট-উপর॥ ৫॥ ২২

দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত।
ছিন্নমস্তা হৈলা সতী অতি বিপরীত॥ ২৩
বিকসিত-পুণ্ডরীক-কর্ণিকার মাজে।
তিন গুণে ত্রিকোণমণ্ডল ভাল সাজে॥ ২৪
বিপরীতরতে রত রতিকামোপরি।
কোকনদবরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী॥ ২৫
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে॥ ২৬
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার।
এক বার নিজ মুখে করেন আহার॥ ২৭
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারা পিয়ে তারা শব-আরোহিণী॥ ২৮
চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।
অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন॥ ৬॥ ২৯
দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন॥ ৩০
অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ-রথারূঢ়া ধূমের বরণ॥ ৩১
বিস্তারবদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা॥ ৭॥ ৩২
ধূমাবতী দেখি ভীম সভয় হইলা।
হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা॥ ৩৩
রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা॥ ৩৪

এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি।
আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া ঊর্দ্ধ করি॥ ৩৫
চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
ললাটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন॥ ৮॥ ৩৬
দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া।
পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া॥ ৩৭
রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজা খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি॥ ৩৮
ত্রিলোচনা অৰ্দ্ধচন্দ্র কপাল-ফলকে।
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে॥ ৯॥ ৩৯
মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান।
মহালক্ষ্মীরূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান॥ ৪০
সুবর্ণ সুবর্ণ-বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥ ৪১
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেতবারণ হরিষে।
রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥ ১০॥ ৪২
ভারত কহিছে মাগো এই দশ রূপে।
দশ দিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে॥ ৪৩

সতীর দক্ষালয়ে গমন।

ইমনভূপালী—একতালা।

এ কি মায়া এ কি মায়া কর মহামায়া।
সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়া ছায়া॥
নিগম আগমে তুমি নিরুপমকায়া।
ত্রিগুণজননী পুনঃ ত্রিদেবের জায়া॥
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে সহায়া।
ভারত কহিছে মোরে দেহ পদছায়া॥ ধু॥

পলাইতে না পেরে ফাঁপর হৈলা হর।
কহিতে লাগিলা কম্পমান-কলেবর॥ ১
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়।
কোথা গেল মোর সতী কহ নিশ্চয়॥ ২
কালীমূর্ত্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে।
পূর্ব্ব সর্ব্ব জ্ঞান কেন পাসরিলা এবে॥ ৩
পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে।
প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে॥ ৪
তিন জনে তোমরা কারণজলে ছিলা।
তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিলা॥ ৫
তিন জন পরস্পর লাগিলা জপিতে।
শবরূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে॥ ৬
পচাগন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি দুখ।
বিধি হৈলা চতুর্ম্মুখ ফিরি ফিরি মুখ॥ ৭

তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন।
প্রকৃতিরূপেতে তোমা করিনু ভজন॥ ৮
পুরুষ হইলা তুমি আমার ভজনে।
সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে॥ ৯
এত শুনি শিবের হইল চমৎকার।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র সবাকার॥ ১০
লুকাইয়া দশ মূর্ত্তি সতী হৈলা সতী।
গৌরবর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীমূরতি॥ ১১
মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়।
যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥ ১২
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে।
রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে॥ ১৩
প্রসূতি সতীরে দেখি কালীস্বরূপ।
কহিল দেখিয়াছিনু যেমন স্বপন॥ ১৪
আহা মরি বাছা সতী কালী হইয়াছ।
ছাড়িবে আমারে বুঝি মনে করিয়াছ॥ ১৫
স্বপনে দেখেছি দক্ষ শিবেরে নিন্দিবে।
শিবনিন্দা শুনি তুমি শরীর ছাড়িবে॥ ১৬
শিব করিবেন দক্ষে যজ্ঞ সহ নাশ।
তোমা দেখি স্বপ্নে মোর হইল বিশ্বাস॥ ১৭
জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায়।
জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায়॥ ১৮
মার বাক্যে মাতা কিছু আহার করিয়া।
যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সত্বরা হইয়া॥ ১৯

কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে।
শিবনিন্দা করিয়া সভার আগে বলে। ২০
ভারত শিবের নিন্দা কেমনে বর্ণিবে।
নিন্দাছলে স্তুতি করি শঙ্কর বুঝিবে॥ ২১

শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ।

সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥ ১
মান অপমান সুস্থান কুস্থান
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম নাহি মানে কর্ম্ম
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান॥ ২
যবনে ব্রাহ্মণে কুকুরে আপনে
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল তবু না মরিল
ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥ ৩
সুখে দুঃখ জানে দুঃখে সুখ মানে
পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে
সদা কদাচারময়॥ ৪

কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ
বেদাচার-বহিস্কৃত।
ক্ষত্রিয়কথন না হয় ঘটন
জটা ভস্ম আদি ধৃত ॥ ৫
যদি বৈশ্য হয় চাষি কেন নয়
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা দ্বিজ দেয় সেবা
নাগের পৈতা গলায় ॥ ৬
গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায়
না করে অতিথি-সেবা।
সতী ঝি আমার গৃহিণী তাহার
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা ॥ ৭
বনস্থ বলিতে নাহি লয় চিতে
কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনী-বিহারী নহে ব্রহ্মচারী
একি মহাপাপ হর ॥ ৮
সতী ঝি আমার বিদ্যুত-আকার
বাতুলের হৈল জায়া।
আমি অভাজন পরম ভাজন
ঘটক নারদ ভায়া ॥ ৯
আহা মরি সতি কি দেখি দুর্গতি
অন্ন বিনা হৈলা কালী।
তোমার কপাল পর বাঘছাল
আমার রহিল গালি ॥ ১০

শিবনিন্দা শুনি রোষে যত মুনি
দধীচি অগস্ত্য আদি।
দক্ষে গালি দিয়া চলিল উঠিয়া
শ্রবণে কর আচ্ছাদি॥ ১১
তবু পাপ দক্ষ নিন্দি কত লক্ষ
সতী সম্বোধিয়া কহে।
তার মৃত্যু নাই তোর নাহি ঠাঁই
আমার মরণ নহে॥ ১২
মোর কন্যা হয়ে প্রেত সঙ্গে রয়ে
ছি ছি একি দশা তোর।
আমি মহারাজ তোর এই সাজ
মাথা খেতে আলি মোর॥ ১৩
বিধবা যখন হইবি তখন
অন্ন-বস্ত্র তোরে দিব।
সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে
তার মুখ না দেখিব॥ ১৪
শিবনিন্দা শুনি মহা দুঃখ গুণি
কহিতে লাগিলা সতী।
শিবনিন্দা কর কি শকতি ধর
কেন বাপা হেন মতি॥ ১৫
যারে কালে ধরে সেই নিন্দে হরে
কি কহিব তুমি বাপ।
তব অঙ্গজনু ত্যজিব এ তনু
তবে যাবে মোর পাপ॥ ১৬

তিনি মৃত্যুঞ্জয় গালিতে কি হয়
মোর যেতে আছে ঠাঁই।
কর্ম্ম-মত ফল যজ্ঞ যাবে তল
তোর রক্ষা আর নাই ॥ ১৭
যে মুখে পামর নিন্দিলে শঙ্কর
সে মুখ হবে ছাগল।
এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়া
উত্তরিলা হিমাচল ॥ ১৮
হিম-গিরিপতি ভাগ্যবান্ অতি
মেনকা তাঁহার জায়া।
পূর্ব্ব-তপোবরে তাহার উদরে
জনমিলা মহামায়া ॥ ১৯
সতী-দেহত্যাগে নন্দী মহারাগে
সত্বরে গেল কৈলাসে।
শূন্যরথ লয়ে শোকাকুল হয়ে
নিবেদিলা কৃত্তিবাসে ॥ ২০
শুনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর
বিস্তর কৈলা রোদন।
লয়ে নিজ গণ করিলা গমন
করিতে দক্ষদমন ॥ ২১
কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায়
অশেষ-গুণসাগর।
তাঁর অভিমত রচিল ভারত
কবি রায় গুণাকর ॥

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ সিঙ্গা ঘোর বাজে॥ ১
লটাপট্ট জটাজূটসঙ্ঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥ ২
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণী ফন্ন গাজে।
দিনেশপ্রতাপে নিশানাথ সাজে॥ ৩
ধকধ্ধক্ ধকধ্ধক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥ ৪
দলম্মল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা।
কটী কট সদ্যোমরা হস্তি-ছালা॥ ৫
পচা চর্ম্ম ঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে॥ ৬
ধিয়া তা ধিয়া তা ধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥ ৭
হস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা॥ ৮
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥ ৯
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোরবেশে।
চলে সাঁখিনী পেত্নিনী মুক্তকেশে॥ ১০
গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥ ১১

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥ ১২
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥ ১৩

দক্ষযজ্ঞনাশ।

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥ ১
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে॥ ২
সৈন্যসূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি।
জন্মি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি মাহুতি॥ ৩
বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া।
যাও যাও হুঁদি খাও দক্ষ দেই হাকিয়া॥ ৪
সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন নির্বৃতি।
দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি॥ ৫
রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দি-ভৃঙ্গিসঙ্গিয়া।
ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গ রঙ্গিয়া॥ ৬
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁফ ছিণ্ডিল।
পূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল॥ ৭
বিপ্র সর্ব্ব দেখি খর্ব্ব ভোজ্যদ্রব্য সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাগ লাথি কীল মারিছে॥ ৮

ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষদায় রে॥ ৯
যজ্ঞগেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে।
ঊর্দ্ধহাত বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে॥ ১০
মার মার ঘের ঘার হান হান হাকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥ ১১
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হূম হাম খূম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে॥ ১২
ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্প ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম নাড়িছে॥ ১৩
অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষদেহ পুড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে॥ ১৪
হাস্যতুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মুতিছে।
পাদঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পুতিছে॥ ১৫
রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
হূল থূল কূল কূল ব্রহ্মাডিম্ব ফুটিছে॥ ১৬
মৌনতুণ্ড হেটমুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টিঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে॥ ১৭
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দবন্ধ বাড়িছে॥ ১৮

প্রসূতিস্তবে দক্ষজীবন।

রামকেলি মিশ্র—দ্রুত ত্রিতালী।

শিবনাম বল রে জীব বদনে।
যদি আনন্দে যাবে শিবসদনে॥
শিবনাম লয়ে মুখে তরিব সকল দুখে
দমন করিব সুখে শমনে।
শিবগুণ কি কহিব কোথায় তুলনা দিব
জীব শিব হয় শিবসেবনে॥
শিব শিব বলে যেই এই দেহে শিব সেই
শিব নিজ পদ দেই সে জনে।
কাতরে করুণা কর পাপ-তাপ সব হর
ভারতে রাখহ হর ভজনে॥ ধ্রু॥

এইরূপে যজ্ঞ সহ দক্ষ নাশ পায়।
প্রসূতি বাঁচিলা মাত্র সতির কৃপায়॥ ১
বিধি বিষ্ণু দুই জন নিজ স্থানে ছিলা।
দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইলা॥ ২
অকালে প্রলয় জানি করেন শঙ্কর।
দক্ষবাসে শিবপাশে আইলা সত্বর॥ ৩
সতীশোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগিয়া।
প্রসূতি শিবের কাছে আইলা কান্দিয়া॥ ৪
গল-বস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ।
শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেটমুখ॥ ৫

দর গেল রুদ্রভাব শিবভাব হয়।
প্রসূতি বিস্তর স্তুতি করে সবিনয়॥ ৬
বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বমাতা সতী।
অসীম মহিমা জানে কাহার শকতি॥ ৭
আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই।
সতী মোর কন্যা তুমি আমার জামাই॥ ৮
বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়।
সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়॥ ৯
আপনি বিচার কর পরিহর রোষ।
দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ॥ ১০
যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল।
যে করিল সেহ নহে তার মত ফল॥ ১১
কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি।
ভাগ পেতে হুষ মোরে আমি তার নারী॥ ১২
সতীর জননী আমি শাশুড়ী তোমার।
তথাপি বিধবা-দশা হইল আমার॥ ১৩
ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি।
তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি॥ ১৪
তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়।
আমারে কাহারে দিবা কহ দয়াময়॥ ১৫
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইলা।
রাজ্য সহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিলা॥ ১৬
ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়।
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায়॥ ১৭

দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ।
প্রসূতি বলিছে প্রভু এ কি বিড়ম্বন॥ ১৮
বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া মন্ত্রণা।
কহিলেন খণ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা॥ ১৯
শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধগৌরব।
ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব॥ ২০
অপরাধ ক্ষমিয়া যদ্যপি দিলা প্রাণ।
কৃপা করি মুণ্ড দেহ কর জ্ঞানবান॥ ২১
শুনিয়া নন্দিরে শিব কহিলা হাসিয়া।
কার মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া॥ ২২
নন্দী বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ।
ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ॥ ২৩
শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয়।
যেমন করিলা কর্ম্ম উপযুক্ত হয়॥ ২৪
শিববাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া।
মুণ্ড আনি দক্ষস্কন্ধে দিলেন আঁটিয়া॥ ২৫
মিলন হইল ভাল হর দিলা বর।
শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর॥ ২৬
তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি হর।
তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর॥ ২৭
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও।
পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নও॥ ২৮
নিরাকার নির্গুণ নিঃসীম নিরুপম।
না জানি করিনু নিন্দা অপরাধ ক্ষম॥ ২৯

বন্দিবার ফলে হৈল পূর্ব্বের সকল।
নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল ॥ ৩০
বিধি বিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া।
যজ্ঞ পূর্ণ কৈল শিবে অগ্রভাগ দিয়া ॥ ৩১
যজ্ঞস্থানে সতী-দেহ দেখিয়া শঙ্কর।
বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর ॥ ৩২
শিরে লয়ে সতী-দেহ করিলা গমন।
গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ ॥ ৩৩
বিধিসঙ্গে মন্ত্রণা করিলা গদাধর।
সতী-দেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর ॥ ৩৪
তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি।
কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি ॥ ৩৫
যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর।
মহাপীঠ সেই স্থান পূজিত বিধির ॥ ৩৬
করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব।
বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব ॥ ৩৭
একমত না হয় পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রগত ॥ ৩৮
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ৩৯

পীঠমালা।

শ্রী—একতালা।

ভবসংসার-ভিতরে ভবভবানী বিহরে।
ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ
নর-নারী কলেবরে।
গুণাতীত হয়ে নানা গুণ লয়ে
দোঁহে নানা খেলা করে॥
উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম
সব জীবের অন্তরে।
চেতনাচেতনে মিলি দুই জনে
দেহি-দেহরূপে চরে॥
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া
এ কি করে চরাচরে।
পাইয়াছে টের কি করে এ ফের
কবি রায় গুণাকরে॥ ধ্রু॥

হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরন্ধ্র ফেলিলা কেশব।
দেবতা কোট্টবী ভীমলোচন ভৈরব॥ ১
শর্করারে তিন চক্ষু ত্রিগুণ ভৈরব।
মহিষমর্দ্দিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব॥ ২
সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা।
ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা॥ ৩
জ্বালামুখে জিহ্বা তাহে অগ্নি অনুভব।
দেবীর অম্বিকা নাম উন্মত্ত ভৈরব॥ ৪

ভৈরবপর্ব্বতে ওষ্ঠ পড়ে চক্রঘায়।
নম্রকর্ণ ভৈরব অবন্তী দেবী তায়॥ ৫
প্রভাসে অধর দেবী চন্দ্রভাগা তাহে।
বক্রতুণ্ড ভৈরব প্রত্যক্ষরূপ যাহে॥ ৬
জনস্থানে চিবুক পড়িল অভিরাম।
বিকৃতাক্ষ ভৈরব ভ্রামরী দেবী নাম॥ ৭
গোদাবরী-তীরে পড়ে বামগণ্ডখানি।
বিশ্বেশ ভৈরব বিশ্বমাতৃকা ভবানী॥ ৮
গণ্ডকীতে ডানি গণ্ড পড়ে চক্রঘায।
চক্রপাণি ভৈরব গণ্ডকী চণ্ডী তায়॥ ৯
ঊর্দ্ধদন্তপাঁতির অনলে হইল ধাম।
সংক্রুর ভৈরব দেবী নারায়ণী নাম॥ ১০
পঞ্চ সাগরেতে পড়ে অধোদন্ত সার।
মহারুদ্র ভৈরব বারাহী দেবী তার॥ ১২
করতোয়া-তটে পড়ে বামকর্ণ তাঁর।
বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার॥ ১২
শ্রীপর্ব্বতে ডানি কর্ণ ফেলিলেন হরি।
ভৈরব সুন্দরানন্দ দেবতা সুন্দরী॥ ১৩
কেশজাল নাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ।
উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ॥ ১৪
কিরীটকোণায় পড়ে কিরীট স্বরূপ।
ভুবনেশী দেবতা ভৈরব সিদ্ধরূপ॥ ১৫
শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি॥ ১৬

কাশ্মীরেতে কণ্ঠ দেবী মহামায়া তায়।
ত্রিসন্ধ্য-ঈশ্বর নাম ভৈরব তথায় ॥ ১৭
রত্নাবলী স্থানে ডানি-স্কন্ধ অভিরাম।
কুমার ভৈরব তাহে দেবী শিবা নাম ॥ ১৮
মিথিলায় বামস্কন্ধ দেবী মহাদেবী।
মহোদর ভৈরব সর্ব্বার্থ যাঁরে সেবি ॥ ১৯
চট্টগ্রামে ডানি-হস্ত অর্দ্ধ অনুভব।
ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব ॥ ২০
আর অর্দ্ধ ডানি-হস্ত মানসরোবরে।
দেবী দাক্ষায়ণী হর ভৈরব বিহরে ॥ ২১
উজানীতে কফোণি মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি ॥ ২২
মণিবেদে মণিবন্ধ পড়িল তাঁহার।
স্থাণু নামে ভৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর ॥ ২৩
প্রয়াগেতে দুহাতের অঙ্গুলী সরস।
তাহাতে ভৈরব দশ মহাবিদ্যা দশ ॥ ২৪ ইং ৩৩
বাহুলায় বামবাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব ॥ ৩৪
মণিবন্ধে বাম মণিবন্ধ অভিরাম।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব গায়ত্রী দেবী নাম ॥ ৩৫
জালন্ধরে তাঁহার পড়িল এক স্তন।
ত্রিপুরমালিনী দেবী ভৈরব ভীষণ ॥ ৩৬
আর স্তন পড়ে তাঁর রামগিরি স্থানে।
শিবানী দেবতা চণ্ড ভৈরব সেখানে ॥ ৩৭

বৈদ্যনাথে হৃদয় ভৈরব বৈদ্যনাথ।
দেবী তাহে জয়দুর্গা সর্ব্বসিদ্ধি সাথ॥ ৩৮
উৎকলে পড়িল নাভি। মোক্ষ যাহা সেবি।
জয় নামে ভৈরব বিজয়া নামে দেবী
কাঞ্চিদেশে পড়িল কাঁকালি অভিরাম।
দেবগর্ভা দেবতা ভৈরব রুরু নাম॥ ৪০
নিতম্বের অর্দ্ধ কালমাধবে তাহার।
অসিতাঙ্গ ভৈরব দেবতা কালী তার॥ ৪১
নিতম্বের আর অর্দ্ধ পড়ে নর্ম্মদায়।
ভদ্রসেন ভৈরব শোণাক্ষী দেবী তায়॥ ৪২
মহামুদ্রা কামরূপে বজ্ঞোযোগ যায়।
উমানন্দ ভৈরব কামাখ্যা দেবী তায়॥ ৪৩
নেপালে দক্ষিণ জঙ্ঘা কপালী ভৈরব।
দেবী তায় মহামায়া সদা মহোৎসব॥ ৪৪
জয়ন্তায় বাম জঙ্ঘা ফেলিলা কেশব
জয়ন্তী দেবতা ক্রমদীশ্বর ভৈরব॥ ৪৫
দক্ষিণ চরণখানি পড়ে ত্রিপুরায়।
নল নামে ভৈরব ত্রিপুরা দেবী তায়॥ ৪৬
ক্ষীরগ্রামে ডানি-পার অঙ্গুষ্ঠ-বৈভব।
যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব॥ ৪৭
কালীঘাটে চারিটী অঙ্গুলি ডানি-পায়।
নকুলেশ ভৈরব কালিকা দেবী তায়॥ ৪৮
কুরুক্ষেত্রে ডানি-পার গুল্‌ফ অনুভব।
বিমলা তাহাতে দেবী সংবর্ত্ত ভৈরব॥ ৪৯

বিভাসেতে বাম গুল্‌ফ ফেলিলা কেশব।
ভামরূপা দেবী তাহে কপালী ভৈরব॥ ৫০
তিরোতায় পড়ে বামপদ মনোহর।
অমরী দেবতা তাহে ভৈরব অমর॥ ৫১
শূন্য শির দেখি শিব হৈলা চিন্তাবান্।
হিমালয় পর্ব্বতে বসিলা করি ধ্যান॥ ৫২
কৃষ্ণচন্দ্র-আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥ ৫৩
ইতি শুক্রবারের প্রথম নিশা-পালা।

শিববিবাহের মন্ত্রণা।

টোড়ি—আড়া।

উমা দয়া কর গো। বিষম শমন ভয় হর গো॥
পাপেতে জড়িতমতি কাতর হয়েছি অতি
পতিতপাবনী নাম ধর গো॥
মা বলিয়া ডাকি যবে শুনিয়া না দেহ মন
গুহ-গজাননে বুঝি ডর গো।
তুমি গো তারিণী তারা অসারসংসারসারা
নানারূপে চরাচরে চর গো॥
রাধানাথ তব দাস পূরাও তাহার আশ
তবে ঋণিচক্রঋণে তর গো॥ ধ্রু॥
উদাসীন দেখি হরে বিধি গঙ্গাধর।
মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর॥ ১

ত্রিদিবে প্রধান দেব দেবদেব শিব।
শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব॥ ২
নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব।
মহামায়া-উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব॥ ৩
হইল আকাশবাণী সকলে শুনিলা।
মহামায়া হিমালয়-আলয়ে জন্মিলা॥ ৪
উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রীমূর্ত্তির।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার॥ ৫
তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ।
তবে সে শর্ব্বের হবে সংসার নির্ব্বাহ॥ ৬
আকাশবাণীতে পেয়ে দেবীর উদ্দেশ।
নারদেরে ডাকিয়া কহিলা হৃষীকেশ॥ ৭
ঘটক হইয়া তুমি হিমালয় যাও।
উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটাও॥ ৮
একেত নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ।
শিবের বিবাহ তাহে বাড়িল আবেশ॥ ৯
জনকের জননীর দেখিব চরণ।
আর কবে হব হেন ভাগ্যের ভাজন॥ ১০
মাজিয়া বীণার তার মিশাইয়া তান।
ভারতের অভিমত গৌরীগুণ গান॥ ১১

নারদের গান।

মালকোষ—ঝাঁপতাল।

জয় দেবি জগন্ময়ি দীনদয়াময়ি
শৈলসুতে করুণানিকরে।
জয় চণ্ড-বিনাশিনি মুণ্ড-নিপাতিনি
দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যতরে॥
জয় কালি কপালিনি মস্তকমালিনি
খর্পরধারিণি শূলধরে।
জয় চণ্ডি দিগম্বরি ঈশ্বরি শঙ্করি
কৌষিকে ভারতভীতিহরে॥

শিববিবাহের সম্বন্ধ।

এরূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া।
উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া॥ ১
দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে।
চৌষট্টি যোগিনী কুমারীর বেশ সঙ্গে॥ ২
মৃত্তিকার হর-গৌরী পুত্তলি গড়িয়া।
সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া॥ ৩
দেখি নারদের মনে হৈল চমৎকার।
এ কি কৈলা মহামায়া মায়া অবতার॥ ৪
দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম।
আজি বুঝিলাম সিদ্ধ হৈল হরিনাম॥ ৫

অভীষ্ট হউক সিদ্ধ বরদিয়া মনে।
নারদে কহিলা দেবী গর্ব্বিত ভং´সনে ॥ ৬
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুব মহাশয়।
আমারে প্রণাম করা উপযুক্ত নয় ॥ ৭
অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে।
দেখিয়া এমন কর্ম্ম কা৲লা কেমনে ॥ ৮
মুনি বলে এভয় দেখাও তুমি কারে।
তোমার কৃপায় ভয় না কবি তোমারে ॥ ৯
আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি।
ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী ॥ ১০
নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে।
পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমারে ॥ ১১
আনিব এমন বর বায়ে লড়ে দাও।
ঘটক তাঁহার আমি জানিবা পশ্চাৎ ॥ ১২
বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে।
কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে ॥ ১৩
আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরে গলে।
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে।
সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ী গিয়া।
ধুলা ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া ॥ ১৫
কোথা হৈতে বুড়া এক ডোকরা বামন।
প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ ॥ ১৬
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে ॥ ১৭

ছুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ এক খান।
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান॥ ১৮
ভাবে বুঝি সে বামন বড় কুন্দলিয়া।
দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া॥ ১৯
শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ।
সম্ভ্রমে বাহিরে আসি বন্দিলেন পদ॥ ২০
হিমালয় শুনিয়া আইলা দ্রুত হয়ে
সিংহাসনে বসাইলা পদধূলি লয়ে॥ ২১
নারদ কহেন শুন শুন হিমালয়।
কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয়॥ ২২
এই যে তোমার উমা কন্যা বল যাঁরে।
অখিল-ভুবনমাতা জানিতে কে পারে॥ ২৩
বিবাহ কাহারে দিবা ভাবিয়াছ কিবা।
শিব পতি ইহাঁর ইহাঁর নাম শিবা॥ ২৪
হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে।
ভবানী হবেন উমা পার পাব ভবে॥ ২৫
নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি।
জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি॥ ২৬
হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়।
লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়॥ ২৭
অজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ২৮

শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম।

শিবের সম্বন্ধ করিয়া নির্ব্বন্ধ
আইলা নারদ মুনি।
কমললোচন আদি দেবগণ
পরম আনন্দ শুনি ॥ ১
সকলে মিলিয়া শিব কাছে গিয়া
বিস্তর করিলা স্তব।
নাহি ভাঙ্গে ধ্যান দেখি চিন্তাবান
হইলা বিধি কেশব ॥ ২
মন্ত্রণা করিয়া মদনে ডাকিয়া
সুরপতি দিলা পান।
সম্মোহন বাণ করিয়া সন্ধান
শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান ॥ ৩
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রতিপতি ধায়
পুষ্পশরাসন হাতে।
সমুখে সামন্ত ধাইল বসন্ত
কোকিল ভ্রমর সাথে ॥ ৪
মলয় পবন বহে ঘন ঘন
শীতল সুগন্ধ মন্দ।
তরুলতাগণ ফুলে সুশোভন
জগতে লাগিল ধন্দ ॥ ৫
যত দেবগণ হৈলা অদর্শন
হরের ক্রোধের ভয়।

পূর্ব্ব নিয়োজন নিকট মরণ
মদন সমুখে রয়॥ ৬
আকর্ণ পূরিয়া সন্ধান করিয়া
সম্মোহন বাণ লয়ে।
ভূমে হাঁটু পাড়ি দিল বাণ ছাড়ি
অনলে পতঙ্গ হয়ে॥ ৭
কিবা করে ধ্যান কিবা করে জ্ঞান
যে করে কামের শর।
শিহরিল অঙ্গ ধ্যান হৈল ভঙ্গ
নয়ন মিলিলা হর॥ ৮
কামশরে ত্রস্ত নারী লাগি ব্যস্ত
নেহালেন চারি পাশে।
সমুখে মদন হাতে শরাসন
মুচকি মুচকি হাসে॥ ৯
দেখি পুষ্পশরে ক্রোধ হৈল হরে
অটল অচল চলে।
ললাট-লোচন হৈতে হুতাশন
ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলে॥ ১০
মদন পলায় পিছে অগ্নিধায়
ত্রিভুবন পরকাশি।
চৌদিকে বেড়িয়া মদনে পুড়িয়া
করিল ভস্মের রাশি॥ ১১
মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে।

দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার।
কংস বধি করিবেন দ্বারকা-বিহার॥ ৩
রুক্মিণীরে লইবেন বিবাহ করিয়া।
তাঁর গর্ভে এই কাম জনমিবে গিয়া॥ ৪
শম্বর দানব বড় হইবে দুর্জ্জন।
মদনের হাতে তার মৃত্যু নিয়োজন॥ ৫
দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে।
লুকাইয়া এইরূপ মায়াবতী নামে॥ ৬
কহিবেন শম্বরে নারদ তপোধন।
জন্মিল তোমার শত্রু কৃষ্ণের নন্দন॥ ৭
শুনিয়া শম্বর বড় মনে পাবে ভয়।
মায়া করি দ্বারকায় যাবে দুরাশয়॥ ৮
মোহিনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে।
হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে॥ ৯
মৎস্যে গিলিবেক তারে আহার বলিয়া।
না মরিবে কাম ভবিতব্যের লাগিয়া॥ ১০
সেই মৎস্য জালিয়া ধরিয়া লবে জালে।
ভেট লয়ে দিবেক শম্বর মহীপালে॥ ১১
কুটিবারে সেই মৎস্য দিবেক তোমারে।
তাহাতে পাইবে তুমি কৃষ্ণের কুমারে॥ ১২
পুত্রবৎ পালিবা আপন প্রাণনাথ।
মা বলে যদ্যপি তবে কর্ণে দিবে হাত॥ ১৩
শেষে তারে সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ।
শিখাইয়া পরিচয় দিয়া দিও জ্ঞান॥ ১৪

শম্বরে বধিয়া কাম দ্বারকায় যাবে।
কহিনু উপায় এইরূপে পতি পাবে॥ ১৫
শুনি রতি সাত পাঁচ ভাবনা করিয়া।
নিবায় অনলকুণ্ড রোদন ত্যজিয়া॥ ১৬
কামের উদ্দেশে চলে শম্বরের দেশ।
বেশ ভূষা রূপ ছাড়ি ধরি দাসীবেশ॥ ১৭
শিবের বিবাহ সবে শুন ইতঃপর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ১৮

শিবের বিবাহযাত্রা।

শিবের বিবাহ পরম উৎসাহ
সবে হৈল যত্নবান্।
পরম সন্তোষে দুন্দুভি নির্ঘোষে
ইন্দ্র হৈল আগুয়ান॥ ১
নিজগণ লয়ে বরযাত্রী হয়ে
চলিল যত অমর।
অপ্সরা নাচিছে কিন্নর গাইছে
পুলকিত মহেশ্বর॥ ২
ব্রহ্মা পুরোহিত চলিলা ত্বরিত
বরকর্ত্তা নারায়ণ।
ইন্দ্রের শাসনে মরুত-ভুবনে
চলে যত রাজগণ॥ ৩

কুবের ভাণ্ডারী যক্ষগণ ভ'রী
নানা আয়োজন সাজি।
বায়ু করি বল আপনি অনল
হইলা আতসবাজি ॥ ৪
নারদ বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
সাজাইতে গেলা বর।
বসি ছিলা হর উঠিলা সত্বর
নারদ কহে তৎপর ॥ ৫
জটাজূটে চূড়া সাপে বান্ধ খুড়া
মুকুটে কি দিবে শোভা।
কি কাজ মুক্তায় হাড়ের মালায়
কন্যার মা হবে লোভা ॥ ৬
কস্তূরী কেশরে চন্দনে কি করে
যেন করে মাখ ছাই।
কি করে মণিতে যে শোভা ফণিতে
হেন বর কোথা পাই ॥ ৭
ফুলমালা যত শোভা দিবে কত
যে শোভা মুণ্ডের মালে।
কাপড়ে কি শোভা জগমনোলোভা
যে শোভা বাঘের ছালে ॥ ৮
রথ হস্তী আর কি কাজ তোমার
যে বুড়া বলদ আছে।
তোমার যে গুণ কব কোটি গুণ
আমি মেনকার কাছে ॥ ৯

অধিক করিয়া সিদ্ধি মিশাইয়া
ধুতুরা খাইতে হবে।
যাবৎ বিবাহ না হবে নির্ব্বাহ
উপবাস তবে সবে॥ ১০
এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া
হর লয়ে মুনি যায়।
প্রেত-ভূতগণ ধায় অগণন
আন্ধার কৈল ধূলায়॥ ১১
ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ
লম্ফ ঝম্প দিয়া চলে।
মহা ধূমধাম হাঁকে হুম হাম
জয় মহাদেব বলে॥ ১২
সহজে সবার বিকট আকার
সহিতে না পারে আল।
থাবায় থাবায় মসাল নিবায়
আন্ধারে শোভিল ভাল॥ ১৩
করতালি দিয়া বেড়ায় নাচিয়া
হাসে হিহি হিহি হিহি।
দন্ত কড়মড়ি করে জড়াজড়ি
লক লক লক জিহি॥ ১৪
করে চড়াচড়ি ধায় রড়ারড়ি
কিলাকিলি গণ্ডগোল।
কে কারে আছাড়ে কে কারে পাছাড়ে
কে মানে কাহার বোল॥ ১৫

তরু উপাড়িয়া গিরি উথাড়িয়া
কৈল প্রলয়ের ঝড়।
বরযাত্রগণ লইয়া জীবন
পলাইল দিয়া রড় ॥ ১৬

ইন্দ্রাদি পলায় অন্য কেবা তায়
দেখিয়া আনন্দ হরে।
আগে ভাগে হরি বিধি সঙ্গে কবি
গেলা হেমন্তের ঘরে ॥ ১৭

হিমগিরিরাজ করিয়া সমাজ
বসি পুরোহিত সাথ।
বলদে চড়িয়া শিঙ্গা বাজাইয়া
এলা বর ভূতনাথ ॥ ১৮

যত কন্যাযাত্র দেখিয়া সুপাত্র
বলে এ কেমন বর।
বরযাত্রগণে দেখি ভয় মনে
না সরে কার উত্তর ॥ ১৯

কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায়
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত রচিলা ভারত
কবি রায় গুণাকর ॥ ২০

শিববিবাহ।

বসন্ত—দাদ্‌রা।

জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
করবিলসিত নিশিত পরশু
অভয় বর কুরঙ্গিয়া॥
লক্ লক্ ফণি জট-বিরাজ
তক্ তক্ তক্ রজনীরাজ
ধক্ ধক্ ধক্ দহন সাজ
বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল
হুলু হুলু হুলু যোগিনী-রোল
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী-বোল
প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া॥
ভভম্ ভববম্ বম্ ভাল
ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল
রুদ্রতালে তাল দেয় বেতাল
ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভাঙ্গিয়া।
সুরগণ কহে জয় মহেশ
পুলকে পূরিল সকল দেশ
ভারত যাচত ভকতিলেশ
সরস অবশ অঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥

সভা মাঝে হিমালয় পূর্ব্বমুখ হয়ে।
বসিয়াছে দান-সজ্জা বাম দিকে লয়ে॥ ১

উত্তরাস্য রাখিয়াছে বরের আসন।
পরস্পর শাস্ত্রকথা কহে ধীরগণ॥ ২
হেন কালে বর আসি কৈলা অধিষ্ঠান।
সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান॥ ৩
বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি।
ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি॥ ৪
কহিতে না পারে দক্ষযজ্ঞ ভাবি মনে।
ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে॥ ৫
ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া।
গিরির আসনে গিয়া বসিল ভুলিয়া॥ ৬
বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম।
তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম॥ ৭
*কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত।
হেনকালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত॥ ৮
কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ।
কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ॥ ৯
হেটমুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা।
বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা॥ ১০
স্মরহর বর বরপিতা পুরহর।
পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর॥ ১১
শিবগোত্র শম্ভু শর্ব্ব শঙ্কর প্রবর।
শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর॥ ১২
এরূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা।
স্ত্রী-আচার করিবারে মেনকা আইলা॥ ১৩

কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে।
নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে ॥ ১৪
গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া।
শিব-কটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া॥ ১৫
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া।
লইয়া নিছনী ডালা হুলাহুলি দিয়া ॥ ১৬
বরের সমুখে মাত্র মেনকা আইলা।
পলাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা॥ ১৭
গরুড় হুঙ্কার দিয়া উত্তরিল গিয়া।
মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া॥ ১৮
বাঘছাল খসিলা উলঙ্গ হৈলা হর।
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর॥ ১৯
মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা॥ ২০
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই॥ ২১
দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়।
শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে [illegible]ায়॥ ২২
লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ।
মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ॥ ২৩
শুন এয়ো এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও।
কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও॥ ২৪
মেনকা নারদ-বাক্যে দুনা মনোদুখে।
পলাইতে গোবিন্দের পড়িলা সমুখে॥ ২৫

দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায়।
আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায়॥ ২৬
ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়।
হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়। ২৭
ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অপ্লেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥ ২৮
বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ।
নারদার কথায় করিল হেন কাজ॥ ২৯
ভারত কহিছে আর কি আছে আটক।
কন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক॥ ৩০

কন্দল ও শিবনিন্দা।

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামরছটা তামার শলা বুড়ার জটা।
তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো॥
উমার মুখ চাঁদের চূড়া বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া।
ছারকপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো॥
উমার গলে মণির হার বুড়ার গলে হাড়ের ভার।
কেমন করে ওমা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো॥
আমার উমা মেয়ের চূড়া ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া।
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো॥ ধ্রু

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে ।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে ॥ ১
কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী ।
আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকী ॥ ২
পাখা নাহি তবু ঢেঁকী উড়িয়া বেড়ায় ।
কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায় ॥৩
সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কান্ধে বীণাযন্ত্র ।
দাড়ী নড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র ॥ ৪
আয়রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব ।
মেয়েগুলা মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব ॥ ৫
বেণা-ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া ।
এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখবে আসিয়া ॥ ৬
ঘুকুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরুলে ।
সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাট এসো চলে ॥ ৭
এক ঠাই এত মেয়ে দেখা নাহি যায় ।
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয় ॥ ৮
নারদের মন্ত্রতন্ত্র না হয় নিষ্ফল ।
পরস্পর এযোগণে বাজিল কন্দল ॥ ৯
এ বলে উহারে সই ওটা বড় ঠেটা ।
আর জন বলে সই এই বটে সেটা ॥ ১০
যেই মাত্র বুড়া বড় হইল লেঙ্গটা ।
আই মা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা ॥ ১১
সে বলে লো বটে বটে আমি বড় ঠেটা ।
গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা ॥ ১২

তার সই বলে থাক জানিলো উহারে।
পথিকেরে ভুলাইয়া আনে আঁখি ঠারে॥ ১৩
ইহার হইয়া কহে উহার মকর।
গোবিন্দেবে দেখিয়াছে এ বড় পামর॥ ১৪
চারিমুখা রাঙ্গাটা বরের ভাই হেন।
তার দিকে তোর দিদি চেয়ে রৈল কেন॥ ১৫
সে বলে নাফানী আলো না জান আপনা।
চাঁদে দেখি দেখিয়াছি তোর সতীপণা॥ ১৬
এইরূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি।
ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি॥ ১৭
দাঁড়াইয়া পিঁড়ায় হাসেন পশুপতি।
হেটমুখে মৃদু-মন্দ হাসেন পার্ব্বতী॥ ১৮
হর হর বলিয়া ডাকিছে ভূত যত।
হরিষ-বিষাদে হিমালয় জ্ঞান-হত॥ ১৯
ভূত-ভযে এয়োগণ নীরব রহিছে।
ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে॥ ২০
আহা মরি ওমা উমা সোণার পুতুল।
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥ ২১
পায়ে পড়ে আমার উমার কেশপাশ।
বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ॥ ২২
আমার উমাব দন্ত মুকুতাগঞ্জন।
বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥ ২৩
উমার বদনচাঁদে পরকাশে রাকা।
বুড়ার বিকট মুখে দাড়ী গোঁফ পাকা॥ ২৪

কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন।
ছাই মাখা অঙ্গে বুড়া একি অলক্ষণ॥ ২৫
উমার গলায় জাতী-মালতীর মালা।
বুড়ার গলায় হাড়মালা একি জ্বালা॥ ২৬
বিচিত্র বসন উমা পরে কত বন্ধে।
বাঘছাল পরে বুড়া আঁত উঠে গন্ধে॥ ২৭
উমার রতন-কাঞ্চী ভ্রমর-গুঞ্জরে।
বুড়ার কোমরবন্ধ-ফণী ফোঁস ধরে॥ ২৮
নিছনি করিতে গেনু লয়ে তৈল কুড়।
সাপে খেয়েছিল প্রায় বাঁচালে গরুড়॥ ২৯
আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাই আছে।
কেমনে উলঙ্গ হইল শাশুড়ীর কাছে॥ ৩০
আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজ্জায়।
কপালে আগুন তার আলো করে তায়॥ ৩১
আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে
সাপুড়ের ভুতুড়ের কপালে পড়িলে॥ ৩২
বরযাত্র প্রেতভূত দাঁড়াইয়া মুতে।
ভাগ্যবলে এয়োগণে না পাইল ভূতে॥ ৩৩
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
দক্ষযজ্ঞ মনে করি নিন্দিহ শঙ্কর॥ ৩৪

শিবের মোহন বেশ।

মূলতান—ঠুংরী।

আমার শঙ্কর করুণাকর গো।
নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর ॥
কালকূট পিয়া বিশ্ব বাঁচাইয়া
মৃত্যুঞ্জয় হৈলা হর।
কপালে অনল শিরে গঙ্গাজল,
অনলে জলে সে সব ॥
ভালে সুধাকর, গলে বিষভর,
সুধা বিষে বরাবর।
ভারত কহিছে মোরে না সহিছে,
এ শিবে নিন্দে পামর ॥ ধ্রু ॥

শিবনিন্দা করিয়া মেনকা যত কহে।
দক্ষেরে স্মরিল মনে উমারে না সহে ॥ ১
যে দুঃখে দক্ষের ঘরে ত্যজিলাম কায়।
এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায় ॥ ২
হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই ॥ ৩
কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ।
কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ ॥ ৪
মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়।
মনোহর বর হরে দেখিবারে পায় ॥ ৫

জটাজূট মুকুট দেখিলা ফণিমণি।
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণী॥ ৬
ছাই দিব্য-চন্দন বদন কোটি চাঁদ।
মুগ্ধ হৈল সব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ॥ ৭
হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাই।
মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই॥ ৮
এইরূপে হরগৌরী বিবাহ হইল।
হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল॥ ৯
কুতূহলে হুল হুলি দেয় এয়োগণ।
ঋষিগণ বেদগানে পূরিল ভুবন॥ ১০
কিন্নর করয়ে গান নাচয়ে অপ্সর।
অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর॥ ১১
উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস।
বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেলা নিজ বাস॥ ১২
নিত্যসখী আসি জয়া বিজয়া মিলিল।
ডাকিনী যোগিনী আদি যে যেখানে ছিল॥ ১৩
আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ১৪

সিদ্ধিঘোটন।

পরজ—পোস্তা।

বড় আনন্দ উদয়।
বহু দিনে ভগবতী আইল আলয়॥
শঙ্খ-ঘণ্টারব, মহামহোৎসব,
ত্রিভুবনে জয় জয়।
নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক,
রাগ তাল মান লয়॥
যত চরাচর, হরিষ-অন্তর,
পরম আনন্দময়।
রায় গুণাকর, কহে পুটকর,
মোরে যেন দয়া হয়॥ ধ্রু

উমা পেয়ে মহেশ্বর বাড়িল আনন্দ।
নন্দীরে কহেন কথা হাসি মৃদুমন্দ॥ ১
শুন শুন অরে নন্দী তুমি বড় ভক্ত।
সিদ্ধি ঘুটি দিতে মোরে তুমি বড় শক্ত॥ ২
এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই।
বুদ্ধিহারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই॥ ৩
ফাঁকর হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো।
ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হইনু ভেকো॥ ৪
নূতন ঘোটনা কুঁড়া দিয়াছে বিশাই।
আজি বড় শুভ দিন বার কর তাই॥ ৫

এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর।
সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার॥ ৬
যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া।
ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া॥ ৭
তদবধি গৃহ শূন্য সিদ্ধি নাহি জানি।
আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি॥ ৮
অন্ন করি সিদ্ধি লহ মণ লক্ষ বার।
এতবার ফল তাহে যত দিতে পার॥ ৯
মহুবী মরীচ লঙ্গ প্রভৃতি মসলা।
অধিক করিয়া দিয়া করহ রসলা॥ ১০
দুগ্ধ দিয়া ঘন করি ঘুরাও ঘোটনা।
দুধ কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা॥ ১১
ভৃঙ্গী মহাকাল ভূত ভৈরবাদি যত।
সকলে প্রসাদ পাবে পেট তারি মত॥ ১২
শুনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে।
নূতন ঘোটনা কূঁড়া আনিল যতনে॥ ১৩
বাছিয়া সিদ্ধির রাশি উড়াইয়া গুঁড়া।
ধুইয়া গঙ্গার জলে পূর্ণ কৈল কূঁড়া॥ ১৪
দুই হাতে ঘোটনা দু পায়ে কূঁড়া ধরি।
ত্রিপুরমর্দ্দন নাম মনে মনে স্মরি॥ ১৫
তাকে পাকে ঘোটনায় আরম্ভিলা পাক।
ঘর্ঘর ঘুরান ঘোর ঘন ঘন ডাক॥ ১৬
রাশি রাশি তাল তাল পর্ব্বতপ্রমাণ।
গঙ্গাজলে ঘুলি কৈল সমুদ্র সমান॥ ১৭

সিদ্ধি ঘোটা হৈলে হর হাসেন হরিষে।
বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাকিবেন কিসে॥ ১৮
হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল।
ভারত কহিছে আর ছাকিয়া কি ফল॥ ১৯

সিদ্ধিভক্ষণ।

খট্‌—দ্রুতত্রিতালী।

মহাদেবের আঁখি ঢুলু ঢুল।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি-শুদ্ধি হইল ভুল।
নয়নে ধরিল রঙ্গ, অলসে অবশ অঙ্গ,
লট পট জটাজুট গঙ্গা হুল থুল॥
খসিল বাঘের ছাল, আলু থালু হাড়মাল,
ভুলিল ডমরু শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল।
হাসি হাসি উতরোল, আধ আধ আধ বোল,
ন ন্ন নন্দি নন্দি আ আ আন ন্ন নকুল॥
ভারতের অনুভবে, ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে,
ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরাকুল॥ ধ্রু

সিদ্ধি ঘুটি আনি নন্দী অন্তরে দাঁড়ায়।
বেতাল ভৈরবগণ নাচিয়া বেড়ায়॥ ১
সমুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন।
বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন॥ ২
অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্রভাগ লয়ে।
ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে॥ ৩

ছোয়াইয়া চক্ষে মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ।
একই নিশ্বাসে পিয়া করিলা নিঃশেষ॥ ৪
হুঙ্কার ছাড়িয়া বসে মগন হইয়া।
আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া॥ ৫
নকুল করিব কি রে কহেন নন্দীরে।
ভৃঙ্গী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে॥ ৬
তাল বলে আজি ঘরে মাতা উপস্থিত।
মেনকা মেলানী ভার দিয়াছে কিঞ্চিৎ॥ ৭
হাসিয়া কহেন হর ভালা মোর ভাই।
বড় কথা মনে কৈলি আন দেখি তাই॥ ৮
অসংখ্য মেলানীভার নকুলে উড়িল।।
সহচরগণে সবে ভাবিতে লাগিল॥ ৯
শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ডাকাও।
সকলে সিদ্ধির শেষে পরসাদ পাও॥ ১০
সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিত কিঞ্চিত।
সাবাধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত॥ ১১
আজ্ঞামত পূর্ণ করি সকলে পাইলা।
নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা॥ ১২
ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ।
অগো মাতা তোমার মায়ের দেখ কাজ॥ ১৩
এমন মেলানীভার দিল আই বুড়ি।
জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি॥ ১৪
আমরা নকুল করি এমন কি আছে।
তুমি আজ্ঞা দিলে যাই মেনকার কাছে॥ ১৫

হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা সব।
তোমা সবাকার কেবা সহে উপদ্রব॥ ১৬
আই বলি যাহ যদি মোর মার ঠাঁই।
যে বুঝি তাঁহার চালে খড় রবে নাই॥ ১৭
তোমরা আমার মায়ে কি দোষ পাইলে।
ফুরাইবে নাহি দ্রব্য বৎসর খাইলে ॥ ১৮
কে বলে মেলানীভাণ্ডে নাহি আয়োজন।
আনরে মেলানীভার দেখিব কেমন॥ ১৯
মায়া কৈল মহামায়া মায়েব কারণ।
পুরিল মেলানীভার পূর্ব্বের যেমন॥ ২০
দেখিয়া আনন্দ ভূত ভৈরব সকল।
খাইতে লাগিল সবে মহাকুতুহল॥ ২১
জয় জয় হর-গৌরী বলিয়া বলিয়া।
নাচিয়া বেড়ায় সবে করতালি দিয়া॥ ২২
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ২৩

হরগৌরীর কথোপকথন।

পুরবী—একতালা।

আমারে ছাড়িও না। ভবানি।
সুশীলা হইয়া শিলায় জন্মিয়া
শিলাময় হিয়া হইও না॥

এবার পাথারে ফেলিয়া আমারে
দোষ বারে বারে লইও না।
শিশুগণ মিলা যেন খেলা দিলা
তেমন এখানে খেলিও না॥
তব মায়া ছান্দে বিশ্ব পড়ি কান্দে
ভারতে এ ফেরে ফেলিও না॥ ধ্ব॥
আনন্দ-সাগরে হর মগন হইলা।
বিনয়ে দেবীর প্রতি কহিতে লাগিলা॥ ১
তুমি মূলপ্রকৃতি সকল বিশ্বসার।
কৃপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার॥ ২
দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি।
এত দিন ছিলে গিয়া হেমন্তের বাড়ী॥ ৩
ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আরবার।
সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর॥ ৪
হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই।
শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই॥ ৫
অঙ্গে অঙ্গে তোমার আমার অঙ্গে অঙ্গে।
হরগৌরী একতনু হয়ে থাকি রঙ্গে॥ ৬
হাসিয়া কহেন দেবী এমন কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥ ৭
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥ ৮
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাধ করে।
তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥ ৯

পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥ ১০
নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥ ১১
শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া সরম।
তোমার সহিত নহে এমন মরম॥ ১২
তোমার শরীর আমি মাথায় করিয়া।
দেখিয়াছি ফিরিয়াছি পৃথিবী ঘুরিয়া॥ ১৩
চক্র করি চক্রপাণি চক্রেতে কাটিয়া।
মোর মাথা হইতে তোমা দিলা ছাড়াইয়া॥ ১৪
অঙ্গ প্রতি-অঙ্গ তব পড়িল যেখানে।
ভৈরব হইয়া আমি রয়েছি সেখানে॥ ১৫
তবে মোরে হেন কথা কহ কি লাগিয়া।
আরবার যাবে বুঝি আমারে ছাড়িয়া॥ ১৬
শুনিয়া কহেন দেবী সহাসবদনে।
সমভাবে দোঁহে এক হইবে কেমনে॥ ১৭
পাঁচ মুখ তোমার আমার এক মুখ।
সমভাবে অর্দ্ধভাগে তুমি পাবে দুখ॥ ১৮
দশ হাত তোমার আমার দুটী হাত।
সমভাগে অর্দ্ধভাগে হইবে উৎপাত॥ ১৯
শঙ্কর কহেন শুন পূর্ব্ব সমাচার।
এক মুখ দুই হাত আছিল আমার॥ ২০
উর্দ্ধমুখে আগমে তোমার গুণ গাই।
দুই ভুজ উর্দ্ধ করি তোমারে ধেয়াই॥ ২১

চারিবেদে তব গুণ গান করিবারে।
চারি মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে ॥ ২২
চারি তাল ধরিতে অধিক আট হাত।
দিয়াছ আপনি পূর্ব্বে নিন্দহ পশ্চাৎ ॥ ২৩
এত বলি এক মুখ দ্বিভুজ হইলা।
সাক্ষী করি এক মুখ রুদ্রাক্ষে রাখিলা ॥ ২৪
হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান।
হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন ॥ ২৫
দুই জনে সহাসবদনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে ॥ ২৬
এইরূপে হরগৌরী করেন বিহার।
গজানন ষড়ানন হইল কুমার ॥ ২৭
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ২৮

হরগৌরীরূপ।

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

কি এ নিরুপম শোভা মনোরম
হরগৌরী এক শরীরে।
শ্বেত পীত কায় রাঙ্গা দুটী পায়
নিছনি লইয়া মরি রে ॥ ধ্রু

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে
আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে
আধ ফণিময় কিঙ্কিণী বাজে
আধ ফণিফণ ধ্বনি রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা
আধ মণিময় হার উজলা
আধ গলে শোভে গরল কাল
আধই সুধামাধুরী রে॥
এক হাতে শোভে ফণিভূষণ
এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ
আধই তাম্বূল পূরি রে॥
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন
কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন
আধই সিন্দূর পূরি রে॥
কপাল লোচন আধই আধে
মিলন হইল বড়ই সাধে
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে
হইল প্রণয় করি রে॥
দোঁহার আধ আধ আধশশী
শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি
আধ জটাজূট গঙ্গা সরসী
আধই চারু কবরী রে॥

এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল
এক কাণে শোভে মণিকুণ্ডল
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল
আধই গন্ধ কস্তূরী রে ॥
ভারত কবি গুণাকর রায়
কৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়
হরগৌরীবিয়া হইল সায়
সবে বল হরি হরি হরি রে ॥
ইতি শনিবারের নিশাপালা ॥

কৈলাসবর্ণন।

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি-শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরোগণের বাস ॥ ১
রজনী বাসর মাস সংবৎসর
দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ কিছু নাহি ভেদ
সুখদুঃখ একাকার ॥ ২
তরু নানা জাতি লতা নানাভাতি
ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত ॥ ৩

অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
মুনির মানস হরে॥ ৪
মৃগ পালে পাল শার্দ্দূল-রাখাল
কেশরী হস্তিরাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে
ইন্দুরে পোষে বিড়াল॥ ৫
সবে পিয়ে সুধা নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা
কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক
সার অসার-সংসারে॥ ৬
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম কর্ম্মাকর্ম্ম
শত্রু মিত্র সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাই
কেবল সুখের মূল॥ ৭
চৌদিকে দুস্তর সুখের সাগর
কল্পতরু সারি সারি।
মণিবেদীপরে চিন্তামণি-ঘরে
বসি গৌরী-ত্রিপুরারী॥ ৮
শিব শক্তি মেলা নানা রসে খেলা
দিগম্বরী দিগম্বর।
বিহার যে সব সে সব কি কব
বিধি-বিষ্ণু-অগোচর॥ ৯

নন্দী দ্বারপাল ভৈরব বেতাল
কার্ত্তিকেয় গণপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ
গণিতে কার শকতি ॥ ১০
এক দিন হর ক্ষুধায় কাতর
গৌরীরে কহিল হাসি।
ভারত ব্রাহ্মণ করে নিবেদন
দয়াকর কাশীবাসি ॥ ১১

হর-গৌরীর বিবাদ সূচনা।

গৌড়সারঙ্গ—দ্রুতত্রিতালী।

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে।
বিধি যার বিবাদী কি সাধ তার সাধে ॥
এ বড় বিষম ধন্দ যত করি ছন্দ বন্দ
ভাল ভাবি হয় মন্দ পড়িনু প্রমাদে।
ধর্ম্মে জানি সুখ হয় তবু মন নাহি লয়
অধর্ম্মে বিবিধ ভয় তবু তাই স্বাদে ॥
মিছা দারা সুত লয়ে মিছা সুখে সুখী হয়ে
যে রহে আপনা কয়ে সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের আর সব মিছা ফের
ভারত পেয়েছে টের গুরুর প্রসাদে ॥ ধ্রু ॥
শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি ॥ ১

নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাদ করে একদিন পেট ভরে খাই ॥ ২
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে ॥ ৩
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল ॥ ৪
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ ॥ ৫
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারি ॥ ৬
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী ॥ ৭
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রস-কথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥৮
কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর।
খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর ॥ ৯
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা ॥ ১০
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায় ॥ ১১
পরম্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥ ১২
এইরূপে দুই জনে বাড়িছে বাকৃছল।
ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল ॥ ১৩

হরগৌরীর কন্দল।

সুর্ ঝিঁঝিট—একতালা।

কেবা এমন ঘরে থাকিবে। ধ্রু।
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে॥
আপনি মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই
কেবা বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল দুটী অন্ন চাহে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে॥
বিষপানে নাহি ভয় কথা কৈতে ভয় হয়
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।
মা বাপ পাষাণ হিয়া হেন ঘরে দিল বিয়া
ভারত এ দুখে ঘর ছাড়িবে॥ ধ্রু

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট-লোচনে॥ ১
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটীর বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গোণ্ডগোল॥ ২
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥ ৩
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥ ৪
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি॥ ৫

কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥ ৬
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহার কপালে সবে হয়েছে নন্দন॥ ৭
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥ ৮
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই॥ ৯
গিযাছিলে বুড়াটী যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে॥ ১০
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ পাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু॥ ১১
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥ ১২
উহাঁর ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা॥ ১৩
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥ ১৪
ভিক্ষা মাগি খুদকণা যে পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর॥ ১৫
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়॥ ১৬
উপযুক্ত দুটী পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥ ১৭

করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥ ১৮
শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥ ১৯
ভারত কহিছে মাগো কত বল আর।
শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার॥ ২০

শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্‌যোগ।

ভবানীর কটু ভাষে লজ্জা হইল কৃত্তিবাসে
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥ ১
হেটমুখে পঞ্চানন নন্দীরে ডাকিয়া কন
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।
আন শিঙ্গা হাড়মাল ডমরু বাঘের ছাল
বিভূতি লেপিয়া দেহ গায়॥ ২
আন রে ত্রিশূল ঝুলি প্রমথ সকল গুলি
যত গুলি ধুতূরার ফল।
থলি ভরা সিদ্ধিগুঁড়া লহ রে ঘোটনা কুঁড়া
জটায় আছয়ে গঙ্গাজল॥ ৩
ঘর উজড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।

নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহার উচিত বনবাস ॥ ৪॥
বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার।
সকলে নির্গুণ কয় ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়
নাম মাত্র রহিয়াছে সার ॥ ৫
যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষবর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া ॥ ৬
শিবের দেখিয়া গতি শিবা কন ক্রোধমতি
কি করিব একা ঘরে রয়ে।
বৃথা কেন দুঃখ পাই বাপের মন্দিরে যাই
গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে ॥ ৭
যে ঘরে গৃহস্থ হেন সে ঘরে গৃহিণী কেন
নাহি ঘরে সদা খাই খাই।
কি করে গৃহিণীপণে খন খন ঝন ঝনে
আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই॥ ৮
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ
রাজসেবা কত খচ মচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত সকলের এই মত
ভিক্ষা মাগা নৈব চ নৈব চ ॥ ৯
হইয়া বিরস-মন লয়ে গুহ-গজানন
হিমালয়ে চলিলা অভয়া।

ভারত বিনয়ে কয় এমত উচিত নয়
নিষেধ করিয়া কহে জয়া॥ ১০

জয়ার উপদেশ।

কহে সখী জয়া শুন গো অভয়া
একি কব ঠাকুরালি।
ক্রোধে করি ভর যাবে বাপ-ঘর
খেয়াতি হবে কাঙ্গালি॥ ১
মিছা ক্রোধ করি আপনা পাসরি
কি কর ছাবা খেলা।
সুখ-মোক্ষ-ধাম অন্নপূর্ণা নাম
সংসারসার-ভেলা॥ ২
অন্নপূর্ণা হয়ে অন্ন দেহ কয়ে
দাঁড়াবে কে হার কাছে।
দেখিয়া কাঙ্গালি সবে দিবে গালি
রহিতে না দিবে নাছে॥ ৩
জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মী ছাড়া॥ ৪
হা বলি তা কর নিজ মূর্ত্তি ধর
বস অন্নপূর্ণা হয়ে।

কৈলাসশিখর অন্নে পূর্ণ কর
জগতের অন্ন লয়ে ॥ ৫
তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে
যত যত অন্ন আছে।
কটাক্ষ করিয়া আন আহরিয়া
রাখ আপনার কাছে ॥ ৬
কমল-আসন আদি দেবগণ
কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ।
কমলা প্রভৃতি যতেক প্রকৃতি
এই স্থানে দেহ ভক্ষ ॥ ৭
ফিরি ঘরে ঘর হইয়া ফাঁফর
কোথাও না পেয়ে অন্ন।
আপনি শঙ্কর আসিবেন ঘর
হইয়া অতি বিষণ্ণ ॥ ৮
অন্ন দিয়া তাঁরে সকল সংসারে
আপনা প্রকাশ কর।
প্রকাশিয়া তন্ত্রে অন্নপূর্ণা-মন্ত্রে
লোকের যন্ত্রণা হর ॥ ৯
তিন ভূমণ্ডলে পূজিবে সকলে
চৈত্রশুক্ল-অষ্টমীতে।
দ্বিতীয়া-অন্বিত অষ্টাহ সঙ্গীত
বিসর্জ্জন নবমীতে ॥ ১০
পূজিবে যে জনে তাহার ভবনে
হইবে লক্ষ্মী অচলা।

আর যত আছে সব হবে পাছে
কহিবে অষ্টমঙ্গলা ॥ ১১
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ দেবী-পুত্ররূপ
অন্নপূর্ণাব্রতদাস।
ভারত ব্রাহ্মণ কহে সুবচন
অন্নদা পুরাও আশ ॥ ১২

অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিধারণ।

বেহাগ—একতালা।

অন্নপূর্ণা জয় জয় দূর কর ভবভয়।
তুমি সর্ব্বময় তোমা হইতে হয়
সৃজন পালন লয়।
কত মায়া কর কত কায়া ধর
বেদের গোচর নয় ॥
বিধি হরি হর আদি চরাচর
কটাক্ষেতে কত হয়।
ছাড় ছায়া মায়া দেহ পদছায়া
ভারত বিনয়ে কয় ॥ ধ্রু ॥

জয়ার বচনে দেবী মানিয়া প্রবোধ।
বসিলেন হাস্যমুখী দূরে গেল ক্রোধ ॥ ১
বিশাই বিশাই বলি করিলা স্মরণ।
যোড়হাতে বিশ্বকর্ম্মা দিলা দরশন ॥ ২

শুনরে বিশাই বাছা লহ মোর পান।
পানপাত্র হাতা দেহ করিয়া নির্ম্মাণ ॥ ৩
মর্ম্ম বুঝি বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞা পাবামাত্র।
রতন-নির্ম্মিত দিল হাতা পানপাত্র ॥ ৪
রতন-মুকুট দিল নানা অলঙ্কার।
অমূল্য কাঁচুলী শাড়ী উড়ানী যে আর ॥ ৫
বসিবারে মণিময় দিলা কোকনদ।
আশীষ করিলা মাতা হও নিরাপদ ॥ ৬
মায়া কৈলা মহামায়া কহিতে কে পারে।
হরিলা যতেক অন্ন আছিলা সংসারে ॥ ৭
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি নারায়ণ।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি পদ্মাসন ॥ ৮
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি মৃত্যুঞ্জয়।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি হরি হয় ॥ ৯
দেব দেবী ভুজঙ্গ কিন্নর আদি যত।
সৃষ্টি কৈল কোটি কোটি কোটি কোটি শত ॥ ১০
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইল এক ঠাই।
কেমন হইল মেনে মনে আসে নাই ॥ ১১
অন্নের-পর্ব্বত পরমান্ন-সরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ আদি সাগর সাগর ॥ ১২
কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায়।
কোলাহল গণ্ডগোল কহা নাহি যায় ॥ ১৩
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কলরব এক ঠাই।
জয় জয় অন্নপূর্ণা বিনা শব্দ নাই ॥ ১৪

অজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ১৫

শিবের ভিক্ষাযাত্রা।

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥ ১
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান॥ ২
ববম্ ববম্ বম্ ঘন বাজে গাল।
ভভম্ ভভম্ ভম্ শিঙ্গা বাজে ভাল॥ ৩
ডিমি ডিমি ডিমি ডিগি ডমরু বাজিছে।
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে॥ ৪
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা॥ ৫
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটী খেলাও দেখি সাপ॥ ৬
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥ ৭
কেহ বলে ভাল করি সিঙ্গাটী বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥ ৮
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥ ৯

কেহ আনি দেয় ধুতূরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥ ১০
আর আর দিন তাহে হাসেন গোসাঁই।
ওদিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই॥ ১১
চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥ ১২
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী॥ ১৩
এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব॥ ১৪
কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল॥ ১৫
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া॥ ১৬
আজি যেনে ফিরি মাগ শঙ্কর ভিখারি।
কালি আস দিব অন্ন আজি ত না পারি॥ ১৭
এইরূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘর ঘর।
অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর॥ ১৮
ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মী-নারায়ণ॥ ১৯
আস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর।
ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাঁফর॥ ২০

শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ।

কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি।
কহিতে না বাক্য সরে অন্ন নাহি মোর ঘরে
আজি বড় দৈবের দুর্গতি ॥ ১
আমি লক্ষ্মী সর্ব্ব ঠাই মোর ঘরে অন্ন নাই
ইহাতে প্রত্যয় কেবা করে।
শুনিয়া শঙ্কর কন ফিরিলাম ত্রিভুবন
এই কথা সকলের ঘরে ॥ ২
গুমান হইল গুঁড়া না মিলিল খুদ কুঁড়া
ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া।
হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মী ছাড়া ॥ ৩
লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই আর যাব কার ঠাই
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই।
গলে সাপ বান্ধি চাই তবু অন্ন নাহি পাই
কপালে দিলেক বিধি ছাই ॥ ৪
কত সাপ আছে গায় হাভাতেরে নাহি খায়
গলে বিষ সেহ নাহি বধে।
কপালে অনল জ্বলে সেহ না পোড়ায় বলে
না জানি মরিব কি ঔষধে ॥ ৫
ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাধ।
যার নারী সুতা সুত সদা অন্নকষ্টযুত
সর্ব্বদা তাহার অবসাদ ॥ ৬

দেখিয়া শিবের খেদ লক্ষ্মী কয়ে দিলা ভেদ
কেন শিব করহ বিষাদ।
অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কান্দে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ ॥ ৭

গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্নলয়ে
কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা।
যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে সকলি তাঁহার কাছে
তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা ॥ ৮

আমার যুকতি ধর কৈলাসে গমন কর
আমি আদি সকলি সেখানে।
তোমারে কবার তরে আমি আছিলাম ঘরে
এই আমি যাই সেই খানে ॥ ৯

এত বলি হরিপ্রিয়া কৈলাসে রহিলা গিয়া
শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া।
দেখি অন্নদার ক্রীড়া শিবের হইল ব্রীড়া
তত্ত্ব কিছু না পান ভাবিয়া ॥ ১০

কত কোটি হরিহর পদ্মাসনে পুরন্দর
কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলিত।
সুখে নানা রস খায় স্তুতি পড়ে নাচে গায়
দেখি শিব হইলা মোহিত ॥ ১১

দেখি কোটি কোটি হরে স্থাণু স্থাণু হৈলা ডরে
অন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়া।
ভারতের উপরোধে বিসর্জ্জিয়া দিয়া ক্রোধে
অন্নদিলা নিকটে আনিয়া ॥ ১২

শিবে অন্নদান।

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।
অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন॥ ১
কারণ-অমৃত পূরিত করি।
বত্ন-পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী॥ ২
সঘৃত-পলান্নে পুরিয়া হাতা।
পরশেন হরে হরিষে মাতা॥ ৩
পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাধের মত॥ ৪
পায়স-পয়োধি সপুসপিয়া।
পিষ্টক-পর্ব্বত কচমচিয়া॥ ৫
চুকু চুকু চুকু চূষ্য চূষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥ ৬
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চকচক পেয় পিয়া॥ ৭
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥ ৮
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ-তরঙ্গে॥ ৯
লটপট জটা লপটে পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥ ১০
গর গর গরজে ফণী।
দপ্ দপ্ দপ্ দীপয়ে মণি॥ ১১

ধক্ ধক্ ধক্ ভালে অনল।
তর্ তর্ তর্ চাঁদমণ্ডল ॥ ১২
সর্ সর্ সরে বাঘের ছাল।
দলমল দোলে মুণ্ডের মাল ॥ ১৩
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল ॥ ১৪
ববম্ ববম্ বাজয়ে গাল।
ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল ॥ ১৫
ভভম্ ভভম্ বাজয়ে শিঙ্গা।
মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা-ধিঙ্গা ॥ ১৬
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চমতালে।
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে ॥ ১৭
নাটক দেখিয়া শিবঠাকুর।
হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর ॥ ১৮
অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে।
ভারত ভুলিল ভবের নাচে ॥ ১

অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য।

ভূপালী—দ্রুত ত্রিতালী।

জয় জগদীশ্বর জয় জগদম্বে।
ভব ভবরাণী ভব-অবলম্বে ॥
শিব শিবকায়া হর হরজায়া
পরিহর মায়া অব অবিলম্বে ॥

যদি কর মমতা হত হয় যমতা
দিবি ভুবি সমতা গুহহেরম্বে ॥
তব জন যবা সুরপতি কেবা
যম দেই সেবা শিবপরিলম্বে ॥
ভব-জল তরণে রাখহ চরণে
ভারত চরণে করি কাদম্বে ॥ ধ্রু ॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা আপনা প্রকাশি।
হরিলা যতেক মায়া মহামায়া হাসি ॥ ১
বসিলা গিরিশ গৌরী কৌতুক অশেষ।
সমুখে করেন ক্রীড়া কার্ত্তিক গণেশ ॥ ২
দু দিকে বিজয়া জয়া নন্দী দ্বারপাল।
ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল ॥ ৩
অন্নপূর্ণামহিমা দেখিয়া মহেশ্বর।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র বহুতর ॥ ৪
উপাসনা পূজা ধ্যান কবচ সাধন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন ॥ ৫
বিস্তর অন্নদাকল্পে অল্পে কব কত।
কিঞ্চিৎ কহিনু নিজ বুদ্ধিশুদ্ধি মত ॥ ৬
যে জন করয়ে অন্নপূর্ণা-উপাসনা।
বিধি হরি হর তার করয়ে মাননা ॥ ৭
ইহলোকে নানা ভোগ করে সেই জন।
পরলোকে মোক্ষ পায় শিবের লিখন ॥ ৮
অন্নপূর্ণা মহামায়া মহাবিদ্যা মাজ।
যাঁর বরে স্বর্গে লক্ষ্মী ইন্দ্র দেবরাজ ॥ ৯

ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব যাঁর করি উপাসনা।
বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব যাঁর করিয়া মাননা॥ ১০
শিবের শিবত্ব যাঁর উপাসনাফলে।
নিগম আগমে যাঁরে আদ্যাশক্তি বলে॥ ১১
দয়া কর দয়াময়ী দানব-দমনী।
দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী দরিদ্র্যদলনী॥ ১২
হৈমবতী হরপ্রিয়া হেরম্বজননী।
হেম-হীরাহারময়ী হিরণ্যবরণী॥ ১৩
হইলা নন্দের সুতা হরিসহায়িনী।
হেরি হাহাকার হর হরিণহেরিণী
কামরিপু কামিনী কামদা কামেশ্বরী।
করুণা-কটাক্ষ কর কিছু কৃপা করি॥ ১৫
রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল॥ ১৬
গায়নে বায়নে মা গো মাগি এই বর।
অন্নে পূর্ণ কর ঘর গলে দেহ স্বর॥ ১৭
শুনিতে মঙ্গল তব যার ভক্তি হয়।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার স্থির যেন রয়॥ ১
কৃষ্ণচন্দ্র-আদেশে ভারতচন্দ্র গায়।
হরিহরি বল সবে পালা হৈল সায়॥ ১৯

ইতি রবিবারের দিবাপালা॥

শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা।

পুণ্যভূমি বারাণসী বেষ্টিত বরণা অসি
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত।
আনন্দকানন নাম কেবল কৈবল্য-ধাম
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত ॥ ১
বাপী যাহে জ্ঞানবাপী নামে মোক্ষ পায় পাপী
মহিমা কহিতে কেবা পারে।
মণিকর্ণী পুষ্করিণী মোক্ষপদ-বিধায়িনী
সার বস্তু অসার-সংসারে ॥ ২
দশাশ্বমেধের ঘাট চৌষট্টি যোগিনী পাট
নানা স্থানে নানা মহাস্থান।
তীর্থ তিন কোটি সাড়ে এক ক্ষণ নাহি ছাড়ে
সকল দেবের অধিষ্ঠান ॥ ৩
মহেশের রাজধানী দুর্গা যাহে মহারাণী
যাহে কালভৈরব প্রহরী।
শমনের অধিকার না হয় স্মরণে যার
ভবসিন্ধু তরিবার তরি ॥ ৪
যাহে জীব ত্যজি জীব সেইক্ষণে হয় শিব
পুনঃ নহে জঠর-যাতনা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দনুজ মনুজ রক্ষ
সবে যার করয়ে কামনা ॥ ৫
শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত যাহে সদা অধিষ্ঠিত
তাহাতে প্রধান বিশ্বেশ্বর।

যত যত যশোধাম প্রকাশি আপন নাম
শিবলিঙ্গ স্থাপিলা বিস্তর ॥ ৬
দেবতা কিন্নর নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর
তপস্যা করয়ে মোক্ষ-আশে।
দেখিয়া কাশীর শোভা মহেশের মনোলোভা
বিহরেন ছাড়িয়া কৈলাসে ॥ ৭
সর্ব্ব সুখময় ঠাই সবে মাত্র অন্ন নাই
দেখিয়া ভাবেন সদাশিব।
অনেকের হৈল বাস সকলের অন্নআশ
কি প্রকারে অন্ন যোগাইব ॥ ৮
আপন আহার বিষ ধ্যানে যায় অহর্নিশ
অন্নসনে নাহি দরশন।
এখানে বসিবে যারা অন্নজীবী হবে তারা
অন্ন বিনা না রবে জীবন ॥ ৯
এত ভাবি ত্রিলোচন সমাধিতে দিয়া মন
বসিলেন চিন্তাযুক্ত হয়ে।
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠানে অন্নে পূর্ণ কর স্থানে
ভারত দিলেন যুক্তি কয়ে ॥ ১০

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি।

ভব ভাবি চিতে পুরী নির্ম্মাইতে
বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান।
বিশ্বকর্ম্মা আসি প্রবেশিলা কাশী
জোড়হাতে সাবধান ॥ ১
বিশ্বকর্ম্মে হর কহিলা বিস্তর
শুন রে বাছা বিশাই।
অন্নপূর্ণা আসি বসিবেন কাশী
দেউল দেহ বানাই ॥ ২
বিশ্ব কর্ম্মা শুনি নিজ পুণ্য গুণি
দেউল কৈলা নির্ম্মাণ।
অন্নদা-মূরতি নিরুপম অতি
নিরমায় সাবধান ॥ ৩
রতন দেউল ভুবনে অতুল
কোটি রবি পরকাশ।
বিবিধ বন্ধান অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ
দেখি সুখী কৃত্তিবাস ॥ ৪
দেউল ভিতরে মণিবেদীপরে
চিন্তামণির প্রতিমা।
চতুর্ব্বর্গপ্রদা গড়িল অন্নদা
অনন্ত নাম মহিমা ॥ ৫
মণিময়চ্ছদ গড়ে কোকনদ
অরুণকিরণ শোভা।

ভুবনমণ্ডল করয়ে উজ্জ্বল
মহেশেরে মনোলোভা ॥ ৬
তাহার উপরি পদ্মাসন করি
অন্নদা-মূরতি গড়ে।
পদতল রঙ্গে দেখি অষ্ট অঙ্গে
অরুণ চরণে পড়ে ॥ ৭
অতি নিরমল চরণযুগল
সুশোভিত নখ ছাঁদে।
দিনে দিনে ক্ষীণ কলঙ্কে মলিন
কত শোভা হবে চাঁদে ॥ ৮
মণিকরিকর উরু মনোহর
নিতম্বে রত্নকিঙ্কিণী।
ত্রিবলীর ভঙ্গে অনঙ্গের অঙ্গে
বান্ধি রাখে মাজা ক্ষীণি ॥ ৯
সুখ-সরোবর নাভি মনোহর
মদনশফরীধাম।
কামের কুন্তল অতি সুকোমল
রোমাবলী অভিরাম ॥ ১০
স্বয়ম্ভু শঙ্কর উচ কুচবর
সুধাসিন্ধু বিম্বরাজে
রক্তকমল মৃণাল কোমল
সুবলিত ভুজ সাজে ॥ ১১
কারণ-অমৃত পলান্ন সঘৃত
পানপাত্র হাতা শোভে।

মুখে শঙ্কর নাচেন সুন্দর
অন্ন খেয়ে অন্নলোভে ॥ ১২
কোটি সুধাকর বদন সুন্দর
রতন মুকুট শিরে।
অর্দ্ধশশী ভালে কেশ মল্লীমালে
অলি মধুলোভে ফিরে ॥ ১৩
অন্নদা মূরতি দেখি পশুপতি
বিশাইরে দিলা বর।
কৃষ্ণচন্দ্র-মত রচিলা ভারত
কবি রায় গুণাকর ॥ ১৪

অন্নপূর্ণার-পুরীনির্ম্মাণ।

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিল।
চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্ম্মাইল ॥ ১
সমুখে করিলা সরোবর মনোহর।
মাণিকে বান্ধিলা ঘাট দেখিতে সুন্দর ॥ ২
সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণিগণ।
দিয়া কৈল চারি পাড় অতি সুশোভন ॥ ৩
তুলিল পাতালগঙ্গা ভাগবতীজল।
সুশীতল সুবাসিত গভীর নির্ম্মল ॥ ৪
গড়িল স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ।
প্রবালে গড়িলা ঠোঁট সুরঙ্গ চরণ ॥ ৫

সূর্য্যকান্তমণি দিয়া গড়িল কমল।
চন্দ্রকান্তমণি দিয়া গড়িল উৎপল॥ ৬
নীলমণি দিয়া গড়ে মধুকরপাঁতি॥
নানা পক্ষী জলচর গড়ে নানা ভাঁতি॥ ৭
ডাহুকা ডাহুকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারসা সারসী গড়ে বক বকীগণ॥ ৮
তিত্তিরী তিত্তিরা পানিকাক পানিকাকী।
কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী॥ ৯
কাদাখোঁচা দলপিপী কামি কোড়া কঙ্ক।
পানিতর বেণেবউ গড়ে কৎস্থরঙ্ক॥ ১০
হাঙ্গর কুম্ভীর গড়ে শুশুক মকর।
নানাজাতি মৎস্য গড়ে নানা স্থলচর॥
চীতল ভেকুট রুই কাতলা মৃগাল।
বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল॥ ১২
পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা।
গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা॥ ১৩
মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই।
কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই॥ ১৪
শিঙ্গি ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোণা।
চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটী চান্দাগুঁড়ো সোণা॥ ১৫
গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।
খরশুলা তপসিয়া পাঁঙ্গাস ইলিশা॥ ১৬
চারি পাড়ে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মায় উদ্যান।
নানাজাতি বৃক্ষ গড়ে সুন্দর বন্ধান॥ ১৭

অশোক কিংশুক চাঁপা পুন্নাগ কেশর।
করবীর গন্ধবাজ বকুল টগর॥ ১৮
শেহলী পীয়লী দোনা পাকল রঙ্গণ।
মালতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন॥ ১৯
জবা জতী জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন।
চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি অতি সুশোভন॥ ২০
কনকচম্পক ভূমিচম্পক কেতকী।
চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী॥ ২১
কদম্ব বাকস বক কৃষ্ণকেলি কুন্দ।
পারিজাত মধুমল্লী ঝিঁটী মুচকুন্দ॥ ২২
আম জাম নারিকেল জামীর কাঁটাল।
খাজূর গুবাক শাল পিয়াল তমাল॥ ২৩
হিজোল তেঁতুল তাল বিল্ব আমলকী।
পাকুড় অশ্বত্থ বট বালা হরীতকী॥ ২৪
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ ফুল-ফলধর।
তার শোভা হেতু গড়ে বিহঙ্গ বিস্তর॥ ২৫
ময়না শালিকা টিয়া তোতা কাকাতুয়া।
চাতক চকোর হুরী তুরী রাঙ্গচুয়া॥ ২৬
ময়ূর ময়ূরী সারী শুক আদি খগ।
কোকিল কোকিলা আদি মরাল বিহগ॥ ২৭
সীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী।
কাহাকুহী লগড় ঝগড় জোড়াধুতী॥ ২৮
শকুনি গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল।
শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল॥ ২৯

ঠেটী ভেটী ভাটা হরিতাল গুড়গুড়।
নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাদুড়॥ ৩০
বাকচা হারীত পারাবত পাকয়াল।
ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল॥ ৩১
চড়ুই মনিয়া পাবদুয়া টুনটুনি।
বুলবুল জল আদি পক্ষী নানা গুণি॥ ৩২
বউ-কথা-কহ আর দেশের কি হবে।
বনশোভা যে সব পক্ষির কলরবে॥ ৩৩
ভীমরুল ডাঁশ মশা বোরলা প্রভৃতি।
গড়িয়া গড়িছে পশু বিবিধ আকৃতি॥ ৩৪
সরভ কেশরী বাঘ বানর গণ্ডার।
ঘোড়া উট মহিষ হরিণ কালসার॥ ৩৫
বানর ভালুক গরু ছাগল শশারু।
বরাহ কুক্কুর ভেড়া খটাস সজারু॥ ৩৬
ঢোলকান খেঁকি খেঁকশেয়ালি ঘোড়ারু।
রায়শিঙ্গা বাওটাদি কস্তূরী তুলারু॥ ৩৭
গাধা গোধা হাপা হাউ চমরী শৃগাল।
হোড়ার নকুল গোলা গবয় বিড়াল॥ ৩৮
কাকলাস ধেড়ে মূষা ছুঁচা আজ নাই।
সৃষ্টি হেতু জোড়ে জোড়ে গড়িলা বিশাই॥ ৩৯
বনমানুষাদি গড়ি মনে বাড়ে রঙ্গ।
নানামতে নানা জাতি গড়িছে ভুজঙ্গ॥ ৪০
কেউটে খরিশ কালীগোখুরা ময়াল।
বোড়া চিতি শঙ্খচূড় সূচে ব্রহ্মজাল॥ ৪১

শাঁখিনী চামর কোষা সূতার সঞ্চার।
খড়ীচোঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার ॥ ৪২
তক্ষক উদয়কাল ডাড়াশ কানাড়া।
লাউডগা কাউশর কুয়ে বেতাছাড়া ॥ ৪৩
ছাতারে শাঁখড়চাঁদা নানাজাতিবোড়া।
ঢেমনা মেটিলী পুঁয়ে হেলে চিতি বোড়া ॥ ৪৪
বিছা বিছু পিপীড়া প্রভৃতি বিষধর।
সৃষ্টি হেতু জোড়ে জোড়ে গড়িল বিস্তর ॥ ৪৫
সরোবর বনশোভা দেখি সুখী শিব।
জীবন্যাসমন্ত্রেতে সবার দিলা জীব ॥ ৪৬
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ৪৭

———

দেবগণ-নিমন্ত্রণ।

পুরবী—দ্রুত ত্রিতালী।

চল কাশীমাঝে সবে যাব।
অন্নদা পূজিবে শিব দেখিবারে পাব ॥
মণিকর্ণিকার জলে স্নান করি কুতূহলে
অন্নদামঙ্গল ছলে হরগুণ গাব।
পাপ তাপ হবে ছন্ন নানারস সুসম্পন্ন
অন্নদা দিবেন অন্ন মহাসুখে খাব ॥
শিব শিব শিব কয়ে জ্ঞানবাপী-কূলে রয়ে
সুখে রব শিব হয়ে কোথায় না ধাব।

শিবের করুণা হবে দেখিব ভবানী ভবে
ভারত কহিছে তবে হরিভক্তি চাব॥ ধ্রু॥

শিবের আনন্দ অন্নপূর্ণা আরাধনে।
নিমন্ত্রণ করিলা সকল দেবগণে॥ ১
হংসপৃষ্ঠে আইলা সগণ প্রজাপতি।
গণসহ বিষ্ণু সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী॥ ২
গণসহ গণেশ আইলা গজানন।
দেবসেনা সঙ্গে লয়ে দেব ষড়ানন॥ ৩
দেবগণ সঙ্গে লয়ে ইন্দ্র দেবরাজ।
ইন্দ্রাণী আইলা সঙ্গে দেবীর সমাজ॥ ৪
নিজগণ সঙ্গে করি অনল আইলা।
পরিবার সঙ্গে যম আসিয়া মিলিলা॥ ৫
নৈঋর্ত আইলা সঙ্গে লয়ে নিজ গণ।
বার্ত্তা পেয়ে বরুণ আইলা ততক্ষণ॥ ৬
সগণ পবন-বেগে আইলা পবন।
কুবের আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ॥ ৭
শিবের বিশেষমূর্ত্তি আইলা ঈশান।
মূর্ত্তিভেদে প্রজাপতি আইলা বেগবান্॥ ৮
আইলা ভুজঙ্গপতি থাকিয়া পাতালে।
আদর করিলা শিব দেখি দি[illegible]ল॥ ৯
দ্বাদশমুরতি সহ আইলা ভাস্কর।
ষোলকলা সহিত আইলা শশধর॥ ১০
আপন মঙ্গল হেতু মঙ্গল আইলা।
ধর সহিত বুধ আসিয়া মিলিলা॥ ১১

দেবগণ-গুরু আইলা গুরু ভট্টাচার্য্য।
দৈত্যগুরু মহাকবি আইলা শুক্রাচার্য্য॥
মন্দগতি মহাবেগে আইলা শনৈশ্চর।
আইল রাহু কেতু অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর॥ ১৩
সিদ্ধ সাধ্য পিতৃ বিশ্বদেব বিদ্যাধর।
অপ্সর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর॥ ১৪
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ।
একে একে সবে শিবে দিলা দরশন॥ ১৫
চারি ভাই সনক সনন্দ সনাতন।
সনৎকুমার দেখা দিল তৎক্ষণ॥ ১৬
বশিষ্ঠ প্রচেতা ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ।
নারদ অঙ্গিরা অত্রি দক্ষ ক্রতু সহ॥ ১৭
আইলেন পিতা পুত্র পরাশর ব্যাস।
শুকদেব আইলা যাহে পুরাণপ্রকাশ॥ ১৮
যম আপস্তম্ব শঙ্খ লিখিত গৌতম।
দুর্ব্বাসা জৈমিনি গর্গ কপিল কর্দ্দম॥ ১৯
কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্য অসিত দেবল।
জামদগ্ন্য ভরদ্বাজ ধেয়ানে অটল॥ ২০
দধীচি অগস্ত্য কর্ণ সৌভরি লোমশ।
বিশ্বামিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বাল্মীকি তাপস॥ ২১
ভার্গব চব্যন ঔর্ব মনু শাতাতপ।
উতঙ্ক ভরত ধৌম্য কশ্যপ কাশ্যপ॥ ২২
নৈমিষারণ্যের ঋষি শৌনকাদিগণ।
বালখিল্যগণ আইল না হয় গণন॥ ২৩

জয়শব্দ নমঃশব্দ শঙ্খ-ঘণ্টারব।
বেদগান স্তুতিপাঠ মহামহোৎসব॥ ২৪
অন্নপূর্ণা-পুরী আর মূরতি দেখিয়া।
পরস্পর সকলে কহেন বাখানিয়া॥ ২৫
তোমার কৃপার কথা শঙ্কর কি কব।
তোমা হৈতে অন্নপূর্ণা দেখি সুখী হব॥ ২৬
ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর।
পরমেশী পরম পুরুষ পরাৎপর॥ ২৭
এত দিন যাঁর মূর্ত্তি না দেখি নয়নে।
এত দিন যাঁর নাম না শুনি শ্রবণে॥ ২৮
নিগমে আগমে গূঢ় যাঁহার ভজন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন॥ ২৯
ইহ লোক ভোগ পরলোকে মোক্ষ হয়।
কেবল কৈবল্যরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ ৩০
হেন মূর্ত্তি প্রকাশ করিলা তুমি শিব।
তোমার মহিমা সীমা কেমনে কহিব॥ ৩১
ভব-দুঃখসাগর সকলে কৈলা পার।
বিশ্বনাথ বিনা কারে লাগে বিশ্বভার॥ ৩৩
তন্ত্রে অন্নপূর্ণা মন্ত্র তুমি প্রকাশিলা।
মূরতি প্রকাশি তাহা পূরণ করিলা॥ ৩৩
মূর্ত্তি দেখি পরস্পর কহেন সকলে।
নির্ম্মাণসদৃশ ফল হয় ভাগ্যবলে॥ ৩৪
শঙ্কর কহেন সবে কহিলা উত্তম।
এখন আমার মনে নাহি ঘুচে ভ্রম॥ ৩৫

যদি মোর ভাগ্যে অন্নপূর্ণা দয়া করে।
তবেত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে॥ ৩৬
করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা।
তাঁর অধিষ্ঠান হয় তবেত মহিমা॥ ৩৭
এত বলি মহাদেব আরম্ভিলা তপ।
কৈলা পুরশ্চরণ কতেক কত জপ॥ ৩৮
তপস্যায় মহাযোগী বসিলা শঙ্কর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ৩৯

শিবের পঞ্চতপ।

তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি তেয়াগিয়া॥ ১
জটা ভস্ম হাড়মালা শোভা হৈল বড়।
ব্রহ্মরূপ অন্নপূর্ণা ধ্যানে হৈলা দড়॥ ২
বিছাইয়া মৃগছাল বসিলা আসনে।
করে লয়ে জপমালা মুদ্রিতনয়নে॥ ৩
দিগম্বর বিভূতিভূষিত কলেবর।
গলে যোগপট্ট উপবীত বিষধর॥ ৪
বৈশাখে দারুণ রৌদ্রে তপস্যা দুষ্কর।
চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি উপরে ভাস্কর॥ ৫
জ্যৈষ্ঠমাসে এইরূপে পঞ্চতপ করি।
অন্নপূর্ণা-ধ্যানে যায় দিবসশর্ব্বরী॥ ৬

আষাঢ়ে বরিষে মেঘ শিলা বজ্রাঘাত।
একাসনে বসিয়া রজনী-দিনপাত ॥ ৭
শ্রাবণে দারুণ বৃষ্টি রজনী বাসর।
একাসনে অনশনে ধ্যান নিরন্তর ॥ ৮
ভাদ্রমাসে আট দিকে পরিপূর্ণ বান।
রজনী-দিবস বসি একাসনে ধ্যান ॥ ৯
আশ্বিনে অশেষ কষ্টে করেন কঠোর।
ছাড়িয়া আহার নিদ্রা তপ অতি ঘোর ॥ ১০
কার্ত্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায়।
অনশনে দিবস-রজনী কত যায় ॥ ১১
অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার ॥ ১২
পৌষমাসে দারুণ হিমানী পরকাশ।
রাত্রিদিন জলে বসি নিত্য উপবাস ॥ ১৩
বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।
রাত্রিদিন জলে ব'স কম্পিত-শরীর ॥ ১৪
ফাল্গুনে দারুণ তপ করেন শঙ্কর।
উদয়াস্ত অস্তোদয় করিলা বিস্তর ॥ ১৫
চৈত্রের বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা।
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে অনঙ্গের সেবা ॥ ১৬
ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি ভব।
পঞ্চমুখে বিবিধ বিধানে কৈলা স্তব ॥ ১৭
অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী অবতীর্ণা হও।
কাশীতে প্রকাশ হয়ে বিশ্বপূজা লও ॥ ১৮

আনন্দকানন কাশী করিয়াছি স্থান।
তব অধিষ্ঠান বিনা কেবল শ্মশান ॥ ১৯
তুমি মূলপ্রকৃতি সকল বিশ্বমূল।
সেই ধন্য তুমি যারে হও অনুকূল ॥ ২০
তুমি সকলের সার অসার সকল।
যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল ॥ ২১
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে।
সেই ধন্য তুমি দয়া কর যেই জনে ॥ ২২
সত্ত্ব রজ তমোগুণে প্রবেশিয়া তুমি।
সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি ॥ ২৩
বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানা মূর্ত্তি ধর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর ॥ ২৪
আনন্দকানন কাশী সানন্দ করিয়া।
বিহার করহ মোরে সদয় হইয়া ॥ ২৫
এইরূপ তপস্যায় গেল কত কাল।
শরীরে জন্মিল শাল পিয়াল তমাল ॥ ২৬
চর্ম্ম মাংস আদি গেল অস্থিমাত্র শেষ।
তথাপি না হয় অন্নদার দয়ালেশ ॥ ২৭
এইরূপ তপ করে যত সহচর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ২৮

ব্রহ্মাদির তপ।

শিবের দেখিয়া তপ করিতে অন্নদাজপ
ব্রহ্মা হইলেন ব্রহ্মচারী।
একাসনে অনশনে অন্নদার ধ্যান মনে
অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী॥ ১
গদা চক্র তেয়াগিয়া পাঞ্চজন্য বাজাইয়া
অন্নদা-উদ্দেশে পদ্ম দিয়া।
অনশনে যোগ ধরি তপস্যা করেন হরি
রমা বাণী সংহতি করিয়া॥ ২
সুখমুণ্ডে হানি বাজ তপ করে দেবরাজ
সহস্রলোচনে জল ঝরে।
সঙ্গে লয়ে দেবীগণে অন্নদা ভাবিয়া মনে
ইন্দ্রাণী দারুণ তপ করে॥ ৩
ঊর্দ্ধে দুই পদ ধরি হেটে অগ্নি দীপ্ত করি
অগ্নি করে অগ্নিসেবা তপ।
একাসনে অনশনে অন্নদা-ধেয়ান মনে
সম শীত বরিষা আতপ॥ ৪
ছাড়ি নিজ অধিকার সঙ্গে লয়ে পরিবার
শমন দারুণ তপ করে।
দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি হৈল অবশেষ
বল্মীক জন্মিল কলেবরে॥ ৫
নৈর্ঋত রাক্ষসরীত কঠোর তপেতে প্রীত
নিজ মুণ্ড দেয় বলিদান।

পুনর্ব্বার মাথা হয় নিজ রক্ত মাংসময়
বলি দিয়া করয়ে ধেয়ান ॥ ৬
বরুণ আপন পাশ গলায় বান্ধিয়া ফাঁস
প্রাণ বলিদান দিতে মন।
অন্নদার অনুগ্রহে পরাণ বিয়োগ নহে
অস্থিমধ্যে অস্তাথ জীবন ॥ ৭
পবন আহার করি নিয়মে পরাণ ধরি
পবন করয়ে ঘোর তপ।
উনপঞ্চাশত ভাগে একভাবে অনুরাগে
দিবানিশি অন্নপূর্ণা-জপ ॥ ৮
কুবের ছাড়িয়া ভোগ আশ্রয় করিয়া যোগ
অহর্নিশ একাসনে ধ্যান।
দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি চর্ম্ম অবশেষ
সমাধি ধরিয়া আছে জ্ঞান ॥ ৯
শিবের বিশেষ কায় ঈশানের তপস্যায়
ত্রিলোক হইল টলমল।
কপালে অনল জ্বালি শিরোঘৃত ঘৃত ঢালি
ধ্যানধারণায় অচঞ্চল ॥ ১০
প্রজাপতি রূপভেদে উচ্চারিয়া চারি বেদে
ঊর্দ্ধপতি ঊর্দ্ধমুখে জপে।
দিকাদিক ভেদ নাই টলমল সর্ব্ব ঠাঁই
ঘোর অন্ধকার ঘোর তপে ॥ ১১
সহস্র মুখের স্তবে নিজগণ-কলরবে
তপস্যা করয়ে নাগরাজ।

গ্রহ তারা রাশিগণ ব্রহ্মঋষি যত জন
বিদ্যাধর কিন্নর সমাজ ॥ ১২
যত দেবঋষিগণ সিদ্ধ সাধ্য পুণ্যজন
রাজঋষি মহর্ষি সকল।
একাসনে অনশনে তপস্যা অনন্যমনে
দেহে তরু জন্মিল সকল ॥ ১৩
সকলের তপস্যায় দয়া হৈল অন্নদায়
অবতীর্ণ হইলা কাশীতে।
সকলেরে দিতে বর প্রতিমায় কৈলা ভর
সুধাদৃষ্টে হাসিতে হাসিতে ॥ ১৪
সকলে চেতনা পেয়ে চৌদিকে দেখেন চেয়ে
অনুকম্পা হৈল অনুভব।
দূরে গেল হাহাকার জয়শব্দ নমস্কার
ভুবন ভরিল কলরব ॥ ১৫
চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
দ্বিজ-রাজকেশরী রাঢ়ীয়।
তাঁর সভাসদবর কহে রায় গুণাকর
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয় ॥ ১৬

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান।

মোহিনী বসন্ত—ঠুংরী।

বলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে॥
কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে॥
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী
করিল রাজধানী অশোকমূলে॥
কুসুমে পুনঃপুন ভ্রমর গুন গুন
মদন দিল গুণ ধনুক-হুলে॥
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
মধুমুদিত-মন ভারত ভুলে॥ ধ্রু॥

মধুমাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন।
সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয়-পবন॥ ১
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে।
গুন গুন গুন গুন ভ্রমর ঝঙ্কারে॥ ২
সুশোভিত তরুলতা নবদলপাতে।
তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে॥ ৩
অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনী-কোলে।
সুখে দোলে মন্দবায়ে জলের হিল্লোলে॥ ৪
ঘরে ঘরে নানা ছন্দে বসন্তের গান।
সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্ত্তিমান্॥ ৫

শুষ্কতরু শুষ্কলতা রসেতে মুঞ্জরে।
মুঞ্জরীতে মুকুল আকুল মন করে ॥ ৬
তরুকুল প্রফুল্ল কুসুমছলে হাসে।
তাহে শোভে মধুকর মধুকরী-পাশে ॥ ৭
ধন্য ঋতু বসন্ত সুধন্য চৈত্রমাস।
ধন্য শুক্লপক্ষ যাহে জগত-উল্লাস ॥ ৮
তাহাতে অষ্টমী ধন্যা ধন্য নাম জয়া।
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শোভে সাক্ষাত অভয়া ॥ ৯
অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে।
প্রতিমায় ভর করি লাগিলা হাসিতে ॥ ১০
মণিবেদীপরে চিন্তামণির প্রতিমা।
বিশ্বকর্ম্মসুনির্ম্মিত অপারমহিমা ॥ ১১
চন্দ্র সূর্য্য অনল জিনিয়া প্রভা যার।
দেবী অধিষ্ঠানে হৈল কোটিগুণ তার ॥ ১২
প্রতিমাপ্রভাবে যত দেবঋষিগণ।
ভূতলে পড়িলা সবে হয়ে অচেতন ॥ ১৩
দৃষ্টিসুধাবৃষ্টিতে সকলে জ্ঞান দিয়া।
কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ্ হাসিয়া ॥ ১৪
শুন শুন যত দেবঋষি-আদিগণ।
এতেক কঠোর তপ কৈলা কি কারণ ॥ ১৫
কম্পমান কলেবর করি জোড়কর।
সম্মুখে রহিলা সবে ভয়ে নিরুত্তর ॥ ১৬
করুণা-আকর মাত দয়া হৈল চিতে।
কহিতে লাগিলা দেবী হাসিতে হাসিতে ॥ ১৭

চিরদিন তপস্যায় পাইয়াছ দুখ।
অনশনে সকলের শুখায়েছে মুখ॥ ১৮
এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও।
শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও॥ ১৯
এত বলি অন্নদা সকলে দেন অন্ন।
অন্ন খান সবে সুখে আনন্দসম্পন্ন॥ ২০
বামকরে পানপাত্র রতন-নির্ম্মিত।
কারণ-অমৃত-পরিপূর্ণ অতুলিত॥ ২১
সঘৃতপলান্নে পরিপূর্ণ রত্নহাতা।
ডানি করে ধরি অন্ন পরশেন মাতা॥ ২২
কোথায় রন্ধন কেহ দেখিতে না পান।
পরশেন কখন না হয় অনুমান॥ ২৩
সকলে ভোজন-কালে দেখেন এমনি।
আমারে দিচ্ছেন অন্ন অন্নদা জননী॥ ২৪
পিষ্টক-পর্ব্বত পরমান্ন-সরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ আদি সাগর সাগর॥ ২৫
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস।
সকলে ভোজন করি আনন্দে অবশ॥ ২৬
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া বলিয়া।
সকলে করেন স্তুতি নাচিয়া গাইয়া॥ ২৭
আনন্দসাগরে সবে মগন হইয়া।
প্রণতি করিয়া কন বিনতি করিয়া॥ ২৮
অন্নে পূর্ণ কর বিশ্ব বিশেষত কাশী।
করিব তোমার পূজা এই অভিলাষী॥ ২৯

পূজিতে তোমার পদ কাহার শকতি।
তবে পূজা করি যদি দেহ অনুমতি॥ ৩০
তোমার সামগ্রী দিয়া পুজিব তোমারে।
লাভে হৈতে বর পাব তরিব সংসারে॥ ৩১
অঙ্গীকার কৈলা দেবী সহাস অন্তর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ৩২

শিবের অন্নদাপূজা।

আনন্দে ত্রিনয়ন সহিত দেবগণ
পূজেন নানা আয়োজনে।
সুধন্য চৈত্র মাস অষ্টমী সুপ্রকাশ
বিশদ পক্ষ শুভক্ষণে॥ ১
বিরিঞ্চি পুরোহিত বিধান সুবিদিত
পূজক আপনি মহেশ।
আপনি চক্রপাণি যোগান দ্রব্য আনি
নৈবেদ্য অশেষ বিশেষ॥ ২
সূর্য্যাদি নবগ্রহ আপন গণসহ
ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল দশ।
কিন্নরগণ গায় অপ্সর নাচে তায়
গন্ধর্ব্ব করে নানা রস॥ ৩
নারদ আদি যত দেবর্ষি শত শত
চৌদিকে করে বেদগান।
বিবিধ উপচার অশেষ উপহার
অনেকবিধ বলিদান॥ ৪

অন্নদা জয় জয় সকল দেবে কয়
ভুবন ভরি কোলাহল।
আনন্দে শূলপাণি করিয়া যোড়পাণি
পূজেন চরণ-কমল ॥ ৫
দেউল-বেদীপর প্রতিমা মনোহর
তাহাতে অধিষ্ঠিত মাতা।
সর্ব্বতোভদ্র নাম মণ্ডল চিত্রধাম
লিখিলা আপনি বিধাতা ॥ ৬
সমুখে হেমঘট আচ্ছাদি চারুপট
পড়িয়া স্বস্তি ঋদ্ধি-বিধি।
সঙ্কল্প সমাচরি গন্ধাধিবাস করি
বিধানবিজ্ঞ ভাল বিধি ॥ ৭
পূজিয়া গজানন ভাস্কর ত্রিলোচন
কেশব কৌষিকীচরণ।
পূজিয়া নবগ্রহ দিক্‌পালদশসহ
বিবিধ আবরণগণ ॥ ৮
চরণ-সরসিজ পূজিয়া জপি বীজ
নৈবেদ্য দিয়া নানামত।
মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ
বিবিধ উপচার যত ॥ ৯
সমাপি হোমক্রিয়া অন্নাদি নিবেদিয়া
মঙ্গল ইতিহাস গানে।
বাজায়ে বাদ্যগণ করিয়া জাগরণ
দক্ষিণা বিবিধ বিধানে ॥ ১০

পূজার সমাধানে প্রণমি সাবধানে
সকলেই পাইলেন বর।
অন্নদাপদতলে বিনয় করি বলে
ভারত রায় গুণাকর॥ ১১

অন্নদার বরদান।

ভবানী বাণী বল একবার।
ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী
ভবানী ভবের সার॥ ধ্রু॥
দেবগণে দিয়া দেবী মনোনীত বর।
শিবেরে কহেন শিবা শুনহ শঙ্কর॥ ১
এই বারাণসী পুরী করিয়াছ তুমি।
ইহার পরশপুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥ ২
এই যে প্রতিমা মোর করিলা প্রকাশ।
এই স্থানে সর্ব্বদা আমার হৈল বাস॥ ৩
কলিকালে এ পুরী হইবে অদর্শন।
মোর অবলোকন রহিবে সর্ব্বক্ষণ। ৪
এই চৈত্রমাস হৈল মোর ব্রতমাস।
শুক্লপক্ষ মোর পক্ষ তুমি ব্রতদাস॥ ৫
এই তিথি অষ্টমী আমার ব্রততিথি।
ধন্য সে এ দিনে মোরে যে করে অতিথি॥ ৬
অষ্টাহমঙ্গল যেই শুনে ইতিহাস।
তাহার নিবাসে সদা আমার নিবাস॥ ৭

একমনে মোর গীত যে করে মাননা
আমি পূর্ণ করি তার মনের কামনা॥ ৮
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী পাইয়া।
গাইবে সঙ্গীত মোর সঙ্কল্প করিয়া॥ ৯
দ্বিতীয়ায় দেখি নবশশির উদয়।
আরম্ভ করিবে গীত দিয়া জয় জয়॥ ১০
অষ্টমীর রজনীতে গেয়ে জাগরণ।
নবমীতে অষ্টমঙ্গলায় সমাপন॥ ১২
অচলা প্রতিমা মোর ঘরে যে রাখিবে।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার অচলা হইবে॥ ১২
ধাতুময়ী মোর বারি প্রতিষ্ঠা করিয়া।
যেই জন রাখে ঘরে প্রত্যহ পুজিয়া॥ ১৩
তার ঘরে সদা হয় আমার বিশ্রাম।
করতলে তার ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥ ১৪
কামনা করিয়া কেহ আমার মঙ্গল।
গাবায় যদ্যপি শুন তার ক্রমফল॥ ১৫
আরম্ভিয়া শুক্রবারে বিধি ব্যবস্থায়।
সমাপিবে শুক্রবারে অষ্টমঙ্গলায়॥ ১৬
পালা কিম্বা জাগরণ যে করে মাননা।
গাইবে যে দিন ইচ্ছা পূরিবে কামনা॥ ১৭
যেই জন উপাসনা করিবে আমার।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলে তার॥ ১৮
বর পেয়ে মহানন্দ হইলা মহেশ।
করিলা বিস্তর স্তুতি অশেষ বিশেষ॥ ১৯

বিদায় হইয়া যত দেবঋষিগণ।
আপন আপন স্থানে করিলা গমন ॥ ২০
নিজ নিজ ঘরে সবে মহাকুতূহলে।
করিলা অন্নদাপূজা অষ্টাহমঙ্গলে ॥ ২১
অন্নে পূর্ণ হইল ভুবনচতুর্দ্দশ।
সকলে করয়ে ভোগ নানামত রস ॥ ২২
কৃপা কর কৃপাময়ি কাতর-কিঙ্করে।
করুণা-সাগর বিনা কেবা কৃপা করে ॥ ২৩
মহামায়া মহেশমহিলা মহোদরী।
মহিষমর্দ্দিনী মোহরূপা মহেশ্বরী ॥ ৩১
নন্দনন্দনের প্রতি হইয়া সহায়।
নন্দের নন্দিনী হয়ে গেলা মথুরায় ॥ ২৫
কুরুক্ষেত্রে হৈল কুরু-পাণ্ডবের রণ।
যাহে অবতরি হরি ভারাবতারণ।
আর্য্যা বলি তোমারে অর্জ্জুন কৈলা স্তব।
যে কালে সারথি তার হইলা কেশব ॥ ২৭
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের জননী।
অপার সংসারপারে তুমি নারায়ণী ॥ ২৮
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে মঙ্গল তার করহ মঙ্গল ॥ ২৯
কৃষ্ণচন্দ্র-আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥ ৩০

ইতি রবিবারের নিশাপালা ॥

ব্যাসবর্ণন।

ব্যাস নারায়ণ-অংশ ঋষিগণ-অবতংস
যাঁহা হৈতে আঠার পুরাণ।
ভারত পঞ্চম বেদ নানা মত পরিচ্ছেদ
বেদভাগ বেদান্ত বাখান॥ ১
সদা বেদপরায়ণ প্রকাশিলা নারায়ণ
শিষ্যগণ বৈষ্ণবসংহতি।
পিতা যাঁর পরাশর শুকদেব বংশধর
জননী যাঁহার সত্যবতী॥ ২
দাঁড়াইলে জটাভার চরণে লুঠায় তাঁর
কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকাগোঁফ পাকাদাড়ি পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
চলনে কতেক আঁটুবাঁটু॥ ৩
কপালে চড়ক ফোঁটা গলে উপবীত মোটা
বাহুমূলে শঙ্খচক্র-রেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা কলি-মৃগ বাঘথাবা
সারি সারি হরিনাম লেখা॥ ৪
তুলসীর কণ্ঠী গলে লম্বি মালা করতলে
হাতে কাণে থরে থরে মালা।
কোশা কুশী কুশাসন কক্ষতলে সুশোভন
তাহে কৃষ্ণসারমৃগছালা॥ ৫
কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কৌপীন পরি
বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।

কমণ্ডলু, তুম্বীফল করঙ্গ পীবারে জল
হাতে আশা হিঙ্গুলবরণ ॥ ৬
এই বেশে শিষ্যগণ সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ
পাঁজি পুথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম আগম মত পুরাণ সংহিতা যত
তর্কাতর্কি নানামত কয়ে ॥ ৭
কে কোথা কি করে দান কে কোথা কি করে ধ্যান
পূজা করে কেবা কিবা দিয়া।
কে কোথা কি মন্ত্র লয় কোথা কোন্ যজ্ঞ হয়
আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া ॥ ৮
জগতের হিতে মন ঊর্দ্ধবাহু হয়ে কন
ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন হানি স্থির রয় দারা আপনার নয়
সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার ॥ ৯
এইরূপে শিষ্য সঙ্গে সর্ব্বদা ফিরেন রঙ্গে
চিরজীবী নরাকার লীলা।
এক দিন দৈববশে শিষ্যাসহ শাস্ত্র-রসে
নৈমিষ-কাননে উত্তরিলা ॥ ১০
শৌনকাদি ঋষিগণ পূজা করে ত্রিলোচন
গালবাদ্যে বিল্বপত্র দিয়া।
গলায় রুদ্রাক্ষ-মাল অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভাল
কলেবরে বিভূতি মাখিয়া ॥ ১১
শিব ভর্গ ত্রিলোচন বৃষধ্বজ পঞ্চানন
চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর।

ভব সর্ব্ব ব্যোমকেশ বিশ্বনাথ প্রমথেশ
দেবদেব ভীম গঙ্গাধর ॥ ১২
ঈশ্বর ঈশান ঈশ কাশীশ্বর পার্ব্বতীশ
মহাদেব উগ্র শূলধর।
বিরূপাক্ষ দিগম্বর, ত্র্যম্বক গিরিশ হর
রুদ্র পুরহর স্মরহর ॥ ১৩
এইরূপে ঋষি যত শিবের সেবায় রত
দেখি ব্যাস নিষেধিয়া কন।
ভারত পুরাণে কয় ব্যাসের কি ভ্রান্তি হয়
বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন ॥ ১৪

শিবপূজা-নিষেধ।

বিভাস—দ্রুত ত্রিতালী।

কি কব নর হরি ভজ রে।
ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে
তরিবারে পরিণাম হর জপে হরিনাম
হরি ভজি পূর্ণকাম কমলজ রে।
ভব ঘোর পারাবার হরিনাম তরি তার
হরিনাম লয়ে পার হৈল গজ রে।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম এ চারি বর্গের ধাম
বেদে বলে হরিনাম সুখে যজ রে।
গুরুবাক্য শিরে ধরি রহিয়াছি সার করি
ভারতের ভূষা হরিপদরজ রে ॥ ধ্রু॥

বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ।
কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন॥ ১
সর্ব্বশাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই॥ ২
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম।
মোক্ষ ফল কেবল কৈবল্য হরিনাম॥ ৩
অন্য অন্য ফল পাবে ভজি অন্যজনে।
মোক্ষপদ পাবে যদি ভজ নারায়ণে॥ ৪
নিরাকার ব্রহ্ম তিন-রূপেতে সাকার।
সত্ত্ব রজ তমোগুণ প্রকৃতি তাঁহার॥ ৫
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়।
তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময়॥ ৬
সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়।
যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয়॥ ৭
তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে।
মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে॥
সত্ত্বগুণে তত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি।
অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি॥ ৯
সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্ব্বদেবে হরি॥ ১০
বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে।
আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে॥ ১১
এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে।
কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে॥ ১২

নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময়।
ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তম বিনা নয়॥ ১৩
তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে।
অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রহ্ম জীবে॥ ১৪
সত্ত্ব রজঃ প্রভাব ক্ষণেক বিনা নয়।
তমের প্রভাব দেখ চিরকাল রয়॥ ১৫
রজোগুণে সৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব।
সত্ত্বগুণে পালন বিবিধ উপদ্রব॥ ১৬
তমোগুণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম।
বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম॥ ১৭
রজোগুণে কৌমার যৌবন সত্ত্বগুণে।
তমোগুণে জরা দেখ গুরু কোটি গুণে॥ ১৮
রজোগুণে বিধি তাঁর নাভিতটে স্থান।
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান॥ ১৯
তমোগুণে শিব তাঁর ললাটে আলয়।
ভাবি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয়॥ ২০
তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ।
তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান॥ ২১
সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়।
তোমার এমন কথা এ ত বড় দায়॥ ২২
এই কথা কহ যদি কাশীমাঝে গিয়া।
তবে সবে হরি ভজি হরেরে ছাড়িয়া॥ ২৩
এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে।
বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে॥ ২

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণীঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ২৫

শিব-নামাবলী।

ভৈরবী—ঠুংরী।

জয় শিবেশ শঙ্কর সবৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশাননাটক বিষাণবাদক
হুতাশভালক মহত্তর ॥
জয় সুরারিনাশন বৃষেশবাহন
ভুজঙ্গভূষণ জটাধর।
জয় ত্রিলোককারক ত্রিলোকপালক
ত্রিলোকনাশক মহেশ্বর ॥
জয় রবীন্দুপাবক ত্রিনেত্রধারক
খলান্ধকান্তক হতস্মর।
জয় কৃতাঙ্গকেশব কুবেরবান্ধব
ভবাজ ভৈরব পরাৎপর ॥
জয় বিষাক্তকণ্ঠক কৃতান্তবঞ্চক
ত্রিশূলধারক হতাধ্বর।
জয় পিনাকপণ্ডিত পিশাচমণ্ডিত
বিভূতিভূষিত-কলেবর ॥
জল কপালধারক কপালমা(কিল)
চিতাভিসারক শুভঙ্কর।

জয় শিবামনোহর সতীসদীশ্বর
গিরিশ শঙ্কর কৃতজ্বর॥
জয় কুঠারমণ্ডিত কুরঙ্গরঞ্জিত
বরাভয়ান্বিত চতুষ্কর।
জয় সরোরুহাশ্রিত বিধি-প্রতিষ্ঠিত
পুরন্দরার্চ্চিত পুরন্দর॥
জয় হিমালয়ালয় মহামহোময়
বিলোকনোদয়-চরাচর।
জয় পুনীহি ভারত মহীশভারত
উমেশ পর্ব্বতস্থ ভাবর॥

ঋষিগণের কাশীযাত্রা।

এইরূপে শৌনকাদি যত শৈবগণ॥
শিবগুণ গান করি করিলা গমন॥ ১
হাতে কাণে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাক্ষের মালা।
বিভূতিভূষিত-অঙ্গ পরি বাঘছালা॥ ২
রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা ভালে।
ববম্ ববম্ বম্ ঘনরব গালে॥ ৩
কোশা কুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে।
কমণ্ডলু করঙ্গ পূরিত গঙ্গাজলে॥ ৪
অতিদীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরূপর।
নাভি ঢাকে দাড়ি গোঁফে বিষদ চামর॥ ৫

করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম।
চলে মাহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে যম॥ ৬
ব্যাসদেব চলিলা বৈষ্ণবগণ লয়ে।
ঊর্দ্ধভুজে উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ কয়ে॥ ৭
একেবারে হরি হরি হর হর রব।
ভাবেতে আঁখির ধারা মানি মহোৎসব॥ ৮
বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি হর লয়ে।
দেবগণ গগনে শুনেন গুপ্ত হয়ে॥ ৯
অভেদে হইল ভেদ এ বড় বিরোধ।
কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ॥ ১০
ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে।
ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে॥ ১১

হরিনামাবলী।

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব কংসদানবঘাতন।
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন কুঞ্জকানন-রঞ্জন॥
জয় কেশিমর্দ্দন কৈটভার্দ্দন গোপিকাগণমোহন।
জয় গোপবালক বৎসপালক পূতনাবক-নাশন।
জয় গোপবল্লভ ভক্তসল্লভ দেবদুর্ল্লভ-বন্দন।
জয় বেণুবাদক কুঞ্জনাটক পদ্মনন্দক মণ্ডন॥
জয় শান্তকালিয় রাধিকাপ্রিয় নিত্যনিষ্ক্রিয় মোচন
জয় সত্য চিন্ময় গোকুলালয় দ্রৌপদীভয়ভঞ্জন॥

জয় দৈবকীসুত মাধবাচ্যুত শঙ্করস্তুত বামন।
জয় সর্ব্বতোজয় সজ্জনোদয় ভারতাশ্রয় জীবন॥

হরিসঙ্কীর্ত্তন।

এইরূপে ব্যাস গিয়া বারাণসী প্রবেশিয়া
আদিকেশবেরে প্রণমিয়া।
সংহতি বৈষ্ণবগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন
নানারসে নাচিয়া গাইয়া॥ ১
কীর্ত্তনিয়াগণসঙ্গে গান করে নানা রঙ্গে
বাল্য-গোষ্ঠ দানবেশ রাস।
পূর্ব্বরঙ্গ রসোদ্গার মাথুর বিরহ আর
হরিভক্তি যাহাতে প্রকাশ॥ ২
বাজে খোল করতাল কেহ বলে ভাল ভাল
কেহ কাঁদে ভাবে গদগদ।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে বেদ পুরাণাদি তন্ত্রে
নানামতে গান বিষ্ণুপদ॥ ৩
কীর্ত্তনে ঢালিয়া দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ
কেহ তারে ধরে দেয় কোল।
ঊর্দ্ধভুজে ঊর্দ্ধপদে কেহ নাচে প্রেম-মদে
কেহ বলে হরি হরি বোল॥ ৪
গোপকুলে অবতরি যে যে ক্রীড়া কৈলা হরি
আদি অন্ত মধ্যে সে সকল।

একমনে ব্যাস কন শুনেন ভকতগণ
আনন্দে লোচনে ঝরে জল ॥৫
গোলোকেতে গোপীনাথ রাধা আদি গোপীসথ
শ্রীদামাদি সহচরগণ
নন্দ যশোদাদি যত সবে নিত্য অনুগত
কপিলাদি যতেক গোধন ॥ ৬
সুধাসমুদ্রের মাঝে চিন্তামণিবেদী সাজে
কল্পতরু কদম্বকানন।
নানা পুষ্প বিকসিত নানা পক্ষী সুশোভিত
সদানন্দময় বৃন্দাবন ॥ ৭
কাম সদা মূর্ত্তিমান্ ছয় ঋতু অধিষ্ঠান
রাগিণী ছত্রিশ আর যত।
ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে সদা রাসরস-রঙ্গে
নৃত্য গীত বাদ্য নানামত ॥ ৮
গোলোক-সম্পদ লয়ে ভকতে সদয় হয়ে
অবতীর্ণ হৈলা ভূমণ্ডলে।
কংস আদি দুষ্টগণ করিবারে নিপাতন
দৈবকীজঠরে জন্ম ছলে ॥ ৯
বসুদেব কংসভয় নন্দের মন্দিরে লয়
খ্যাত হৈলা নন্দের নন্দন।
পূতনা বধিতে চলে বিষস্তন-পান ছলে
কৃষ্ণ তার বধিলা জীবন ॥ ১০
শকট ভাঙ্গিয়া রঙ্গি যমল-অর্জ্জুন ভঙ্গি
তৃণাবর্ত্তে নিধন করিলা।

মৃত্তিকাভক্ষণ ছলে যশোদারে কুতূহলে
বিশ্বরূপ মুখে দেখাইলা॥ ১১
ননী চুরি কৈলা হরি যশোদা আনিল ধরি
উদূখলে করিলা বন্ধন।
গোচারণে বনে গিয়া বকাসুরে বিনাশিয়া
অঘ অরিষ্টের বিনাশন॥ ১২
বধ কৈলা বৎসাসুর কেশীরে করিলা চুর
বলহাতে প্রলম্ব বধিলা।
ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করি গোবর্দ্ধন গিরি ধরি
বৃষ্টিজলে গোকুল রাখিলা॥ ১৩
ব্রজ পোড়ে দাবানলে পান করিলেন ছলে
করিলেন কালিয়দমন।
সহচর পাঠাইয়া যাজ্ঞিকান্ন আনাইয়া
করিলেন কাননে ভোজন॥ ১৪
বিধাতা মন্ত্রণা করি শিশু বৎসগণ হরি
রাখিলেন পর্ব্বতগুহায়।
নিজ দেহ হৈতে হরি শিশু বৎসগণ করি
বিধাতারে মোহিলা মায়ায়॥ ১৫
গোপের কুমারী যত করে কাত্যায়নীব্রত
হরি নৈলা বসন হরিয়া।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে মধুর মুরলী গেয়ে
রাসক্রীড়া গোপিনী লইয়া॥ ১৬
করিতে আপন ধ্বংস অক্রূরে পাঠায়ে কংস
হরি লয়ে গেল মথুরায়।

ধোপা বধি বস্ত্র পরি কুব্জারে সুন্দরী করি
সুশোভিত মালীর মালায়॥ ১৭
দ্বারে হস্তী বিনাশিয়া চাণূরাদি নিপাতিয়া
কংসাসুরে করিলা নিধন।
বসুদেব দৈবকীরে নতি কৈলা নতশিরে
দূর করি নিগড়বন্ধন॥ ১৮
উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া পড়িলা অবন্তী গিয়া
দ্বারকাবিহার নানামতে।
অপার এ পারাবার কতেক কহিব তার
বিখ্যাত ভারত ভাগবতে॥ ১৯

ব্যাসের শিবনিন্দা।

আশা ভৈরবী—ঠুংরী।

হরি হরে করে ভেদ।
নর বুঝে না রে। অভেদ কহে চারি বেদ
অভেদ ভাবে যেই পরম জ্ঞানী সেই
তারে না লাগে পাপক্লেদ।
যে দেহে হরি হরে অভেদরূপে চরে
সে দেহে নাহি তাপস্বেদ॥
একই কলেবর হইলা হরিহর
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।
যে জানে দুই রূপে সে মজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ॥ ধ্রু॥

এইরূপে বেদব্যাস কয়ে হরিগুণ।
ঊর্দ্ধভুজে কহেন সকল লোক শুন ॥ ১
সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ সার সর্ব্বদেবে হরি ॥ ২
হর আদি আর যত ভোগের গোসাঁই।
মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই ॥ ৩
এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে।
শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে ॥ ৪
ক্রোধদৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল।
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল ॥ ৫
চিত্রের পুত্তলী প্রায় রহিলেন ব্যাস।
শৈবগণে কত মত করে উপহাস ॥ ৬
চারি দিকে শিষ্যগণ কাঁদিয়া বেড়ায়।
কোন মতে উদ্ধারের উপায় না পায় ॥ ৭
গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িল সঙ্কটে।
শিবের অজ্ঞাতে আইলা ব্যাসের নিকটে ॥ ৮
বিস্তর ভর্ৎসিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিলা।
আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিলা ॥ ৯
যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব ॥ ১০
শিবের প্রভাববলে আমি চক্রধারী।
শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী ॥ ১১
শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবেরে যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট ॥ ১২

মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয়।
শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥ ১৩
যে কৈলা সে কৈলা ইতঃপর মান শিবে।
শিবস্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে॥ ১৪
শুনিয়া ইঙ্গিতে ব্যাস কহিলা বিষ্ণুরে।
কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি স্ফুরে॥ ১৫
গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ঠে অঙ্গুলী ছুঁইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠরোধ ঘুচাইয়া॥ ১৬
শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥ ১৭॥
প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী ব্যাসে দিলা বর।
যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর॥ ১৮
এই স্তব যে জন পড়িবে একমনে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হবে সেই জনে॥ ২৯
এত শুনি ব্যাসদেব পরম উল্লাস।
তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস॥ ২০
মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দির-তিলকে।
অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা কৈলা কপালফলকে॥ ২১
ছিঁড়িয়া তুলসীকণ্ঠী লক্ষ্মিমালা যত।
পরিলা রুদ্রাক্ষমালা শৈব-অনুগত॥ ২২
ফেলিয়া তুলসীপত্র বিল্বপত্র লয়ে।
ছাড়িলা হরির গুণ হরগুণ কয়ে॥ ২৩
ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হৌক পরিণাম।
অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম॥ ২৪

এইরূপে ব্যাসদেব কাশীতে রহিলা।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা॥ ২৫

ব্যাসের ভিক্ষা বারণ।

আশা ভৈরবী—ঠুংরী।

হর শশাঙ্কশেখর দয়া কর।
বিভূতিভূষিত-কলেবর॥
তরঙ্গভঙ্গিত ভুজঙ্গরঙ্গিত
কপর্দ্দমর্দ্দিত জটাধর।
গণেশশৈশব বিভূতিবৈভব
ভবেশ ভৈরব দিগম্বর॥
ভুজঙ্গকুণ্ডল পিশাচমণ্ডল
মহাকুতূহল মহেশ্বর।
বজঃপ্রভায়ত পদাম্বুজানত
সুদীন-ভারত শুভঙ্কর॥ ধ্রু॥

এইরূপে বেদব্যাস রহিলা কাশীতে।
নন্দীরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে॥ ১
দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দ্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব॥ ২
যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল।
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল॥ ৩
কি দোষে মুছিল হরিমন্দিরফোঁটায়।
কি দোষে ফেলিল ছিঁড়ি তুলসীমালায়॥ ৪

হের দেখ তুলসীপত্রের গড়াগড়ি।
বিল্বপত্র লইয়া দেখহ রড়ারড়ি ॥ ৫
হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম।
রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম ॥ ৬
মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমি ত তাহার পূজা গ্রহণ না করি ॥ ৭
হরিভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে।
কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে ॥ ৮
হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥ ৯
রুদ্রাক্ষ-তুলসীমালা যেই ধরে গলে।
তার গলে হরিহরে থাকি গলে গলে ॥ ১০
অভেদ দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস।
উচিত না হয় যে কাশীতে করে বাস ॥ ১১
চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা।
কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা শিব কৈলা মানা ॥ ১২
স্নান পূজা সমাপিয়া ব্যাসঋষিবর।
ভিক্ষা হেতু গেলা এক গৃহস্থের ঘর ॥ ১৩
ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত।
কিঞ্চিৎ না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত ॥ ১৪
ভিক্ষার বিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন।
গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিলা গমন ॥ ১৫
বালক কুকুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি।
ব্যাসদেব গেলা অন্য গৃহস্থের বাড়ী ॥ ১৬

ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন।
ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন॥ ১৭
শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়।
হাত হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়॥ ১৮
রিক্তহস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত।
মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যাস কটু কন কত॥ ১৯
এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী।
ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ি॥ ২০
সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া।
অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া॥ ২১
কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও।
কেহ বলে আপনার নামটী লুকাও॥ ২২
এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ডগোল।
ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল॥ ২৩
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া।
শিষ্যগণ ঠাঁই ঠাঁই পড়িছে ঘুরিয়া॥ ২৪
আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস।
শিষ্য সহ সে দিন করিলা উপবাস॥ ২৫
পর দিন ভিক্ষা হেতু শিষ্য পাঠাইলা।
ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফিরিয়া আইলা॥ ২৬
মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা।
কাশীখণ্ডে বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিলা॥ ২৭
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ২৮

কাশীতে শাপ।

শঙ্কর—দ্রুত ত্রিতালী।

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে।
শরণ লয়েছি শুনি দয়াকর হে॥
তুমি দীনদয়াময় আমি দীন অতিশয়
তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে।
তব পদে আশুতোষ পদে পদে মোর দোষ
জানি কেন কর রোষ পামর-উপর হে॥
পিশাচে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি
তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে।
ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব কয়ে
ভবনদীপারে লয়ে দূর কর ডর হে॥ ধ্রু।

ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী।
আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী॥ ১
তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ।
কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ॥ ২
অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী॥ ৩
ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে।
ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে॥ ৪
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে।
যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে॥ ৫

শাপ দিয়া পুনরপি চলিলা ভিক্ষায়।
ভিক্ষা না পাইয়া বড় ঠেকিলেন দায়॥ ৬
ঘরে ঘরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া।
আশ্রমে চলিলা ভিক্ষপাত্র ফেলাইয়া॥ ৭
হেনকালে অন্নপূর্ণা দেখিতে পাইলা।
ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা॥ ৮
জগতজননী মাতা সবারে সমান।
শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান॥ ৯
আকাশ পবন জল অনল অবনি।
সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি॥ ০০
সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা।
তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা সারা॥ ১১
মেঘ করে যেমন সকলে জলদান।
তেমনি অন্নদা দেবী সকলে সমান॥ ১২
তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া।
তেমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া॥ ১৩
হরি হর প্রভৃতির শত্রু মিত্র আছে।
শত্রু মিত্র একভাব অন্নদার কাছে॥ ১৪
চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া।
আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া॥ ১৫
হেন কালে পথে আসি কহেন মহেশ।
কোথায় চলেছ থুয়ে কার্ত্তিক-গণেশ॥ ১৬
ক্রোধভরে কন দেবী পিছু কেন ডাক।
ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসি থাক॥ ১৭

একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী ধুতূরায় ভোল।
অল্প অপরাধে কর মহা গণ্ডগোল॥ ১৮
তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস।
ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ত্রাস॥ ১৯
একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে।
অদ্যাপি সে শাপে ফির মুণ্ডধারী হয়ে॥ ২০
কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে।
সে দিল কাশীতে শাপ কে পাবে খণ্ডিতে॥ ২১
এখন যদ্যপি ব্যাস অন্ন নাহি পায়।
আরবার দিবে শাপ পেটের জ্বালায়॥ ২২
আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিয়া।
আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া॥ ২৩
এত বলি অন্নপূর্ণা ক্রোধভরে যান।
সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান॥ ২৪
সভয় দেখিয়া ভীমে হাসেন অভয়া।
বুড়াটীর ঠাট হেদে দেখ লো বিজয়া॥ ২৫
ভারত কহিছে ইথে সাক্ষী কেন মান।
তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জান॥ ২৬

অন্নদার মোহিনীরূপ।

কালাংড়া—একতালা।

এ কি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা।
চরণে অরুণরঙ্গিমা॥
হইতে সোসর শম্ভু হৈলা হর
দেখি পয়োধরতুঙ্গিমা।
থাকিতে অধরে সুধা সাধ করে
সুধাকরে ধরে কালিমা॥
ফুলধনু তনু লাজে তেজে ধনু
দেখি ভুরু-ধনুবঙ্কিমা।
রূপ অনুভবে মোহ হয় ভবে
ভারত কি কবে মহিমা॥ ধ্রু॥

মায়া করি জয়াবিজয়ারে লুকাইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া॥ ১
কোটি শশী জিনি মুখকমলের গন্ধ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥ ২
ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥ ৩
উন্নত স্বয়ম্ভূ শম্ভু কুচ হৃদি মূলে।
ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে॥ ৪
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে।
পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে॥ ৫

মুকুতা যতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া।
হার হয়ে হারিলেক বুক বিন্ধাইয়া॥ ৬
বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী।
ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী॥ ৭
চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদ-বিন্দু।
মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু॥ ৮
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধরবঙ্গিমা।
চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা॥ ৯
রতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে।
মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে॥ ১০
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারিপাশে॥ ১১
কঙ্কণঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর-ভ্রমরী অনিবার॥ ১২
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জনখঞ্জনী॥ ১৩
নিরুপম সে রূপ কিরূপ কব আমি।
যে রূপ দেখিয়া কামরিপু হন কামী॥ ১৯
এই রূপে অন্নপূর্ণা সদয়া হইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া॥ ১৫
মায়াময় একখানি পুরী নির্ম্মাইয়া।
অতিবৃদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া॥ ১৬
আপনি দাঁড়ায়ে দ্বারে পরমসুন্দরী।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে ভক্তিভাব করি॥ ১৭

শুন ব্যাস গোঁসাই আমার নিবেদন।
নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিবা ভোজন॥ ১৮
বৃদ্ধ মোর গৃহস্থ অতিথিভক্তিমান্।
অতিথি-সেবন বিনা জল নাহি খান॥ ১৯
তপস্বী তোমারে দেখি অতিথি ঠাকুর।
ত্বরায় আইস বেলা হইল প্রচুর॥ ২০
শুনিয়া ব্যাসের মনে আনন্দ হইল।
কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল॥ ২১
অন্ন বিনা তিন দিন মোরা উপবাসী।
কোথা হৈতে পুণ্যরূপা উত্তরিলা আসি॥ ২২
নিরুপমরূপা তুমি নিরুপমবয়া।
নিরুপমগুণা তুমি নিরুপমদয়া॥ ২৩
তখনি পাইনু ভিক্ষা কহিলা যখনি।
পরিচয় দেহ মোরে কে বট আপনি॥ ২৪
বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥ ২৫
দেখিয়াছি এ সকলে সে সকলে জানি।
ততোধিক প্রভা দেখি তাই অনুমানি॥ ২৬
শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী।
সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি॥ ২৭
প্রতিঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় সেই।
অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই॥ ২৮
এত শুনি অন্নপূর্ণা সহাস্য-অন্তরে।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে মৃদুমধু স্বরে॥ ২৯

কোথা অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি।
শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী ॥ ৩০
এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া।
অন্ন দিলা অন্নপূর্ণা উদর পূরিযা ॥ ৩১
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি রস যত।
ভোজন করিলা সবে বাসনার মত ॥ ২২
ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা।
হরপ্রিয়া হরিতকী মুখ শুদ্ধি-দিলা ॥ ৩৩
বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে।
হেনকালে বৃদ্ধ গৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে ॥ ৩৪
ভারত কহিছে ব্যাস সবধান হৈও।
বুড়া নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও ॥ ৩৫

শিবব্যাসে কথোপকথন।

ভৈরবী—ঠুংরী।

নগনন্দিনি সুরবন্দিনি রিপুনিন্দিনি গো।
জয়কারিণি ভয়হারিণি ভবতারিণি গো ॥
জটজালিনি শিরমালিনি
শশিভালিনি সুখশালিনি করবালিনি গো।
শিবগেহিনি শিবদেহিনি
শিবরোহিণি শিবমোহিনি শিবসোহিনি গো ॥
গণতোষিণি স্বনঘোষিণি
হঠদোষিণি শঠরোষিণি গৃহপোষিণি গো।

মৃদুহাসিনি মধুভাষিণি
খলনাশিনি গিরিবাসিনি ভারতাশিনি গো॥ ধ্রু ॥

বুড়াটী কহেন ব্যাস তুমিত পণ্ডিত।
কিঞ্চিত জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত॥ ১
তপস্বী কাহারে বল কিবা ধর্ম্ম তার।
কি কর্ম্ম করিলে পায় পরলোকে পার॥ ২
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস।
তপস্যার নানা ধর্ম্ম প্রধান সন্ন্যাস॥ ৩
সর্ব্ব জীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য।
স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্যমূল্য॥ ৪
ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥ ৫
শুনিয়া বুড়াটী কন সক্রোধ হইয়া।
আপনি ইহার আছ কি ধর্ম্ম লইয়া॥ ৬
এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন।
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কয়েছ যখন॥ ৭
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা আদি জপ তপ ক্রিয়া।
জানাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া॥ ৮
কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয়।
সেইরূপ হৈলা যাহে করেন প্রলয়॥ ৯
উর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা জর জর।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর॥ ১০
গর গর গর্জ্জে ফণী জিহি লক্ লক্।
অর্দ্ধশশী কোটী সূর্য্য অগ্নি ধক্ ধক্॥ ১১

হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল॥ ১২
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ।
ভৈরবের ভীমনাদে কাঁপে ত্রিভুবন॥ ১৩
মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক।
শূল আন শূল আন ঘন দেন ডাক॥ ১৪
ধরিতে নারেন অন্নপূর্ণার কারণে।
ভৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জন গর্জ্জনে॥ ১৫
হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্তধীর॥ ১৬
বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ।
কি মর্ম্ম বুঝিয়া হরিহরে কর ভেদ॥ ১৭
সেই পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে।
আমি মানা করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে॥ ১৮
মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ।
কোন্ দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ॥ ১৯
কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ।
কেন শাপ দিলি অরে বিটলা বামণ॥ ২০
এ স্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নও।
এই ক্ষণে বারাণসী হৈতে দূর হও॥ ২১
অরে রে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর।
পুন যেন আসিতে না পায় কাশীপুর॥ ২২
ব্যাসদেব রুদ্ররূপী দেখি মহেশ্বরে।
ভয়ে কম্পমান-তনু কাঁপে থর থরে॥ ২৩

অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে।
চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদুভাষে॥ ২৪
অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ।
বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ॥ ২৫
জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥ ২৬
জগতের পিতা শিব তুমি জগন্মাতা।
হরি হর বিধাতার তুমি সে বিধাতা॥ ২৭
শিবের হইল তমোগুণের উদয়।
যেই তমোগুণোদয়ে করেন প্রলয়॥ ২৮
পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম।
বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম॥ ২৯
পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল।
সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল॥ ৩০
শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে।
এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে॥ ৩১
শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি ঘটে।
শঙ্করি করুণা কর এ ঘোর সঙ্কটে॥ ৩২
তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্ব্বদা।
কাশীবাস যায় মোর রাখ গো অন্নদা॥ ৩৩
ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা।
শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাসে বর দিলা॥ ৩৪
অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা।
কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা॥ ৩৫

আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥ ৩৬
এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দ্ধান।
নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশী ছাড়ি যান ॥ ৩৭
ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়।
লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে খেদায় ॥ ৩৮
বেতাল ভৈরবগণ করে তাড়াতাড়ি।
শিষ্যসহ ব্যাস দেব গেলা কাশী ছাড়ি ॥ ৩৯
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ৪০

ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণোদ্যোগ।

কাশীতে না পেয়ে বাস মনোদুঃখে বেদব্যাস
বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস।
তুচ্ছ লোক আছে যারা কাশীতে রহিল তারা
আমার না হৈল কাশীবাস ॥ ২
এ বড় দারুণ শোক কলঙ্ক ঘুষিবে লোক
ব্যাস হৈলা কাশী হৈতে দূর।
নাম ডাক ছিল যত সকল হইল হত
ভাঙ্গড় করিল দর্প চুর ॥ ২
তেজোবধ হয় যার প্রাণবধ ভাল তার
কোন খানে সমাদর নাই।

সবে করে উপহাস ইনি সেই বেদব্যাস
কাশীতে না হৈল যার ঠাঁই ॥ ২
যদি করি বিষ পান তথাপি না যাবে প্রাণ
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তায়
চিরজীবী করিলা গোঁসাই ॥ ৪
ভবিতব্য ছিল যাহা অদৃষ্টে করিল তাহা
কি হবে ভাবিলে আর বসি।
তবে আমি বেদব্যাস এইখানে পরকাশ
করিব দ্বিতীয় বারাণসী ॥ ৫
করিয়াছি যত তপ করিয়াছি যত জপ
সকল করিনু ইথে পণ।
নিজ নাম জাগাইব এইখানে প্রকাশিব
কাশীর যে কিছু আয়োজন ॥ ৬
কাশীতে মরিলে জীব রাম নাম দিয়া শিব
কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে।
এখানে মরিবে যেই সদ্যমুক্ত হবে সেই
না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে ॥ ৭
অসাধ্য সাধন যত তপস্যায় হয় কত
তপোবলে রাত্রি হয় দিবা।
বিধি-সঙ্গে বিরোধিয়া তপস্যার জোর দিয়া
বিশ্বামিত্র না করিল কিবা ॥ ৮
মোরে খেদাইল শিব তার সেবা না করিব
বর না মাগিব তার ঠাঁই।

বিষ্ণুর দেখেছি গুণ নন্দী করেছিল খুন
কিঞ্চিত যোগ্যতা তার নাই ॥ ৯
বিধাতা সবার বড় তাঁহারে করিব দড়
যাঁহা হৈতে সকলের সৃষ্টি।
তিনি পিতামহ হন সন্তানে বিমুখ নন
অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি ॥ ১০
তাঁরে তুষি তপস্যায় বর মাগি তাঁর পায়
সকল পাইব যথা বসি।
পুরী করি মোক্ষধাম জাগাইব নিজ নাম
নাম থুব ব্যাসবারাণসী ॥ ১১
গঙ্গা মহাতীর্থ জানি গঙ্গারে এখানে আনি
আগে ত গঙ্গার কাছে যাই।
গঙ্গা সে শিবের পুঁজি মোক্ষ-কপাটের কুঁজি
গঙ্গারে অবশ্য আনা চাই ॥ ১২
গঙ্গা গঙ্গা মোক্ষধাম জানিত কে তার নাম
আমা হৈতে তাহার প্রকাশ।
আমি যদি ডাকি তারে অবশ্য আসিতে পারে
ইথে কিছু নাহি অবিশ্বাস ॥ ১৩
এত করি অনুমান গঙ্গারে আনিতে যান
বেদব্যাস মহাবেগবান্।
গঙ্গার নিকটে গিয়া ধ্যান কৈলা দাঁড়াইয়া
গঙ্গা আসি কৈলা অধিষ্ঠান ॥ ১৪
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি
রচিবারে অন্নদামঙ্গল।

ভারত সরস ভণে শুন সবে এক মনে
ব্যাসদেব গঙ্গার কোন্দল ॥ ১৫

গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা।

ব্যাস কন গঙ্গে চল মোর সঙ্গে
আমি এই অভিলাষী।
কাশীমাঝে ঠাঁই শিব দিল নাই
করিব দ্বিতীয় কাশী ॥ ১
তমোগুণ শিব তারে কি বলিব
মত্ত ভাঙ্গ-ধুতুরায়।
ডাকিনীবিহারী সদা কদাচারী
পাপ সাপগুলা গায় ॥ ২
শ্মশানে বেড়ায় ছাই মাখে গায়
গলে মুণ্ড-অস্থিমালা।
বলদ বাহন সঙ্গে ভূতগণ
পরে ব্যাঘ্র-হস্তি-ছালা ॥ ৩
যত অমঙ্গল সকল মঙ্গল
তাহারে বেড়িয়া ফিরে।
কেবল আপনি পতিত-পাবনী
গঙ্গা আছ যেই শিরে ॥ ৪
জটায় তাহার তব অবতার
তাই সে সকলে মানে।

তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা
অন্য জন কিবা জানে ॥ ৫
যত অমঙ্গল শিবে সে সকল
মঙ্গল তোমার প্রেম।
নানা দোষময় লোহা যেন হয়
পরশ পরশি হেম ॥ ৬
যে কারণ-নীর ব্রহ্মাণ্ড-বাহির
যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে।
বিধি হরি হর আদি চরাচর
কত হয় কত নাশে ॥ ৭
সে কারণ-নীর তোমার শরীর
তুমি ব্রহ্ম সনাতন।
সৃজন পালন নাশের কারণ
তোমা বিনা কোন্ জন ॥ ৮
সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপী জন
জনার্দ্দন যারে কয়।
দ্রবরূপে সেই গঙ্গা তুমি এই
ইহাতে নাহি সংশয় ॥ ৯
তোমা দরশনে মোক্ষ সেই ক্ষণে
না জানি স্নানের ফল।
প্রায়শ্চিত্ত-ভয় সেখানে কি হয়
যেখানে তোমার জল ॥ ১০
তুমি নারায়ণী পতিতপাবনী
কামনা পূরাও মোর।

মোর সঙ্গে আসি প্রকাশহ কাশী
তারহ সঙ্কট ঘোর ॥ ১১
যে মরে কাশীতে তারে মোক্ষ দিতে
রাম নাম দেন শিব।
আর কত দায় ভোগ হয় তায়
তবে মোক্ষ পায় জীব ॥১২
কাশীতে আমার কৃপায় তোমার
এমনি হইতে চাহে।
যে মরে যখনি নির্ব্বাণ তখনি
বিচার না রহে তাহে ॥ ১৩
ব্যাসের এমন শুনিয়া বচন
গঙ্গার হইল হাসি
ভারত কহিছে মোরে না সহিছে
তুমি কি করিবে কাশী ॥১৪

ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি।

কহিছেন গঙ্গা শুন হে ব্যাস।
কেন করিয়াছ হেন প্রয়াস ॥ ১
কে তুমি কি কীর্ত্তি আছে তোমার।
শিব বিনা কাশী কে করে আর ॥ ২
কণ্ঠে কালকূট যেই ধরিল।
লীলায় অন্ধক সেই বধিল ॥ ৩

কটাক্ষে কামেরে নাশিল যেই।
কামিনী লইয়া বিহরে সেই ॥ ৪
অদ্য অন্নপূর্ণা যাঁর গৃহিণী।
গিরিবর ধনু শেষ শিঞ্জিনী ॥ ৫
ক্ষিতি রথ ইন্দ্র সারথি যাঁর।
চক্রপাণি বাণ শাণিতধার ॥ ৬
চন্দ্র সূর্য্য রথচক্র আকার।
ত্রিপুর এক বাণে মৈল যাঁর ॥ ৭
সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার।
ভব নাম ভব করিতে পার ॥ ৮
যাহার জটায় পাইয়া ধাম।
গঙ্গা গঙ্গা মোর পবিত্র নাম ॥ ৯
কারণ-জল মোরে বলে যেই।
কারণ-জলের কারণ সেই ॥ ১০
না ছিল সৃষ্টির আদি যখন।
কাশীপতি কাশী কৈলা তখন ॥ ১১
থুইলা আপন শূলের আগে।
পৃথিবীর দোষ গুণ না লাগে ॥ ১২
করিবেন যবে প্রলয় হর।
রাখিবেন কাশী শূল-উপর ॥ ১৩
তবে যে দেখহ ভূমিতে কাশী।
পদ্মপত্রে যেন জল বিলাসি ॥ ১৪
জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত।
জল-নাশে নহে তাহার নিপাত ॥ ১৫

তবে যে কহিলা তারক নামে।
মোক্ষ দেন শিব কাশীর ধামে॥ ১৬
তুমি কি বুঝিবে তার চলনি।
আপনার নাম দেন আপনি॥ ১৭
আমার বচন শুন হে ব্যাস।
কদাচ না কর হেন প্রয়াস॥ ১৮
শিবনিন্দা কর এ দায় বড়।
শিবপদে মন করহ দড়॥ ১৯
শিবনিন্দা তুমি কর কেমনে।
দক্ষযজ্ঞ বুঝি পড়ে না মনে॥ ২০
পুন না কহিও আমার কাছে।
যে শুনে তাহার পাতক আছে॥ ২১
জানেন সকল শঙ্কর স্বামী।
এ সব কথায় না থাকি আমি॥ ২২
শুনিয়া ব্যাসের হইল রোষ।
ভারত কহিছে এ বড় দোষ॥ ২৩

———

ব্যাসকৃত গঙ্গার তিরস্কার।

ব্যাসের হইল ক্রোধ তেয়াগিয়া উপরোধ
গঙ্গারে কহেন কটু ভাষে।
কালের উচিত কর্ম্ম জানিনু তোমার মর্ম্ম
তুমি মোরে হাস উপহাসে॥ ১

তোরে অন্তরঙ্গ জানি করিনু যুগল পাণি
উপকারে আসিতে আমার।
তাহা হৈল বিপরীত আর কহ অনুচিত
দৈবে করে কি দোষ তোমার॥ ২
আমি যারে প্রকাশিনু আমি যারে বাড়াইনু
সেহ মোরে তুচ্ছ করি কহে।
মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে॥ ৩
উচিত কহিব যদি নদীমধ্যে তুমি নদী
পুণ্যতীর্থ বলি কে জানিত।
পুরাণে বর্ণিনু যেই পুণ্যতীর্থ হলে তেঁই
নৈলে তোমাকে কোথা মানিত॥ ৪
জহ্নু-মুনি করে ধরি পিলেক গণ্ডূষ করি
কোথা ছিল তোর গুণগ্রাম।
সে দোষ থুইয়া দূরে জানাইনু তিন পুরে
জাহ্নবী বলিয়া তোর নাম॥ ৫
শান্তনু রাজারে লয়ে ছিলি তার নারী হয়ে
তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা।
শান্তনুরে করি সারা হয়েছ শিবের দারা
তোর সমা পুণ্যবতী কেটা॥ ৬
পেয়েছ শিবের জটা তাহাতে সাপের ঘটা
কপালে বহ্নির তাপ লাগে।
চণ্ডী করে গণ্ডগোল ভূত-ভৈরবের রোল
কোন্ সুখে আছ কোন্ রাগে॥ ৭

স্বভাবতঃ নীচগতি সতত চঞ্চলমতি
কভু নাহি পতির নিয়ম।
যে ভাল ভজিতে পারে পতিভাব কর তারে
সিন্ধুসঙ্গে সম্প্রতি সঙ্গম॥ ৮
বেশ্যাধর্ম্ম লয়ে আছ জাতি কুল নাহি বাছ
রূপ গুণ যৌবন না চাও।
মা বলিয়া সেবা দেই ক্ষীর পান করে যেই
পতি কর কোলে মাত্র পাও॥ ৯
আপনার পক্ষ জানি কহিলাম তোরে আনি
তুমি তাহে বিপরীত কহ।
তুমি মোর কি করিবা তোমার শকতি কিবা
বিষ্ণুপাদোদক বিনা নহ॥ ১০
শাপ দিয়া করি ছাই অথবা গণ্ডূষে খাই
ব্রাহ্মণেরে তোর অল্প জ্ঞান।
সিন্ধু তোর পতি যেই ব্রহ্মতেজ জানে সেই
অগস্ত্য করিয়াছিল পান॥ ১১
ব্যাসদেব এইরূপে মজিয়া কোপের কূপে
গঙ্গার করিলা অপমান।
ভারত সভয়ে কহে মোরে যেন দয়া রহে
স্তুতি নিন্দা গঙ্গার সমান॥ ১২

গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কার।

গঙ্গার হইল ক্রোধ ব্যাসের বচনে।
ব্যাসেরে ভৎ'সিয়া কন মহাক্রোধ-মনে॥ ১
শুন শুন ওহে ব্যাস বিস্তর কহিলা।
এই অহঙ্কারে কাশীবাস না পাইলা॥ ২
নর হয়ে নারায়ণ হৈতে চায় যেবা।
শিবনিন্দা যে করে তাহার গঙ্গা কেবা॥ ৩
তোর প্রকাশিতা আমি কেমনে কহিলি।
বেদ-মত পুরাণেতে আমারে বর্ণিলি॥ ৪
যতেক প্রসঙ্গ লয়ে করেছ পুরাণ।
আমার প্রসঙ্গ আছে তেঁই সে প্রমাণ॥ ৫
তুমি বুঝিয়াছ আমি শান্তনুর নারী।
সমুদ্রে মিলেছি বলি নারী হৈনু তারি॥ ৬
সংসারে যতেক নারী মোর অংশ তারা।
শিব-অংশ সংসারে পুরুষ আছে যারা॥ ৭
প্রকৃতি-পুরুষ মোরা তুই কি জানিবি।
আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি॥ ৮
আমার জাতির দায় কে ধরিবে তোরে।
কোন্ জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে॥ ৯
বেদের পঞ্চত্ব দিয়া ভারত পুরাণ।
রচিয়াছ আপনি পরম জ্ঞানবান্॥ ১০
তাহে কহিয়াছ আপনার জন্ম কর্ম্ম।
ভাবিয়া দেখহ দেখি তাহার কি মর্ম্ম॥ ১১

পরাশর ব্রহ্মঋষি তোর পিতা যেই।
অবিগীত ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-জন্ম সেই॥ ১২
মৎস্যগন্ধা দাসকন্যা ব্রাহ্মণী ত নহে।
তার গর্ভে জন্ম তোর ব্রাহ্মণ কে কহে॥ ১৩
পরাশর অপসর তোর জন্ম দিয়া।
শান্তনু তোমার মায়ে পুন কৈল বিয়া॥ ১৪
বৈপিত্র দু-ভাই তাহে জন্মিল তোমার।
একটী বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ আর॥ ১৫
অম্বালিকা অম্বিকা বিবাহ কৈল তারা।
যৌবনে মরিল দুটী বউ রৈল সারা॥ ১৬
পুত্র হেতু সত্যবতী তোমার জননী।
তোমারে দিলেন আজ্ঞা যেমন আপনি॥ ১৭
তুমি রণ্ডা ভ্রাতৃবধূ করিলা গমন।
জন্মাইলা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুই জন॥ ১৮
কুন্তী মাদ্রী দুই নারী পাণ্ডু কৈলা বিয়া।
সম্ভোগ-রহিত হৈল শাপের লাগিয়া॥ ১৯
ভেবে মরে কুন্তী-মাদ্রী করিব কেমন।
তুমি তাহে বিধি দিলা আপনি যেমন॥ ২০
ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র আর অশ্বিনীকুমার।
উপপতি হৈতে পাঁচ পুত্র হৈল তার॥ ২১
যুধিষ্ঠির ভীম আর অর্জ্জুন নকুল।
সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডব অতুল॥ ২২
তুমি তাহে আপনার মত বিধি দিয়া।
পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীরে দিলা বিয়া॥ ২৩

ব্রহ্মশাপ কি দিবি কি তোরে মোর ভয়।
ব্রহ্মশাপ সেই দেয় ব্রাহ্মণ যে হয়॥ ২৪
ব্রহ্মশাপ কিবা দিবি কে তোরে ডরায়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ মোর নামে যায়॥ ২৫
তুই কি জানিবি ব্রহ্মা তোর পিতামহ।
সে জানে মহিমা কিছু তারে গিয়া কহ॥ ২৬
এত বলি ক্রোধে গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান
গালি খেয়ে ব্যাসদেব হৈলা হতজ্ঞান॥ ২৭
ভারত কহিছে ব্যাস ধিরি ধিরি ধিরি।
গিয়াছিলা যথা হৈতে তথা গেলা ফিরি॥ ২৮
দীনদয়াময়ী দেবী দয়া কর দীনে।
দারিদ্র্য দুর্গতি দূর কর দিনে দিনে॥ ২৯
ধর্ম্ম তার ধরা তার ধন তার ধ্যান।
ধ্যানে ধরে যে তোমারে সেই সে ধীমান্॥ ৩০
নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী॥ ৩১
কৃষ্ণচন্দ্র-আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥ ৩২

ইতি সোমবারের দিবাপালা॥

বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা।

আসনে বসিয়া   উম্মনা হইয়া
ভাবেন ব্যাস গোঁসাই।
এই বড় শোক   হাসিবেক লোক
মোর কাশী হৈল নাই ॥ ১
বিশ্বকর্ম্মা আছে   তারে আনি কাছে
সে দিবে পুরী গড়িয়া।
মোক্ষের উপায়   শেষে করা যায়
ব্রহ্মার বর লইয়া ॥ ২
করি আচমন   যোগে দিয়া মন
বিশ্বকর্ম্মে কৈল ধ্যান।
জানিয়া অন্তরে   বিশাই সত্বরে
আসি কৈলা অধিষ্ঠান ॥ ৩
বিশাই দেখিয়া   সানন্দ হইয়া
বিনয়ে কহেন ব্যাস।
তুমি বিশ্বকর্ম্ম   জান বিশ্বমর্ম্ম
তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ ॥ ৪
তুমি বিশ্বে গড়   তুমি বিশ্বে বড়
তাই বিশ্বকর্ম্মা নাম।
তোমার মহিমা   কেবা জানে সীমা
কেবা জানে গুণগ্রাম ॥ ৫
বিধাতা হইয়া   বিশ্ব নিরমিয়া
পালহ হইয়া হরি।

শেষে হয়ে হর তুমি লয় কর
তুমি ব্রহ্ম অবতরি ॥ ৬
আমারে কাশীতে না দিল রহিতে
ভূতনাথ কাশীবাসী।
সেই অভিমানে আমি এইখানে
করিব দ্বিতীয় কাশী ॥ ৭
ঠেকিয়াছি দায় চাহিয়া আমায়
নির্ম্মাহ পুরী সুসার।
মোক্ষের নিদান করিতে বিধান
সে ভার আছে আমার ॥ ৮
এ সঙ্কট ঘোরে তার যদি মোরে
তবেত তোমারি হব।
ত্রিদেবে ছাড়িয়া ব্রহ্মপদ দিয়া
তোমারে পুরাণে কব ॥ ৯
বিশাই শুনিয়া কহিছে হাসিয়া
তুমি নাহি পার কিবা।
ব্যাসবারাণসী গড়ি দেখ বসি
আমারে ব্রহ্ম করিবা ॥ ১০
যে হয় পশ্চাৎ দেখিবে সাক্ষাৎ
মোরে পুরী-ভার লাগে।
কাশীর ঈশ্বর খ্যাত বিশ্বেশ্বর
তাঁর পুরী গড়ি আগে ॥ ১১
বিশ্বেশ্বর নাম সর্ব্ব গুণধাম
বিশাই যেই কহিল।

দৈব রুষ্ট যার বুদ্ধি নাশে তার
ব্যাসের ক্রোধ হইল ॥ ১২
আরে রে বিশাই তুই ত বালাই
কে বলে আনিতে তায়।
এ বড় প্রমাদ যার সঙ্গে বাদ
তাহারে আনিতে চায় ॥ ১৩
সভয়-অন্তর নহ স্বতন্তর
ভয়েতে সবারে মান।
নানা গুণ জানি যারে তারে মানি
বেগার খাটিতে জান ॥ ১৪
তপোবলে কাশী দেখ পরকাশি
দূর হ রে দুরাচার।
তোর গুণধর যত কারিকর
হইবে দুঃখী বেগার ॥ ১৫
বিশাই শুনিয়া কহিছে হাসিয়া
বড় ভ্রান্ত তুমি ব্যাস।
শিবেরে লঙ্ঘিবা কাশী প্রকাশিবা
কেন কর হেন আশ ॥ ১৬
নাহি জান তত্ত্ব নাহি বুঝ সত্ত্ব
শিব ব্রহ্ম সনাতন।
অজাত অমর অনন্ত অজর
আদ্য বিভু নিরঞ্জন ॥ ১৭
কার্য্য সাধিবারে এই যে আমারে
এখনি ব্রহ্ম কহিলে।

ব্রহ্ম বলিবার কি দেখ আমার
কেমনে ব্রহ্ম বলিলে ॥ ১৮
যাহারে যখন দেখহ দুর্জ্জন
তাহারে ব্রহ্ম বলহ।
এইরূপে কত কথে নানা মত
লিখিলা যত কলহ ॥ ১৯
বিশাই ধীমান্ গেল নিজ স্থান
ব্যাসের হইল দায়।
কহিছে ভারত এ নহে ভারত
করিবে কথা মাথায় ॥ ২০

ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন।

হর হর শঙ্কর সঙ্কর পাপম্।
জয় করুণাময় নাশয় তাপম ॥
রঙ্গতরঙ্গিত-গাঙ্গজটাচয় অর্পয় সর্পকলাপম্।
মহিষবিষাণরবেণ নিবারয় মম রিপুশমনদুরাপম।
কনককুসুমপরিশোভিতকর্ণে কণয় ভক্তবিলাপম।
নিগদতি ভারতচন্দ্র উমাধব দেহি পদং দুরবাপম্ ॥ ধ
ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন।
অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন ॥ ১
আপন দুর্দ্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া।
বিস্তর কহিলা ব্যাস কাঁন্দিয়া কান্দিয়া ॥ ২

স্নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া।
কহিছেন প্রজাপতি পিরীতি করিয়া॥ ৩
ওরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল।
শিব সঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল॥ ৪
কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে।
শিব সঙ্গে বাদে তোমা হৈতে কিবা হবে॥ ৫
শিবনাম জপ কর যেবা সেথা বসি।
যেখানে শিবের নাম সেই বারাণসী॥ ৬
তুমি কি করিবা কাশী লঙ্ঘিয়া তাঁহারে।
কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে॥ ৭
শিব লঙ্ঘি আমি কি হইব বরদাতা।
আমি যে বিধাতা শিব আমারো বিধাতা॥ ৮
মোর আছিল বাছা পাঁচটী বদন।
এক মাথা কাটিয়া লইল পঞ্চানন॥ ৯
কি করিতে তাহে আমি পারিলাম তার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয় যার॥ ১০
কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে।
বুঝিতে কে পারে যার তুল্য সুধা বিষে॥ ১১
ভালে যার সুধাকর গলায় গরল।
কপালে অনল যার শিরে গঙ্গাজল॥ ১২
সম যাঁর সুধা বিষে হুতাশন জল।
অন্যের যে অমঙ্গল তাঁরে সে মঙ্গল॥ ১৩
তাঁর সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে নাই।
জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোঁসাই॥ ১৪

এত বলি প্রজাপতি গেল নিজ স্থানে।
ব্যাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে ॥১৫
যে হৌক সে হৌক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ॥ ১৬
অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার।
কাশীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্ব মায়া যাঁর ॥ ১৭
যার অধিষ্ঠানে বারাণসীর মহিমা।
বিধি হরি হর যাঁর নাহি জানে সীমা ॥ ১৮
শঙ্কর আমার অন্ন মানা করেছিলা।
শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা ॥ ১৯
তদবধি জানি তিনি সকলের বড়।
অতএব তাঁর উপাসনা করি দড় ॥ ২০
তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি।
তবে সে হইবে মোর ব্যাস-বারাণসী ॥ ২১
এত ভাবি ব্যাসদেব মন কৈলা স্থির।
অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর ॥ ২২
বিস্তর কঠোর করি করিলেন তপ।
কত পুরশ্চরণ করিলা কত জপ ॥ ২৩
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ২৪

———

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য।

গজানন-ষড়ানন সঙ্গে কবি পঞ্চানন
কৈলাসেতে করেন ভোজন।
অন্নপূর্ণা ভগবতী অন্ন দেন হৃষ্টমতি
ভোজন করিছে ভূতগণ॥ ১
ছয়মুখ কার্ত্তিকের গজমুখ গণেশের
মহেশের নিজ মুখ পঞ্চ।
কতমুখ কত জন বেতাল ভৈরবগণ
ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ॥ ২
লেগেছে সিদ্ধির লাগি খেতে বড় অনুরাগী
বারমুখ তিন বাপে-পুতে।
অন্নদার হস্ত দুটী অন্ন দেন গুটি গুটি
থাকে নাহি পাতে থুতে থুতে॥ ৩
অন্নদা বুঝিলা মনে কৌতুক আমার সনে
বুঝা যাবে কেবা কত খান।
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ পেয় পাতে পাতে অপ্রমেয়
পয়োনিধি-পর্ব্বত-প্রমাণ॥ ৪
খাইবেন কেবা কত সবে হৈলা বুদ্ধিহত
অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও।
অন্ন-ব্যঞ্জনের রাশি কে রাখিবে করি বাসি
খেতে হবে খাও খাও খাও॥ ৫
এইরূপে অন্নপূর্ণা খেলারসে পরিপূর্ণা
নারীভাবে পতি-পুত্র লয়ে।

ব্যাসেব তপের গাছ অন্নদার লয়ে পাছ
ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে ॥ ৬
ব্যাস জপে অনশনে অন্নদা জানিয়া মনে
ব্যাসের তপের অনুবলে।
কপালে টনক নড়ে হাতে হৈতে গাতা পড়ে
উছট লাগিয়া পদ টলে ॥ ৭
দুর্দ্দৈব যখন ধরে ভাল কর্ম্ম মন্দ করে
অন্নদার উপজিল রোষ।
অনুগ্রহ গেল নাশ নিগ্রহে সৈকিল ব্যাস
ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ ॥ ৮
ভাবে বুঝি ক্রোধভব জিজ্ঞাসা করিলা হর
কেন দেবি দেখি ভাবান্তর।
অন্নদা কহেন হরে ব্যাস মুনি তপ করে
অনশন কৈল বহুতর ॥ ৯
তুমি ঠাই নাহি দিলে কাশী হৈতে খেদাইলে
তাহাতে হয়েছে অপমান।
করিতে দ্বিতীয় কাশী হইয়াছে অভিলাষী
সেই হেতু করে মোর ধ্যান ॥ ১০
হাসিয়া কহেন হর বুঝি তারে দিলা বর
মোরে যেনে দয়া না ছাড়িও।
আমি বৃদ্ধ তাই কই জানি নাই তোমা বই
এক মুটা অন্ন যেনে দিও ॥ ১১
সক্রোধে কহেন শিবা কৌতুক করহ কিবা
কি হয় তাহার দেখ বসি।

এত বড় তার সাদ তোমা সনে করি বাদ
করিবেক ব্যাস-বারাণসী ॥ ১২
তবে যে কহিবে মোর তপস্যা করিল ঘোর
কি দোষে হইব রুষ্ট তারে ।
অসময় সুসময় না বুঝিয়া দুরাশয়
বিরক্ত করিল অত্যাচারে ॥ ১৩
বলি রাজা ভগবানে ত্রিপাদ ধরণী-দানে
অধোগতি পাইল যেমন ।
তেমনি ব্যাসেরে গিয়া শাপ দিব বর দিয়া
শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন ॥ ১৪
মহামায়া মায়া করি জরতী-শরীর ধরি
ব্যাসদেবে ছলিতে চলিলা ।
অন্নপূর্ণা-পদতলে ভারত বিনয়ে বলে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা দিলা ॥ ১৫

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাস-ছলনা

হাম্বীর—একতালা ।

কে তোমা চিনিতে পারে । গো মা ।
বেদে সীমা দিতে নারে ॥
কত মায়া কর কত মায়াধর
হেরি হরি হর হারে ।
জিত-জরামর হয় সেই নর
তুমি দয়া কর যারে ॥

এ ভব সংসারে যে ভজে তোমারে
যম নাহি পারে তারে।
যদি না তারিবে যদি না চাহিবে
ভারত ডাকিবে কারে॥ ধ্রু॥

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি করে ভাঙ্গা নড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ী॥ ১
ঝাঁকড়-মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি॥ ২
ডেঙ্গর উকুন নিকি করে ইলিবিলি।
কোটি কোটি কাণকোটারিরা কিলিকিলি॥ ৩
কোটরে নয়ন দুটী মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥ ৪
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥ ৫
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার॥ ৬
শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান॥ ৭
ফেলিযা ঝুপড়ী নড়ী আহা উহু কয়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥ ৮
ভুয়ে ঠেকে থুথি হাটু কাণ ঢেকে যায়।
কুঁজভরে পিঠডাড়া ভূমিতে লুটায়॥ ৯
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥ ১০

মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥ ১১
তিনকাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে॥ ১২
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই॥ ১৩
কাশীতে মরিলে তাহে পাপভোগ আছে।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে॥ ১৪
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাদ নাই।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই॥ ১৫
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়।
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয়॥ ১৬
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥ ১৭
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ি এথা বাস কর।
সদ্য মুক্ত হবে যদি এইখানে মর॥ ১৮
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া।
মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া॥ ১৯
তোর মনে আমি বুড়ী এখনি মরিব।
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব॥ ২০
ঊর্দ্ধগ-বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত॥ ২১
বায়ুতে পাকিয়া চুল হইল শণ-নুড়ি।
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি॥ ২২

শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে।
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুঝে ॥ ২৩
কাণকোটারিতে মোর কাণ হৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা ॥ ২৪
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান।
আরবার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান ॥ ২৫
জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের।
শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের ॥ ২৬
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া ॥ ২৭
বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও।
এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও ॥ ২৮
বুড়া-বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ ॥ ২৯
মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা কহিলে।
পুন কহ কি হইবে এখানে মরিলে ॥ ৩০
ব্যাসদেব কন বুড়ি বুঝিতে নারিলে।
সদ্য মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে ॥ ৩১
বুড়ী কন হায় বিধি করিলেক কালা।
কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বালা ॥ ৩২
পুনশ্চ চলিলা দেবী ছলে ক্রোধ করি।
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি ॥ ৩৩
ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিলা।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা ॥ ৩৪

এইরূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত।
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত॥ ৩৫
দৈব-দোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ।
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ॥ ৩৬
একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি সুঝে।
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে॥ ৩৭
ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাণের কুহরে।
গর্দ্দভ হইবে বুড়ি এখানে যে মরে॥ ৩৮
বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কাণ।
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান॥ ৩৯
বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আঁধার দেখিলা।
হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা॥ ৪০
নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু।
হায় রে আপনা খেযে কি কথা কহিনু॥ ৪১
বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়।
মৃণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায়॥ ৪২
প্রকৃতি-পুরুষ-রূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল॥ ৪৩
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তি-লোপে শব॥ ৪৪
নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব॥ ৪৫
শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥ ৪৬

ব্যাস-বারাণসী হবে ভ বিলাম বসি।
বাক্যদোষে হইল গর্দ্দভ-বারাণসী ॥ ৪৭
অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়।
ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাকর কয় ॥ ৪৮

ব্যাসের প্রতি দৈববাণী।

কেদারা—দ্রুত ত্রিতালী।

ভুলনা রে ওরে নর শঙ্কর সার কর।
শমনেরে কেন ডর ॥
দূর হবে পাপ চূর হবে তাপ
গঙ্গাধরে ধ্যানে ধর।
শঙ্কর শঙ্কর এ তিন অক্ষর
মালা করি গলে পর ॥
এ ভবসাগরে না ভজিয়া হরে
কেন মিছা ডুবি মর।
ভারতের মত শুনরে ভকত
ভব ভজি ভব তর ॥ ধ্রু ॥

বিরস-বদন দেখি ব্যাস-তপোধনে।
কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশ-বচনে ॥ ১
শুন শুন ব্যাসদেব কেন ভাব তাপ।
এ দুঃখ তোমাকে দিল শিবনিন্দাপাপ ॥ ২
জ্ঞান-অহঙ্কারে বারাণসীমাঝে গিয়া।
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কহিলা ডাকিয়া

ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ হয়েছিল বটে।
শিবে স্তুতি করি পার পাইলা সঙ্কটে ॥ ৪
তার পর শৈব হয়ে বিষ্ণুরে ছাড়িলে।
সেই দোষে কাশীমাঝে ভিক্ষা না পাইলে ॥ ৫
এক পাপে দুঃখ পেয়ে আর কৈলা পাপ।
না বুঝিয়া কাশীবাসিগণে দিলা শাপ ॥ ৬
অন্ন বিনা শিষ্যসহ উপবাসী ছিলে।
আমি গিয়া অন্ন দিনু তেঁই সে বাঁচিলে ॥ ৭
মোর উপরোধে তোরে মহেশ ঠাকুর।
নষ্ট না করিয়া কৈলা কাশী হৈতে দূর ॥ ৮
আমি দিনু বর চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥ ৯
এইরূপে আমি তোরে বর দান দিয়া।
সে দিন রুদ্রের ক্রোধে দিনু বাঁচাইয়া ॥ ১০
তথাপি শিবের সঙ্গে করিয়া বিরোধ।
কাশী করিবা র চাহ এ বড় দুর্ব্বোধ ॥ ১১
আমার দ্বিতীয় কিম্বা দ্বিতীয় শূলীর।
যদি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কাশীর ॥ ১২
ইতঃপর ভেদদ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল।
জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল ॥ ১৩
হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥ ১৪
তুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার।
নিগম আগম আদি কেবা জানে পার ॥ ১৫

অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।
খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত ॥ ১৬
করিবে দ্বিতীয় কাশী না কর এ আশ।
অভিমান দূর করি চল নিজ বাস ॥ ১৭
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥ ১৮
এখানে যে মরিবে সে গর্দ্দভ হইবে।
এ হৈল গর্দ্দভকাশী অন্যথা নহিবে ॥ ১৯
শুনিয়া আকাশবাণী ব্যাস তপোধন।
উদ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন ॥ ২০
কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর লইয়া।
বিহারে রহিলা বড় সানন্দ হইয়া ॥ ২১
জয়া-বিজয়ারে কন সহাস বদনে।
নরলোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে ॥ ২২
কহিছে বিজয়া-জয়া ভবিষ্যত-বাণী।
কুবের তোমার পূজা করিবেক জানি ॥ ২৩
বসুন্ধর নামে তার আছে সহচর।
দিবেক পুষ্পের ভার তাহার উপর ॥ ২৪
রমণী-সম্ভোগ তার কাননে হইবে।
সেই অপরাধে তুমি তারে শাপ দিবে ॥ ২৫
মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে।
ধন বর দিবা তুমি গিয়া তার ধামে ॥ ২৬
তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার।
কুবেরের সুতে শাপ দিবা পুনর্ব্বার ॥ ২৭

ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে।
হরিহোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে॥ ২৮
দিল্লী হৈতে রাজ্য দিয়া পূজা লবে তার।
তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার॥ ২৯
তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
সঙ্কটে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তায়॥ ৩০
তাহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড়।
হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা দড়॥ ৩১
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
হরিহোড়-প্রসঙ্গ শুনহ ইতঃপর॥ ৩২

বসুন্ধরে অন্নদার শাপ।

কুবেরের অনুচর নাম তার বসুন্ধর
বসুন্ধরা নামে তার জায়া।
দুই জনে হৃষ্ট মনে ক্রীড়া করে কুঞ্জবনে
নানা রস জানে নানা মায়া॥ ১
চৈত্র-শুক্ল-অষ্টমীতে অন্নদার পূজা দিতে
নানা দ্রব্য আনি শীঘ্রগতি।
ফুল আনিবার তরে ডাক দিয়া বসুন্ধরে
কুবের দিলেন অনুমতি॥ ২
কুবেরের আজ্ঞা পায় বসুন্ধর বেগে ধায়
কুঞ্জবনে হৈল উপনীত।

নানাজাতি তুলে ফুল যাহে মত্ত অলিকুল
যার গন্ধে মদন মোহিত ॥ ৩
দেখিয়া পুষ্পের শোভা বসুন্ধরা রতিলোভা
বসুন্ধরে কহিতে লাগিল।
ফুলগুণে ফুলবাণ ফুলধনু দিয়া টান
ফুলবাণে আমারে বিন্ধিল ॥ ৪
আলিঙ্গন দিয়া কান্ত কামানল কর শান্ত
মোরে আর বিলম্ব না সহে।
কোকিল-হুঙ্কার কাল ভ্রমর-ঝঙ্কার শাল
মলয়পবনে তনু দহে ॥ ৫
বসুন্ধর বলে প্রিয়া আগে আসি দূল দিন
অন্নপূর্ণা পূজিবে কুবের।
পূজা-সাঙ্গে তোমা সঙ্গে বিহার করিব রঙ্গে
এ সময়ে নাহি দিও ফের ॥ ৬
অষ্টমীরে পর্ব্ব কয় ইথে রাত যুক্ত নয়
অন্নদার ব্রততিথি তায়।
আমার বচন ধর আজি রতি পরিহর
পূজা কর অন্নদার পায় ॥ ৭
বসুন্ধরা বলে প্রভু এমন না শুনি কভু
এ কথা শিখিলা কার কাছে।
সাপে যারে কামড়ায় রোঝা গিয়া ঝাড়ে তায়
তাহে কি অষ্টমী আদি বাছে ॥ ৮
কাম-কালবিষধর বিষে আমি জরজর
তুমি সে ঔষধ জান তার।

অষ্টমীরে পর্ব্ব কয়ে অন্নদার নাম লয়ে
আরম্ভিলা কত ফের ফার ॥ ৯
অন্নপূর্ণা কি করিবে অষ্টমী কি সুখ দিবে
যে সুখ পাইবে রতিসুখে।
দেবাসুরে সুধা লাগি সিন্ধু মথি দুঃখভাগি
সে সুধা সঘনে পেও মুখে ॥ ১০
এই যে তুলিলা ফুল কে জানে ইহার মূল
বৃথা হবে জলে ভাসাইলে।
দেখ দেখি মহাশয় সম্ভোগে কি সুখ হয়
তোমায় আমায় গলে দিলে ॥ ১১
মালা গাঁথি এই ফুলে দিয়া দেখ মোর চুলে
মেঘে যেন বিজুলী খেলিবে।
বিপরীত-রতিরঙ্গে পড়িলে তোমার অঙ্গে
ভাব দেখি কিবা শোভা দিবে ॥ ১২
এইরূপে বসুন্ধরে বিন্ধিয়া কটাক্ষ-শরে
বসুন্ধরা মোহিত করিল।
কিবা করে ধ্যানে জ্ঞানে যে করে কামের বাণে
বসুন্ধর মদনে মাতিল ॥ ১৩
সেই ফুলে শয্যা করি সেই ফুলে মালা পরি
রতিরসে দুজনে রহিল।
এথায় যক্ষের পতি অন্নদাপূজায় মতি
একমনে ধ্যান আরম্ভিল ॥ ১৪
সংহতি বিজয়া জয়া কুবেরে করিয়া দয়া
অন্নদা করিলা অধিষ্ঠান।

দেখিয়া পুষ্পের ব্যাজ কুবের যক্ষের রাজ
সভয় হইল কম্পমান ॥ ১৫
অন্নদা অন্তরে জানি কুবেরে নিকটে আনি
দয়ায় অভয়দান দিলা।
বসুন্ধরা-বসুন্ধরে বান্ধি আনিবার তরে
ডাকিনী যোগিনী পাঠাইলা ॥ ১৬
ডাকিনী-যোগিনীগণ প্রবেশিয়া কুঞ্জবন
বসুন্ধরা-বসুন্ধরে ধরে।
সেই ফুলমালা সঙ্গে বুকে বুকে বান্ধি রঙ্গে
আনি দিল অন্নদা-গোচরে ॥ ১৭
অন্নপূর্ণা ক্রোধ-মনে শাপ দিলা দুই জনে
যেমন করিলি দুরাচার।
মরত-ভুবনে যাও মনুষ্য-শরীর পাও
ভারতের এই যুক্তি সার ॥ ১৮

বসুন্ধরের বিনয়।

কান্দে বসুন্ধর বসুন্ধরা।
অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ চরণের ছায়া
শাপে কৈলা জীয়ন্তেতে মরা ॥ ১
অজ্ঞানে করিনু দোষ ক্ষমা কর অভিরোষ
তুমি দেবী জগত-জননী।
ভস্ম না করিলে কেন কেন শাপ দিলে হেন
কোন্ সুখে যাইব ধরণী ॥ ২

অপরাধ অল্প মোর   শাপ দিলা অতি ঘোর
নরলোকে কেমনে যাইব।
গর্ভবাস মহাদুখে   ঊর্দ্ধপদে হেটমুখে
মলমূত্রে ভূষিত থাকিব ॥ ৩
ভুঞ্জিব অশেষ ক্লেশ   না পাব জ্ঞানের লেশ
পরদুঃখে হইব দুঃখিত।
মহাপাপ থাকে যার   গর্ভবাস হয় তার
নিগম-আগমে সুবিদিত ॥ ৪
গর্ভবাস পাছে হয়   ব্রহ্মাদিরো এই ভ·
সেই ভয়ে তোমারে সে ভজে।
ভব ঘোর পারাবারে   তোমা বিনা কেবা পারে
যে তোমা না ভজে সেই মজে ॥ ৫
অপরাধ হইয়াছে   আর কত শাস্তি আছে
কুম্ভীপাক রৌরব প্রভৃতি।
তাহে যেতে মন লয়   মরতে যাইতে ভয়
বড় দুষ্ট নরের প্রকৃতি ॥ ৬
ক্রন্দনেতে দোঁহাকার   দয়া হৈল অন্নদার
কহিলেন করিয়া সান্ত্বনা।
চল সুখে মর্ত্ত্যলোক   না পাইবে রোগ শোক
না পাইবে গর্ভের যাতনা ॥ ৭
হয়ে মোর ব্রতদাস   মোর পূজা পরকাশ
মরত-ভুবনে গিয়া কর।
লোকে ব্রত পরকাশি   পুন হবে স্বর্গবাসী
আমি সঙ্গে রব নিরন্তর ॥ ৮

শুনি বসুন্ধর কয় ইহা যদি সত্য হয়
তবে মোর মরতে কি ভয়।
তব অনুগ্রহ যথা কৈলাস-কৌশল তথা
চতুর্ব্বর্গ সেইখানে হয়॥ ৯
যদি সঙ্গে যাহ তুমি তবে আমি যাই ভূমি
এই বর দেহ দাঁড়াইয়া।
পাতালেতে গিয়া বলি ছিল যেন কুতূহলী
গোবিন্দের দুয়ারী পাইয়া॥ ১০
এত বলি বসুন্ধর যোগাসনে করি ভর
জায়া সহ শরীর ত্যজিল।
অন্নপূর্ণা তুষ্ট হয়ে চলিলা দুজনে লয়ে
রায় গুণাকর বিরচিল॥ ১১

বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম।

বন্ধসুর বসুন্ধরা অন্নদায় শাপে
সমাধিতে দিয়া মন তনু ত্যজে তাপে॥ ১
বসুন্ধর বসুন্ধরা বসুন্ধরা চলে।
আগে আগে অন্নপূর্ণা যান কুতূহলে॥ ২
কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনে সার।
কর্ম্ম হেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার॥ ৩
সপ্তদ্বীপমাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ॥ ৪

তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান।
সাদ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান ॥ ৫
'বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান।
তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান ॥ ৬
পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী।
সেই গ্রামে উত্তরিলা অন্নদা তারিণী ॥ ৭
জয়ারে কহিলা দেবী হাসিয়া হাসিয়া
এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া ॥ ৮
তার ঘরে জন্মিবে আমার বসুন্ধর।
বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর ॥ ৯
হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায় ॥ ১০
লতা-বান্ধা পদ্মপাতে কটি-আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন ॥ ১১
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থি চর্ম্ম সার।
গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার ॥ ১২
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।
পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি ॥ ১৩
তারে দেখি অন্নদার উপজিল দয়া।
হের আস বলি তারে ডাক দিল জয়া ॥ ১৪
অভিমানে সেই রামা কারেহ না চায়।
মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায় ॥ ১৫
নিকটে বিজয়া গিয়া কহিল তাহারে।
হের এই ঠাকুরাণী ডাকেন তোমারে ॥ ১৬

শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন।
কে ডাকিলে অভাগীরে কে আছে এমন॥ ১৭
পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী।
পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী॥ ১৮
ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে।
যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাঁহারে॥ ১৯
মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।
কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড়॥ ২০
বাহত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।
বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে॥ ২১
এমন দুঃখিনী আমি আমারে কে ডাকে।
সুখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে॥ ২২
যে বল সে বল আমি যাব নাহি কাছে।
অভাগীর কাছে বল কিবা কার্য্য আছে॥ ২৩
বড়ই দুঃখিনী এই অন্নদা জানিলা।
কাছে গিয়া আপনি যাচিয়া বর দিলা॥ ২৪
আমার আশিষে তুমি পুত্রবতী হবে।
সেই পুত্র হৈতে তুমি বড় সুখে রবে॥ ২৫
ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইবেক ঘর।
কুলীন কায়স্থ সব দিবে কন্যা বর॥ ২৬
অন্নপূর্ণা ভবানীরে তুমিও পূজায়।
হইবেক নাম ডাক রাজায় প্রজায়॥ ২৭
মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিলা হাতে।
বীজরূপে বসুন্ধরে রাখিলা তাহাতে॥ ২৮

কাণে কাণে কহিলেন যতনে রাখিবে।
ঋতুস্নান-দিনে ইহা বাটিয়া খাইবে॥ ২৯
এতেক বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান।
দেখিতে না পেয়ে রামা হৈল হতজ্ঞান॥ ৩০
ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে লাগিলা কান্দিতে।
হায় রে দারুণ বিধি নারিনু চিনিতে॥ ৩১
পেয়েছিনু মাণিক আঁচলে না বাঁধিনু।
নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু॥ ৩২
কেমন দেবতা মেনে দেখা দিয়াছিলা।
অভাগীর ভাগ্যদোষে পুন লুকাইলা॥ ৩৩
হরিষ-বিষাদে বামা গেলা নিজালয়।
দেবীর দয়ায় ঋতু সেই দিনে হয়॥ ৩৪
স্নান-দিনে সেই ফুল বাঁটিয়া খাইল।
পতিসঙ্গে রতিরঙ্গে গর্ভিণী হইল। ৩৫
শুভ ক্ষণে বসুন্ধর কৈল গর্ভবাস।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস॥ ৩৬
গর্ভবেদনায় হৈল পদ্মিনী কাতরা।
দ্রুত হয়ে বসুন্ধর ধরে বসুন্ধরা॥ ৩৭
পুত্র দেখি সুখ রাখিবারে নাহি ঠাই।
ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই॥ ৩৮
আপনি দিলেন হলু নাড়ীচ্ছেদ করি।
দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি॥ ৩৯
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ৪০

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত।

অন্নদার দাস হয়ে হরিহোড় নাম লয়ে
বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল।
দেখিয়া পুত্রের মুখ বিষ্ণুহোড় পায় সুখ
পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল॥ ১
ষষ্ঠী-পূজা হৈল সায় ছয় মাসে অন্ন খায়
যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে।
বনে মাঠে বেড়াইয়া কাঠ ঘুঁটে কুড়াইয়া
বেচিয়া পোষয়ে বাপ-মায়ে॥ ২
এক দিন শূন্যপথে অন্নপূর্ণা সিংহরথে
কুতূহলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
জয়া-বিজয়ার সঙ্গে কথোপকথন-রঙ্গে
হরিহোড়ে পাইলা দেখিতে॥ ৩
মনে হৈল পূর্ব্বকথা আপনি আসিয়া তথা
মায়া করি হইলেন বুড়ী।
কাঠ খড় জড়াইয়া সব ঘুঁটে কুড়াইয়া
রাখিলেন ভরি এক ঝুড়ী॥ ৪
হরিহোড় যেথা যান কাঠ ঘুঁটে নাহি পান
আট দিক আঁধার দেখিলা।
বিস্তর রোদন করি হরি হরি স্মরে হরি
বুড়ীটীরে দেখিতে পাইলা॥ ৫
দেখেন বুড়ীর কাছে ঝুড়ী ভরা ঘুঁটে আছে
বোঝা বান্ধা কাঠ আছে তায়।

হরিহোড় কান্দি কহে বুড়ী মজাইল দহে
আজি বড় দেখি অনুপায়॥ ৬
কোথা হৈতে আসি বুড়ী ঘুঁটে লয় ভ'রে ঝুড়ী
সর্ব্বনাশ করিল আমার।
কাড়ি নিলে হবে পাপ বুড়ী পাছে দেয় শাপ
এ দুঃখের নাহি দেখি পার॥ ৭
বৃদ্ধ পিতা-মাতা ঘরে আকুল অন্নের তরে
ঘুঁটে-বেচা আমার সম্বল।
কিছু ঘুঁটে না পাইনু মিছা বেলা মজাইনু
এ ছার জীবনে কিবা ফল॥ ৮
দয়া করি হরপ্রিয়া হরিহোড়ে ডাক দিয়া
ছল করি লাগিলা কহিতে।
কাঠ ঘুঁটে কুড়াইয়া রাখিয়াছি সাজাইয়া
ওরে বাছা না পারি বহিতে॥ ৯
মঙ্গল হইবে তোর অতি দূরে ঘর মোর
ঘুঁটেগুলি যদি দেহ বয়ে।
অর্দ্ধেক আমার হবে অর্দ্ধেক আপনি লবে
দয়া করি চল মোরে লয়ে॥ ১০
হরিহোড় এত শুনি অর্দ্ধ লাভ মনে গুণি
মাথায় লইলা ঘুঁটে-ঝুড়ী।
বাতে কুঁজে বেঁকে বেঁকে নড়ি ধরে থেকে থেকে
আগে আগে চলিলেন বুড়ী॥ ১১
নিকটে হরির ঘর নহে অতি দূরতর
সাঁঝ কৈলা সেইখানে যেতে।

তাঁহারি উঠানে গিয়া বসিলেন হরপ্রিয়া
কহেন চলিতে নারি যেতে ॥ ১২
কহিলা মধুর স্বরে থাকিলাম তোর ঘরে
হরি বলে এ হবে কেমনে।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে বৃদ্ধ পিতা-মাতা তাতে
ঠাঁই নাহি হয় চারিজনে ॥ ১৩
অতিথি আপনি হবে উপোষি কেমনে রবে
অন্নের সংযোগ মোর নাই।
হেন ভাগ্য নাহি ধরি অতিথি সেবন করি
এই বেলা দেখ আর ঠাঁই ॥ ১৪
এই দেখ বৃদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ
বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে।
গেল চারিপর দিন অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ
যমযোগ্য অতিথি এ ঘরে ॥ ১৫
হরির শুনিয়া বাণী কহেন হরের রাণী
অরে বাছা না ভাবিও দুখ।
ভারত সান্ত্বনা করে অন্নদা আইলা ঘরে
ইতঃপর পাবে যত সুখ ॥ ১৬

হরিহোড়ে অন্নদার দয়া।

টৌড়ী-ভৈরবী—দ্রুত-ত্রিতালী।

ভবানী-বাণী বল একবার।
ভবানী ভবের সার॥
ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী
ভবনদী করে পার
ভবানী ভাবিয়া ভবানী পাইয়া
ভব তরে ভব-ভার॥
ভবানী যে বলে এ ভবমণ্ডলে
ভবনে ভবানী তার।
ভবানীনন্দন ভারত ব্রাহ্মণ
ভবানী ভরসা যার॥ ধ্রু॥

হাসিয়া কহেন দেবী শুনগো বাছনি।
না জানে গৃহিণী যেবা তোমার জননী॥ ১
গৃহিণীর পাপপুণ্যে সব থাকে মজে।
সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে॥ ২
প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয়।
ইহলোকে অন্নে পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয়॥ ৩
অন্নে পূর্ণা ধরা অন্নপূর্ণার দয়ায়।
অন্নপূর্ণা নাহি দিলে অন্ন কেবা পায়॥ ৪
শুনিয়া পদ্মিনী কহে শুন ঠাকুরাণী।
অন্নপূর্ণা কেবা কিবা কিছুই না জানি॥ ৫

বুড়ীটী কহেন রামা শুন মন দিয়া।
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া॥ ৬
হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।
কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥ ৭
শুনিয়া পদ্মিনী বড় আনন্দ পাইল।
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে প্রণাম করিল॥ ৮
হাঁড়ী পাড়ি দেখে অন্ন-ব্যঞ্জনের রাশি।
দণ্ডবত প্রণাম বুড়ীরে করে আসি॥ ৯
হরিহোড় বলে তুমি কে বট আপনি।
পরিচয় দেহ বলি পড়িল ধরণী॥ ১০
বুড়ীটী কহেন বাছা আগে অন্ন খাও।
শেষে দিব পরিচয় আর যাহা চাও॥ ১১
হরি বলে পিতা-মাতা আগে খান ভাত।
পরিচয় দিলে অন্ন খাইব পশ্চাত॥ ১২
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হৈল তোমারে দেখিয়া।
দূর কর দুর্ভাবনা পরিচয় দিয়া॥ ১৩
হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা হরি।
পরিচয় দিব আগে দুঃখ দূর করি॥ ১৪
আহা মরি ঘুঁটে বেচি তোমার নির্ব্বাহ।
এই ঘুঁটে একখানি বেচিবারে যাহ॥ ১৫
এত বলি একখানি ঘুঁটে হাতে লয়ে।
দিলেন হরির হাতে অনুকূল হয়ে॥ ১৬
ঘুঁটে হৈল হেম-ঘুঁটে দেবীর পরশে।
লোহা যেন হেম হয় পরশি-পরশে॥ ১৭

ঘুঁটে দেখি হেমঘুঁটে হরিহোড়ে ভয়।
একি দেখি অপরূপ ঘুঁটে সোণা হয়॥ ১৮
কেমন দেবতা মেনে বুড়ী ঠাকুরাণী।
জাগিতে স্বপন কিবা বাজি অনুমানি॥ ১৯
তপস্যা কি আছে যে দেবতা দেখা দিবে।
ভাগ্যগুণে বুঝি কোন বিপদ ঘটিবে॥ ২০
হেমঘুঁটে হাতে হরি কাঁপে থর থর।
অনিমিষ নয়নে সলিল ঝর ঝর॥ ২১
এইরূপে হরিহোড়ে মোহিত দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ্ হাসিয়া॥ ২২
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ২৩

হরিহোড়ে বরদান।

ভয় কি রে অরে বাছা হরি।
আমি অন্নপূর্ণা মহেশ্বরী॥ ধ্রু॥

অরে বাছা হরিহোড় দূর কর ভয়।
আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয়॥ ১
দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর।
ধন পুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর॥ ২
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী-নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি-ব্যবস্থায়॥ ৩

আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে।
মাটীমুটা ধর যদি সোণামুটা হবে ॥ ৪
দেবীর অমৃতবাক্যে পাইয়া আনন্দ।
প্রণমিয়া হরিহোড় কহে মৃদুমন্দ ॥ ৫
অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা অধমের ঘরে।
কেমনে এমন হবে প্রত্যয় কে করে ॥ ৬
বিধি বিষ্ণু বিরিঞ্চি বাসব আদি দেবে।
দেখিতে না পায় যাঁরে ধ্যান করি সেবে ॥ ৭
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁর নামে হয়।
তাঁরে আমি দেখিব কেমনে মনে লয় ॥ ৮
শুনিয়াছি কাশীতে তাঁহার অধিষ্ঠান।
সেই মূর্ত্তি দেখি যদি তবে সে প্রমাণ ॥ ৯
নহে হেন অসম্ভবে কে করে প্রত্যয়।
ভেলকীতে কত ভাত ঘুটে সোণা হয় ॥ ১০
হাসিয়া কহেন দেবী দেখ রে চাহিয়া।
বসিলেন অন্নপূর্ণা মূরতি ধরিয়া ॥ ১১
মণিময় রক্তপদ্মে পদ্মাসনা হয়ে।
দুই হাতে পানপাত্র রত্ন-হাতা লয়ে ॥ ১২
কোটিশশী জিনি মুখ অর্দ্ধশশী ভালে।
শিরে রত্ন-মুকুট কবরী কেশজালে ॥ ১৩
পঞ্চমুখ সম্মুখে নাচেন অন্ন খেয়ে।
ভূমে পড়ে হরিহোড় একবার চেয়ে ॥ ১৪
মূর্চ্ছিত দেখিয়া হরিহোড়ে হরপ্রিয়া।
প্রবোধিয়া দিল নর রূপ সংবরিয়া ॥ ১৫

হরিহোড় বলে মা গো ধনে কাজ কিবা।
এই বর দেহ পাদপদ্মে ঠাঁই দিবা॥ ১৬
হাসিয়া কহিলা দেবী সেত হবে শেষে।
কিছু দিন সুখভোগ করহ বিশেষে॥ ১৭
হরিহোড় কহে মা গো কর অবধান।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান॥ ১৮
অনুগ্রহ করিতে বিলম্ব ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুন বিলম্ব না সহে॥ ১৯
তবে লব ধন আগে দেহ এই বর।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর॥ ২০
কিঞ্চিত ভাবিয়া দেবী তথাস্তু বলিলা।
ভোজন করিতে পুনর্ব্বার আজ্ঞা দিলা॥ ২১
দেবীর আজ্ঞায় হরিহোড় ভাগ্যধর।
মায়েরে কহিল অন্ন দেহ শীঘ্রতর॥ ২২
পদ্মিনী পদ্মিনী হৈল দেবীর দয়ায়।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার সুশোভিত কায়॥ ২৩
মুখ-পদ্মগন্ধে মত্ত মধুকর ওড়ে।
মহানন্দে অন্নবাড়ি দিলা হরিহোড়ে॥ ২৪
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস।
ভোজন করিল হরিহোড় মহাযশ॥ ২৫
বস্ত্র অলঙ্কারে বিষ্ণুহোড় দিব্যকায়।
কুটীর হৈল কোঠা দেবীর কৃপায়॥ ২৬
এইরূপে হরিহোড়ে দিয়া ধন-বর।
অন্তরীক্ষে অন্নপূর্ণা গেলেন সত্বর॥ ২৭

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ২৮

বসুন্ধরার জন্ম।

এইরূপে হরিহোড় পেয়ে ধন-বর।
ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ কুবের সোঁসর॥ ১
কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।
নানামতে ধন দিয়া সকলে তুষিল॥ ২
ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর।
বাহাত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর॥ ৩
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা॥ ৪
পিতা মাতা সুত ভ্রাতা কন্যা বধূগণ।
জামাই বেহাই লয়ে ভুঞ্জে নানা ধন॥ ৫
অন্নপূর্ণা ভবানীরে প্রত্যহ পূজিয়া।
রাখিলেক কিছুদিন অচলা করিয়া॥ ৬
ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন।
স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন॥ ৭
শাপ দিতে হইবেক কুবের-নন্দনে।
জনম লইবে সেই মরতভুবনে॥ ৮
ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম।
তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম॥ ৯

ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায়।
কহ লো বিজয়া জয়া কি করি উপায় ॥ ১০
হেন কালে বসুন্ধরা অব্যাহতরূপে।
কান্দিয়া কহিছে মজি পতিশোককূপে ॥ ১১
আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ করিয়া।
আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া ॥ ১২
স্বামিহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া ॥ ১৩
আপনিত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।
সতিনী হইলে পতি বড়ই প্রহার ॥ ১৪
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায় ॥ ১৫
শিব যদি যান কভু কুচনীর বাড়ী।
ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি ॥ ১৬
পরদুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে।
অন্তরযামিণী তুমি তবু নাহি সুঝে ॥ ১৭
ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি।
তবে কেন স্ত্রীপুরুষে কৈলা রতি সৃষ্টি ॥ ১৮
ব্রহ্মরূপা তুমি তেঁই নাহি পাপপুণ্য।
হোক্ মেনে জানা গেল বিবেচনাশূন্য ॥ ১৯
এইরূপে বসুন্ধরা গর্ব্বিত ভর্ৎসনে।
কান্দিয়া কহিছে দেবী হাসিছেন মনে ॥ ২০
জয়া বলে এই ভাল হইল উপায়।
ইহারে মানুষী করি বিভা দেহ তায় ॥ ২১

ইহার কন্দলে তার অলক্ষণ হবে।
তাহারে ছাড়িতে তুমি পথ পাবে তবে॥ ২২
যুক্তি বটে বলি দেবী করিলেন ত্বরা।
বসুন্ধরা লইয়া চলিলা বসুন্ধরা॥ ২৩
আমনইাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ু দত্ত।
তার বংশে ঝড়ুদত্ত ঠক মহামত্ত॥ ২৪
ধূমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া।
তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিলা গিয়া॥ ২৫
শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ।
এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ॥ ২৬
মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া।
সোহাগী দিলেক নাম সোহাগ করিয়া॥ ২৭
ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে।
বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে॥ ২৮
শুভক্ষণে সোহাগী প্রবেশ কৈল আসি।
লকলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী॥ ২৯
বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া।
আজ্ঞাবহ সোহাগীর সোহাগ করিয়া॥ ৩০
অন্নপূর্ণা ছাড়িতে সর্ব্বদা চান ছল।
চারি সতিনীর সদা বড়ই কন্দল॥ ৩১
ঝড়ু করে ঠকামী সোহাগী দ্বন্দ্ব করে।
নানামতে ধন যায় রাজা ছল ধরে॥ ৩২
কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার।
ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর॥ ৩৩

সেখানে দেবীর দয়া পিরীতি যেখানে।
যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে ॥ ৩৪
দিনে দিনে হরিহোড় পাইছে যন্ত্রণা।
কৈলাসে বসিয়া দেবী করেন মন্ত্রণা ॥ ৩৫
ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিল।
ভবানন্দ মজুন্দার যেমতে জন্মিল ॥ ৩৬
কর গো করুণাময়ী করুণা কাতরে।
কৃপাকল্পতরু বিনা কেবা কৃপা করে ॥ ৩৭
কৃষ্ণচন্দ্র-আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥ ৩৮

ইতি সোমবারের নিশা-পালা ॥

নলকূবরে শাপ।

কুবেরের সুত রূপ-গুণ যুত
বিখ্যাত নলকূবর।
তাহার কামিনী চন্দ্রিণী পদ্মিনী
দোঁহে প্রেম অতিতর ॥ ১
চৈত্র মধুমাস বসন্ত প্রকাশ
তরুলতা সুশোভিত।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
সৌরভে বিশ্ব মোহিত ॥ ২
কুঞ্জবনে গিয়া রমণী লইয়া
বিহরে নলকূবর।

রমণী সঙ্গেতে বিহরে রঙ্গেতে
আর যত সহচর ॥ ৩
শুক্ল অষ্টমীতে ভুবন ভ্রমিতে
পূজা লইবার মনে।
অন্নদা জননী চলিলা আপনি
লয়ে সহচরীগণে ॥ ৪
যাইতে যাইতে পাইলা দেখিতে
নলকূবরের খেলা।
দেখি বন-শোভা মন হৈল লোভা
কৌতুক দেখিতে গেলা ॥ ৫
নৃত্য-বাদ্য-গীত গন্ধে আমোদিত
নানা ভোজ্য আয়োজন।
নির্ম্মল চন্দ্রিকা প্রফুল্ল মল্লিকা
শীতল মন্দ পবন ॥ ৬
কহেন অভয়া দেখ লো বিজয়া
কে বুঝি পূজে আমারে।
এ কৈল যেমন না দেখি এমন
এই সে ধন্য সংসারে ॥ ৭
হাসি জয়া কহে ওমা এ সে নহে
এ ত কুবেরের বেটা।
পূজা কি কে জানে কারে বা ও মানে
উহারে আঁটয়ে কেটা ॥ ৮
ধনমত্ত অতি লইয়া যুবতী
ও করে কাম-বিহার।

পুজিছে তোমারে বল কি বিচারে
কি কব আমি ইহার ॥৯
ধনমত্ত যেই সেকি সেবা দেই
আপনি না জান কিবা।
নিকট হইয়া জিজ্ঞাসহ গিয়া
এখনি মর্ম্ম পাইবা ॥ ১০
পুরুষ আকারে যাহ ছলিবারে
না যাও নারীর বেশে।
মত্ত মধুপানে বিদ্ধ কামবাণে
লজ্জা দেই পাছে শেষে ॥ ১১
শুম্ভ-নিশুম্ভারে বধ করিবারে
মোহিনী হইয়াছিলে।
গৃহিণী করিতে আইল লইতে
মো সবারে লাজ দিলে ॥ ১২
জয়ার বচনে হাসি মনে মনে
আপনি দেবী চলিলা।
ব্রাহ্মণের বেশে কৌতুক অশেষে
নিকটেতে উত্তরিলা ॥ ১৩
কহেন ব্রাহ্মণ শুন হে সুজন
কেমন বুদ্ধি তোমার।
পণ্ডিত হইয়া পর্ব্ব না মানিয়া
করিছ রতি-বিহার ॥ ১৪
এই যে অষ্টমী পুণ্যদা এ তমী
অন্নদার ব্রত-তিথি।

ইহাতে অন্নদা অবশ্য বরদা
তাঁহারে কর অতিথি ॥ ১৫
এই দিব্য স্থল এ দ্রব্য সকল
অন্নদাপূজার যোগ্য।
না পূজি তাঁহারে যুবতী-বিহারে
কেন কর প্রেতভোগ্য ॥ ১৬
এমন শুনিয়া হাসিয়া ঢুলিয়া
ঘূর্ণিত রক্ত-লোচনে।
মাথা হেলাইয়া অঙ্গ দোলাইয়া
জড়িমযুক্ত বচনে ॥ ১৭
অতি মত্ত মদে না গণে আপদে
কহে কুবেরের বেটা।
এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে
কার পূজা করে কেটা ॥ ১৮
এ সুখ যামিনী এ নব কামিনী
এ আমি নব যুবক।
এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক ॥ ১৯
জানি অন্নদারে সে জানে আমারে
কি হবে পূজিলে তারে।
অন্নদা যেমন কতেক তেমন
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে ॥ ২০
শঙ্কর ভিখারী সে ত তারি নারী
আমি মর্ম্ম জানি তার।

বাপার ভাণ্ডারে অন্ন চাহিবারে
দিনে আসে তিন বার ॥ ২১
কি বলে বামন ওরে চরগণ
বধ রে ইহার প্রাণ।
এমন শুনিয়া সক্রোধ হইয়া
দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥ ২২
হুঙ্কার ছাড়িয়া জয়ারে ডাকিয়া
বিজয়ারে দিলা পান।
ডাকিনী যোগিনী শাখিনী পেতিনী
যুদ্ধে হৈল আগুয়ান ॥ ২৩
ভাঙ্গি কুঞ্জবনে বধি যক্ষগণে
নলকুবরেরে ধরে।
রমণী সঙ্গেতে বান্ধিয়া রঙ্গেতে
দিল অন্নদা গোচরে ॥ ২৪
অন্নদা ভাবিয়া ব্রতের লাগিয়া
শাপ দিলা তিন জনে।
মর্ত্ত্যলোকে যাও নর-দেহ পাও
রায় গুণাকর ভণে ॥ ২৫

নলকূবরের প্রাণত্যাগ।

কান্দে নলকূবর দুঃখিত।
চন্দ্রিণী পদ্মিনী সংমিলিত ॥ ১
না জানিয়া করিয়াছি দোষ।
দয়াময়ি দূর কর রোষ ॥ ২

কেন দিলা নিদারুণ শাপ।
ভূমে গেলে বাড়িবেক পাপ ॥ ৩
শাস্তি দিবা যদি মনে আছে।
সঁপে দেহ শমনের কাছে ॥ ৪
কুম্ভীপাক রৌরবে রহিব।
তথাপি ভূতলে না যাইব ॥ ৫
ভূমে কলি বড় বলবান্।
নাহি রাখে ধর্ম্মের বিধান ॥ ৬
পাতকী লোকের মাঝে গিয়া।
পড়ি রব পাপ বাড়াইয়া ॥ ৭
ক্রন্দনে দেবীর হৈল দয়া।
মর্ম্ম বুঝি কহিছে বিজয়া ॥ ৮
ভয় নাহি ও নলকূবর।
চল তুমি অবনী-ভিতর ॥ ৯
অন্নদার হবে ব্রতদাস।
ব্রতকথা করিবে প্রকাশ ॥ ১০
পুনরপি এখানে আসিবে।
কলি তোমা ছুঁইতে নারিবে ॥ ১১
অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণা রঙ্গে।
আপনি যাবেন তোমা সঙ্গে ॥ ১২
কান্দি কহে কুবেরের বেটা।
এ বাক্যে প্রত্যয় করে কেটা ॥ ১৩
অধম নরের ঘরে যাব।
কোন্ গুণে অন্নদারে পাব ॥ ১৪

ব্যস্ত হব উদর-ভরণে।
কি জানিব ভজন-পূজনে ॥ ১৫
সন্তান কেমন মেনে হবে।
তাহে কি দেবীর দয়া রবে ॥ ১৬
অন্নপূর্ণা কহেন আপনি।
ভয় নাহি চল রে অবনী ॥ ১৭
জনমিবে ব্রাহ্মণের ঘরে।
মোরে ভক্তি রহিবে অন্তরে ॥ ১৮
আপনি তোমার ঘরে যাব।
বড় বড় সঙ্কটে বাঁচাব ॥ ১৯
তোমার সন্তানে রাজা হবে।
তাহাতে আমার দয়া রবে ॥ ২০
এত শুনি কুবের-নন্দন।
জায়া সহ ত্যজিল জীবন ॥ ২১
অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে।
অবনী চলিলা হৃষ্টা হয়ে ॥ ২২
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় ॥ ২৩

ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত।

দেওবিভাস—ঝাঁপতাল।

অভয়া দয়া কর আমারে গো।
বিপাকে ডাকি তোমারে গো॥
দানব-দমনী শমন-শমনী
ভবানী ভব-সংসারে গো।
শঙ্কট-তারিণী লজ্জা-নিবারিণী
তোমা বিনা কব কারে গো॥
জঠর-যন্ত্রণা যমের মন্ত্রণা
কত সব বারে বারে গো।
দয়া-দৃষ্টে চাহ ত্বরায় তারহ
ভারতেরে ভবভারে গো॥ ধ্রু॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে।
উত্তরিলা ধরাতলে মহাহৃষ্টা হয়ে॥ ১
ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম।
গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥ ২
তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম।
যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম॥ ৩
রহিতে বাসনা নাই হরিহোড়-ধামে।
এই হেতু উত্তরিলা আন্দুলিয়া গ্রামে॥ ৪
তাহে রাম সমদ্দার নামে একজন।
শ্রোত্রিয় কেশরী গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ॥ ৫

সীতা ঠাকুরাণী নামে তাহার গৃহিণী।
ঋতুস্নান সে দিন করিয়াছিলা তিনি॥ ৬
রতিরসে সেই সতী পতিরে তুষিলা।
নলকুবরেরে দেবী সেই গর্ভে দিলা॥ ৭
শুভক্ষণে নলকুবরের গর্ভবাস।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস॥ ৮
ভূমিষ্ঠ হইল নলকুবর স্বচ্ছন্দে।
ভবানন্দ নাম হৈল ভবের আনন্দে॥ ৯
লালন পালন পাঠ ক্রমে সাঙ্গ পায়।
বিস্তর বর্ণিতে শেষ পুঁথি বেড়ে যায়॥ ১০
চন্দ্রিণী পদ্মিনী দোঁহে এতদিন পরে।
জনম লইল দুই ব্রাহ্মণের ঘরে॥ ১১
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম দুজনার।
বিবাহ করিলা ভবানন্দ মজুন্দার॥ ১২
চন্দ্রমুখী প্রসবিল তিন পুত্র ক্রমে।
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে॥ ১৩
পদ্মমুখী যুবতী রহিলা অই মত।
সুয়া ভাবে মজুন্দার তাহে অনুগত॥ ১৪
নানা রসে মজুন্দার দুহে অভিলাষী।
সাধী মাধী নামে দুহে দিলা দুই দাসী॥ ১৫
ইতঃপর অন্নপূর্ণা হরিহোড়ে ছাড়ি।
আসিবেন ভবানন্দ মজুন্দার বাড়ী॥ ১৬
গৃহচ্ছেদে হরিহোড় সতত উন্মনা।
দিনে দিনে নানামত বাড়িছে যন্ত্রণা॥ ১৭

ক দিন পূজায় বসিয়া ধ্যান করে।
তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে ॥ ১৮
মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে।
জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে ॥ ১৯
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিল সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরিহোড যাহ যাহ বলে ॥ ২০
এই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ-মজুন্দার ঘরে ॥ ২১
স্থিরনাহি হয় হরি যত ধ্যান ধরে।
বাহিরে আসিয়া দেখে কন্যা আছে ঘরে ॥ ২২
জিজ্ঞাসা করিয়া তার বিশেষ জানিল।
অন্নদা ছাড়িলা বলি শরীর ছাড়িল ॥ ২৩
চারিদিকে বন্ধুগণ করে হায় হায়।
দেখিতে দেখিতে ধন-ধান্য উড়ে যায় ॥ ২৪
সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে।
স্বর্গে গেল বসুন্ধর বসুন্ধরা হয়ে ॥ ২৫
অন্নপূর্ণা গাঙ্গিনীর তীরে উপনীত।
রচিল ভারতচন্দ্র অন্নদার গীত ॥ ২৬

অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা।

পিলু-বারোঁয়া—ঠুংরী।

কে জানিবে তারা-নাম-মহিমা গো।
ভীম ভজে নাম ভীমা গো॥
আগমে নিগমে পুরাণ নিয়মে
শিব দিতে নারে সীমা গো।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষধাম নাম
শিবের সেই সে অণিমা গো॥
নিলে তারা নাম তরে পরিণাম
নাশে কলির কালিমা গো।
ভারত কাতর কহে নিরন্তর
কি কর কৃপাবক্রিমা গো॥ ধ্রু॥

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥ ১
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥ ২
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥ ৩
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফের ফার॥ ৪
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥ ৫

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥ ৬
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥ ৭
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥ ৮
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥ ৯
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥ ১০
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥ ১১
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥ ১২
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই॥ ১৩
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল॥ ১৪
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল॥ ১৫
যার নামে পার করে ভব-পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার॥ ১৬
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥ ১৭

পাটুনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ॥ ১৮
ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল ॥ ১৯
পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁওতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥ ২০
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁওতী উপরে ॥ ২১
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায় ॥ ২২
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁওতী উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে ॥ ২৩
সেঁওতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁওতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে ॥ ২৪
সোণার সেঁওতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥ ২৫
তীরে উত্তরিল তরী তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা ॥ ২৬
সেঁওতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিল আপনি ॥ ২৭
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥ ২৮
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতী মোর হৈল অষ্টাপদ ॥ ২৯

ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥ ৩০
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥ ৩১
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয় ॥ ৩২
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ॥ ৩৩
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্ল-অষ্টমীতে ॥ ৩৪
কতদিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে ॥ ৩৫
ভবানন্দ-মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ॥ ৩৬
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥ ৩৭
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥ ৩৮
বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।
পুনর্ব্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায় ॥ ৩৯
সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পুরিল।
ভবানন্দ-মজুন্দারে আসিয়া কহিল ॥ ৪০
তার বাক্যে মজুন্দারে প্রত্যয় না হয়।
সোণার সেঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয় ॥ ৪১

আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি।
দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি ॥ ৪২
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান।
কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান ॥ ৪৩
পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশ-বাণী অন্নদা আইলা ॥ ৪৪
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে ॥ ৪৫
আকাশ-বাণীতে দয়া জানি অন্নদার।
দণ্ডবত হৈল ভবানন্দ মজুন্দার ॥ ৪৬
অন্নপূর্ণা-পূজা কৈলা কত কব তার।
নানামতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার ॥ ৪৭
করুণাকটাক্ষচয় উত্তর উত্তর।
সংক্ষেপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর ॥ ৪৮
ইতঃপর কহে শুন রায় গুণাকর।
প্রতাপ-আদিত্য মানসিংহের সমর ॥ ৪৯

অন্নদামঙ্গল সমাপ্ত।

বিদ্যাসুন্দর।

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন।

যশোর-নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥ ১
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥ ২
তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্তরায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচুরায় রাণী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল ॥ ৩
ক্রোধ হৈল পাতসায় বান্ধিয়া আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে কচুরায় লয়ে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা ॥ ৪

কেবল যমের দূত সঙ্গে যত রজপুত
নানাজাতি মোগল পাঠান।
নদী বন এড়াইয়া নানা দেশ বেড়াইয়া
উপনীত হৈল বৰ্দ্ধমান॥
দেবী দয়া অনুসারে ভবানন্দ মজুন্দারে
হইয়াছে কানগোই ভার।
দেখা হেতু দ্রুত হয়ে নানা দ্রব্য ডালী লয়ে
বৰ্দ্ধমানে গেলা মজুন্দার॥ ৬
মানসিংহ বাঙ্গালার যত যত সমাচার
মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে।
দিন কত থাকি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা
প্রসঙ্গত শুনিলা সেখানে॥ ৭
গজপৃষ্ঠে আরোহিয়া সুড়ঙ্গ দেখিলা গিয়া
মজুন্দারে জিজ্ঞাসা করিল।
বিবরিয়া মজুন্দার বিশেষ কহেন তার
যেই রূপে সুড়ঙ্গ হইল॥ ৮

বিদ্যাসুন্দরের কথারম্ভ।

শুন রাজা সাবধানে পূৰ্ব্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥ ১

প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কি হবে ইহার॥ ২
শেষে শুনি সবিশেষ কাঞ্চীনামে আছে দেশ
তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায়।
সুন্দর তাহার সুত বড় রূপগুণ-যুত
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায়॥ ৩
বীরসিংহ তার পাট পাঠাইয়া দিল ভাট
লিখিয়া এ সব সমাচার।
সেই দেশে ভাট গিয়া নিবেদিল পত্র দিয়া
আসিতে বাসনা হৈল তার॥ ৪
সুন্দর মগন হয়ে ভাটেরে বিরলে লয়ে
জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপ গুণ।
ভাট বলে মহাশয় বাণী যদি শেষ হয়
তবু নহে কহিতে নিপুণ॥ ৫
বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল।
সে বিদ্যার পতি হও বিদ্যাপতি নাম লও
শুনিয়া সুন্দরে কুতূহল॥ ৬
চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
দ্বিজরাজ-কেশরী রাঢ়ীয়।
তাঁর সভাসদবর কহে রায় গুণাকর
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয়॥ ৭

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা ।

প্রাণ কেমন রে করে না দেখে তাহারে ।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥ ধ্রু ॥

ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার ।
উথলিল সুন্দরের সুখ-পারাবার ॥ ১
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যা নাম জপ ।
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ ॥ ২
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব ।
কি বিদ্যাপ্রভাবে বিদ্যা-বিদ্যমানে যাব ॥ ৩
কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট ।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট ॥ ৪
প্রাণধন বিদ্যালাভ দুষ্পারের তরে ।
খেয়াব তনুর তরী প্রবা. াগরে ॥ ৫
যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন ।
মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর পতন ॥ ৬
একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন ।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন ॥ ৭
যে প্রভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু ।
মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু ॥ ৮
হইল আকাশ-বাণী বুঝে অনুভবে ।
চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যালাভ হবে ॥ ৯
আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ ।
সোয়ারির অশ্ব আনে গমনে বাতাস ॥ ১০

আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ
আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ ॥ ১১
বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা
মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা ॥ ১২
গলে দোলে ধুক্‌ধুকী করে ধক্‌ধক্‌।
মণিময় আভরণ করে চক্‌মক্‌ ॥ ১৩
খড়্গ চর্ম্ম লেজা তীর কামান খঞ্জর।
পড়া শুক লৈলা হাতে সহিত পিঞ্জর ॥ ১৪
রত্ন-ভরা খুঙ্গী পুঁথি ঘোড়ার হানায়।
জনক-জননী-ভয়ে ভাটে না জানায় ॥ ১৫
অতসীকুসুমশ্যামা স্মরি সকৌতুক।
দড়গড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক ॥ ১৬
অশ্বের শিক্ষায় নল 'এপক্ষে অনল।
চলিল কুমার যে। বড় কুমার অটল ॥ ১৭
তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কে বা ॥ ১৮
এড়াইল স্বদেশ বিদেশ কত আর।
কত ঠাঁই কত দেখে কত কব তার ॥ ১৯
বিদ্যা নাম সোঁসর দোসর নাই সাতে।
কথার দোসর মাত্র শুকপক্ষী হাতে ॥ ২০
কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ-মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥ ২১
জানিলা লোকের মুখে এই বর্দ্ধমান।
রচিল ভারত কৃষ্ণচন্দ্রে যে কহান ॥ ২২

সুন্দরের বর্দ্ধমানপ্রবেশ।

দেখি পুরী বর্দ্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ।
রাজা বড় ভাগ্যধর কাছে নদ দামোদর
ভাল বটে জানিনু বিশেষ॥ ১
চৌদিগে সহরপনা দ্বারে চৌকী কত জনা
মুরুচ বরুজ শিলাময়।
কামানের হুড়হুড়ি বন্দুকের দুড়দুড়ি
সলখে বাণের গড় হয়॥ ২
বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল নৌবত কাঁঝোর রোল
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি।
তীর গুলি শনশনি গজঘণ্টা ঠনঠনি
ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি॥ ৩
ঢালী খেলে উড়াপাকে ঘন হান হান হাকে
রায়বেঁশে লোফে রায়বাঁশ।
মল্লগণ মালসাটে ফুটি হেন মাটী ফাটে
দূর হৈতে শুনিতে তরাস॥ ৪
নদী জিনি গড়খানা দ্বারে হাবশীর থানা
বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা।
দয়া সর্ব্বমঙ্গলার লঙ্ঘিতে শকতি কার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা॥
যাইতে প্রথম থানা জিজ্ঞাসে করিয়া মানা
কোথা হৈতে আইলা কোথা যাও।

কি জাতি কি নাম ধর কোন্ ব্যবসায় কর
না কহিলে যাইতে না পাও ॥ ৬
সুন্দর বলেন ভাই আমি বিদ্যাব্যবসাই
দাক্ষিণাত্য কাঞ্চীপুর ধাম।
এসেছি বিদ্যার আশে যাইব রাজার পাশে
সুকবি সুন্দর মোর নাম ॥ ৭
দ্বারী কহে একি হয় পড়ুয়ার বেশ নয়
খুঙ্গী পুঁথি ধুতী ধরে তারা।
ঘোড়া চড়া জোড়া অঙ্গে পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে
চোর কিংবা হবা হরকরা ॥ ৮
নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে
রায় বলে বটি বিদ্যাচোর।
খুঙ্গী পুঁথি ছিল সঙ্গে দেখায়ে কহেন রঙ্গে
তুষ্ট হৈনু রুষ্টবাক্যে তোর ॥ ৯
বিনয়ে দুয়ারী কয় শুন শুন মহাশয়
বুঝিনু পড়ুয়া তুমি বট।
ঘোড়া চড়া জোড়া পরা বিদেশী হেতের ধরা
ছাড়ি দিলে আমি হব নট ॥ ১০
ঠক-ভরা দরবার ছলে লয় ঘর দ্বার
খরধার ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকরির মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমিসম হয়ে আছি ॥ ১১
সুন্দর কহেন ভাই ঘোড়া জোড়া ছেড়ে যাই
খুঙ্গী পুঁথি ধুতী পাখী লয়ে।

তবে না কি ছাড় দ্বারি দ্বারী কহে তবে পারি
জমাদ্দার বকৃশীরে কয়ে ॥ ১২
শিরোপা স্বরূপে রায় পেগকোস দিলা তায়
ঘোড়া জোড়া পাঁচ হাতিয়ার।
দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার থানায় হইয়া পার
প্রবেশিলা নগরে কুমার ॥ ১৩
ভুরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥ ১৪

গড় বর্ণন।

ভৈঁরোমিশ্র—একতালা।

গুণসাগর নাগর রায়।
নগর দেখিয়া যায়।
রূপের নাগর গুণের সাগর
অগুরুচন্দন গায়।
বেণী বিননিয়া চূড়া চিকণিয়া
হেলায়ে মলয় বায় ॥
মৃদু মধু হাসি বাজাইছে বাঁশী
কোকিল বিকল তায়।
ভুরুর ভঙ্গিতে নয়ন-ইঙ্গিতে
ভারতে ফিরিয়া চায় ॥ ধ্রু ॥

দ্বারীরে শিরোপা দিয়া ঘোড়া যোড়া অস্ত্র।
পদব্রজে চলিলা পরিয়া যুগ্ম বস্ত্র ॥ ১
বাম কক্ষে খুঙ্গী পুঁথি ডানি করে শুক।
ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কৌতুক ॥ ২
প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস ॥ ৩
দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী ॥ ৪
দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসল্‌মান।
সৈয়দ্‌ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান ॥ ৫
তুরকী আরবী পড়ে ফারশী মিশালে।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে ॥ ৬
তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল।
অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল ॥ ৭
চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রজপুত।
রাজার পালঙ্গ রাখে যুদ্ধে মজবুত ॥
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহুত।
ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত ॥ ৯
ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা।
আঁটা আঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা ॥ ১০
সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন।
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সঙ্খ্যা করে ধন ॥ ১১
পড়ুয়া জানিয়া কিছু না কহে সুন্দরে।
অবধান হোক বলি নমস্কার করে ॥ ১২

এইরূপে ছয় গড় সকল দেখিয়া।
প্রবেশে ভিতর গড় অভয়া ভাবিয়া॥ ১৩
সম্মুখে দেখেন চক চান্দনী সুন্দর।
নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর॥ ১৪
চকের মাঝেতে কোতোয়ালী চবুতরা।
ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা॥ ১৫
ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার।
বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার॥ ১৬
বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম।
যমালয় সমান লেগেছে ধূমধাম॥ ১৭
ঠকৃঠকি হাড়ির কোড়ার পট্টপটি।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্ম পাদুকার চটচটি॥ ১৮
কেহবা দোহাই দেয় কেহ বলে হায়।
কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায়॥ ১৯
কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া।
দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া॥ ২০
ভারত কহিছে কেন ভাবহ এখনি।
ঠেকিবা যখন সুখ জানিবা তখনি॥ ২১

———

পুরবর্ণন।

যোগিয়া ভৈঁরো—দ্রুতত্রিতালী।

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটী বাজাও হে॥
নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু।
পীতধড়া বিজুলিতে ময়ূরে নাচাও হে॥
নয়ন-চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর।
মুখ-সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা।
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও হে॥ ধ্রু
চলে রায় পাছু করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা॥ ১
চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার॥ ২
থানে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে।
শুঁড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে॥ ৩
ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থানে বান্ধা বাজী॥ ৪
উট গাধা খচর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে॥ ৫

ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥ ৬
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ-ঘণ্টা-রব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব॥ ৭
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥ ৮
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোণা কাঁসারি শাঁখারি॥ ৯
গোয়ালা তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার॥ ১০
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগি চাষাধোবা চাষাকৈবর্ত্ত অনেক॥ ১১
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী॥ ১২
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজিকর॥ ১৩
বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥ ১৪
দেখিয়া নগর-শোভা বাখানে সুন্দর।
সমুখে দেখেন সরোবর মনোহর॥ ১৫
সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটা ভস্মধারী সারি সারি॥ ১৬
চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয়-পবন॥ ১৭

টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
নানা পক্ষী জলচর খেলিয়া বেড়ায় ॥ ১৮
শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ।
ফুটে পদ্ম কুমুদ কহ্লার কোকনদ ॥ ১৯
ডাহুকা ডাহুকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী রাজহংস আদিগণ ॥ ২০
পুষ্পবনে পক্ষিগণে নিশি দিশি জাগে।
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে ॥ ২১
ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী।
কামদেব দিল বর্দ্ধমান নাম খানি ॥ ২২
দেখি সুন্দরের পদে লাগে কামফাঁস।
স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ ২৩
জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশ গুণ হয় ॥ ২৪
স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা।
স্নান করি শিব-শিবা-চরণ পূজিলা ॥ ২৫
সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে।
আপনি লইলা কিছু কিছু দিলা শুকে ॥ ২৬
করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ।
এই ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ ॥ ২৭
আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুণ আগুন জ্বালে বকুলের ফুলে ॥ ২৮
হেনকালে নগরিয়া অনেক নাগরী।
স্নান করিবারে আইলা সঙ্গে সহচরী ॥ ২৯

সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কড়সী খসিয়া।
ভারত কহিছে সাড়ী পর লো কসিয়া॥ ৩০

সুন্দর-দর্শনে নারীগণের খেদ।

একি মনোহর পরম সুন্দর
নাগর বকুলমূলে।
মোহনিয়া ছাঁদে চাঁদ পড়ে ফাঁদে
রতি রতিপতি ভুলে॥ ধ্রু॥

দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জর জর যত রমণী।
কবরী-ভূষণ কাঁচলী-কষণ
কটির বসন খসে অমনি॥ ১
চলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে
এ বলে উহারে দেখ লো সই।
মদন-জ্বালায় মরম গলায়
বকুলতলায় বসিয়া অই॥ ২
আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগরপারে॥ ৩
কহে এক জন লয় মোর মন
এ নব রতন ভুবন-মাঝে।

বিরহে জ্বালিয়া সোহাগে গালিয়া
হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে ॥ ৪
আর জন কয় এই মহাশয়
চাঁপা ফুলময় খোপায় রাখি।
হলদী জিনিয়া তনু চিকণিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি ॥ ৫
ধিক্ বিধাতায় হেন যুবরায়
না দিল আমায় দিবেক কারে।
এই চিতগামী হবে যার স্বামী
দাসী হয়ে আমি সেবিব তারে ॥ ৬
ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
মিছার সংসার ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী শ্বাশুড়ী রাগিণী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা ॥ ৭
সেই ভাগ্যবতী এই যার পতি
সুখে ভুঞ্জে রতি মন-আবেশে
এ মুখ-চুম্বন করয়ে যখন
না জানি তখন কি করে শেষে ॥ ৮
রতি-মহোৎসবে এ কর-পল্লবে
কুচ-ঘটে যবে শোভিত হবে।
কেমন করিয়া ধৈরয ধরিয়া
গুমানে মরিয়া গুমান রবে ॥ ৯
হেন লয় চিতে রতি-বিপরীতে
সাধিতে পাড়িতে ভর না সহে।

সুজনে মিলিত সুজনে রচিত
এই সে উচিত ভারত কহে ॥ ১০

সুন্দরের মালিনী-সাক্ষাৎ।

খাম্বাজ—দ্রুতত্রিতালী।

একি অপরূপ-রূপ তরুতলে।
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে ॥
মোহন চিকণকালা নানা ফুলে বনমালা
কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জাফলে।
বরণ কালিম ছাঁদে বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে
তড়িত লুঠায় পায় ধড়ার আঁচলে ॥
কস্তূরী মিশালে মাখি কবরী মাঝারে রাখি
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে।
ভারত দেখিয়া যারে ধৈরয ধরিতে নারে
রমণী কি তায় যায় মুনি-মন টলে ॥ ধ্রু ॥

এইরূপে রামাগণ কহে পরস্পর।
স্নান করি যায় সবে নিজ নিজ ঘর ॥ ১
আন ছলে পুনঃ চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া।
পিঞ্জরের পাখি মত বেড়ায় ঘুরিয়া ॥ ২
বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে।
শুক-সঙ্গে শাস্ত্র কথা কহে কুতুহলে ॥ ৩

সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেন কালে তথা এক আইল মালিনী॥ ৪
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥ ৫
গালভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কাণে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে॥ ৬
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥ ৭
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥ ৮
ছিটা-ফোটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥ ৯
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥ ১০
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত-নাড়া।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া॥ ১১
হেরিয়া হরিল চিত্ত বলে হরি হরি।
কাহার বাছুনি রে নিছুনি লয়ে মরি॥ ১২
কামের শরীর নাহি রতি ছাড়া নহে।
তবে সত্য ইহারে দেখিয়া যদি কহে॥ ১৩
এদেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায়।
কেমনে বান্ধিয়া মন ছাড়ি দিলা মায়॥ ১৪
খুঙ্গী পুঁথি দেখি সঙ্গে বুঝি পড়ো হবে।
বাসা করি থাকে যদি লয়ে যাই তবে॥ ১৫

কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় যাবে কোনখানে বাসা॥ ১৬
সুন্দর কহেন আমি বিদ্যাব্যবসাই।
এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই॥ ১৭
ভরসা কালীর নাম বিদ্যালাভ আশা।
ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা॥ ১৮
মালিনী বলিছে আমি দুখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী॥ ১৯
নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে যোগাই।
ভাল বাসে রাজা-রাণী সদা আসি যাই॥ ২০
কাঙ্গাল দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয়।
আমি দিব বাসা আইস আমার আলয়॥ ২১
রায় বলে ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ।
ইহা হৈতে বিদ্যার শুনিব সবিশেষ॥ ২২
শুনাইতে শুনিতে পাইব সমাচার।
বাসার সুসারে হবে আশার সুসার॥ ২৩
কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্টরীত।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত॥ ২৪
মাসী বলি সম্বোধন আমি করি আগে।
নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে॥ ২৫
রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী।
আমি পুত্রসম তুমি মার সম মাসী॥ ২৬
মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর।
তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর॥ ২৭

ভারত বলিছে ভাল মিলে গেল বাসা।
চল মালিনীর বাড়ী পূর্ণ হবে আশা॥ ২৮

সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ।

দুর্গা বলি সকৌতুকে লয়ে খুঙ্গী পুঁথি শুকে
মালিনীর বাড়ী গেলা কবি।
চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাহি গলি কুচা
পুষ্পবনে ঢাকে শশিরবি॥ ১
নানাজাতি ফুটে ফুল উড়ি বৈসে অলিকুল
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ রসায ঋষির মন
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল॥ ২
দেখি তুষ্ট কবিরায় বাড়ীর ভিতর যায
রহিলা দক্ষিণদ্বারী ঘরে।
মালিনী হরিষ-মন আনি নানা আয়োজন
অতিথি উচিত সেবা করে॥ ৩
নানা উপহারে রায় রন্ধন করিয়া খায়
নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী।
শীতল মলয় বায় কোকিল ললিত গায়
উঠে রায় দুর্গা দুর্গা স্মরি॥ ৪
নিকটেতে দামোদর স্নান করি কবীশ্বর
বাসে আসি বসিলা পূজায়।

তুলি ফুল গাঁথি মালা সাজাইয়া সাজি ডালা
মালিনী রাজার বাড়ী যায়॥ ৫
রাজা রাণী সম্ভাষিয়া বিদ্যারে কুসুম দিয়া
মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে।
সুন্দর বলেন মাসী নাহি মোর দাস দাসী
বল হাট-বাজার কে করে॥ ৬
মালিনী বলিছে বাপু এত কেন ভাব হাপু
আমি হাট-বাজার করিব।
কড়ী কর বিতরণ যাহে যবে যাবে মন
কেও মোরে তখনি আনিব॥ ৭
কড়ী ফট্‌কা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ী বই
কড়ীতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়ীতে বুড়ার বিয়া কড়ী-লোভে মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ী দিলে॥ ৮
এ তোর মাসীরে বাপা কোন কর্ম্ম নাহি ছাপ',
আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ
কামের কামিনী আনি ছলে॥ ৯
রায় বলে তুমি মাসী হীরা বলে আমি দাসী
মাসী বল আপনার গুণে।
হরি কাল হরিবারে মা বলিলা যশোদারে
পুরাণে পুরাণ-লোকে শুনে॥ ১০
শুনি তুষ্ট কবি রায় দশ টাকা দিলা তায়
দুটী টাকা দিলা নিজ রোজ।

টাকা পেয়ে মুটাভরা হীরা পর-ধনহরা
বুঝিল এ মেনে আজবোজ ॥ ১১
সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি রাঙ্গ-তামা বাহির করি
হাটে যায় বেসাতির তরে।
চলে দিয়া হাত নাড়া পাইয়া হীরার সাড়া
দোকানি দোকান ঢাকে ডরে ॥ ১২
ভাঙ্গাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট
বলে শালা আলা টাকা মোর।
যদি দেখে আঁটা আঁটি কান্দিয়া তিতায় মাটী
সাধু হয়ে বেণে হয় চোর ॥ ১৩
রাঙ্গ তামা মেকী মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে
বলে বেটা নিলি বদলিয়া।
কান্দি কহে কোটালেরে বাণিয়ারে ফেলে ফেরে
কড়ী লয় দুহাতে গণিয়া ॥ ১৪
দর করে এক মূলে জুখে লয় দুনা তুলে
ঝগড়ায় ঝড়ের আকার।
পণে বুড়ি-নিরুপণ কাহনেতে চারি পণ
টাকাটায় শিকার স্বীকার ॥ ১৫
এরূপে করিয়া হাট ঘরে গিয়া আর নাট
বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা।
সুন্দর ওলান বোঝা তবু নহে মুখ সোজা
যাবত না চোকে লেখাজোখা ॥ ১৬
দিয়াছে যে কড়ী যার দ্বিগুণ শুনায় তার
সুন্দর রাখিতে নারে হাসি।

ভারত হাসিয়া কয় এই সে উচিত হয়
বুনিপোর উপযুক্ত মাসী॥ ১৭

মালিনীর বেসাতির হিসাব।

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে॥
লাভ কে করিতে চায় মূল রাখা হৈল দায়
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে।
পসারি গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি
রসের পসরা গীত-নাটে॥
তোমার কথায় টাকা লয়ে গেনু জানি পাকা
তামা বলি ফিরে দিল সাটে।
মুনশীব রাধা তায় তুমি মোহ পাও যায়
ভারত কি কবে সেই ঠাটে॥ ধ্রু

বেসাতি কড়ীর লেখ বুঝ রে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥ ১
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।
যত টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা॥ ২
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়।
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায়॥ ৩
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দুবাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি॥ ৪

সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ ॥ ৫
আট পনে আধ সের আনিয়াছি চিনি ॥ ৬
অন্ত লোকে ভুবা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥ ৬
দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল ॥ ৮
কত ক:ষ্ট ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা।
যেটী কয় সেটী লয় নাহি লয় ফিরা ॥ ৮
দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান।
আমি যেই তেঁই পানু অন্তে নাহি পান ॥ ৯
অবাক্ হইনু হাটে দেখিযা গুবাক।
নাহি বিনা দোকানির না সরে গুবাক্ ॥ ১০
দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে।
আমি বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে ॥ ১১
আট পণে আনিয়াছি কাট আট আঁটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আঁটি ॥ ১২
খুন হয়েছিনু বাছা চুণ চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ী আনিলাম চেয়ে ॥ ১৩
লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ী।
শেষে পাছে বল মাগী খায়াইল খড়ী ॥ ১৪
মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর ॥ ১৫
শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত ॥ ১৬

মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন।

বাজার-বেসাতি করি মালিনী আনিল।
রন্ধন করিয়া রায় ভোজন করিল॥ ১
মাসী মাসী বলি ডাক দিলা মালিনীরে।
ভোজনের পরে হীরা আইল ধীরে ধীরে॥ ২
শুয়েছে সুন্দর রায় হীরা বৈসে পাশে।
রাজার বাড়ীর কথা সুন্দর জিজ্ঞাসে॥ ৩
নিত্য নিত্য যাও মাসী রাজ-দরবার।
কহ শুনি রাজার বাটীর সমাচার॥ ৪
রাজার বয়স কত রাণী কয় জন।
কয় কন্যা ভূপতির কয় বা নন্দন॥ ৫
হীরা বলে সে সকল কব রে বাছনি।
পরিচয় দেহ আগে কে বট আপনি॥ ৬
বিষয়-আশয়ে বুঝি রাজপুত্র হবে।
আমার মাথার কিরা চাতুরী না কবে॥ ৭
রায় বলে চাতুরী কহিলে কিবা হবে।
ব্যক্ত হবে আগে পাছে ছাপাত না রবে॥ ৮
শুনেছ দক্ষিণ দেশে কাঞ্চী নামে পুর।
গুণসিন্ধু নামে রাজা তাহার ঠাকুর॥ ৯
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয়।
এসেছি বিদ্যার আসে এই পরিচয়॥ ১০
শ্রীহরিয়া প্রণাম করিয়া হীরা কয়।
অপরাধ মার্জ্জনা করিবে মহাশয়॥ ১১

বাপধন বাছারে ! বালাই যাক্ দূর।
দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর ॥ ১২
কৃপা করি মোর ঘরে যত দিন রবে।
এই ভিক্ষা দেহ কোন দোষ নাহি লবে ॥ ১৩
এখন বিশেষ কহি শুন হয়ে স্থির।
রাজার সকল জানি অন্দর বাহির ॥ ১৪
অর্দ্ধেকবয়স রাজা এক পাটরাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি ॥ ১৫
এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার।
তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার ॥ ১৬
লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়।
দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কয় ॥ ১৭
দেখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে।
যে পারি কিঞ্চিৎ কহি বুঝ অনুসারে ॥ ১৮
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ১৯

বিদ্যার রূপবর্ণন।

নব নাগরী নাগর-মোহিনী।
রূপ নিরুপম সোহিনী।
শারদ পার্ব্বণ শশধরানন
পঙ্কজ-কাননমোদিনী।

কুঞ্জরগামিনী কুঞ্জবিলাসিনী
লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী ॥
কোকিলনাদিনী গীঃপরিবাদিনী
স্থৌপরিবাদবিধায়িনী।
ভারত মানস মানস-সারস
রাস বিনোদ বিনোদিনী ॥ ধ্রু ॥

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় ॥ ১
কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা ॥ ২
কি ছার মিছার কামধনু রাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরু-ভঙ্গে ভুলে ॥ ৩
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ-লয়ে কোলে ॥ ৪
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম ॥ ৫
কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার ॥ ৬
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া ॥ ৭
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়িছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল ॥ ৮
কুচ হৈতে কত উচ মেরু-চূড়া ধরে।
শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে ॥ ৯

নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধ'রেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে॥ ১০
কত সরু ডমরু কেশরি-মধ্যখান।
হরগৌরী-করপদে আছে পরিমাণ
কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥ ১২
মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥ ১৩
করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু।
সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু॥ ১৪
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥ ১৫
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোণার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তার দরশন॥ ১৬
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত॥ ১৭
বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটি কাম ঝু'রে মরে॥ ১৮
ভ্রমর-ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে॥ ১৯
কিঞ্চিত কহিনু রূপ দেখেছি যেমন।
গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন॥ ২০
সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়।
যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায়॥ ২১

দেশে দেশে এই কথা লয়ে গেল দূত।
আসিয়া হারিয়া গেল কত রাজসুত ॥ ২২
ইথে বুঝি রূপ-সম নিরুপমা গুণে।
আসে যায় রাজপুত্র যে যেখানে শুনে ॥ ২৩
সীতা-বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
ভেবে মরে রাজা রাণী হইবে কেমন ॥ ২৪
বৎসর পনর ষোল হৈল বয়ঃক্রম।
লক্ষ্মী-সরস্বতী-পতি আইলে রহে ভ্রম ॥ ২৫
রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে সব ঘটে ॥ ২৬
যদি কহ কহি রাজা রাণীর সাক্ষাত।
রায় বলে কেন মাসী বাড়াও উৎপাত ॥ ২৭
দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়।
কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড় ॥ ২৮
নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও।
এক দিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও ॥ ২৯
মালা-মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা।
বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা ॥ ৩০
বুঝিলে তাহার ভাব তবে করি শ্রম।
বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম ॥ ৩১
ভাল বলি হাস্যমুখে মাসী দিল সায়।
গাঁথিনু বড়িশে মাছ আর কোথা যায় ॥ ৩২
বোলে চালে গেল দিনা বিভাবরী ঘুমে।
ভারত পড়িলা ভোরে মালাগাঁথা-ধূমে ॥ ৩৩

কৃষ্ণচন্দ্র-আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥ ৩৪
ইতি মঙ্গলবারের দিবাপালা।

মাল্যরচনা।

ঝুম—একতালা।

এ কি মনোহর দেখিতে সুন্দর
গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনা গুণে শোভে নানা গুণে
কামমধুব্রতপালিকা॥ ধ্রু॥

মালিনী আনিল ফুলের ভার
আনন্দনন্দন বনের সার,
বিবিধ বন্ধন জানে কুমার
সহায় হইলা কালিকা॥ ১
কুসুম-আকর কিঙ্কর তায়
মলয়পবন গুণ যোগায়
ভ্রমর ভ্রমরী গুনগুনায়
ভুলিবে ভূপতি-বালিকা॥ ২
পূজিতে গিরিশ গিরিশবালা
বেল আমলকী পাতের মালা
নব রবি ছবি জবা উজালা
কমল মুকুন্দ মল্লিকা॥ ৩

বান্ধুলী শিউলী মালতী জাতি
কুন্দ কৃষ্ণকেলি দনার পাঁতি
গুলাব সেউতি দেশী বিলাতী
আছু কুরচীর জালিকা ॥ ৪
ধুতুরা অতসী অপরাজিতা
চন্দ্র-সূর্য্যমুখী অতি শোভিতা
ভারত রচিল ফুল-কবিতা
কবিতারসের শালিকা ॥ ৬

পুষ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা।

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে।
বনমালি মেঘমালি কালিয়া রে ॥
মোহন মালার ছাঁদে রতি কাম পড়ে ফাঁদে
বিরহ-অনল দেই জ্বালিয়া রে।
যেদিকে যখন চায় ফুল বরষিয়া যায়
মোহ করে প্রেমমধু ঢালিয়া রে।
নাসা তিলফুল পরে অঙ্গুলি চম্পক ধরে
নয়ন-কমল কামে টালিয়া রে।
দশন কুন্দের দাপে অধর বান্ধুলী চাপে
ভারত ভুলিল ভাল ভালিয়া রে ॥ ধ্রু ॥

ভাবে রায় মালায় কি হবে কারিকরি।
অঙ্গের অদৃশ্য কিছু কারিকরি করি ॥ ১

পাত কৌটা মত কৌটা কৈল কেয়াফুলে
সাজাইল থরে থরে মল্লিকা বকুলে ॥ ২
তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু।
তার পাশে গড়ে রতি কুসুময়-ধনু ॥ ৩
গড়িয়া অপরাজিতা থবে কৈল চুল।
মুখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল ॥ ৪
তিলফুলে কৈল নাসা অধর বান্ধুলী।
চাঁপার পাকড়ী দিয়া গড়িল অঙ্গুলী ॥ ৫
নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া।
মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া ॥ ৬
কনক চম্পকে তনু সকল গড়িয়া।
গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া ॥ ৭
গড়িল পারুল ফুলে তুণ মনোহর।
বোঁটা সহ রঙ্গণে পুরিয়া দিল শর ॥ ৮
ফুলধনু ফুলগুণ ফুলময় বাণ।
দুই হাতে দিল তার পূরিয়া সন্ধান ॥ ৯
থুইল কৌটায় কল করিয়া এমনি।
ফুটিবে বিদ্যার বুকে ছুটিবে যখনি ॥ ১০
চিত্রকাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে।
নিজ পরিচয় দিয়া থুইল তাহাতে ॥ ১১
বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহম্
লোকে যদি কোন জাতি মন্দ জাতি হয়।
বসু হেতু বসুন্ধরা তাহারে বন্দয় ॥ ১২

করিসুতশুণ্ডসম উরুবর শোভা।
রতির পণ্ডিতা শুন আমি তার লোভা॥ ১৩
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষর গণ দুই বার॥ ১৪
একত্র করিয়া পড় মোর নাম পাবে।
অপর শুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥ ১৫
শ্লোক রাখি কৌটা ঢাকি হীরারে গছায়।
কহিল সকল কল দেখাইতে চায়॥ ১৬
বেলা হৈল উচুর প্রচুর ভয় মনে।
ফুল ল'য়ে গেল হীরা রাজার ভবনে॥ ১৭
নিজ গাঁথা মালা দি· আর সবাকারে।
সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে॥ ১৮
বসিয়া রয়েছে বিদ্যা পূজার আসনে।
ভারত হীরারে কয় ঘূর্ণিত লোচনে॥ ১৯

মালিনীকে তিরস্কার।

শুন লো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিত হৃদয়ে না হয় ভীতি॥ ১
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥ ২
বুক বাড়িয়াছে ক র সোহাগে।
কালি শিখাইব মায়ের আগে॥ ৩

বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট।
রাঁড় হৈয়ে যেন ষাঁড়ের নাট ॥ ৪
রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধূম।
এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম ॥ ৫
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।
মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস্ হেলা ॥ ৬
কি করিবে তোরে আমার গালি।
বাপারে কহিয়া শিখাব কালি ॥ ৭
হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে।
ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে ॥ ৮
কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি।
ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি ॥ ৯
চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাজে কি আমার হেলা ॥ ১০
বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ।
করিনু ভালরে হইল মন্দ ॥ ১১
ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম।
শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম ॥ ১২
বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ।
অস্ত গেল রোষ উয়দ রস ॥ ১৩
বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।
এ গাঁথনি আই নহে তোমার ॥ ১৪
পুন কি যৌবন ফিরি আইল।
কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল ॥ ১৫

হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে।
যৌবন-জীবন গেলে কি ফিরে? ১৬
নহে ক্ষীণ মাজা কুচ কঠোর।
কি দেখিয়া বঁধু আসিবে মোর॥ ১৭
ছাড় আই বলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল॥ ১৮
বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ॥ ১৯
কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়া।
থাকিয় কি ফল যাই চলিয়া॥ ২০
বিদ্যা খোলে কৌটা কল ছুটিল।
শর হেন ফুলশর ফুটিল॥ ২১
শিহরিল ধনি দেখিয়া কল।
শ্লোক পড়ি আরো হৈল বিকল॥ ২২
ডগমগ তনু রসের ভরে।
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে॥ ২৩

মালিনীকে বিনয়।

কহ ওলো হীরা তোরে মোর কিরা
বিকল করিলি কলে।
গড়িল যে জন সে জন কেমন
বিশেষ কহনা ছ'লে॥ ১

হীরা কহে শুন কেন পুন-পুন
হান সোহাগের শূল।
কহিয়া কি ফল বুঝিনু সকল
আপন বুদ্ধির ভুল ॥ ২
এ রূপ তোমার যৌবনের ভার
অদ্যাপি না হৈল বিয়া।
কোথা পাব বর ভাবি নিরন্তর
বিদরে আমার হিয়া ॥ ৩
যে জিনে বিচারে বরিবা তাহারে
কোন মেয়ে হেন কহে।
যে তোমা হারাবে তারে কবে পাবে
যৌবন তাহে কি রহে ॥ ৪
যৌবনে মরণ নহিল ঘটন
বুড়াইলে পাবে ভালে।
নিদাঘ-জ্বালায় তনু জ্বলে যায়
কি করে বরিষাকালে ॥ ৫
দেখিয়া তোমায় এই ভাবনায়
নাহি রুচে অন্ন জল।
পাইয়া সুজন রাজার নন্দন
রাখিনু করিয়া ছল ॥ ৬
কাঞ্চীপুর-ধাম গুণসিন্ধু নাম
মহারাজ রাজেশ্বর।
তাঁহার তনয় ভুবন-বিজয়
সুকবি নাম সুন্দর ॥ ৭

বঞ্চি বাপ মায় একেলা বেড়ায়
করিয়া দিগ্বিজয়।
পথে দেখা পেয়ে রেখেছি ভুলায়ে
স্নেহে মাসী মাসী কয়॥ ৮
অশেষ প্রকারে কহিনু তাহারে
তোমার পণের মর্ম্ম।
শুনিয়া হাসিল ইঙ্গিতে ভাষিল
নারী জিনা কোন্ কর্ম্ম॥ ৯
বুঝিতে তোমার আচার বিচার
সে কৈল এ ফুলখেলা।
নিজ-পরিচয় শ্লোক চিত্রময়
লিখিতে বাড়িল বেলা॥ ১০
তোমার লাগিয়া নাগর রাখিয়া
গালি লাভ হৈল মোর।
যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া
সেই জন কহে চোর॥ ১১
হীরা এত বলি ছলে যায় চলি
আঁচলে ধরিল ধনী।
মাথার কিরায় হীরায় ফিরায়
মণি ধরে যেন ফণী॥ ১২
থাক বঁধু লয়ে এই কথা কয়ে
অপরাধ হৈল মোর।
কৈতে পারি যেই কহিয়াছি তেঁই
আমি লো নাতিনী তোর॥ ১৩

কামানল জ্বেলে যেতে চাহ টেলে
নাতিনী-খাতিনী বুড়ী।
কেমনে পা চলে মা ভাল মা বলে
বাপার ভাল শাশুড়ী॥ ১৪
এস বৈস এযো হোক মেনে যেয়ো
বল সে কেমন জন।
কি কথা কহিলে কি ফেরে ফেলিলে
উড়ু উড়ু করে মন॥ ১৫
দেখিয়া কাতরা হীরা মনোহরা
কহিছে কাণের কাছে।
রূপের নাগর গুণের সাগ
আর কি তেমন আছে॥ ১৬
বদনমণ্ডল চাঁদ নিরমল
ঈষদ্ গোঁফের রেখা।
বিকচ কমলে যেন কুতুহলে
ভ্রমর-পাঁতির দেখা॥ ১৭
গৃধিনীগঞ্জিত মুকুতা-রঞ্জিত
রতিপতি শ্রুতিমূলে।
ফাঁস জড়াইয়া গুণ গুড়াইয়া
থুলা ভুরু ধনুহলে॥ ১৮
অধর বিম্বুর খাইতে মধুর
চঞ্চল খঞ্জন আঁখি।
মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইল নাক
মদনের শুকপাখী॥ ১৯

আজানুলম্বিত বাহু সুললিত
কামের কনক-আশা।
রসের আলয় কপাট হৃদয়
ফণিমণি-পরকাশা ॥ ২০
যুবতীর মন শফরী জীবন
নাভি-সরোবর তার।
ত্রিবলি-বন্ধন দেখয়ে যে জন
তার কি মোচন আর ॥ ২১
দেখিয়া সে ঠাম জিয়ে মোর কাম
এত যে হৈয়াছি বুড়া।
মালী বলে সেই রক্ষা হেতু এই
ভারত রসের চূড়া ॥ ২২

বিদ্যার সুন্দর দর্শন।

বসন্তবাহার—দ্রুতত্রিতালী।

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল ॥
শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জর জর আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়া লোকলাজ কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল ॥

রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিত না ধৈরয ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যাম রায় বিকাইব রাঙ্গা প ়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল ॥ধ্রু ॥

বিদ্যা বলে ওলো হীরা মোর দিব্য তোরে।
কোন মতে দেখাইতে পার না কি মোরে ॥ ১
অনুমানে বুঝিলাম জিনিবেন তিনি।
হারাইলে হারাইব হারিলে সে জিনি ॥ ২
যতগুলা এসেছিল করি মোর আশা।
রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাষা ॥ ৩
সে সব লোকেতে মন মজে কি বিদ্যার।
বিদ্যাপতি এই তারা দাস অবিদ্যার ॥ ৪
জিনিবেন যে জন সে জন বুঝি এই।
বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই ॥ ৫
ভাবিয়া মরিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া ॥ ৬
এত দিনে শিব বুঝি হৈলা অনুকূল।
ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল ॥ ৭
হীরারে শিরোপা দিলা হীরাময় হার।
বুঝাইয়া বুঝিয়া কহিবে সমাচার ॥ ৮
কেমন প্রকারে তাঁরে দেখাবে আমায়।
ভাবহ মালিনী আই তাহার উপায় ॥ ৯
মোর বালাখানার সম্মুখে রথ আছে।
দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে ॥ ১০

তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার।
সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার ॥ ১১
পুষ্পময় রতিকাম দিয়াছিলা রায়।
কি দিব উত্তর বিদ্যা ভাবয়ে উপায় ॥ ১২
কামগ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী।
রতিদান-ছলে তারে পাঠাইলা রতি ॥ ১৩
চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেখি।
বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি ॥ ১৪
সবিতা পদ্যাম্বুজানাং ভুবি তে নাদ্যাপি সমঃ।
দিবি দেবাদ্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহম্ ॥
কবিতা-কমলে রবি তুমি মহাশয়।
নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয় ॥ ১৫
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষরে গণ তিনবার ॥ ১৬
তিন অর্থে তিন বার মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে ॥ ১৭
এইরূপে মালিনীরে করিয়া বিদায়।
বড় ভক্তিভাবে বিদ্যা বসিলা পূজায় ॥ ১৮
পূজা না হইতে মাগে আগেভাগে বর।
দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর ॥ ১৯
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ।
দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ ॥ ২০
সুগন্ধ সুগন্ধি-মালা দেবী-গলে দিতে।
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে ॥ ২১

দেবীপ্রদক্ষিণে বুঝে বরপ্রদক্ষিণ।
আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গহীন ॥ ২২
ব্যস্ত দেখি তারে দেবী কহেন আকাশে।
আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে ॥ ২৩
পূজা না হইল বলি না করিহ ভয়।
সকলি পাইনু আমি আমি বিশ্বময় ॥ ২৪
আকাশ-বাণীতে হাতে পাইলা আকাশ।
বুঝিলা কালিকা মোর পুরাইলা আশ॥ ২৫
ওথায় মালিনী গিয়া আপনার ঘরে।
কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে ॥ ২৬
শুন বাপা তোমারে দেখিবে অকপটে।
কহিল সঙ্কেত-স্থান রথের নিকটে ॥ ২৭
এত বলি সুন্দরে লইয়া হীরা যায়।
রাখিয়া রথের কাছে কহিল বিদ্যায় ॥ ২৮
আথিবিথি সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়।
অঙ্গুলী হেলায়ে হীরা দুহাঁরে দেখায় ॥ ২৯
অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ ॥ ৩০
শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে।
কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে ॥ ৩১
বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব।
ঊর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদবান্ধব ॥ ৩২
দুহাঁর নয়ন-ফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে ॥ ৩৩

মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুহেঁ দুহাঁ হৃদয় লইয়া॥ ৩৪
আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল।
ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জঞ্জাল॥ ৪৫

সুন্দর-সমাগমের পরামর্শ।

প্রভাতে কুসুম লয়ে হীরা গেল দ্রুত হয়ে
সুন্দর রহিল পথ চেয়ে।
বিদ্যার পোহায় রাতি ঐ কথা নানা জাতি
পুরুষের আট গুণ মেয়ে॥ ১
হীরা বলে ঠাকুরাণি কিবা কর কাণাকাণি
শুভকর্ম্ম শীঘ্র হৈলে ভাল।
আপনি সচেষ্ট হও রাজারে রাণীরে কও
আন্ধার ঘরেতে কর আল॥ ২
বিদ্যা বলে চুপ চুপ যদি ইহা শুনে ভূপ
তবে বিয়া হয় কি না হয়।
গুণসিন্ধু মহারাজ তার পুত্র হেন সাজ
বাপার না হইবে প্রত্যয়॥ ৩
তাঁহারে আনিতে ভাট গিয়াছে তাঁহার পাট
তিনি এলে আসিত সে ভাট।
লস্কর আসিত সঙ্গে শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে
হাটের দুয়ারে কি কপাট॥ ৪

এমনি বুঝিলে বাপা অমনি রহিবে চাপা
অন্য দেশে যাইবে কুমার।
সব কর্ম্ম হবে নট তুমিত সুবুদ্ধি বট
তবে বল কি হবে আমার॥ ৫
তেঁই বলি চুপে চুপে বিয়া হয় কোন রূপে
শেষে কালী যা করে তা হবে।
হীরা কহে শীহরিয়া লুকায়ে করিবে বিয়া
এ কি কথা ছাপা না রবে॥ ৬
ঠক ফিরে পায় পায় রাণী বাঘিনীর প্রায়
নরপতি প্রলয়ের কাল।
কোতোয়াল ধূমকেতু কেবল অনর্থ-হেতু
তিলেকেতে পাড়িবে জঞ্জাল॥ ৭
তোমার টুটিবে মান মোর যাবে জাতি প্রাণ
দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে।
সখীরা ঠেকিবে দায় তুমি কি কহিবে মায়
ভাব দেখি কেমন ঘটিবে॥ ৮
দ্বারী আছে দ্বারে দ্বারে কেমনে আনিবে তারে
ভাবি কিছু না পাই উপায়।
লোকে হবে জানাজানি না লয়ে টানাটানি
মজাইবে পরের বাছায়॥ ৯
এই সহচরীগণ ... ধিঙ্গী এক জন
উদ্দেশেতে করি ... ।
মুখে এক মনে আর কেবল ক্ষুরের ধার
ঠারে ঠোরে করে প্রচার॥ ১০

বিদ্যা বলে কেন ... ... কহ ফিরা ফিরা
সখীগণে ... কি ভয়।
মোর খায় মোর প... যাহা বলি তাহা করে
মোর মত ছা... কভু নয়॥ ১১
যত সখীগণ কয় কেন হৈয়া কর ভয়
দাসী কোথা ঠাকুরাণী ছাড়া।
বিরহিণী ঠাকুরাণী ঠাকুর মিলাবে আনি
কিবা সুখ ইহ... হেতে বাড়া॥ ১২
কেবা তুই মাথা ধরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে
ঠাকুর পাবেন ঠাকুরাণী।
সলিল চন্দন চুয়া কুসুম তাম্বূল গুয়া
যোগাইব এই মাত্র জানি॥ ১৩
বিদ্যা বলে চল চল বুঝাইয়া গিয়া বল
তিনি ভাবিবেন পথ তার।
কালী কুলাইবে যবে ঘটনা হইবে তবে
নারিকেলে জলের সঞ্চার॥ ১৪
কৈও কৈও কহিবরে কোনরূপে মোর ঘরে
আসিতে পারেন যদি তিনি।
তবে পণে আমি হারি হইব তাঁহার নারী
কৃষ্ণ যেন হরিলা রুক্মিণী॥ ১৫
বেষ্টিত ভূপতিজাল বর আইল শিশুপাল
পিতা ভ্রাতা তাহে পুষ্টি ছিল।
রুক্মিণীর কৃষ্ণে মন শূন্ত হৈতে নারায়ণ
হরিলেন তেঁহ সে হইল॥ ১৬

তেমনি আমার মন তাঁহে চাহে অণুক্ষণ
ভয় করি বাপ ভাই মায়।
রুক্মিণীর মত করি হরি হোয়ে লউন হরি
এই নিবেদন তাঁর পায়॥ ১৭
এত বলি চারুশীলা হীরারে বিদায় দিলা
হীরা গিয়া সুন্দরে কহিল।
রায় বলে একি কথা কেমনে যাইব তথা
ভারতের ভাবনা হইল॥ ১৮

সন্ধিখনন।

বেলাবলী মিশ্র—ঠুংরি।

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে
জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে।
করকলিতাসি বরাভয়-মুণ্ডে॥
লক-লক-রসনে কড়মড়-দশনে
রণভুবি খণ্ডিত-সুররিপু-মুণ্ডে।
অটঅট হাসে কটমট ভাষে
নখর-বিদারিত-রিপু-করিশুণ্ডে॥
লটপট কেশে সুবিকট বেশে
হুতদনুজাহুতিমুখ-শিখিকুণ্ডে।
কলিমলমথনং হরিগুণকথনং
বিরচয় ভারত-কবিবরতুণ্ডে॥ ধ্রু॥

সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া॥ ১
কোটাল দুরন্ত থানা দুয়ারে দুয়ারে।
পাখি এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে॥ ২
আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়।
কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায়॥ ৩
মনোনীত মালিনী যোগায় উপহার।
পূজা সমাপিয়া স্তুতি করয়ে কুমার॥ ৪
কালের কামিনী কালী কপালমালিকা।
কাতর কিঙ্করে কৃপা কর গো কালিকা॥ ৫
ক্ষেমঙ্করি ক্ষেম কর ক্ষীণেরে ক্ষমিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া॥ ৬
স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না হইয়া।
সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া॥ ৭
তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া।
শূন্য হৈতে সিঁদকাঠি দিলা ফেলাইয়া॥ ৮
পূজা করি সিঁদকাঠি লইলেন রায়।
মন্ত্র পড়ি ফুঁক দিয়া মাটিতে ভেজায়॥ ৯
অরে অরে কাঠি তোরে বিশাই গড়িল।
সিঁদকাঠি বিঁধ কর কালিকা কহিল॥ ১০
আথর পাথর কাট কেটে ফেল হাড়।
ইঁট কাট কাঠ কাট মেদিনী পাহাড়॥ ১১
বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে।
মাটি কাটি পথ কর অনাদ্যায় বরে॥ ১২

সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়।
হাড়ীঝি-চণ্ডীর বরে কামাখ্যা-আজ্ঞায়॥ ১৩
কালিকার প্রভাবে মন্ত্র দেখ রঙ্গ।
মালিনী-বিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ॥ ১৪
উর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দ্ধেক তাহার।
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার॥ ১৫
সুন্দরের চোর নাম তাহাই সে হইল।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিল॥ ১৬

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি।

বিদ্যার নিবাস যাইতে উল্লাস
সুন্দর সুন্দর সাজে।
কি কহিব শোভা রতিমনোলোভা
মদন মোহিত লাজে॥ ১
চলিল সুন্দর রূপ মনোহর
ধরিয়া বরের বেশ।
নবীন নাগর প্রেমের সাগর
রসিক রসের শেষ॥ ২
উরু গুরু গুরু হিয়া দুরু দুরু
কাঁপয়ে আবেশ-রসে।
ক্ষণে আগে যায় ক্ষণে পাছে চায়
অবশ অঙ্গ অলসে॥ ৩

ক্ষণেক চমকে ক্ষণেক থমকে
না জানি কি হবে গেলে।
চোরের আচার দেখিয়া আমার
না জানি কি খেলা খেলে॥ ৪
ওথায় সুন্দরী লয়ে সহচরী
ভাবয়ে মন আকুল।
করিয়া কেমন আসিবে সে জন
ঘুচিবে দুঃখের শূল॥ ৫
দুয়ার যতেক দুয়ারী ততেক
পাখী এড়াইতে নারে।
আকাশ-বিমানে যদি কেহ আনে
কি জানি নারে কি পারে॥ ৬
কি করি বল না আলো সুলোচনা
কেমনে আনিবে তারে।
তারে না দেখিয়া বিদরয়ে হিয়া
যে দুখ তা কব কারে॥ ৭
চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল
চন্দন আগুনকণা।
কর্পূর তাম্বূল লাগে যেন শূল
গীত নাট ঝনঝনা॥ ৮
ফুলের মালায় সূচের জ্বালায়
তনু হৈল জর জর।
মন্দ মন্দ বায় বজ্জরের ঘায়
অঙ্গ কাঁপে থর থর॥ ৯

কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
কাণে হানে যেন তীর।
যত অলঙ্কার জ্বলন্ত অঙ্গার
পোড়ায় মোর শরীর ॥ ১০
এ নীল কাপড় হানিছে কামড়
যেমন কালসাপিনী।
শয্যা হৈল শাল লজ্জা হৈল কাল
কেমনে জীবে পাপিনী ॥ ১১
রজনী বাড়িছে যে পোড়া পুড়িছে
কি ছার বিছার জ্বালা।
বৎসর তিলেকে প্রলয় পলকে
কেমনে বাঁচিবে বালা ॥ ১২
ক্ষণেক শয্যায় ক্ষণেক ধরায়
ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায় সখীরা জাগায়
বঁধু এল এই বোলে ॥ ১৩
এরূপে কামিনী কাটিছে যামিনী
সুন্দর হেন সময়।
সুড়ঙ্গ হইতে উঠিলা ত্বরিতে
ভূমিতে চাঁদ-উদয় ॥ ১৪
দেখি সখীগণ চমকিত-মন
বিদ্যার হইল ভয়।
হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল
রাজহংস দেখি হয় ॥ ১৫

একি লো একি লো একি কি দেখিলো
এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব নাগ কি মানব
কেমনে এলো এখানে॥ ১৯
কপাট না নড়ে গুড়াটী না পড়ে
কেমনে আইল নর।
ভারত বুঝায় না চিন ইহায়
সুন্দর বিদ্যাব বর॥ ১৭

সুন্দরের পরিচয়।

খাম্বাজ—একতালা।

একি দেখি অপরূপ!
দেখলো সই ভুবন-মোহন রূপ।
কোন পথ দিয়া কেমন করিয়া
আইল নাগর ভূপ॥
এ জন যেমন না দেখি এমন
মদনমোহন-রূপ॥
থাকে সব ঠাঁই কেহ দেখে নাই
বেদেতে কহে অনুপ।
ভারতের নিধি মিলাইল বিধি
না কহিও চুপ চুপ॥ ধ্রু॥
বিদ্যার আজ্ঞায় সখী সুলোচনা কয়।
কে তুমি আইলে এথা দেহ পরিচয়॥ ১

দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিবা নাগ নর।
সত্য কহ নারী মোরা পাইয়াছি ডর ॥ ২
সুন্দর বলেন রামা কেন কর ডর।
দেব উপদেব নহি দেখ আমি নর ॥ ৩
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজা মহাশয়।
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয় ॥ ৪
আসিয়াছি তোমার ঠাকুরঝীর পাশে।
বাসা করিয়াছি হীরা-মালিনীর বাসে ॥ ৫
প্রতিজ্ঞার কথা লয়ে গিয়াছিল ভাট।
সূত্রপাঠ শুনিয়া দেখিতে আইনু নাট ॥ ৬
বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার।
আহূত অতিথি এলে নাহি পুরস্কার ॥ ৭
আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস হৈলে বসি।
শুনি সিংহাসন দিতে কহিলা রূপসী ॥ ৮
বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার ॥ ৯
তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে ॥ ১০
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ।
মাণিকের ছটা কি কাপড়ে পায় বন্ধ ॥ ১১
দেখামাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই।
দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাই ॥ ১২
কথায় যে জিনে সুধা মুখে সুধাকর।
হাসিতে তড়িত জিনে পয়োধরে হর ॥ ১৩

জিনিলেক এত জনে যে জন বিচারে।
দেখ লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে॥ ১৪
হারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি যায়।
সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার॥ ১৫
রতির সহিত দেখা হইবে যখন।
কে বা হারে কে বা জিনে বুঝিব তখন॥ ১৬
অধোমুখী সুমুখী অধিক পেয়ে লাজ।
সাক্ষী হৈও সখীগণ! কহে যুবরাজ॥ ১৭
সখী বলে মহাশয়! তুমি কবিবর।
আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর॥ ১৮
উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধম-উত্তমে॥ ১৯
আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরা-ধার॥ ২০
কি কব ঠাকুরঝীরে ধরিয়াছে লাজ।
নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ॥ ২১
শুনিয়া ঈষদ হাসি কহিছে সুন্দর।
বলহ ঠাকুরঝীরে কি দেন উত্তর॥ ২২
সখী সম্বোধনে বিদ্যা কহে মৃদুস্বরে।
মন চুরি কৈল চোর সিঁদ দিয়া ঘরে॥ ২৩
চোরবিদ্যা বিচার আমার নহে পণ।
চোর সহ বিচার কি করে সাধুজন॥ ২৪
সুন্দর বলেন ভাল বিচার এ দেশে।
উলটিয়া চোর গৃহী বান্ধে বুঝি শেষে॥ ২৫

কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই।
মাটি কাটি তপাসিতে চোর বলে সেই ॥ ২৬
চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা।
আমি নিজ চোরে দিব বাকী আছে যেবা ॥ ২৭
এইরূপে দুজনে কথায় পাঁচাপাঁচি।
কি করি দুজনে মনে করে আঁচাআঁচি ॥ ২৮
হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে।
কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে ॥ ২৯
শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিতে বুঝিল।
সখী উপলক্ষ মাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল ॥ ৩০
ইহার উত্তর দিতে হৈল ত্বরা করি।
কহিছে ভারত শ্লোক শুন লো সুন্দরি! ॥ ৩১

বিদ্যাসুন্দরের বিচার।

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণ-কিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নদন্তি গোকর্ণ-শরীরভক্ষাঃ ॥

গো শব্দ-নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি।
এ শ্লোকে গো শব্দে সিংহ লোচন ধরণি ॥ ১
সিংহের মাজার সম মাজার বলন।
মৃগের লোচন সম তোমার লোচন ॥ ২

সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর।
তাঁহার কিঙ্কর মেঘ গরজে গভীর॥ ৩
মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কামশরে।
পর্ব্বত ধরণীধর তাহার শিখরে॥ ৪
লোচনশ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ।
তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ॥ ৫
শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ-ঘটায়।
বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায়॥ ৬
কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ।
এখনি করিল কিবা আছিল অভ্যাস॥ ৮
পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে।
তবেত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে॥ ৮
এত ভাবি কহে বিদ্যা সখী সম্বোধনে।
না শুনিনু না বুঝিনু ছিনু অন্যমনে॥ ৯
সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন।
যত বল তত পারি নূতন রচন॥ ১০

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোহরিবিম্ব-প্রতিবিম্বধারী
রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ॥

আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল।
তার ধ্বজ-ধূম উঠে গগনমণ্ডল॥ ১১
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ।
পর্ব্বতগহ্বরে বিরহীর পরমাদ॥ ১২

পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ।
তাহারে আহার করে ময়ুর-বিহঙ্গ ॥ ১৩
তমঃ অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই।
যার পিছে চাঁদ-ছাঁদ ডাকিলেক সেই ॥ ১৩
শ্লোক শুনি সুন্দরীর রসে মন টলে।
ইহার অধিক আর হারি কারে বলে ॥ ১৫
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ ॥১৬
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক ॥ ১৭
মধ্যবর্ত্তী হইল মদন-পঞ্চানন।
যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন ॥ ১৮
কোকিল ভ্রমর চন্দ্র মলয়-পবন।
ময়ূর চকোর আদি সঙ্গে পড়োগণ ॥ ১৯
আত্মতত্ত্বে পূর্ব্বপক্ষ করিলা সুন্দর।
সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইলা ফাঁফর ॥ ২০
বিচারের কোটি মনে ছিল লক্ষ লক্ষ।
কিছু স্ফূর্ত্তি না হয় সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ ॥ ২১
বেদান্ত একাত্মবাদী দ্ব্যাত্মবাদী তর্ক।
মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক ॥ ২২
বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে।
পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে ॥ ২৩
সাঙ্খ্যেতে কি হবে সংখ্যা আত্মনিরূপণ।
পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন ॥ ২৪

শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার।
স্ত্রীলোকে করিতে নারে শ্রুতির বিচার ॥ ২৫
শ্রুতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হইল।
মধ্যবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য হারি কয়ে দিল ॥ ২৬
দুই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া।
মধ্যস্থ মুদ্দাই হয়ে দেয় ভুলাইয়া ॥ ২৭
সুন্দর কহেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত।
বিদ্যা কহে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত ॥ ২৮
অন্য শাস্ত্রে যে সব সে সব কাটাবন।
তত্ত্বজ্ঞ বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন ॥ ২৯
রায় বলে এক-আত্মা তবে তুমি আমি।
বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী ॥ ৩০
শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা।
হর-গৌরী সাক্ষী করি দিল বরমালা ॥ ৩১
নম্র হয়ে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়।
বিয়া কর বর-কন্যা রাত্রি বয়ে যায় ॥ ৩২

বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ।

নব নাগরী নাগর বিহরে।
লাজ-ভয়ে আর কি করে ॥
সময় পাইল মদনে মাতিল
কোকিল কোকিলা কুহরে।

রসে গরগর অধরে অধর
ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে ॥
সখীগণ সঙ্গে গায় নানারঙ্গে
অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চরে।
রাধা-কৃষ্ণে রাস হাস-পরিহাস
ভারত উল্লাস অন্তরে ॥ ধ্রু ॥

বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব্ব-বিবাহ হৈল মনে আঁখিঠার ॥ ১
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর ॥ ২
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন।
বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ ॥ ৩
নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায় ॥ ৪
ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায়
নিশ্বাস আতসবাজী উত্তাপে পলায় ॥ ৫
নয়ন অধর কর জঘন চরণ।
দুহাঁর কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন ॥ ৬
বুঝহ চতুর এই প্রচ্ছন্ন বিহার।
ইতঃপর কহি শুন প্রকাশ ইহার ॥ ৭
পালঙ্কে বসিলা সুখে যুবক যুবতী।
শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি ॥ ৮
গোলাপ আতর চুয়া কেশর কস্তূরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটী পুরি ॥ ৯

মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা।
রাখে সহচরী পুরী কনকের থালা॥ ১০
ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানা জাতি।
নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি॥ ১১
শীতল গঙ্গার জল কর্পূর-বাসিত।
পাখা মোরছল শ্বেত চামর ললিত॥ ১২
মিঠা পান মিঠা গুয়া চূণ পাথরিয়া।
রাখে ছুটা বিড়া বান্ধি খিলি সাজাইয়া॥ ১৩
রাখে লঙ্গ এলাচি জয়ত্রী জায়ফল।
উদ্দীপন আলম্বন সম্ভোগের বল॥ ১৪
প্রথম বৈশাখ-শুক্লপক্ষ-ত্রয়োদশী।
সুগন্ধ মারুত মন্দ নিরমল শশী॥ ১৫
কোকিল কোকিলা মুখে মুখ আরোপিয়া।
কুহু কুহু রব করে মদনে মাতিয়া॥ ১৬
মুখে মুখে মধুকর মধুকর-বঁধু।
গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু॥ ১৭
চন্দ্রের অমৃত পিয়া মাতিয়া চকোর।
চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর॥ ১৮
বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ।
আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন॥ ১৯
মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ।
আলাপি বসন্ত ছয় রাগিণীর সঙ্গ॥ ২০
বীণা বাঁশী তম্বুরা রবাব কপিনাশ।
বাজাইয়া সপ্তস্বরা স্বরের প্রকাশ॥ ২১

অঙ্গুলে ঘুঙ্গুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ।
সম্ভোগশৃঙ্গার-রসে লেগে গেল রঙ্গ ॥ ২২
প্রস্তাব মূর্চ্ছনা গ্রামে শ্রুতি মিশাইয়া।
সঙ্গীতে পণ্ডিত কবি মোহিত শুনিয়া ॥ ২৩
মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান।
বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান ॥ ২৪
সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
মিশায়ে বাণা [illegible] ন্দরে গাইতে লাগিলা ॥ ২৫
[illegible] নর গানেতে মোহিত দুই জন।
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন ॥ ২৬
কামমদে মাতাল দেখিয়া দুই জনে।
যন্ত্র তন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখীগণে ॥ ২৭
লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাঙ্গে ভয়
লোভেতে আইল লোভ গুণাকর কয় ॥ ২৮

বিহারারম্ভ।

নৃপনন্দন কাম-রসে রসিয়া।
পরিধান-ধুতী পড়িছে খসিয়া ॥ ১
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল।
নলিনী যেন মত্তকরী ধরিল ॥ ২
মুখ চুম্বই চাঁদ চকোর হয়ে।
ধনি বারই অঞ্চল ঝাঁপি লয়ে ॥ ৩

কুচ-পদ্মকলী কবিরাজ করে।
ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে ॥ ৪
নৃপনন্দন পিন্ধন-বাস হরে।
রমণী অমনি প্রিয়-হাত ধরে॥ ৫
বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া।
কহিছে তরুণী করুণা করিয়া ॥ ৬
ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
নবযৌবন জোরের যোগ্য নহে ॥ ৭
রতি কেমন এমন জানি কবে।
প্রভু আজি ক্ষমা কর কালি হবে ॥ ৮
তুমি কামরণে রণপণ্ডিত হে।
করুণা কর না কর পীড়িত হে ॥ ৯
রসলাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে ॥ ১০
যদি না রহিতে তুমি পর বঁধু।
পর ফুল খুলে কর পান মধু ॥ ১১
রস না হইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া ॥ ১২
নখ-আঁচড় লাগিল দেখ কুচে।
জ্বলিছে রুধিরে দুখ নাহি ঘুচে ॥ ১৩
গুণ-সাগর নাগর আগর হে।
নট না কর না কর না কর হে ॥ ১৪
শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।
তনু মোর মনোজ-শরে দহিছে ॥ ১৫

তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।
ভয় না কর না কর না কর লো॥ ১৬
কুচশম্ভু-শিরে নখ-চন্দ্রকলা।
বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট-ছলা॥ ১৭
কুচ-হেমঘটে নখ-রক্তছটা।
বলিহারি সুরঙ্গ-প্রবাল ঘটা॥ ১৮
ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে॥ ১৯
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া পশিল ভ্রমরা কমলে॥ ২০
রতিরঙ্গ-রণে মজিলা দুজনে।
দ্বিজ ভারত তোটকছন্দ ভণে॥ ২১

বিহার।

খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে।
বিষম কুসুম-শর খর খর জর জর
তর তর থর থর অঙ্গে॥ ধ্রু॥

রতিমদ-পাগর নাগরী নাগর
নিরখি নিরখি দুই ঠাটে।
রাখিতে নিজ ঘর রতি রতিনায়ক
কুলপিল কুলুপ কপাটে॥ ১
ঝম্পাই সঘন নিতম্ব ধরাধর
অধর ধরাধরি দন্তে।

জঘন জঘন-পর হৃদয় হৃদয় মিলি
মাতিল সমর দুরন্তে ॥ ২
ঝন ঝন কঙ্কন রণ রণ নূপুর
ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্গুর বোলে।
লটপট কুন্তল কুণ্ডল ঝলমল
পুলকিত ললিত কপোলে ॥ ৩
শ্বাস-পবন ঘন ঘন ঘন খেলই
হেলই সঘন নিতম্বে।
দংশই দশন দশন মধুরাধর
দুহু তনু দুহু অবলম্বে ॥ ৪
দুহু-ভুজপাশহি দুহু জন বন্ধন
সম-রস অবশ দু-অঙ্গে।
দুহু-তনু ঝম্পন কম্পন ঘন ঘন
উথলিল মদন-তরঙ্গে ॥ ৫
নববয় নাগর নাগরী নববয়
চির দিন ভুক পিয়াসা।
সমর কড়াকড় অঝড় ঝড়াঝড়
তাবত যাবত আশা ॥ ৬
পূরণ আহুতি অনল নিভায়ল
রতি পতি হোম নিবাড়ে।
বরষিল মেঘ ধরণি ভেল শীতল
ঝড় দল বাদল ছাড়ে ॥ ৭
চুম্বন চুচুকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ
কোকিল কুহরে গলায়ে।

ঘুম অবলম্বন বালিশ আলিশ
মুদ্রিত নয়ন ছলায়ে॥ ৮
অলস অবশ দুহু অঙ্গ অচেতন
ক্ষণ রহি চেতন পায়ে।
উপজিল হাস বাস পরি সম্ভ্রম
রসবতী বাহিরে যায়ে॥ ৯
সহচরীগণ যদি সন্নিধি আইল
নম্রমুখী অতি লাজে।
ভারতচন্দ্র কহে শুন সুন্দরি
লাজ কর কোন কাজে॥ ১০

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা।

পুরবী—ঠুংরি।

শুন শুন নাগর রায়।
আপনার মণিমন বেচিনু তোমায়॥
তুমি বাড়াইলে প্রীতি মোর তাহে নাহি ভীতি
রহে যেন রীতি নীতি নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেও আর দিকে নাহি ধেও
সদা এক ভাবে চেও এই রাধিকায়॥
তুমি হে প্রেমের বশ তেঁই কৈনু প্রেম-রস
না লইও অপযশ বঞ্চিয়া আমায়।
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে না কহিও কারো আছে
ভারত দেখিবে পাছে না ভুলায়ো তায়॥ ধ্রু

রসিক রসিকা সুখে যুবক যুবতী।
বসিলা পালঙ্কে জিনি রতি-রতিপতি ॥ ১
সুগন্ধে লেপিত অঙ্গ সুগন্ধ মালায়।
মিষ্ট জল পান করি জলপান খায় ॥ ২
সহচরী চামর ব্যজন করে অঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ-প্রসঙ্গে ॥ ৩
আসি বলি বাসায় বিদায় হৈলা রায়।
কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায় ॥ ৪
বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয়-সমান ॥ ৫
এ নয়ন-চকোর ও মুখ-সুধাকর।
না দেখে কেমনে রবে এ চারি প্রহর ॥ ৬
বিরহ-দহন-দাহে যদি থাকে প্রাণ।
রজনীতে করিব ও মুখসুধা পান ॥ ৭
রায় বলে আমি দেহ তুমি সে জীবন।
বিচ্ছেদ তখন হবে যখন মরণ ॥ ৮
যে কথা কহিলে তুমি ও কথা আমার।
তোমার কি আমার কি ভাব আরবার ॥ ৯
এত বলি বিদায় হইলা খধি ধবি।
মালিনীরে না কহিও কহিলা সুন্দরী ॥ ১০
পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি।
মালিনীর নিকেতনে দেখা দিলা কবি ॥ ১১
করিয়া প্রভাতক্রিয়া দামোদর-তীরে।
স্নান পূজা করি গেলা হীরার মন্দিরে ॥ ১২

মালিনী তুলিয়া ফুল গাঁথিলেক মালা।
রাজবাড়ী গেল সাজাইয়া সাজি ডালা ॥ ১৩
যোগায়ে যোগান ফুল মালা সবাকার।
বিদ্যার মন্দিরে গেল বিদ্যুত-আকার ॥ ১৪
স্নান করি বসিয়াছে বিদ্যা বিনোদিনী।
নিকটে রাখিয়া মালা বসিলা মালিনী ॥ ১৫
সখীগণে সুন্দরী কহিলা আঁখি-ঠারে।
রাত্রির সংবাদ কেহ না কহ ইহারে ॥ ১৬
বুঝিয়াছি কালি মাগী পাইয়াছে ভয়।
ভাবিয়া উত্তর-কাল মায়ে পাছে কয় ॥ ১৭
ভবিষ্যত ভাবি কেবা বর্ত্তমানে সরে।
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে ॥ ১৮
বিদ্যা বলে আগো আই জিজ্ঞাসি তোমায়।
আনিতে এথায় তাঁরে কি কৈলা উপায় ॥ ১৯
হীরা বলে আমি ঠেকিলাম ভাল দায়।
কেমনে আনিতে বল শুনে ভয় পায় ॥ ২০
তারে গিয়া কহিলাম তোমার বচনে।
সে বলে বিদেশী আমি যাইব কেমনে ॥ ২১
কোন্ মতে কোন্ পথে কেমনে আনিবে।
কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে ॥ ২২
কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে।
মজাইবে মিছা কাজে পরের ছাবালে ॥ ২৩
মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপ মায়।
আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায় ॥ ২৪

বুঝিয়া আপনি কর যেবা মনে ভায়।
ধর্ম্ম জানে আমি নহি এ সব কথায়॥ ২৫
বিদায় হইয়া হীরা নিবাসে আইল।
পূর্ব্ব মত বাজার করিয়া আনি দিল॥ ২৬
রন্ধন ভোজন করি বসিল সুন্দর।
মালিনীরে কন কথা সহাস-অন্তর॥ ২৭
বাঁচাও হিতাশী মাসী উপায় বলিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া॥ ২৮
হীরা বলে রাজপুত্র বট বিদ্যাবান্।
কেমনে যাইবা দেখি কর অনুমান॥ ২৯
হাজার হাজার লোকে রাখে যার পুরী।
কেমনে তাহার ঘরে হইবেক চুরি॥ ৩০
আগু পাছু সাত পাঁচ ভেবে করি মানা।
মৃগ হয়ে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা॥ ৩১
রাজাকে রাণীকে কয়ে ঘটাইতে পারি।
চুপে চুপে কোনরূপে আমি ইহা নারি॥ ৩২
কোন্ পথে কোন্ মতে কেবা লয়ে যাবে।
পাকে বিপাকে ঠেকি পরাণ হারাবে॥ ৩৩
লুকায়ে করিতে কার্য্য দুজনারি সাদ।
হায় বিধি ছেলেখেলা একি পরমাদ॥ ৩৪
আপনি মজিবে আরো মোরে মজাইবে।
কার ঘাড়ে দুটা মাথা এ কর্ম্ম করিবে॥ ৩৫
এত বলি মালিনী আপন কাজে যায়।
সুড়ঙ্গ কিরূপে ছাপে ভাবিছেন রায়॥ ৩৬

বোলে চালে গেল দিবা আইল যামিনী।
বৈকালি সামগ্রী আনি দিলেক মালিনী॥ ৩৭
সুন্দর বলেন মাসী বুঝিনু সকল।
যত কথা কয়েছিলে কথা সে কেবল॥ ৩৮
বিদ্যার সহিত নাহি মিলাইয়া দিলে।
ভুলাইয়া ভাল মালা গাঁথাইয়া নিলে॥ ৩৯
যত আশা ভরসা সকল হৈল মিছা।
এখন দেখাও ভয় জুজু হাপা বিছা॥ ৪০
সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর॥ ৪১
শেষে ফাঁকি আগে দিয়া কথার কোলানী।
বুঝা গেল ভাল মাসী ভাগিনা-ভুলানী॥ ৪২
মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা।
দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা॥ ৪৩
কুণ্ড কাটিয়াছি মাসী তোমার মন্দিরে।
একটি সাধন আছে সাধিব কালীরে॥ ৪৪
রজনীতে তুমি মোর না করো সন্ধান।
যাবত সাধন মোর নহে সমাধান॥ ৪৫
এত বলি দুই দ্বারে খিল লাগাইয়া।
বিদ্যার মন্দিরে গেলা শুকেরে কহিয়া॥ ৪৬
বুঝহ চতুর সব কি এ চতুরালী।
কুটিনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালী॥ ৪৭
যেমন নাগর ধূর্ত্ত তেমনি নাগরী।
সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী॥ ৪৮

গীত বাদ্য কৌতুকে মজিয়া গেল মন।
মত্ত দেখি দুজনে পলায় সখীগণ॥ ৪৯
ভারত কহিছে ভাল চুরি কৈলি চোর।
সাধুলোকে চোর হয় চুরি শুনে তোর॥ ৫০

বিপরীত বিহারারম্ভ

সুন্দরীর করে ধরি সুন্দর বিনয় করি
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরি।
আজি দিনে দুপ্রহরে দেখিলাম সরোবরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করী॥ ১
গিরি অধোমুখে কাঁদে এ কথা কহিতে চাঁদে
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রস দেখিতে শশী ভূতলে পড়িল খসি
খঞ্জন চকোর মিলি হাসে॥ ২
কি দেখিনু আহা আহা আর কি দেখিব তাহা
কি জানি ঘটাবে বিধি কবে।
তুমি কন্যা [illegible]ার তোমারি এ অধিকার
দেখাও যদ্যপি দেখি তবে॥ ৩
বিদ্যা বলে মহাশয় এ না কি সম্ভব হয়
রায় বলে দেখিনু প্রত্যক্ষ।
এ দুখে যদ্যপি তার এখনি দেখাতে পার
কি কর সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ॥ ৪

সুন্দরী বুঝিয়া ছলে মুচকি হাসিয়া বলে
বড় অসম্ভব মহাশয়।
শিলা জলে ভাসি যায় বানরে সঙ্গীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয় ॥ ৫
রায় বলে আমি করী তুমি কমলিনীশ্বরী
বান্ধহ মৃণাল-ভুজপাশে।
আমি চাঁদ পড়ি ভূমি তুল্য কুমুদিনী তুমি
উঠ মোর হৃদয়-আকাশে ॥ ৬
নয়ন খঞ্জন মোর নয়ন চকোর তোর
দুহে মিলে হাসিবে এখনি।
বাম ছলে কুচগিরি কাঁদিবেক ধিরি ধিরি
করি দেখ বুঝিবে তখনি ॥ ৭
শুনি মনে মনে ধনী বাখানে নাগরমণি
বিনা মূলে কিনিলে আমারে।
অন্তরে না সহে ব্যাজ বাহিরে বাড়ায় লাজ
এই মেনে হারিনু তোমারে ॥ ৮
পুরুষের ভার যাহা নারী না কি পারে তাহা
তুলিতে আপন ভার ভারি।
আমি জানিলাম দড় পুরুষ নির্লজ্জ বড়
লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি ॥ ৯
শিখিয়াছ যার কাছে তাহারি এ গুণ আছে
সে মেনে কেমন মেয়ে বটে।
ভাল পড়া পেয়েছিল ভাল পড়া পড়াইল
লাভে হৈতে মোরে ফের ঘটে ॥ ১০

লাজ নাহি চল চল কেমনে এমন বল
পুরুষের এত কেন ঠাট।
যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠিবাজে
কে কোথা দেখেছে হেন নাট ॥ ১১
চেতাইলে বুঝি চেত যৌবনে অলস এত
বুড়া হৈলে না জানি কি হবে।
ক্ষমা কর ধরি পায় বিফলে রজনী যায়
নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে ॥ ১২
আমারে বুঝাও ভাবে এ কর্ম্মে কি সুখ পাবে
আমি কিছু না পাই ভাবিয়া।
হৃদয়ের রাজা হয়ে চোর হেন হেটে রয়ে
কিবা লাভ নিগ্রহ সহিয়া ॥ ১৩
করিয়া সুখের নিধি পুরুষে গড়িল বিধি
দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী।
তাহা করি বিপরীত কেন চাহ বিপরীত
একি বিপরীত কথা শুনি ॥ ১৪
রায় বলে পুন পুন সাধিলে যদি না শুন
অরণ্যে রোদনে কিবা ফল।
কথায় বুঝিনু কাজ আমা হৈতে প্রিয় লাজ
লাজ লয়ে করহ কৌশল ॥ ১৫
দিয়াছি যে আলিঙ্গন দিয়াছি সে যে চুম্বন
সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ।
কল্যাণ করুন কালী নাহি দিও গালাগালি
দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ ॥ ১৬

হাসি ঢলে পড়ে ধনী কি বলিলা গুণমণি
ফিরে দিব চুম্ব আলিঙ্গন।
একি কথা বিপরীত দুই মতে বিপরীত
দায়ে কাটে কুমড়া যেমন॥ ১৭
না দেখি না শুনি কভু যদি ইহা হবে প্রভু
না পারিব প্রদীপ থাকিলে।
ভারত দিলেক সায় যে কর্ম্ম করিবে তায়
অপ্রদীপ প্রদীপ করিলে॥ ১৮

বিপরীত বিহার।

মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে।
সুন্দর পড়িলা প্রেমতরঙ্গে॥ ১
আলু থালু লাজে কবরী খসি।
জলদের আড়ে লুকায় শশী॥ ২
লাজের মাথায় হানিয়া বাজ।
সাধয়ে রামা বিপরীত কাজ॥ ৩
ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে।
ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্গুর বোলে॥ ৪
আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজযুগে।
মুখ পুরে মুখ-কর্পূর-পূগে॥ ৫
ঝন ঝন ঝন কঙ্কণ বাজে।
রণ রণ রণ নূপুর গাজে॥ ৬

দংশয়ে পতির অধরদলে।
কপোত কোকিলা কুহরে গলে॥ ৭
উথলিল কামরস-জলধি।
কত মত সুখ নাহি অবধি॥ ৮
ঘন ঘন ভুরু কামান টানে।
জর জর করে কটাক্ষবাণে॥ ৯
থর থর ধনী আবেশে কাঁপে।
অধীর হইয়া অধর চাপে॥ ১০
ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম।
কোথায় বসন ভূষণ-দাম॥ ১১
তনু রোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে সুখে॥
অটল আছিল টলিল রসে।
অবশ হইয়া পড়ে অলসে॥ ১৩
পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর।
আহা মরি বলি চুম্বে অধর॥ ১৪
অবশ দুহে মুখমধু খেয়ে।
উঠিল ক্ষণেক চেতন পেয়ে॥ ১৫
জয় জয় দুই বীরের ঘায়।
রতি ল'য়ে রতিপতি পলায়॥ ১৬
এইরূপে নিত্য করে বিহার।
ভারত-ভারতী রসের সার॥ ১৭
কৃষ্ণচন্দ্রাজ্ঞায় ভারত গায়।
হরি বল পালা হইল সায়॥ ১৮

সুন্দরের সন্ন্যাসি-বেশে রাজদর্শন।

ঝিঁঝিট—একতালা।

বড় রসিয়া নাগর হে।
গভীর-গুণসাগর হে॥

কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী
কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী
কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী
অবধূত জটাধর হে॥

কখন বেটেল কখন বাঁড়ারী
কখন খেটেল কখন ভাড়ারী
কখন মুটেরা কখন পসারী
কভু চোর কভু চর হে॥

কখন নাপিত কখন কাসারী
কখন সেকরা কখন শাঁখারী
কখন তামুলী তাতী মণিহারী
তেলী মালী বাজীকর হে।

কখন নাটক কখন চেটক
কখন ঘটক কখন পাঠক
কখন গায়ক কখন গণক
ভারতের মনোহর হে॥ ধ্রু॥

এইরূপে কবি কোলে করিয়া কামিনী।
কামরসে করে ক্রীড়া প্রত্যহ যামিনী॥ ১

কৌতুকে কামিনী লয়ে যামিনী পোহায়।
দিবসে কি রসে রব ভাবয়ে উপায় ॥ ২
টাকা লয়ে বাজার-বেসাতী করে হীরা।
লেখা যোখা তাহার জিজ্ঞাসা নাহি ফিরা ॥ ৩
রন্ধন ভোজন করি ক্ষণেক শুইয়া।
নগর-ভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়া ॥ ৪
আগে হৈতে বহুরূপ জানে যুবরাজ।
নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে কত সাজ ॥ ৫
কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী।
বেদে বাজীকর বৈদ্য বেশে ব্রহ্মচারী ॥ ৬
রায় বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল আমার।
এখন উচিত দেখা করিতে রাজার ॥ ৭
দেখিব রাজার সভা সভাসদগণ।
আচার বিচার রীতি চরিত্র কেমন ॥ ৮
সন্ন্যাসীর বেশে গেলে আদর পাইব।
বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব ॥ ৯
সাত পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
পরচুল জটাভার ভস্ম-কলেবরে ॥ ১০
করে করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা।
বিভূতির গোলা হাতে বাঘে মৃগছালা ॥ ১১
কটিতে কৌপীন ডোর রাঙ্গা বহির্ব্বাস।
মুখে শিবনাম তেজঃ সূর্য্যের প্রকাশ ॥ ১২
উপনীত হৈলা গিয়া রাজার সভায়।
উঠিয়া প্রণাম করে বীরসিংহ রায় ॥ ১৩

নারায়ণ নারায়ণ স্মরে কবিরায়।
শ্বশুরে প্রণাম করে এত বড় দায়॥ ১৪
আর সবে প্রণমিল লুঠিয়া ধরণী।
বিছাইয়া মৃগছালা বসিলা আপনি॥ ১৫
সভাসদ জিজ্ঞাসয়ে শুনহ গোসাই।
কোথা হৈতে আসন আসন কোন ঠাঁই॥ ১৬
নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিলা।
জিজ্ঞাসা করেন রাজা কি হেতু আইলা॥ ১৭
সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাশ্রমে।
আসিয়াছি যাব গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে॥ ১৮
এ দেশে আসিয়া এক শুনিনু সংবাদ।
আইলাম বাপারে করিতে আশীর্ব্বাদ॥ ১৯
রাজার তনয়া নাকি বড় বিদ্যাবতী।
শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥ ২০
করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই।
যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই॥ ২১
অনেকে আসিয়া নাকি গিয়াছে হারিয়া।
দেখিতে আইনু বড় কৌতুক শুনিয়া॥ ২২
বুঝিব কেমন বিদ্যা বিদ্যায় অভ্যাস।
নারীর এমন পণ একি সর্ব্বনাশ॥ ২৩
বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি।
ছাড়িয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম দাস হব তারি॥ ২৪
গুরু-কাছে মাথা মুড়ায়েছি একবার।
তারে গুরু মানিয়া মুড়াব জটাভার॥ ২৫

সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম।
সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম ॥ ২৬
তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়।
নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায় ॥ ২৭
ধরাইব জটাভস্ম পরাইব ছাল।
গলায় রুদ্রাক্ষ হাতে স্ফটিকের মাল ॥ ২৮
তীর্থব্রতে ল'য়ে যাব দেশ-দেশান্তরে।
এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে ॥ ২৯
কাণাকাণি করে পাত্রমিত্র সভাসদ্।
রাজা বলে একি আর ঘটিল আপদ্ ॥ ৩০
তেজঃপুঞ্জ দারুণ সন্ন্যাসী দেখি এটা।
হারাইলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা ॥ ৩১
হারিলে ইহাকে নাকি বিদ্যা দেওয়া যায়।
গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায় ॥ ৩২
সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥ ৩৩
রাজা বলে গোঁসাই বাসায় আজি চল।
করা যাবে যুক্তিমত কালি যেবা বল ॥ ৩৪
সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার।
তবে সে বিচারযোগ্য হইবা বিদ্যার ॥ ৩৫
সে দিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া।
বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া ॥
হায় কেন মাটী খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়।
বিপাক ঘটিল মোরে তোর প্রতিজ্ঞায় ॥ ৩৭

যত রাজপুত্র আনি পলায় হারিয়া।
অভাগী বিদ্যার ভাগ্যে বুঝি নাহি বিয়া॥ ৩৮
এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার।
হারাইবা হারিবা হইল দুই ভার॥ ৩৯
বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই।
এমনি থাকিব আমি যে করে গোঁসাই॥ ৪০
সন্ন্যাসীর রজনীতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ।
দিবসে রাজার কাছে বিদ্যার প্রসঙ্গ॥ ৪১
সভাসদ সকলেরে জিনিয়া বিচারে।
প্রত্যহ সন্ন্যাসী কহে আনহ বিদ্যারে॥ ৪২
প্রত্যহ কহেন রাজা আজি নহে কালি।
তেজস্বী দেখিয়া ভয় পাছে দেয় গালি॥ ৪৩
এইরূপে ধূর্ত্তরাজ করে ধূর্ত্তপনা।
বহুরূপ চিনিতে না পারে কোন জনা॥ ৪৪
ভারত কহিছে ভাল চোরের চলনি।
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী চোর-চূড়ামণি॥ ৪৫

বিদ্যাসহ সুন্দরের রহস্য।

পিলুবারোঁয়া—ঠুংরি।

নাগরি কেন নাগরে হেলিলে।
জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে॥
আপনি নাগর রায় সাধিল ধরিয়া পায়
মঙ্গল-কলস হায় চরণে ঠেলিলে।

পুরুষ পরশমণি যারে ছোঁবে সেই ধনী
মণি ছাড়া যেন ফণী তেমনি ঠেকিলে॥
নলিনী করিয়া হেলা ভ্রমরে না দেয় খেলা
সে করে কুমুদে মেলা কি খেলা খেলিলে।
মান তারে পরিহার সাধি আন আরবার
গুমানে কি করে আর ভারত দেখিলে॥ ধ্রু॥

এক দিন সুন্দরে কহিলা বিদ্যা হাসি।
আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী॥ ১
আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে।
শুনিনু বাপার মুখে জিনিল সভারে॥ ২
রায় বলে কি বলিলা আর বলে নাই।
আমি জানি পরম পণ্ডিত সে গোঁসাই॥ ৩
যবে আমি হেথা আসি দেখা তার সঙ্গে।
হারিয়াছি তার ঠাঁই শাস্ত্রের প্রসঙ্গে॥ ৪
কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয়।
যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়॥ ৫
বিদ্যা বলে আমার তাহাতে নাই কাজ।
রায় বলে কি করিবে দিলে মহারাজ॥ ৬
আমার অধিক পাবে পণ্ডিতকিশোর।
তোমার কি ক্ষতি হবে যে ক্ষতি সে মোর॥ ৭
পুরাতন ফেলাইয়া নতন পাইবে।
ফিরে যদি দেখ হয় ফিরে কি চাহিবে॥ ৮
বিদ্যা বলে এড় মেনে ঠাট কর কত।
নারীর কপাল নহে পুরুষের মত॥ ৯

পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন।
পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন॥ ১০
এরূপে দুজনে ঠাট কথায় কথায়।
কতেক কহিব আর পুথি বেড়ে যায়॥ ১১
এইরূপে রজনীতে করিয়া বিহার।
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার॥ ১২
স্নান-পূজা হেতু গেলা দামোদর-তীরে।
ফুল লয়ে গেলা হীরা রাজার মন্দিরে॥ ১৩
সন্ন্যাসীর কথা শুনি রাণীর মহলে।
আসিয়া বিদ্যার কাছে কহে নানা ছলে॥ ১৪
কি শুনিনু কহ গো নাতিনি ঠাকুরাণি।
সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানে লোকে জানাজানি॥ ১৫
কান্দিয় কহিতে পোড়ামুখে আসে হাসি।
বর না কি আসিয়াছে একটা সন্ন্যাসী॥ ১৬
দাড়ী তার তোমার বেণীরে নাকি বড়।
সন্ধ্যা হৈলে ঘরে ঘরে ঘুঁটে করে জড়॥ ১৭
আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায়।
তামাক আফিং গাঁজা ভাং কত খায়॥ ১৮
ছাই মাখে শরীরে চন্দনে বলে ছার।
দাঁড়াইলে পায় নাকি পড়ে জটাভার॥ ১৯
কিবা ঢুলু ঢুলু আঁখি খাইয়া ধুতুরা।
দেখাইবে বারাণসী প্রয়াগ মথুরা॥ ২০
এত দিনে বাছিয়া মিলিল ভাল বর।
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগম্বর॥ ২১

পরাইবে বাঘছাল ছাই মাথাইবে।
লয়ে যাবে দেশে দেশে সিদ্ধি ঘুটাইবে ॥ ২২
হরগৌরী-বিবাহের হইল কৌতুক।
হায় বিধি কহিতে শুনিতে ফাটে বুক ॥ ২৩
যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার।
সেই বুঝি ঘটাইলা সন্ন্যাসী তোমার ॥ ২৪
হায় চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায় ॥ ২৫
কেমন সুন্দর বর আমি দিনু আনি ॥ ২৬
না কহিয়া বাপ-মায়ে হারাইলা জানি ॥
তোমা হেন রসবতী তার ভাগ্যে নাই।
কি কব তোমারে তারে না দিল গোঁসাই ॥ ২৮
থাকুক সন্ন্যাসী লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে।
সে যাউক সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে ॥ ২৮
বিদ্যা বলে বটে আই বলিলা বিস্তর।
এনেছিলা বটে বর পরম সুন্দর ॥ ২৯
নিত্য নিত্য বলি বটে আনি দেহ তারে।
দেখিয়া পড়েছ ভুলে নার ছাড়িবারে ॥ ৩০
সেই সে আমার পতি যত দিনে পাই।
সন্ন্যাসীর কপালে তোমার মুখে ছাই ॥ ৩১
অদ্যাপি নাতিনী বলি কর পরিহাস।
মরলো নির্লজ্জ আই তুই ত মাশাশ ॥ ৩২
আধ বুড়া হৈলি তবু ঠাট খাটে নাই।
পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনী-জামাই ॥ ৩৩

কেমনে আনিবে তারে ভাবহ উপায়।
এত বলি মালিনীরে করিলা বিদায়॥ ৩৪
হাসিতে হাসিতে হীরা নিবাসে আইল।
সুন্দরেরে সমাচার কহিতে লাগিল॥ ৩৫
শুন বাপা শুনিলাম রাজার বাড়ীতে।
সন্ন্যাসী এসেছে এক বিদ্যারে লইতে॥ ৩৬
জিনিয়াছে রাজসভা বিদ্যা আছে বাকী।
আজি কালি লইবে তোমারে দিয়া ফাঁকী॥ ৩৭
এমন কামিনী পেয়ে নারিলে লইতে।
তোমারে উচিত হয় সন্ন্যাসী হইতে॥ ৩৮
তখনি কহিনু রাজা-রাণীরে কহিতে।
কি বুঝি করিলে মানা নারিনু বুঝিতে॥ ৩৯
এখন সন্ন্যাসী যদি জিনে লয়ে যায়।
চেয়ে রবে ভেল ভেল ভেলকীর প্রায়॥ ৪০
সুন্দর বলেন মাসি এ কি বিপরীত।
বিদ্যা কি বলিল শুনি বলহ নিশ্চিত॥ ৪১
হীরা বলে সে মেনে তোমারি দিকে আছে।
এখনো কহিল লয়ে যেতে তার কাছে॥ ৪২
সুন্দর বলেন মাসি ভাব কেন তবে।
এ বড় আনন্দ মাসি আইশাশ হবে॥ ৪৩
ভারত কহিছে হীরা ভয় কর কারে।
বিদ্যারে সুন্দর বিনা কেবা লৈতে পারে॥ ৪৪

দিবা-বিহার ও মানভঙ্গ।

এক দিন দিবাভাগে কবি বিদ্যা-অনুরাগে
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
দুয়ারে কপাট দিয়া বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া
দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত ॥ ১
রজনীর জাগরণে নিদ্রা যায় অচেতনে
সখীগণ ঘুমায় বাহিরে।
দিবসে ভুঞ্জিতে রতি সুন্দর চঞ্চলমতি
অলি কি পদ্মিনী পাইলে ফিরে ॥ ২
মত্ত হৈলা যুবরাজ জাগিতে না সহে ব্যাজ
আরম্ভিলা মদনের যাগ।
না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর কামরসে হয়ে ভোর
স্বপ্ন বোধে বাড়ে অনুরাগ ॥ ৩
দিবসে রজনী-জ্ঞান চুম্ব আলিঙ্গন দান
বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান।
নিদ্রাবেশে সুখ যত জাগ্রতে কি হয় তত
বুঝ লোক যে জান সন্ধান ॥ ৪
সাঙ্গ হৈল রতিরঙ্গ সুখে হৈল নিদ্রাভঙ্গ
রাঙ্গা আঁখি ঘূর্ণিত অলসে।
বাহিরে আসিয়া ধনী দেখে আছে দিনমণি
ভাবে একি হইল দিবসে ॥ ৫
আতিবিতি ঘরে যায় সুন্দরে দেখিতে পায়
অভিমানে উপজিল মান।

দিবসে নিদ্রার ঘোরে আল্প থালু পেয়ে মোরে
এ কর্ম্ম কেবল অপমান ॥ ৬
ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম
নিদারুণ পুরুষের মন।
এত ভাবি মনোদুখে মৌন হয়ে হেটমুখে
ত্যজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ ॥ ৭
সুন্দর বুঝিল মর্ম্ম ঘাটি হৈল এই কর্ম্ম
কেন কৈনু হইয়া পাগল।
করিনু সুখের লাগি হইনু দুঃখের ভাগী
অমৃতে উঠিল হলাহল ॥ ৮
কি করি ভাবেন কবি অস্তগিরি গেল রবি
রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয়।
করিবারে মানভঙ্গ কবি করে কত রঙ্গ
ক্রোধে উপরোধ কোথা রয় ॥ ৯
ছল করি কহে কবি হের যে উদিত রবি
বিফলে রজনী গেল রামা।
তোর ক্রোধানল লয়ে চন্দ্র আইল সূর্য্য হয়ে
হের দেখ পোড়াইছে আমা ॥ ১০
কেবল বিষের ডালি কোকিল পাড়িছে গালি
ভ্রমর হুঙ্কার দিছে তায়।
সেই কথা দূত হয়ে ঘরেঘরে ফেরে কয়ে
মন্দ মন্দ মলয়ের বায় ॥ ১১
বৃক্ষ হাসে মোর দুখে সুগন্ধ প্রফুল্ল মুখে
সব শত্রু লাগিল বিবাদে।

ভরসা তোমার সবে তুমি না রাখিলে তবে
কে রাখিবে এমন প্রমাদে॥ ১২
অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।
বুকে চাপ কুচগিরি নখাঘাতে চিরি চিরি
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড॥ ১৩
আঁটিয়া কুন্তল ধর নিতম্ব প্রহার কর
আর আর যেবা মনে লয়।
কেন রৈলে মৌনী হয়ে গালি দেহ কটু কয়ে
ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয়॥ ১৪
এরূপে সুন্দর যত চাতুরী কহেন কত
বিদ্যা বলে ঠেকেছেন দায়।
জানেন বিস্তর ঠাট দেখাইব তার নাট
কথা কব ধরাইয়া পায়॥ ১৫
ভাবে কবি মহাশয় লঘু মধ্যে মান নয়
সে হইলে ভাঙ্গিত কথায়।
গুরু মান বুঝি ভাবে চরণে ধরিলে যাবে
দেখি আগে কত দূর যায়॥ ১৬
চতুর কুমার ভাবে জীব-বাক্যে মান যাবে
হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া।
চতুরা কুমারী ভাবে জীব কৈলে মান যাবে
জীব কব কথা না কহিয়া॥ ১৭
জীব বুঝাবার তরে আপন আরতি ধরে
তুলি পরে কনককুণ্ডল।

দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধায় বাধানে সুন্দর রায়
পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কন্দল ॥ ১৮
হৃদে ধরে রাঙ্গাপদ হৃদে যেন কোকনদ
নপুর ভ্রমর-ধ্বনি করে।
ভারত কহিছে সার বলিহারি যাই তার
হেন পদ মাথায় যে ধরে ॥ ১৯

সারীশুকবিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ।

ভূপকল্যাণ—দ্রুতত্রিতালী।

তোমারে ভাল জানি হে নাগর।
কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর ॥
যেমন আপন রীতি পরে দেখ সেই নীতি
ধরম করম-প্রতি কিছু নাহি ডর।
আগে ভাল বল যারে পিছে মন্দ বল তারে
এ কথা কহিব কারে কে বুঝিবে পর ॥
আদর কাজের বেলা তার পরে অবহেলা
জান কত খেলা দেলা গুণের সাগর।
কথা কহ কত মত ভুলায়ে রাখিবে কত
তোমার চরিত্র যত ভারত-গোচর ॥ ধ্রু ॥
চতুর চতুরা পেয়ে চাতুরীর মেলা।
নিত্য নিত্য নূতন নূতন রসে খেলা ॥ ১
সর্ব্বদা বিরল থাকে দুজনার ঘর।
কোন বাধা নাহি পথ মাটীর ভিতর ॥ ২

সুন্দর সুড়ঙ্গপথ দেখায়ে বিদ্যারে।
লয়ে গেল এক দিন হীরার আগারে ॥ ৩
কুমারের পড়া শুখ দেখিয়া কুমারী।
ফিরে আসি ল'য়ে গেল আপনার সারী ॥ ৪
সারীশুকে বিয়া দিলা আনন্দে দুজন।
বেহাই বেহানী বলে বাড়ে সম্ভাষণ ॥ ৫
একাকী আছিল শুক একা ছিল সারী।
দুহে দুহা পেয়ে হৈল মদনবিহারী ॥ ৬
সারীশুক-বিহার দেখিয়া বাড়ে রাগ।
সেইখানে একবার হৈল কামযাগ ॥ ৭
সাড়া পেয়ে হীরা বলে কি শুনিতে পাই।
সুন্দর বলেন শুকে দাড়িম খাওয়াই ॥
কপাটের খিল আঁটা দেখিতে কে পায়।
ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায় ॥ ৯
দুজনে আইলা পুন বিদ্যার আগার।
এইরূপে নানা মতে করেন বিহার ॥ ১০
সুন্দরীর ছিল দিবা-সম্ভোগের ক্রোধ।
এক দিন মনে কৈল দিব তার শোধ ॥ ১১
দিবসে সুন্দর ছিলা বাসায় নিদ্রায়।
সুড়ঙ্গের পথে বিদ্যা আইলা তথায় ॥ ১২
নিদ্রায় অবশ দেখি রাজার নন্দন।
ধীরে ধীরে তার মুখে করিলা চুম্বন ॥ ১৩
সিন্দুর চন্দন সতী পতিভালে দিয়া।
দ্রুত গেলা চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া ॥ ১৪

নারীর পরশ পেয়ে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
শীহরিল কলেবর মাতিল অনঙ্গ ॥ ১৫
আতিবিতি গেল রায় বিদ্যার ভবন।
দেখে বিদ্যা খাটে বসি দেখিছে দর্পণ ॥ ১৬
সুন্দরে দেখিয়া বিদ্যা হাসি দেই লাজ।
এস এস প্রাণনাথ এ কি দেখি সাজ ॥ ১৭
কে দিয়াছে কপালেতে সিন্দুর-চন্দন।
নয়নে পানের পিক দিল কোন জন ॥ ১৮
দর্পণে দেখহ প্রভু সত্য হয় নয়।
দর্পণে দেখিয়া কবি হইলা বিস্ময় ॥ ১৯
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ বুঝিনু আভাস।
মালিনার বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস ॥ ২০
নূতন নূতন বুঝি আনি দেয় হীরা।
কত দিনে মোরে বুঝি না চাহিবে ফিরা ॥ ২১
আমি হৈনু বাসি ফুল ফুরাইল মধু।
কেবল কথায় নাকি রাখা যায় বঁধু ॥ ২২
অনুকূল পতি যদি হয় প্রতিকূল।
ধৃষ্ট শঠ দাক্ষিণ না হয় তার তুল ॥ ২৩
এ বারবৎসর যদি কামে তনু দহে।
তবু যেন লম্পটের সঙ্গে সঙ্গ নহে ॥ ২৪
পরনারী মুখে মুখ দেয় যেই জন।
তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন ॥ ২৫
পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার হয় রুচি।
তারে যে পরশ করে সে হয় অশুচি ॥ ২৬

সুন্দর কহেন রামা কত ভৎর্স আর।
তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার॥ ২৭
তোমার সিন্দূর এই তোমারি চন্দন।
তোমারি পানের পিকে রেঙ্গেছে নয়ন॥ ২৮
এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল।
ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল॥ ২৯
এমনি তোমার পানে রেঙ্গেছি নয়নে।
তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত-স্বপনে॥ ৩০
আপন চিহ্নেতে কেন হইলা খণ্ডিতা।
লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা॥ ৩১
ভাবি দেখি বাসসজ্জা নিত্য নিত্য হও।
উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা এক দিনো নও॥ ৩২
কখন না হইল করিতে অভিসার।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা কে বা সমান তোমার॥ ৩৩
প্রোষিতভর্ত্তৃকা হৈতে বুঝি সাধ যায়।
নহে কেন মিছা দোষ দেখাহ আমায়॥ ৩৪
তোমা ছাড়ি যাব যদি অন্যের নিকটে।
তবে কেন তোমা লাগি আইনু সঙ্কটে॥ ৩৫
তুষ্ট হৈলা রাজসুতা শুনিয়া বিনয়।
মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়॥ ৩৬
ভাঙ্গিল কন্দল দুহে মাতিল অনঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ-প্রসঙ্গে॥ ৩৭
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার।
এইরূপে বহু দিন করয়ে বিহার॥ ৩৮

বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল।
বিয়া মত পুনর্ব্বিয়া সুন্দর করিল ॥ ২৯
খুদমাগা কাদাখেঁড়ু নারিনু রচিতে।
পুথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে ॥ ৪০
অন্নপূর্ণা-মঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ৪১

বিদ্যার গর্ভ।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আ লো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥
কাহারে পিরীতি কৈনু কুল-কলঙ্কিনী হৈনু
আকুল পরাণ মোর অকূল-পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে আগু পাছু নাহি চেয়ে
আপনি করিনু প্রীতি কি দূষিব তারে ॥
লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কাণাকাণি
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যায় যাউক জাতি কুল কে চাহে তাহার মূল
ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভাল বাসে যারে ॥ ধ্রু॥

এইরূপে প্রস্তাবনা করিয়া সুন্দর।
করিলা বিস্তর খেলা কহিতে বিস্তর ॥ ১

দেখহ কালীর খেলা হইতে প্রকাশ।
গর্ভবতী হৈলা বিদ্যা দুই তিন মাস॥ ২
উদর-আকাশে সুত-চাঁদের উদয়।
কমল মুদিল মুখ রজঃ দূর হয়॥ ৩
ক্ষীণ-মাজা দিন পেযে দিনে দিনে উচ।
অভিমানে কালামুখ নম্রমুখ কুচ॥ ৪
স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির।
কাল পেয়ে শিরতোলা দিল যত শির॥ ৫
হরিদ্রা তড়িত চাঁপা সুবর্ণের শাপে।
বরণ পাণ্ডুর বুঝি সমতার তাপে॥ ৬
দোহাই না মনে হাই কথা নাই তায়।
উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায়॥ ৭
অধর-বান্ধুলি মুখ-কমল আশায়।
দুই গণ্ডে গণ্ডগোল অলি মাছি তায়॥ ৮
সর্ব্বদা ওয়াক ছর্দ্দি মুখে উঠে জল।
কত সাধ খেতে সাধ সুস্বাদু অম্বল॥ ৯
মাটী খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।
পোড়া মাটী খেতে রুচি সারিতে সে লাজ॥ ১০
জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার।
অবিরত নিদ্রা বুঝি শোধিতে সে ধার॥ ১১
নিদ্রা না হইত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শয্যায়।
আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায়॥ ১২
বসিলে উঠিতে নারে সর্ব্বদা অলস।
শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস॥ ১৩

গর্ভ দেখি সখীগণ করে কাণাকাণি।
কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা-রাণী ॥ ১৪
হায় কেন মাটী খেয়ে এখানে রহিনু।
না খাইনু না ছুইনু বিপাকে মরিনু ॥ ১৫
ইহার হইল সুখ তারো হৈল সুখ।
হতভাগী মো-সবার ভাগ্যে আছে দুখ ॥ ১৬
পূর্ব্বেতে এ সব কথা হীরা করে ছিল।
লোচনী লোচনখাগী প্রমাদ পাড়িল ॥ ১৭
লুকায়ে এ সব কথা রাখা না কি যায়।
লোকে বলে পাপ কাপ কদিন লুকায় ॥ ১৮
চল গিয়া রাণীরে কহিব সমাচার।
যায় যাবে যার খুন গর্দ্দান তাহার ॥ ১৯
ভারত কহিছে এ দাসীর খাসা গুণ।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন ॥ ২০

গর্ভসংবাদ-শ্রবণে রাণীর তিরস্কার।

যত সখীগণ বিরস-বদন
রাণীর নিকটে যায়।
করি যোড়পাণি নিবেদয়ে বাণী
প্রণাম করিয়া পায় ॥ ১
ঠাকুর-কন্যার যে দেখি আকার
পাণ্ডুবর্ণ পেট ভারি।

গর্ভের লক্ষণ এ ব্যাধি কেমন
ঠাহরিতে কিছু নারি ॥ ২
দেখিলে আপনি যে হৌক তখনি
সকলি হবে বিদিত।
শুনি চমকিয়া চলে শীহরিয়া
মহিষী যেন তড়িত ॥ ৩
আকুল কুন্তলে বিদ্যার মহলে
উত্তরিলা পাটরাণী।
উদর ডাগর দেখি হৈল ডর
রাণীর না সরে বাণী ॥ ৪
প্রণমিতে মারে বিদ্যা নাহি পারে
লজ্জায় পেটের দায়।
কাপড়ে ঢাকিয়া প্রথমে বসিয়া
বৈস বৈস বলে মায় ॥ ৫
গালে হাত দিয়া মাটীতে বসিয়া
অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ভের লক্ষণ করি নিরীক্ষণ
কহে ভালে কর হানি ॥ ৬
ওলো নিশঙ্কিনি কুলকলঙ্কিনি
সাপিনি পাপকারিণি।
শাঁখিনীর প্রায় হরিয়া কাহায়
আনিলি ডাকি ডাকিনি ॥ ৭
ডরে মোর ঘরে বায়ু না সঞ্চরে
ইহার ঘটক কেবা।

সাপের বাসায় ভেকেরে নাচা।
কেমন কুটিনী সে বা॥ ৮
না মিলিল দড়ী না মিলিল কড়া
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ কেমনে এ কাজ
করিলি খাইয়া মোরে॥ ৯
রাজা মহারাজ তারে দিলি লাজ
কলঙ্ক দেশে-বিদেশে।
কি ছাই পড়িলি কি পণ করিলি
প্রমাদ পাড়িলি শেষে॥ ১০
এল কত জন রাজার নন্দন
বিবাহ করিতে তোরে।
জিনিয়া বিচারে না বরিলি কারে
শেষে মিটে গেলি চোরে॥ ১১
শুনি তোর পণ রাজপুত্রগণ
অদ্যাপি আইসে যায়।
শুনিলে এমন হইবে কেমন
বল কি তার উপায়॥ ১২
সন্ন্যাসীটা আছে ভূপতির কাছে
নিত্য আসে তোর পাকে।
কি কব রাজায় না দিল তাহায়
তবে কি এ পাপ থাকে॥ ১৩
আমি জানি ধন্যা বিদ্যা মোর কন্যা
ধন্য ধন্য সর্ব্ব ঠাঁই।

রূপ-গুণযুত যোগ্য রাজসুত
হইবে মোর জামাই ॥ ১৪
রাজার ঘরণী রাজার জননী
রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাদ সব হৈল বাদ
অপবাদ কত সব ॥ ১৫
বিদ্যার মা ছলে যদি কেহ বলে
তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে কাতি দিব গলে
পৃথিবী বিদার দিস ॥ ১৬
অ: লো সখীগণ তোরা বা কেমন
রক্ষক আছিলি ভালে।
সকলে মিলিয়া কুটিনী হইয়া
চূণ-কালি দিলি গালে ॥ ১৭
তোরা তো সঙ্গিনী এ রঙ্গে রঙ্গিণী
এই রসে ছিলি সবে।
ভুলালি আমায় দানি ভাঁড়া যায়
সঙ্গী-ভাঁড়া যায় কবে ॥ ১৮
থাক থাক থাক কাটাইব নাক
আগেত রাজারে কহি।
মাথা মুড়াইব শালে চড়াইব
ভারত কহিছে সহি ॥ ১৯

বিদ্যার অনুনয়।

রাণী যত কহে বিদ্যা মৌনে রহে
লাজে ভয়ে জড় সড়।
ভাবিয়া কান্দিয়া কহে বিনাইয়া
ধূর্ত্তের চাতুরী বড়॥ ১
নিবেদয়ে ধনী শুন গো জননি
কত কহ করে ছল।
কিছু জানি নাই জানেন গোঁসাই
ভাল মন্দ ফলাফল॥ ২
চৌদিকে প্রহরী সঙ্গে সহচরী
বন্দি এ বন্দীর মত।
নাহি কোন ভোগ মিথ্যা অনুযোগ
মা হইয়া কহ কত॥ ৩
রাজার নন্দিনী চির বিরহিণী
মোর সমা কেবা আছে।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
দাঁড়াইব কার কাছে॥ ৪
কি করি বাঁচিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
শূল হৈল বুঝি পেটে।
মুখে উঠে জল অঙ্গে নাহি বল
চাহিতে না পারি হেটে॥ ৫
সবে এক জানি শুন ঠাকুরাণি
প্রত্যহ দেখি স্বপন।

শয়ন-মন্দিরে রায়   বৈকালিক নিদ্রা যায়
সহচরী চামর ঢুলায়।
রাণী আইল ক্রোধ-মনে   নূপুরের ঝনঝনে
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায় ॥ ২
রাণীর দেখিয়া হাল   জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল
কেন কেন কহ সবিশেষ।
রাণী বলে মহারাজ   কি কব কহিতে লাজ
কলঙ্কে পূরিল সব দেশ ॥ ৩
ঘরে আইবড় মেয়ে   কখন না দেখ চেয়ে
বিবাহের না ভাব উপায়।
জামাতার পাবে সুখ   দেখিবে নাতির মুখ
এড়াইবে নিজ বিয়া-দায় ॥ ৪
কি কহিব হায় হায়   জ্বলন্ত আগুন প্রায়
আইবড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে   লোকধর্ম্ম কিসে রবে
দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে ॥ ৫
উচ্চ মাথা হৈল হেট   বিদ্যার হয়েছে পেট
কালামুখ দেখাইবে কারে।
যেমনি আছিল গর্ব্ব   তেমনি হইল খর্ব্ব
অহঙ্কারে গেলে ছারখারে ॥ ৬
বিদ্যার কি দিব দোষ   তারে বৃথা করি রোষ
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা   কদিন সহিবে বালা
কথায় রাখিব কত ঠেলে ॥

সদা মত্ত থাক রাগে কোন ভয় নাহি লাগে
উপযুক্ত প্রহরী কোটাল
এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার
আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল ॥ ৮
যে জন আপনা বুঝে পর-দুঃখ তারে বুঝে
সকলে আপন-ভাবে জানে ।
রাণী গেলা এত ব'লে বীরসিংহ ক্রোধে জ্বলে
বার দিলা বাহির দেয়ানে ॥ ৯
কালান্ত কালের কাল ক্রোধে কহে মহীপাল
কে আছে রে আনত কোটালে ।
ডকাল আছিল যারা শীলে সারা হৈল তারা
কোটালের যে থাকে কপালে ॥ ১০
ডঙ্কারে হুকুম পায় শত শত পোঁজা ধায়
খানেজাদ ঢেলা চোপদার ।
কীল লাথি লাঠি হুড়া চর্ম্ম উড়ে হাড় গুঁড়া
এনে ফেলে মৃতের আকার ॥ ১১
ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে যোড়হাতে রহে চেয়ে
ভারত কহিছে কহে রায় ।
যেমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি
মাথা কাটি তবে দুঃখ যায় ॥ ১২

কপালে আঘাত হানি পালঙ্ক ফেলিতে টানি
দেখিলেক সুড়ঙ্গের পথ ।
ভারত সরসভণে কোটাল সানন্দ-মনে
কালী পূরাইলা মনোরথ ॥ ১৩

কোটালের চোর অনুসন্ধান ।

পিলু—দাদ্‌রা ।

এ বড় চতুর চোর ।
গোকুলে নন্দকিশোর ॥
নারিনু রাখিতে দেখিতে দেখিতে
চিত্ত চুরি কৈল মোর ।
সে দেখে সবারে কে দেখে তাহারে
লম্পট কাল কঠোর ॥
ফেরে পাকে পাকে কাছে কাছে থাকে
চাঁদের যেন চকোর ।
নাচিয়া গাইয়া বাঁশী বাজাইয়া
ভারতে করিল ভোর ॥ ধ্রু ॥

দেখিয়া সুড়ঙ্গ পথ কহিছে কোটাল ।
দেখ রে দেখ রে ভাই এ আর জঞ্জাল ॥ ১
নাহি জানি বিদ্যার কেমন অনুরাগ ।
পাতাল-সুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ ॥ ২
নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক ।
দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক ॥ ৩

হরিস-বিষাদে হৈল একত্র মিলন।
আমারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ॥ ৪
না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥ ৫
কেহ বলে ডাক দিয়া আন সাপুড়িয়া।
এখনি ধরিবে সাপ কান্দনী গাইয়া॥ ৬
কেহ বলে এ কি কথা পাগলের প্রায়।
বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধিশুদ্ধি যায়॥ ৭
এমন গর্ত্তের সাপ না জানি কেমন।
এত দিনে ধরে খাইত কত লোকজন॥ ৮
আর জন বলে ভাই সাপ মেনে নয়।
ভুয়ের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয়॥ ৯
আর জন বলে বুঝি শেয়ালের গাড়া।
ভেকো বলি কেহ হাসে কেহ দেয় তাড়া॥ ১০
তাহারে নির্ব্বোধ বলি আর জন কয়।
সিঁধেলে দিয়াছে সিঁদ মোর মনে লয়॥ ১১
ধূমকেতু তার প্রতি কহিছে রুষিয়া।
কোথায় দিলেক সিঁদ কোথায় পসিয়া॥ ১২
যত জনে যত বল মোরে নাহি ভায়।
আমার কেবল কাল সাপ আসে যায়॥ ১৩
ধরিতে এ কালসাপে পারে কার বাপে।
আমি এই পথে যাব ধরি খাউক্ সাপে॥ ১৪
ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হইনু চোর।
রাজার হজুরে যাওয়া সাধ্য নহে মোর॥ ১৫

যে মার খেয়েছি আজি চোরের অধিক।
এ ছার চাকরি করি ধিক ধিক ধিক॥ ১৬
এত বলি কোটাল সুড়ঙ্গে যেতে চায়।
ভীমকেতু ছোট ভাই ধ'রে রাখে তায়॥ ১৭
ধূমকেতু নামে তার আর সহোদর।
দর্প করি কহে কেন হইলে কাতর॥ ১৮
নাগ নর কিন্নর গন্ধর্ব্ব যদি হয়।
সুরাক পেয়েছি পাব আর কারে ভয়॥ ১৯
পেয়েছে বিদ্যায় লোভ আসিবে অবশ্য।
নারীবেশে থাক সবে করিয়া রহস্য॥ ২০
লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥ ২১
বেদ উপদেশ পড়ে তন্ত্র মন্ত্র ফাঁদে।
নিরাকার ব্রহ্ম দেহফাঁদে পড়ি বাঁধে॥ ২২
নাগ সাপ বলি যদি মনে ভয় আছে।
সাপুড়ে গরুড়মণি আনি রাখ কাছে॥ ২৩
যেমন থাকিত বিদ্যা সখীগণ লয়ে।
নারীবেশে থাক সবে সেই মত হয়ে॥ ২৪
ইথে মৃত্যু নরক বিষম জানা চাই।
বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষতাই॥ ২৫
এখন সে চোর নাহি জানে সমাচার।
আজি যদি জেনে যায় না আসিবে আর॥ ২৬
বেলাবেলি আয়োজন করহ ইহার।
কালকেতু বলে দাদা এই যুক্তি সার॥ ২৭

ভারত-বিরাটপর্ব্বে কহিয়াছে ব্যাস।
এইরূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ। ২৮

কোটালগণের স্ত্রীবেশ।

ঝিঁঝিট—দ্রুতত্রিতালী।

চল সবে চোর ধরি গিয়া।
রমণীমণ্ডল ফাঁদ দিয়া॥
তেয়াগিয়া ভয় লাজ সকলে করহ সাজ
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
খেলে নানা মত খেলা দিবস দুপুর বেলা
চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া।
সে বটে বসন-চোরা তাহারে ধরিব মোরা
পীতধড়া লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হ'য়ে আজি জোড়া ক'রি ল'য়ে
ভারত রহিবে পসরিয়া॥ ধু॥

যুক্তি বটে বলি ধূমকেতু দিল সায়।
মহাবেগে আট ভাই আট দিকে ধায়॥ ১
নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন।
ধরিল নারীর বেশ ভাই দশ জন॥ ২
চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরম সুন্দর।
সে ধরে বিদ্যার বেশ অভেদ বিস্তর॥ ৩
কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে।
কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘাঘরিতে॥ ৪

সূর্য্যকেতু সুলোচনা হেমকেতু হিমী।
জয়কেতু জয়াবতী ভীমকেতু ভীমী ॥ ৫
কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উমী।
যমকেতু যমী হৈল রুদ্রকেতু রুমী ॥ ৬
ধূমকেতু আপনি হইল ধামধূমী।
তিন জন সাপুড়ে মালতী চাঁপী সুমী ॥
বীণা বাঁশী আদি লয়ে গীত বাদ্য রঙ্গ।
গন্ধমাল্য উপভোগে মোহিত অনঙ্গ ॥ ৮
চাঁদড় ঈশার মূল বোঝা বোঝা আনে।
মণিমন্ত্র-মহৌষধি যেবা যত জানে ॥ ৯
শরীর পাঁচিয়া সবে ঔষধ বসায়।
যার গন্ধে মাথা গুঁজি বাসুকী পলায় ॥ ১০
এইরূপে তের জন রহে গৃহমাঝে।
আর সবে আট দিকে রহে নানা সাজে ॥ ১১
থানায় থানায় নিয়োজিল হরকরা।
হুস্যার খবরদার পহরী পহরা ॥ ১২
সোণারায় রূপারায় নায়েব কোটাল।
ফটকে বসিল যেন কালান্তের কাল ॥ ১৩
হীরু নীলু কালী বাঁশী চারি জমাদার।
আগুলিল সহর পনার চারি দ্বার ॥ ১৪
সাত গড়ে চারি সাতে আটাইশ দ্বার।
আঁটিয়া বসিল আটাইশ জমাদার ॥ ১৫
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
কাহনে কাহনে লেখা দেখিতে করাল ॥ ১৬

পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে চতুরঙ্গ দল।
ধূলায় দিবসে নিশা ক্ষিতি টলমল॥ ১৭
খেদাবাঘ বেড়ায় করিয়া ধূমধাম।
খেদাইয়া বাঘ ধরি খেদাবাঘ নাম॥ ১৮
বাঘ রায়বাঘিনী সে কোটালের পিসী।
এমনি কুহক জানে দিনে হয় নিশী॥ ১৯
রাঙ্গা শাড়ী রাঙ্গা শাখা জবামালা গলে।
সিন্দুর কপালভরা খাঁড়া করতলে॥ ২০
এইরূপে তার সঙ্গে সাত শত মেয়ে।
ঘরে ঘরে নানা বেশে ফেরে চেয়ে চেয়ে॥ ২১
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে কোটালের চর।
করিল দারুণ ধূম কাঁপিল সহর॥ ২২
উদাসীন বেপারী বিদেশী যারে পায়।
ধরে লয়ে বেড়ী দিয়া ফাটকে ফেলায়॥ ২৩
বিশেষতঃ পড়ো যদি দেখিবারে পায়।
খুঙ্গী পুথি লইয়া ফাটকে আটকায়॥ ২৪
ক্ষণমাত্রে সহরে হইল হাহাকার।
ফাটক হইল জরাসন্ধ-কারাগার॥ ২৫
কৃষ্ণচন্দ্র-আদেশে ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥ ২৬

ইতি বুধবারের দিবা পালা॥

চোর ধরা।

তোড়ী—দ্রুতত্রিতালী।

আজি ধরা গেল চোর-চূড়ামণি।
মোরা জেগে আছি সকল রমণী॥
ভাঙ্গা গেল যত ভুর চাতুরী হৈল চুর
এড়াইতে নারিবে এমনি।
প্রকাশিয়া ভারি ভূরি অনেক করেছ চুরি
আজি ধরি শিখাব তেমনি॥
হৃদি কারাগার ঘোরে বান্ধিয়া মনের ডোরে
পড়াইব পরাণে এখনি।
সকলেরে ফাঁকি দেহ ধরিতে না পারে কেহ
ভারত না ছাড়িবে অমনি॥ ধ্রু॥

ওথায় ভাবেন বিদ্যা একি পরমাদ।
না জানিল প্রাণনাথ এ সব সম্বাদ॥ ১
না জানি আমার লোভে আসিবেন ঘরে।
হায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে॥ ২
এথায় মদনে মত্ত কুমার সুন্দর।
সুড়ঙ্গের পথে গেলা কুমারীর ঘর॥ ৩
পালঙ্কে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ।
ধরিতে সুন্দর চাঁদে বিদ্যারূপ-ফাঁদ॥ ৪
হাসিয়া হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে।
চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে॥ ৫
কামকথা কহে কবি কামিনী জানিয়া।
চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া॥ ৬

কামে মত্ত কবিবর বুঝিতে না পারে।
হাতে ধরে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গিবারে॥ ৭
আঁখি ঠারে চন্দ্রকেতু নাহি কহে বাণী।
সুন্দর আঁচলে ধরি করে টানাটানি॥ ৮
ধূমকেতু বলে এটা যে দেখি গোঁয়ার।
কি জানি চাঁদেরে ধরি এখে করে আর॥ ৯
[illegible] কতু বামকমী [illegible] চায়
[illegible] এক প [illegible] চাপায়॥ ১০
[illegible] নিরখি সবে দেখে সুন্দরে
[illegible] যক্ষ ভুজঙ্গ [illegible]॥ ১১
[illegible] আছে [illegible] আছে [illegible]
[illegible] মানুষ বটে নহে কোন মায়া॥ ১২
[illegible] মানুষ বটে হইল ভরসা।
কি জানি কি হয় ভয়ে না পারে সাহসা॥ ১৩
চন্দ্রকেতু ঘরের বাহিরে যেতে চায়।
কোথা যাহ বলিয়া সুন্দর ধরে তায়॥ ১৪
বদন চুম্বন করি স্তনে হাত দিল।
খসিল কাঠের কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িল॥ ১৫
কামমদে মত্ত কবি তবু নহে জ্ঞান।
সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি ফুলবাণ॥ ১৬
আজি কেন বিদ্যা হেন ভাবেন সুন্দর।
পাঁজা করি চন্দ্রকেতু ধরিল সত্বর॥ ১৭
তখনি অমনি ধরে আর বার জন।
রায় বলে বিপরীত এ আর কেমন॥ ১৮

বামনূমী বলে শুন ঠাকুর-জামাই।
হুকুম ঠাকুরাণীর ছাড়ি দিব নাই॥ ১৯
এত শুন আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা।
ভাঙ্গিয়া ফেলিলা কুচ কাচুলি ছিঁড়িলা॥ ২০
দেখিয়া কাঠের কুচ চমকে কুমার।
মন্ত্র বুঝি কোটালে নাথানে বার বার॥ ২১
ভারত কহিছে চোর চতুরের চূড়া।
কোটালের ফাঁদেতে শুমান হৈল গুঁড়া॥ ২২

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ।

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরশাণ হান হান হাঁকে॥ ১
চোর ধরি হরি হরি শব্দ করি কয়।
কে আমারে আর পারে আর কারে ভয়॥ ২
জয় কালি ভাল ভালী যত ঢালী গাজে।
দেই লম্ফ ভূমিকম্প জগঝম্প বাজে॥ ৩
ডাকে হাট কাট কাট মালসাট মারে।
কম্পমান বর্দ্ধমান বলবান্ ভারে॥ ৪
হাকে ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে ডাকে ডাকে জাগে।
ভাই মোর দয় তোর পাছে চোর ভাগে॥ ৫
করে পূম অতি ধুম নাহি ঘুম নেত্রে।
হাতকড়ী পায় দড়ী মারে ছড়ি বেত্রে॥ ৬

উঠিল মারে কীল লাগে খিল দাঁতে।
ভয়ে মুখ কাঁপে বুক লাগে চুক আঁতে ॥ ৭
কোন বীর শোষে তীর দেখি ধীর কাঁপে।
খরধার তলবার যমধার দাপে ॥ ৮
কোতোয়াল বলে কাল যাগ্য জালরূপে।
ছাড় শোর হৈল ভোর দিব চোর ভূপে ॥ ৯
সব দল মহাবল খল খল হাসে।
গেল দুখ হৈল সুখ শশিমুখ ভাষে ॥ ১০
সুন্দরেরে শত ফেরে সবে ঘেরে জোরে।
ভাবে রায় হায় হায় একি দায় মোরে ॥ ১১
মরি যেন লোভে যেন কৈনু হেন কাজ।
যাঁর দায় প্রাণ যায় কৈতে পায় লাজ ॥ ১২
কত বরে বিয়া করে কেনা ধরে কারে।
কেবা গণে রোমগনে কত জনে মারে ॥ ১৩
হরি হরি মরি মরি কিবা করি জীয়া।
কষ্ট কহে নাহি সহে তাপে দহে হিয়া ॥ ১৪
রাজা কালি দিবে গালি চুণ কালি গালে।
কিবা সেই মাথা নেই কিবা দেই শালে ॥ ১৫
দরবার সব তার চাব কার পানে।
গেলে প্রাণ পাই ত্রাণ ভগবান্ জানে ॥ ১৬
যার লাগি দুঃখভাগী সে অভাগী চায়।
এ সময় কথা কয় তবু ভয় যায় ॥ ১৭
তার সখা নিরুপমা প্রিয়তমা কেবা।
দেখা নৈল মনে রৈল যত কৈল সেবা ॥ ১৮

সে আমার আমি তার কেবা আর আছে।
সেই সার কেবা আর যাব কার কাছে॥ ১৯
দিক দশ গুণে বশ মহাযশ দেশে।
করিলাম বদকাম বদনাম শেষে॥ ২০
ছাড়ি দাপ করি পাপ পরিতাপ পাই।
অহর্নিশ বিষবিষ পেলে বিষ খাই॥ ২১
এই মত শত শত ভাবে কত তাপ।
নতশির যেন বীর হড়পীর সাপ॥ ২২
ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ।
পরিণাম হরিনাম আর কামপাশ॥ ২৩

সুড়ঙ্গদর্শন।

সুড়ঙ্গের গোতে টের কোটালের সায়।
জন সাতে ধরি হাতে নামি তাতে যায়॥ ১
ঘোরতম নিরুপম কূপসম খানা।
কেহ ডরে পাছু সরে কেহ করে মানা॥ ২
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে দেখি বলে ভাল।
চল ভাই সবে যাই দেখা পাই আল॥ ৩
পায় পায় সবে যায় কাঁপে কায় ডরে।
তোলে শির যত বীর মালিনীর ঘরে॥ ৪
উঠি ঘরে ধূম করে হীরা ডরে জাগে।
ধরি তারে অন্ধকারে সবে মারে রাগে॥ ৫
আল জ্বালি যত ঢালী গালাগালি করে।
কহে চোর ঘরে তোর দে লো মোরতরে॥ ৬

সুড়ঙ্গের পথে কেহ কোটালের তরে।
কেহ গিয়া বার্ত্তা দিয়া তুষ্ট হিয়া করে॥ ৭
কোতোয়াল শুনি ভাল খাঁড়া ঢাল ধরে।
ছুটে বীর যেন তীর মালিনীর ঘরে॥ ৮
হীরারে চুলে ধরে দর্প করি কয়।
কথা জোর বল চোর কে না তোর হয়॥ ৯
দেই গালি বলে শালী কোথা পালি চোরে।
কেটা সেটা কার বেটা বল কেটা মোরে॥ ১০
ভারতের রচিতের অনন্তের ভার।
ভবানীর প্রকাশিত অতুলিত সার॥ ১১

মালিনী-নিগ্রহ।

হীরা কীল খাইয়া বলিছে দোহাই দিয়া।
আমারে যেমন মারিলি তেমন
পাইবি তাহার কিয়া॥ ১
দণ্ডের এ বড় গুণ পিঠেতে মাখয়ে চূণ।
কি দোষ পাইয়া ওরে কোটালিয়া
মারিয়া করিলি খুন॥ ২
এ তিন প্রহর রাতি কি কিয়া কর ডাকাতি।
দোহাই রাজার লুঠিলি আগার
ধরিয়া খাইলি জাতি॥ ৩
কোটাল হাসিয়া কয় কহিতে লাজ না হয়।
মেগে বুড়া শালী বলে জাতি খালি
শুনিয়া লাগয়ে ভয়॥ ৪

হীরা বলে ওরে বেটা তোরে ভয় করে কেটা।
তোর গুণপনা জানে সর্ব্বজনা
পাসরিলি বটে সেটা ॥ ৫

কোটাল কহিছে রাগি কি বলে রে বুড়া মাগী।
ঘরে পোষে চোর আরো কহে জোর।
এ বড় কুটিনী মাগী ॥ ৬

হীরা কহে পুন জোরে কুটিনী বলিলি মোরে।
বাপার মালিনী বলিলি কুটিনী
কালি শিখাইব তোরে ॥ ৭

যুবতী বেটী বহুড়ী না রাখি আপনি বুড়ী।
কার বউ বেটী কারে দিনু ভেটী
যে বলে সে হবে কুড়ী ॥ ৮

লোকের ঝি বউ লয়ে সদা থাক মত্ত হয়ে।
তোর ঘরে যত সকলি অসত
আমি দিতে পারি কয়ে ॥ ৯

ধূমকেতু ক্রোধে ফুলে ভূমে পাড়ে ধরি চুলে।
কুটিনী গন্ধানী বড় যে মস্তানী
উভে উভে দিব শূলে ॥ ১০

আমারে হেন উত্তর এখন না হয় ডর।
রাজার নন্দিনী হয়েছে গর্ভিণী
তুই দিলি চোরা বর ॥ ১১

হীরারে হইল ভয় কাণে হাত দিয়া কয়।
আমি জানি নাই জানেন গোঁসাই
যতো ধর্ম্মস্ততো জয় ॥ ১২

শুনিয়া কোটাল টানে সুরঙ্গের কাছে আনে।
এই পথ দিয়া চুরি কৈল গিয়া
মালিনী বলে কে জানে॥ ১৩

মালিনী বুঝিল মর্ম্ম কোটালে জানায় ধর্ম্ম।
হোমকুণ্ড বলি বুঝি মোরে ছলি
সুন্দরের এই কর্ম্ম॥ ১৪

হাতে লোতে ধরিয়াছে আর কি উপায় আছে।
যার ঘরে সিঁদ সে কি যায় নিদ
ইহা কব কার কাছে॥ ১৫

কোটাল জিজ্ঞাসা করে হীরার কথা না সরে।
চোরের যে ছিল লুঠিয়া লইল
যে ছিল হীরার ঘরে॥ ১৬

পুঁজি পুথি রত্নভারে দিতে হবে সরকারে।
পিঞ্জর সহিত লয় হরষিত
পড়া শুক সারিকারে॥ ১৭

মালিনী অবাক ত্রাসে কোটাল মুচকি হাসে
সুরঙ্গে ফেলিয়া পায়ে হেঁচুড়িয়া
লইল চোরের পাশে॥ ১৮

সুন্দর কহেন হাসি এস গো মাসী হিতাশী।
মালিনী রুষিয়া বলে গালি দিয়া
কে তুই কে তোর মাসী॥ ১৯

কি ছার কপাল মোর আমি মাসী হব তোর।
মাসী মাসী কয়ে ছিলি বাসা লয়ে
কে জানে সিঁদেল চোর॥ ২০

হস্তকুণ্ড ছল পাতি সিঁদ কাটি সারা রাতি।
আই মা কি লাজ করিলি যে কাজ
ভাগ্যে বাঁচে মোর জাতি ॥ ২১

এত দিন আর যাব কারেহ না বাসা দিব।
গিয়া তিন কাল শেষে এই হাল
খত বা নাকে লিখিব ॥ ২২

ওরে বাছা ধূমকেতু মা বাপের পুণ্য হেতু।
কেটে ফেল চোরে ছাড়ি দেহ মোরে
ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু ॥ ২৩

সুন্দর হাসি আকুল মালিনী সকলের মূল।
বিদ্যার মাশাশ মোর আইশাশ
পড়ি দিয়াছিল ভুল ॥ ২৪

কৌতুক না বুঝে হীরা পুনঃপুন করে কিরা।
কি বলে ডেগরা বড় যে চেগরা
ঐ কথা কিরা কিরা ॥ ২৫

কোটাল কহে এ নয় দুহারে থাকিতে হয়।
রাজার নিকটে যাহার যে ঘটে
ভারত উচিত কয় ॥ ২৬

বিদ্যার আক্ষেপ।

প্রভাত হইল বিভাবরী বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা
সখী তোলে ধরাধরি করি ॥ ১

কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে　　ধরা তিতে নয়নের জলে
কপালে কঙ্কণ হানে　　অধীর রুধির বাণে
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে ॥ ২

হায় রে বিধাতা নিদারুণ　　কোন দোষে হইলি বিগুণ
আগে দিয়ে নানা দুখ　　মধ্যে দিনকত সুখ
শেষে দুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ ॥ ৩

রমণীর রমণ পরাণ　　তাহা বিনা কে বা আছে আন
সে পরাণ ছাড়া হয়ে　　যে রহে পরাণ লয়ে
ধিক ধিক তাহার পরাণ ॥ ৪

হায় হায় কি কব বিধিরে　　সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে
শিরোমণি মস্তকের　　মণিহার হৃদয়ের
দিয়া লয় সুখের নিবিরে ॥ ৫

কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া　　শ্বাস বহে অনল জিনিয়া
ইহা কব কার কাছে　　এখনো পরাণ আছে
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া ॥ ৬

প্রভু মোর গুণের সাগর　　রসময় রূপের নাগর
রসিকের শিরোমণি　　বিলাসধনের ধনী
নৃত্য গীত বাদ্যের আকর ॥ ৭

জননী ডাকিনী হৈল মোর　　মোর প্রাণনাথে বলে চোর
বাপ অনর্থের হেতু　　ধূমকেতু ধূমকেতু
বিধাতার হৃদয় কঠোর ॥ ৮

চোর ধরা গেল শুনি রাণী　　অন্তঃপুরে করে কাণাকাণি
দেখিবারে ধায় রড়ে　　কোঠার উপরে চড়ে
কাঁদে দেখি চোরের মুখানি ॥ ৯

রাণী বলে কাহার বাছনি মরে যাই লইয়া নিছনি
কিবা অপরূপ রূপ মদনমোহন-স্বরূপ
ধন্য ধন্য ইহার জননী॥ ১০

কি কহিব বিদ্যার কপাল পেয়েছিনু মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে
তবে কেন হইবে জঞ্জাল॥ ১১

হায় হায় হায় রে গোসাই পেয়েছিনু সুন্দর জামাই
রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই॥ ১২

এইরূপে পুরবধূগণ সুন্দরে বাখানে জনে জন।
কোটাল সত্বর হয়ে চলিল দুজনে লয়ে
ভেট দিতে যেখানে রাজন॥ ১৩

চোর লয়ে কোতোয়াল যায় দেখিতে সকল লোক ধায়।
বালক যুবক জরা কাণ খোড়া কবে ত্বরা
গবাক্ষেতে কুলবধূ চায়॥ ১৪

কেহ বলে এ চোর কেমন এখনি করিল চুরি মন।
বিদ্যারে কে মন্দ বলে ভারত কহিছে ছলে
পতি নিন্দে আপন আপন। ১৫

নারীগণের পতিনিন্দা।

রাগ-ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কারে কব লো যে দুখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার॥

বাঁধা আছি কুলফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয় সদা কলঙ্কিনী কয়
পাপ ননদিনী-ভয় কত সব আর॥
শ্যাম অখিলের পতি তারে বলে উপপতি
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুরুষোত্তম
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার॥ ধ্রু॥
চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি।
আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি॥ ১
কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কাণ।
কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ॥ ২
ভূষণ লয়েছে কাড়ি হাতে পায়ে দড়ী।
কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছড়ী॥ ৩
দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥ ৪
এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন।
দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন॥ ৫
বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল চোর।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা॥ ৬
দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি।
মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি॥ ৭
আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া।
পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ ৮

এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ॥ ৯
সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত॥ ১০
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে॥ ১১
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন॥ ১২
আর রামা বলে সই এত বড় সুখ।
মোর দুখ শুনিলে পলাবে তোর দুখ॥ ১৩
মন্দভাগ্য অন্ধপতি বন্দে মাত্র ভাল।
মোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল॥ ১৪
ভরাপূরা যৌবন উদাসে বাদি শূন্য।
আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপপুণ্য॥ ১৫
আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া॥ ১৬
বদনে রদন নড়ে অদনে বঞ্চিত।
সে মুখ চুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত॥ ১৭
আমার আবেশ দৈবে কোন কালে নয়।
বর্ষ ভাবি তাহার আবেশ যদি হয়॥ ১৮
ঝাঁপনে কাঁপন সারা কেবল উৎপাত।
অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত॥ ১৯
গড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জ্বালায়।
কাজের মাথায় বাজ বাঁচাইতে দায়॥ ২০

আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর।
মোর দুখ শুনি তোর দুখ যাবে দূর॥ ২১
কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেট।
মোটা সোটা মোর পতি বড় ভুঁড়ো পেট॥ ২২
অন্যের শুনিয়া সুখ দুখে পোড়ে মন।
একেবারে নহে কভু চুম্ব-আলিঙ্গন॥ ২৩
বদন চুম্বিতে চাহে আরম্ভিয়া হেটে।
আঁটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফলে পেটে॥ ২৪
একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর।
ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর॥ ২৫
আর রামা বলে ইথে না বলিহ মন্দ।
না চাপিতে চাপ পাও এ বড় আনন্দ॥ ২৬
বামন বন্ধুর পতি কৈতে লাজ পায়।
তপাসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায়॥ ২৭
তাপেতে হইনু জরা না পূরিল সাদ।
হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ॥ ২৮
আর রামা বলে সই না ভাবিহ দুখ।
কোল-শোভা হয়ে থাকে এই বড় সুখ॥ ২৯
রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে॥ ৩০
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বণ॥ ৩১
চতুর্ম্মুখ খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়।
বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায়॥ ৩২

আর রামা বলে সই কিছু ভাল বটে।
নাড়ী ধরিবার বেলা হাতে ধরা ঘটে ॥ ৩৩
রাজসভাসদ পতি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত ॥ ৩৪
ঋতু হৈলে একবার সম্ভবে সন্তাষ।
তাহে যদি পর্ব্ব হয় তবে সর্ব্বনাশ ॥ ৩৫
আর রামা বলে হোক তথাপি পণ্ডিত।
বরমেকাহুতিঃ কালে না করে বঞ্চিত ॥ ৩৬
অবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার ॥ ৩৭
পাপরাশি পাপগ্রহ পাপতিথি তারা।
অভাগারে একদিন না ছাড়িবে পারা ॥ ৩৮
সর্ব্বদা আঙ্গুল পাঁজি করি কাল কাটে।
তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে ॥ ৩৯
আর রামা বলে মন্দ না বলিহ তায়।
পাইলে উত্তম ক্ষণ অবশ্য যোগায় ॥ ৪০
পাঁতিলেখা রাজার মুনশী মোর পতি।
দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি ॥ ৪১
কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তকরার।
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার ॥ ৪২
আর রামা বলে সই ভাল ত মুনশী।
বখশী আমার পতি সদাই খুনশী ॥ ৪৩
কিঞ্চিত কশুর নাহি কশুর কাটিতে।
বেহিসাবে একবিন্দু না পারি লইতে ॥ ৪৪

পরের হাজীর গরহাজীও লিখিতে।
ঘরে গরহাজীরী সে না পায় দেখিতে ॥ ৪৫
ফেরের ফিকিরে ফেরে ফাকি ফুকি লেখে।
কেবল আমার গুণে পত্রমুখ দেখে ॥ ৪৬
আর রামা বলে সই এত গুণ বড়।
উকীল আমার পতি কীল খেতে দড় ॥ ৪৭
স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে।
সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে ॥ ৪৮
আর রামা বলে সই এ ত ভাল শুনি।
আমার আরজবেগী পতি বড় গুণী ॥ ৪৯
আরজীর আটি ফরিয়াদিগণ সঙ্গে।
বাথানিয়া গাই-মত ফিরে অঙ্গভঙ্গে ॥ ৫০
আমি ফরিয়াদী ফরিশাদীর মিশালে।
করিতে না পারে নিসা তালে টোলে টালে ॥ ৫১
আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম।
খাজাঞ্চি আমার পতি সবার অধম ॥ ৫২
চাঁদমুখা টাকা দেই সোণামুখে লয়।
গণি দিতে ছাইমুখো অধোমুখ হয় ॥ ৫৩
পরধন পরে দিতে যত এই হাল।
তার ঠাঁই পানিকোটা খাইতে জঞ্জাল ॥ ৫৪
কহে আর রসবতী গালভরা পান।
পোদ্দার আমার পতি কৃপণ-প্রধান ॥ ৫৫
কোলে নিধি খরচ কাটতে হয় খুন।
চিনির বলদ সবে একখানি গুণ ॥ ৫৬

আমারে ভুলায় লোক রাঙ্গ তামা দিয়া।
সে দেই তাহার শোধ হাত বদলিয়া॥ ৫৭
আর রামা বলে সই এ বড় সুধীর।
অভাগীর পতি হিসাবের মুহরীর॥ ৫৮
শেষ রেতে আসে সারা রাত্তি লিখে পড়ে।
খায়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে॥ ৫৯
গোঁজা-বিদ্যা না জানে হিসাবে দেই গোঁজা।
নিকাশে তাহার গোঁজা তারে হয় গোঁজা॥ ৬০
আর রামা বলে সই এ বটে গম্ভীর।
অভাগীর পতি নিকাশের মুহরীর॥ ৬১
মফঃস্বল সরবরা কেমন না জানে।
অধিক যে দেখে তাহা রদ্দ দিয়া টানে॥ ৬২
জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে ভয়।
পরে কৈলে খরচ তাহারে কটু কয়॥ ৬৩
আর রামা বলে সই এ বড় রসিক।
অভাগীর পতি বাজে-জমার মালিক॥ ৬৪
যমসম ধরিতে পরের বাজে-জমা।
নিজ ঘরে বাজে-জমা না জানে অধমা॥ ৬৫
সবে তার একগুণে প্রাণঝুরে মরে।
বঁধু এলে তার ডরে কেহ নাহি ধরে॥ ৬৬
আর রামা বলে সই এ ত বড় গুণ।
দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন॥ ৬৭
সদা ভাবে কোন ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়।
পড়াভাগ্য নিজে নাহি অন্যেরে পড়ায়॥ ৬৮

হেঁটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়।
পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায়॥ ৬৯
আর রামা বলে সই এ ত শুনি ভাল।
ঘড়েল পতির জ্বালে আমি হৈনু কাল॥ ৭০
ঐ আট পর ঘড়ী পিটে মরে।
তার ঘড়ী কে বাজায় তল্লাস না করে॥ ৭১
রাতি নাহি পোহাইতে দুঘড়ী বাজায়।
আপনি না পারে আরো বন্ধুরে খেদায়॥ ৭২
আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥ ৭৩
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥ ৭৪
বিয়া-কালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে।
পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে॥ ৭৫
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি ঘাটি।
জাতির যেমন হোক কুলে বড় আঁটি॥ ৭৬
দু চারি বৎসর যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার॥ ৭৭
সূতাবেচা কড়ী যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট-মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥ ৭৮
তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥ ৭৯
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥ ৮০

পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যে যাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটী শাক পড়ি সারে॥ ৮১
কামশাস্ত্র জানে কত কারা অলঙ্কার।
কত মতে করে রতি বাঞ্ছারি তার॥ ৮২
শাঁখা সোণা রাঙ্গা শা ী না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণ বিচারের প্রভু॥ ৮৩
ভাবে বুঝি এই চে র বি হৈতে পারে।
তেঁই চুরি করি বিদ্যা ফল ইহারে॥ ৮৪
গোদা কুঁজো কুক্কু ণ ভূত আর যত।
সকলের রমণী সকলে নন্দ কত॥ ৮৫
দ্রুত হয়ে চোর লয়ে চলল কোটাল।
ভারত কহিছে গে যথ মহীপাল॥ ৮৬

রাজসভায় চোর আনয়ন।

কি শোভ সর সভায়।
আইলা না র শ্যামরায়॥
কংসের গায়ন যারা যে বীণা বাজায় তারা
বীণা সে গোবিন্দগুণ গায়।
বীরগণ আছে যত বলে কংস হোক হত
হেন জনে বধিবারে চায়॥
ধীরগণ মনে ভাবে পাপ তাপ আজি যাব
লুঠিব এ চরণ ধূলায়।
ভারত কহিছে কংস কৃষ্ণের প্রধান অংশ
শত্রুভাবে মিত্রপদ পায়॥ ধ্রু॥

বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়।
পাত্র মিত্র সভাসদ বসিয়া সভায়॥ ১
ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মৌরছল।
গোলামগর্দ্দিসে খাড়া গোলাম সকল॥ ২
পাঠক কথক কবি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য গুরু পুরোহিত॥ ৩
পাঁচ পুত্র চারি ভাই ভাই-পুত্র দশ।
ভাগিনীজামাই সাত ভাগিনা ষোড়শ॥ ৪
জামাই বেহাই শ্যালা মাতুল সকল।
জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব বসিয়া দল বল॥ ৫
সমুখে সেফাই সব কাতার কাতার।
যোড় হাতে বুকে ধরে ঢাল তলবার॥ ৬
ঘড়ীয়াল দুই পাশে হাতে বালীঘড়ী।
সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ী॥ ৭
মুসাহেব বসিয়া সকল বরাবর।
আজ্ঞা বিনা কারো মুখে ন সরে উত্তর॥ ৮
মুনশী বখশী বৈদ্য কানগোই কাজি।
আর আর যে সব লোকেরে রাজা রাজি॥ ৯
রবাব তম্বুরা বীণা বাজায়ে মৃদঙ্গ।
নটী কালোয়াত গান গায় নানা রঙ্গ॥ ১০
ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্ত্তকে নাচে গায়।
নকীব সেলাম গায়ে সেলাম জানায়॥ ১১
উজ্জ্বল কজ্জল বাস হাবসী জল্লাদ।
আশাওল মল্লঢালী চেলা খানেজাদ॥ ১২

সমুখে ফিরায় ঘোড়া চাবুক সোয়ার।
মাহুত হাতীর কাঁধে জামায় জোয়ার ॥ ১৩
রাবণের প্রতাপে ববসেছে মহীপাল।
হেন কালে চোর লয়ে দিলেক কোটাল ॥ ১৪
সারী-শুখ খুন্তি-পুথি মালিনী সহিত।
হাজীর করিল চোর নাজীর-বিদিত ॥ ১৫
নারীবেশে দশ ভাই করে দণ্ডবত।
নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত ॥ ১৬
নিবেদিল চোরে ধরিবার সমাচার।
শিরোপা পাইল হাতী ঘোড়া হাতিয়ার ॥ ১৭
হেটমুখে আড়চক্ষে চোরে দেখে রায়।
রাজপুত্র হবে রূপ-লক্ষণে জানায় ॥ ১৮
বাছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যাযোগ্য বর।
কন্ত চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর ॥ ১৯
কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব।
কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব ॥ ২০
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা।
যে হয় করিব পিছে আগে যাউক জানা ॥ ২১
হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল।
এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল ॥ ২২
হীরা বলে ইহার দক্ষিণদেশে ঘর।
পড়ো-বেশে এসেছিল তোমার নগর ॥ ২২
সত্য মিথ্যা কে জানে দিয়াছে পরিচয়।
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজার তনয় ॥ ২৪

বাসা করি রয়েছিল আমার আলয়।
ছেলে বলি ভালবাসি মাসী মাসী কয় ॥ ২৫
বিচারে পণ্ডিত বড় নানা গুণ জানে।
মাটী খেয়ে কয়েছিনু বিদ্যা-বিদ্যমানে ॥ ২৬
চাহিয়াছিলেন বিদ্যা বিয়া করিবারে।
আমি কহিলাম কহ রাণীরে রাজারে ॥ ২৭
কি জানি কি বুঝি বিদ্যা করিলেন মানা।
আনিতে কহেন চুপে কার সাধ্য আনা ॥ ২৭
ইহা বই জানি যদি তোমারি দোহাই।
মরিলে না পাই গঙ্গা দুটী চক্ষু খাই ॥ ২৯
তদবধি বাসা করি আছে মোর ঘরে।
কে জানে কেমন চোর সিঁধে চুরি করে ॥ ৩৯
না জানি কুটিনীপনা দুখিনী মালিনী।
চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী ॥ ৩১
নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন ॥ ৩৩
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয়।
বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয় ॥ ৩৬
রাজার হইল দয়া হীরার কথায়।
ছাড়ি দেহ কহিছে ভারতচন্দ্র রায় ॥ ৩৫

———

চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা।

লোকে মোরে বলে মিছা চোর।
বুঝিবে কেবা এ ঘোর॥
সবে চোর হয়ে মোরে ধরি লয়ে
চোর-বাদ দেই মোর।
দেখিয়া কঠোর প্রাণ কাঁদে মোর
আমারে বলে কঠোর॥
সবে করে পাপ ভুঞ্জিবারে তাপ
মোর পদে দেয় ডোর।
কে মোরে জানিবে কে মোরে চিনিবে
ভারত ভাবিয়া ভোর॥ ধ্রু॥

রাজা বলে কি হইবে ইহারে বধিলে।
অধিক কলঙ্ক হবে স্ত্রীবধ করিলে॥ ১
দূর কর কুটিনীরে মাথা মুড়াইয়া।
গঙ্গা পার কর গালে চূণ কালি দিয়া॥ ২
ঢেকা দিয়া কোটালের ভাই লয়ে যায়।
ধূতী খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায়॥ ৩
রাজার হীরার বাক্যে হইল সংশয়।
আরজবেগীরে কহে লহ পরিচয়॥ ৪
জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ অরে চোর।
কি নাম কাহার বেটা বাড়ী কোথা তোর॥ ৫
চোর কহে আমি রাজবংশের ছাবাল।
কেন পরিচয় চেয়ে বাড়াও জঞ্জাল॥ ৬

তুমি ত আরজবেগী বুঝ দেখি ভাবে।
নীচ বিনা কোথায় ডাকাতী চোর পাবে॥ ৭
চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে।
উচ্চজাতি হৈলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে॥ ৮
তাহারে জিজ্ঞাসা জাতি যে করে আরজ।
তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ॥ ৯
দেমাগ দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয়।
বৈদ্যেরে কহিলা তুমি চাহ পরিচয়॥ ১০
বৈদ্য বলে শুন চোর আমি বৈদ্যরাজ।
মোরে পরিচয় দেহ ইথে নাহি লাজ॥ ১১
চোর বলে জানিলাম তুমি বৈদ্যরাজ।
নাড়ী ধরি বুঝ জাতি কথায় কি কাজ॥ ১২
মুনশী জিজ্ঞাসে আমি রাজার মুনশী।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড়হ খুনসী॥ ১৩
চোর বলে মুনশীজী তুমি সে বুঝিবে।
জামাই হইলে চোর কি পাঠ লিখিবে॥ ১৪
বখশী জিজ্ঞাসে আমি বখশী রাজার।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড় ফের-ফার॥ ১৫
চোর বলে ঠেকিলাম হিসাবের দায়।
পাইবা চোরের জাতি দেখ চেহারায়॥ ১৬
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পরিচয় চায়।
চোর বলে এবার হইল বড় দায়॥ ১৭
বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ লক্ষণা।
জাতি গুণ দ্রব্য কিবা বুঝায় ব্যঞ্জনা॥ ১৮

এইরূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে।
বাক্‌ছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে॥ ১৯
শেষে রাজা আপনি জিজ্ঞাসে পরিচয়।
ভারত কহিছে এই উপযুক্ত হয়॥ ২০

রাজার নিকট চোরের পরিচয়।

কহে বীরসিংহ রায় কহে বীরসিংহ রায়
কাটিতে বাসনা নাহি ঠেকেছে মায়ায়॥ ১
কহ তোমার কি নাম কহ তোমার কি নাম
কিবা জাতি কার বেটা বাড়ী কোন্ গ্রাম॥ ২
কহ সত্য পরিচয় কহ সত্য পরিচয়
মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয়॥ ৩
শুনি কহিছে সুন্দর শুনি কহিছে সুন্দর
কালিকার কিঙ্কর কিঞ্চিত নাহি ডর॥ ৪
শুন রাজা মহাশয় শুন রাজা মহাশয়
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়॥ ৫
আমি রাজার কুমার আমি রাজার কুমার
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥ ৬
বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যাপতি মোর নাম
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥ ৮
শুন শ্বশুর ঠাকুর শুন শ্বশুর ঠাকুর
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর॥ ৮
তুমি ধর্ম্ম-অবতার তুমি ধর্ম্ম-অবতার
অবিচারে চোর বল এ কোন্ বিচার॥ ॰

বিদ্যা করেছিল পণ বিদ্যা করেছিল পণ
সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন ॥ ১০
পণে জাতি কেবা চায় পণে জাতি কেবা চায়
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায় ॥ ১১
দেখ পুরাণ-প্রসঙ্গ দেখ পুরাণ-প্রসঙ্গ
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ ॥ ১২
তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে
বিচারে হারিযা পতি করিল আমারে ॥ ১৩
আমি যে হই সে হই আমি যে হই সে হই
জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই ॥ ১৪
মোর বিদ্যা মোরে দেহ মোর বিদ্যা মোরে দেহ
জাতি ল'য়ে থাক তুমি আমি যাই গেহ ॥ ১৫
বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ
তপ যপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান ॥ ২৬
ক্রোধে কহে মহীপাল ক্রোধে কহে মহীপাল
নাহি দিল পরিচয় কাটরে কোটাল ॥ ১৭
চোর তবু কহে ছল চোর তবু কহে ছল
বিদ্যা না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ॥ ১৮
আমি বিদ্যার লাগিযা আমি বিদ্যার লাগিয়া
আসিযাছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া ॥ ১৯
আমি তোমার সভায় আমি তোমার সভায়
নিত্য আসি নিত্য তুমি ভুলাও আমায় ॥ ২০
তুমি নাহি দিলা [illegible] তুমি নাহি দিলা যেই
সুড়ঙ্গ করিযা আমি গিয়াছিনু তেঁই ॥ ২১

শুনি সভাজন কয় শুনি সভাজন কয়
সেই বটে এই চোর মানুষ ত নয়॥ ২২
চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাটিতে কোটাল
নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল॥ ২৩
চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া॥ ২২
শুনি চমকিত লোক শুনি চমকিত লোক
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক॥ ২৫
ইতি বুধবারের নিশাপালা।

রাজার নিকটে চোরের শ্লোক পাঠ।

দেওবিভাষ—একতালা।

মোর পরাণ-পুতুলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা॥
দেখিতে রাধায় মন সদা ধায়
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার আমি সে রাধার
আর যত সব ধাঁধা॥
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে [illegible] নাহি টলে
রাধাকৃষ্ণপদে বাঁধা॥ ধ্রু॥

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি॥

এখনো সে কনকচম্পক সুবরণী।
তনুলোমাবলী ফুল্লকমলবদনী॥
শুইয়া উঠিল কামবিহ্বললালসা।
প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা॥
কন্যার বর্ণনে রাজা লাজে বলে মার।
চোর বলে মহারাজ শুন আরবার॥ ১

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা॥

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্ব্বথা।
এক রাতি মোর দোষে না কহিল কথা॥
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে।
ছলে হাঁচিলাম জীববাক্য বলাইতে॥
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল।
জানায়ে পরিল কাণে কনককুণ্ডল॥
দগ্ধ হয় তনু তার বৈদগ্ধ ভাবিয়া।
ক্রিয়ায় কহিল জীব কথা না কহিয়া॥
রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই।
তুমি মৈলে তার কি আয়তি রবে নাই॥ ২

ছল পেয়ে কবিরায় কহিতে লাগিলা।
সভা সাক্ষী হৈও রাজা জামাই বলিলা ॥ ৩
ভাল হই মন্দ হই বলিলা জামাই।
ধর্ম্ম সাক্ষী কাটিবারে আর পার নাই ॥ ৪

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥

এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর।
কমঠ বহেন পিঠে ধরণীর ভর ॥
বারিনিধি দুর্ব্বহ বাড়বঅগ্নি বহে।
সুকৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে ॥
লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।
সভাজন কহে চোর মানুষ ত নয় ॥ ৫
ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণয়।
মহাবিদ্যা-স্তুতি করে গুণাকর কয় ॥ ৬
দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী-টীকায় ॥ ৭
হেঁটমুখে ভাবে রাজা কি করি এখন।
না পাইনু পরিচয় এ বা কোন্ জন ॥ ৮
বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয়।
সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয় ॥ ৯
কোটালে কহিলা ঠারে লহ রে মশানে।
ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোর স্থানে ॥ ১০

এইরূপে অনিরুদ্ধ ঊষা হ'রেছিল।
তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল ॥ ১১
লক্ষ্মণা হরিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন।
তার দায়ে বিপাকে ঠেকিল দুর্য্যোধন ॥ ১২
অতএব সহসা বধিবা যুক্তি নয়।
বটে বটে গুরু পাত্র মিত্রগণ কয় ॥ ১৩
কোটাল মশানে চলে লইয়া সুন্দর।
ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর ॥ ১৪
রাজার সভায় সুন্দরের সারী শুক।
ভূপতিরে ভর্ৎসিবারে করিছে কৌতুক ॥ ১৫
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ১৬

শুকমুখে চোরের পরিচয়।

শুকমুখে মুখ দিয়া সারী কান্দে বিনাইয়া
সুন্দরের দুর্গতি দেখিয়া।
সারীর ক্রন্দন ছাঁদে শুক বিনাইয়া কাঁদে
সভাজন মোহিত শুনিয়া ॥ ১
শুক পাকসাট দিয়া সারিকারে খেদাইয়া
নারীনিন্দাছলে নিন্দে ভূপে।
আলো সারি দূর দূর নারীর হৃদয় ক্রূর
পুরুষে মজায় কামকূপে ॥ ২
গুণসিন্ধু-রাজসুত সুন্দর সুগুণযুত
বিদ্যা লাগি মরে গুণমণি।

দস্যুকন্যা মহৌষধে পতি করি সাধু বধে
বিদ্যা বীরসিংহের তেমনি॥ ৩
বিয়া কৈল লুকাইয়া শেষে দিল ধরাইয়া
ডাকাতির দুহিতা রাক্ষসী।
আহা মরি আহা মরি হায় হায় হরি হরি
পতিবধ কৈল পাপীয়সী॥ ৪
তুই সে বিদ্যার সারী শিখিয়াছ গুণ তারি
তুই কবে বধিবি জীবন।
যেমন দেবতা যিনি তেমনি স্বরূপা তিনি
সেই মত ভূষণ বাহন॥ ৫
শুকের শুনিয়া বাণী সবে করে কাণাকাণি
রাজা হৈলা সন্দেহসংযুত।
মালিনী কহিল যাহা শুক পাখী বলে তাহা
চোর বুঝি গুণসিন্ধুসুত॥ ৬
রাজা কহে শুক শুন কি কহিলা কহ পুন
চোরের কি জান পরিচয়।
গুণসিন্ধু রাজা যেই তাহার তনয় এই
বল কিসে হইবে প্রত্যয়॥ ৭
বিদ্যা নিল চুরি করি কোটাল আনিল ধরি
পরিচয় না দেয় চাহিলে
তুমি ত পণ্ডিত হও কেন না কাটিব কও
কেন মোরে ডাকাতি বলিলে॥ ৮
শুক বলে মহাশয় আপনার পরিচয়
রাজপুত্র কেবা কোথা দেই।

ভাটে দেয় পরিচ   ঘটকেরা কুল কয়
বড় মানুষের রীতি এই ॥ ৯
নিজ পরিচয় প্রভু   সুন্দর না দিবে কভু
পাখী আর মোর কথা কিবা।
তুমি ত তাঁহার পা   পাঠাইয়া ছিলা ভাট
ভাটে ডা সকলি জানিবা ॥ ১০
রাজা বলে বটে   ভাটের সর্দ্দারে কয়
কাঞ্চীপুর গিয়াছিল।
জমাদার নিবেদিল   গঙ্গা ভাট গিয়াছিল
আন আজ্ঞা দিল ॥ ১১
ভাটেরে আনিতে দূ   ধায় দশ রজপুত
ওথায় মহাশয়।
পঞ্চাশ-মাতৃকাক্ষরে   কালিকার স্তুতি করে
কবিরাজ গুণাকর কয় ॥ ১২

মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি।

মা কালিকে
কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে।
চণ্ডমণ্ডি মুণ্ডখণ্ড খণ্ডমুণ্ডমালিকে ॥
লট্ট পট্ট দীর্ঘ জট্ট মুক্তকেশজালিকে।
ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্রভালিকে ॥
লীহ লীহ লেলজীহ লক্ক লক্ক-সাজিকে।
হক্ক ঢক্ক ভক্ক রক্ক রক্তরাজিরাজিকে ॥

অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিকে।
মার মার ঘোর ঘোর হিক্কি ভিক্কি ভাষিকে॥
ঢক্ক ঢক্ক হক্ক হক্ক পীতরক্তহালিকে।
থেই থেই থেই থেই নৃত্যগীত-তালিকে॥
ভীতিচূর্ণ কামপূর্ণ কাতিমুণ্ডধারিকে।
শম্ভুবক্ষ পাদলক্ষ পাদপদ্মচারিকে॥
খর্ব্ব খর্ব্ব দৈত্য সর্ব্ব গর্ব্বখর্ব্বকারিকে।
সিংহভাব ঘোররাব ফেরুপালপালিকে॥
এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে।
ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমন্তিকে॥ ধ্রু॥

অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুত-অনুজা।
অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা॥ ১
আদ্যা আত্মরূপা আশা পূরাহ আসিয়া।
আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া॥ ২
ইচ্ছারূপা ইন্দুমুখী ইন্দ্রাণী ইন্দিরা।
ইন্দীবরনয়নী ইঙ্গিতে ইচ্ছ ইরা॥ ৩
ঈশ্বরী ঈপতিজায়া ঈষদহাসিনী।
ঈদৃশী তাদৃশী নহ ঈশান-ঈহিনী॥ ৪
উমা উর উরঃস্থল-উপরে উত্থিতা।
উপকারে উর গো উরগ-উপবীতা॥ ৫
ঊর্দ্ধজটা ঊরুরম্ভা ঊষপ্রকাশিকা।
ঊর্ম্মিতে ফেলিয়া কৈলা ঊষরমৃত্তিকা॥ ৬
ঋতুরূপা তুমি ঋষি-ঋভুক্ষের বৃদ্ধি।
ঋণিচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি॥ ৭

ঋকার স্বর্গের নাম তুমি ঋ-রূপিণী।
ঋ-স্বরূপা রাখ মোরে ঋ-বাসদায়িনী ॥ ৮
ঌকার বেদের নাম তুমি সে ঌকার।
ঌ পড়িলে কি হবে ৡ কি জানে তোমার ॥ ৯
ৡকার দৈত্যের মাতা ৡ ভব-দানব।
ৡকার-স্বরূপা তবু বধিলা ৡ-ভব ॥ ১০
এণরিপুবাহিনী এ একান্তেরে চাও।
একা আনি এখানে এখন কি এড়াও ॥ ১১
ঐশানি ঐহিক সুখে ঐকান্ত বাসনা।
ঐরাবতপতি করে ঐ পদ কামনা ॥ ১২
ওড়পুষ্প-ওষ জিনি ওষ্ঠের ওজস।
ওজোগুণ তরাবার ওপদ ওকস ॥ ১৩
ঔৎপাতিকে ঔপসর্গে তুমি সে ঔষধ।
ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্ব্বদাহে বধ ॥ ১৪
অংস্বরূপা অংশুময়ী অংশে কংস-অরি।
অংহেতে অঙ্কিত অঙ্গ রাখ অঙ্গে করি ॥ ১৫
অঃকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে।
অঃ কি কর অঃস্বরূপা রাখ মোরে তোষে ॥ ১৬
কালী কালকালকান্তা করালী কালিকা।
কাতরে করুণাকর কুণপকর্ণিকা ॥ ১৭
খর খড়্গ খর্পর খেটকে খলনাশা।
খণ্ড খণ্ড কর খলে খলখলহাসা ॥ ১৮
গিরিজা গিরিশী গৌরী গণেশজননী।
গয়া গঙ্গা গীতা গাথা গজারিগমনী ॥ ১৯

ঘন ঘন ঘোরঘটা ঘর্ঘরঘোষিণী।
ঘনঘন ঘুনুঘুনু ঘাঘর ঘা ণ্টণী॥ ২০
ঙকার ভৈরব আর বিষম ঙকার।
ঙকার-স্বরূপা রাখ ঙপদ আমার॥ ২১
চন্দ্রচূড়া চণ্ডঘণ্টা চষক-চূষিকা।
চাতুরীতে চোর কৈল চ হ গো চণ্ডিকা॥ ২২
ছায়ারূপা ছাবালেরে ছাড় ছদ্ম ছল।
ছলে লোক ছিছি বলে আঁখি ছল ছল॥ ২৩
জয় জয় জয়াবতী জলদবরণী।
জয় দেহ জয়ন্তি গো জগতজননী॥ ২৪
ঝঞ্ঝারূপা ঝড়রূপে ঝাঁপ গো ঝটিত।
ঝর ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝর শোণিত॥ ২৫
ঞকার ঘর্ঘর ধ্বনি গায়ন ঞ ার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার॥ ২৬
টঙ্কিণী টমক টাঙ্গী টানিয় ঙ্কার।
টিকি ধরি টানে গো টুটাশ টিটিকার॥ ২৭
ঠাকুরাণী ঠেকাইলা ণ ীক ঠকুঠকে।
ঠেঠায় করিল ঠেঠা ঠকু কল ঠকে॥ ২৮
ডাকিনী ডমরু-ডম্ফে ডাকিয়া ডাগর।
ডামর বিদিত ডঙ্কা দূর কর ডর॥ ২৯
ঢঙ্গনাশা ঢাক ঢোল-ঢেমসা বাদিনী।
ঢেসা দিয়া ঢেকা যাবে ঢাক গো ঢঙ্কিণী॥ ৩০
ণত্ব ণয়ে জ্ঞান ণত্ব ণকারে নির্ণয়।
ণস্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয়॥ ৩১

ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী ।
তাপিত তনয় তব তারহ তারিণী ॥ ৩২
থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে ।
থির কর থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে ॥ ৩৩
দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানবদমনী ।
দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতি-দলনী ॥ ৩৪
ধরিত্রী ধাতার ধাত্রী ধূর্জ্জটির ধন ।
ধন ধান্য ধরা তার ধ্যানের ধারণ ॥ ৩৫
নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী ।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী ॥ ৩৬
পরমেশী পার কর পড়িয়াছি পাপে ।
পণ্ডিত পবিত্র-পদপ্রসঙ্গপ্রতাপে ॥ ৩৭
ফলরূপা ফলফুলপ্রিয়া ফণিপ্রিয়া ।
ফাঁফর করিলা ফেরে ফাঁদেতে ফেলিয়া ॥ ৩৮
বিশালাক্ষী বিশ্বনাথ-বনিতা বিশেষে ।
বিদ্যা দিয়া বিড়ম্বিয়া বধিলা বিদেশে ॥ ৩৯
ভীম ভীমপ্রিয়া ভীমভীষণ-ভাষিণী ।
ভয় ভাঙ্গ ভবানি গো ভবের ভাবিনী ॥ ৪০
মহামায়া মহেশ্বরী মহেশ-মহিলা ।
মোহিয়া মদনমদে মিছা মজাইলা ॥ ৪১
যশোদা যমুনা যজ্ঞরূপা যদুসুতা ।
যমালয় যাই প্রায় এস যবযুতা ॥ ৪২
রক্তবীজ-রক্তরসে রসিতরসনা ।
রাখ গো রঙ্গিণি রণে রৌরবরটনা ॥ ৪৩

লহ লহ লক্ লক্ লোলে লোলজিহী।
লট পট লম্বিত ললিতলটলিহী ॥ ৪৪
বারাহী বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী বালা বালাবলা।
বদ্ধ হৈনু বৰ্দ্ধমানে বাঁচাও বিমলা ॥ ৪৫
শক্তি শিবা শাকম্ভরী শশিশিরোমণি।
শুভ কর শুভঙ্করী শমনশমনী ॥ ৪৬
ষড়ানন-মাতা ষড়রাগ-বিহারিণী।
ষট্‌পদবরণী ষড়-ঋতু-বিলাসিনী ॥ ৪৭
সারদা সকলসারা সর্ব্বত্র সঞ্চার।
সকলে সমান সদা সতের সুসার ॥ ৪৮
হৈমবতী হেরম্বজননী হরপ্রিয়া।
হায় হায় হত হই রাখ গো হেরিয়া ॥ ৪৯
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া ॥ ৫০
সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে।
ভারত কহিছে কালী জানিলা অন্তরে ॥ ৫১

দেবীর সুন্দরে অভয় দান।

বরপুত্র চোর হৈল কোটাল মশানে নৈল
কালীর অন্তরে হৈল রোষ।
সাজ বলি কৈলা রব ধাইল যোগিনী সব
অট্টহাস ঘর্ঘর-নির্ঘোষ ॥ ১
ডাকিনী হাকিনী ভূত শাঁখিনী পেতিনী দূত
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল।

পিশাচ ভৈরব চলে যক্ষ রক্ষ আগুদলে
ঘণ্টাকর্ণ নন্দী মহাকাল ॥ ২
লোল জটা কেশপাশ অট্ট অট্ট অট্ট হাস
চক্র সম রাঙ্গা ত্রিনয়ন।
লোল জিহ্বা লক লক ভালে অগ্নি ধক ধক
কড়মড় বিকট দশন ॥ ৩
মুখ অতি সুবিস্তার স্বক্কেতে রক্তের ধার
শবশিশু শ্রবণে কুণ্ডল।
খড়্গ মুণ্ড বরাভয় চারিহস্ত মোহময়
গলে মুণ্ডমালা দলমল ॥ ৪
দৈত্যনাড়ী গাঁথা থরে কিঙ্কিণী দৈত্যের করে
অস্থিময় নানা অলঙ্কার।
রুধির মাংসের লোভে চারি দিকে শিবা শোভে
ফে-রবে ভুবন চমৎকার ॥ ৫
পদভরে টলমল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
অকাল-প্রলয় নিবারণে।
শিব শবরূপ হয়ে হৃদয়ে সে পদ লয়ে
ধ্যানে শুয়ে মুদ্রিত-লোচনে ॥ ৬
এইরূপে বর্দ্ধমানে রহিলা আকাশযানে
সুন্দরেরে করিয়া অভয়।
মা ভৈবী মা ভৈবী বেটা তোরে বা বধিবে কেটা
তবে আজি করিব প্রলয় ॥ ৭
তোরে রাজা বধে যদি রুধিরে বহাব নদী
বীরসিংহে সবংশে বধিয়া।

তোরে পুন বাঁচাইয়া বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া
ভয় কিরে বিদ্যা-বিনোদিয়া ॥ ৮
দেবীর আকাশ-বাণী শুনিলা সুন্দর জ্ঞানী
আর কেহ শুনিতে না পায়।
উর্দ্ধমুখে কবি চায় দেবীরে দেখিতে পায়
পুলকে পূরিল সব কায় ॥ ৯
কালিকার অনুগ্রহে সুন্দর আনন্দে রহে
দূর হৈল যতেক বন্ধন।
কোটালে সৈন্যের সনে বান্ধিলেক জনে জনে
ডাকিনী যোগিনীভূতগণ ॥ ১০
এরূপে সুন্দর আছে ওথায় রাজার কাছে
গঙ্গা ভাট হৈল উপনীত।
ভারত সরস ভণে শুন সবে একমনে
ভাট-ভূপে কথা সুললিত ॥ ১১

ভাটের প্রতি রাজার উক্তি।

গঙ্গা কহ গুণসিন্ধু মহীপতি নন্দন সুন্দর
কৈঁয়ো নাহি আয়া।
যো সব ভেদ বুঝায় কহা কি ধোঁ নহি তাঁহা
সমুঝায় শুনায়া ॥ ১
কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধি ভুল গয়া
অরু মোহি ভুলায়া ॥
ভট্ট হো অব ভণ্ড ভয়া কবিতাই ভটাই মে
দাগ চঢায়া ॥ ২

খুশ'র কহা বহু প্যার কিয়া গজবাজী দিয়া
শির তাজ ধরায়া।
ঢাল দিয়া তলবার দিয়া জরপোষ কিয়া
সব কাব্য পঢ়ায়া ॥ ৩
গামই নাম মহাকবি নাম দিয়া মণিদাম
বড়াই বঢ়ায়া।
কাম গয়া বরবাদ সবে অরু ভারতীকে
নাহি ভেদ জনায়া ॥ ৪

ভাটের উত্তর।

ভূপ মৈ তিহারি ভট কাঞ্চীপুরে যায়কে।
ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে ॥ ১
হাত জোরি পত্র দীহ্ন শীষ ভূমিনায়কে।
রাজপুত্রিকী কথা বিশেষ মৈ শুনায়কে ॥ ২
রাজপুত্র পত্র বাঁচি পুছি ভেদ ভায়কে।
এক মে হাজার লাখ মৈ কহা বনায়কে ॥ ৩
বুঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায়কে।
আয়নে ভয়া মহাবিয়োগিচিত্ত ধায়কে ॥ ৪
য়্যাহি মে কহা ভয়া কাঁহা গয়া ভুলায়কে।
বাপ মা মহাবিয়োগী দেখনে ন পায়কে ॥ ৫
শোচি শোচি পাঁচ মাহ মৈ তঁহ গমায়কে।
আশুহী কহাহুঁ বাত বর্দ্ধমান আয়কে ॥ ৬
য়্যাদ নাহি হৈ মহীপ মৈ গয়া জনায়কে।
পুছহু দিবানজীসো বথ্‌সিকে মঙ্গায়কে ॥ ৭

বুঝ কে কহে মহীপ ভট্টকে মনায়কে।
চোর কৌন হৈ তু চিহ্ন দেখ দেখ যায়কে ॥ ৮
ভূপকে নিদেশ পায় গঙ্গা যায় ধায়কে।
চোরকো বিলোকি চিহ্ন শীষ ভূমিনায়কে ॥ ৯
বেগমে কহা মহীপ-পাশ ভট্ট আয়কে।
সোহি এহি হৈ কুমার কাঞ্চিরাজরায়কে ॥ ১০
ভাগ হৈ তিহারি ভূপ আপ এহি আয়কে।
বাসমে রহা তিহারি পুত্রিকো বিহায়কে ॥ ১১
চোরকো মশান মে কহা দিও পঠায়কে।
ভাগ মানি আপ যায় লায়হ মনায়কে ॥ ১২
ভট্টকো কহে মহীপ চিত্তমোদ লায়কে।
লায়নে চলে মশান ভারতী বনায়কে ॥ ১৩

সুন্দর-প্রসাদন।

শুনিয়া ভাটের মুখে বীরসিংহ মহাসুখে
ভাটেরে শিরোপা দিলা হাতী।
কুঠার বান্ধিয়া গলে আপনি মশানে চলে
পাত্র মিত্রগণ সব সাতি ॥ ১
মশানেতে গিয়া রায় সুন্দরে দেখিতে পায়
ঊর্দ্ধমুখে দেবতা ধেয়ায়।
কোটাল সৈন্যের সনে বান্ধা আছে জনে জনে
কে বান্ধিল দেখিতে না পায় ॥ ২
শূন্যেতে হুঙ্কার দিয়া ভূত নাচে ধিয়া ধিয়া
ডাকিনী-যোগিনী-হুহুঙ্কার ।

ভৈরবের ভীম রব নৃত্য গীত মহোৎসব
মশানে শ্মশান-অবতার ॥ ৩
দেব অনুভব জানি রাজা মনে অনুমানি
সুন্দরে বিস্তর কৈলা স্তব।
না জানি করিনু দোষ দূর কর অভিরোষ
জানিনু তোমার অনুভব ॥ ৪
হাসিয়া সুন্দর রায় শ্বশুর জেয়ানে তায়
কহিলেন প্রসন্নবদনে।
আপনি হইনু চোর দুঃখ নহে সুখ মোর
তুমি মাত্র দয়া রেখো মনে ॥ ৫
নৃপ বীরসিংহ কয় শুন বাপা মহাশয়
কোটালের কি হবে উপায়।
কিসে হবে বন্ধমুক্তি বলহ তাহার যুক্তি
সুন্দর কহেন শুন রায় ॥ ৬
বিশেষিয়া শুন কই কালিকা আকাশে ওই
অই অনুভবে এ সকল।
পূজা কর কালিকার রক্ষা হবে সবাকার
ইহ-পর-লোকের মঙ্গল ॥ ৭
বীরসিংহ এত শুনি মহা পুণ্য মনে গণি
গুরু পুরোহিত আদি লয়ে।
আনি নানা উপহার পূজা কৈল অন্নদার
স্তুতি কৈলা সাবধান হয়ে ॥ ৮
বীরসিংহ পুন কয় শুন বাপা মহাশয়
অই যে কহিলা কালী কই।

যদ্যপি দেখিতে পাই তবে ত প্রত্যয় যাই
তোমার কৃপায় ধন্য হই ॥ ৯
হাসিয়া সুন্দর রায় আঙ্গুল ছুঁইলা তায়
বীরসিংহ পায় দিব্যজ্ঞান।
দেখি কাল রাঙ্গা পায় আনন্দে অবশ কায়
ভবানী করিলা অন্তর্দ্ধান ॥ ১০
ডাকিনী যোগিনীগণ সঙ্গে গেল সর্ব্বজন
কোটালের বন্ধন ছাড়িয়া।
রাজা রাজ্য জ্ঞান পায় সুন্দরে লইয়া যায়
নিজপুরে উত্তরিলা গিয়া ॥ ১১
সিংহাসনে বসাইয়া বসন ভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈলা সমর্পণ।
করিল বিস্তর স্তব নানামত মহোৎসব
হুলাহুলি দেই রামাগণ ॥ ১২
সুন্দর বিদ্যারে ল'য়ে চোরছিলা সাধু হ'য়ে
কত দিন বিহারে রহিলা।
পূর্ণ হৈল দশ মাস শুভ দিন পরকাশ
বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা ॥ ১৩
ষষ্ঠীপূজা সমাপিলা ছয় মাসে অন্ন দিলা
বৎসরের হইল তনয়।
সুন্দর বিদ্যারে কন যাব আমি নিকেতন
ভারত কহিছে যুক্তি হয় ॥ ১৪

সুন্দরের স্বদেশ-গমন-প্রার্থনা

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—দ্রুত ত্রিতালী।

ওহে পরাণবঁধু যাই গীত গায়ো না।
তিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজায়ো না
তনু মোর হৈল যন্ত্র যত শির তত তন্ত্র
আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচায়ো না।
তুমি বল যাই যাই মোর প্রাণ বলে তাই
বারে বারে ক'য়ে ক'য়ে মুরখে শিখায়ো না॥
অপরূপ মেঘ তুমি দেখি আলো হয় ভূমি
না দেখিলে অন্ধকার আন্ধার দেখায়ো না।
ভারতীর পতি হও ভারতের ভার লও
না ঠেলিয়ো ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না॥ ধ্রু॥

সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন।
তুষ্ট হয়ে কহ মোরে যেবা লয় মন॥ ১
তোমার বাপেরে কয়ে বিদায় করহ।
যদি মোরে ভাল বাস সংহতি চলহ॥ ২
বিদ্যা বলে হোক প্রভু পারিব তাহারে।
বিধিকৃত স্ত্রী-পুরুষ কে ছাড়ে কাহারে॥ ৩
কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ।
এই দেশে প্রভু আর দিনকত রহ॥ ৪
শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা॥ ৫
গঙ্গাহীন সে দেশ এদেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধাসম এ দেশের নীর॥ ৬

বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট।
ন পুন গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট ॥ ৭
সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সি।
জন্মভূমি জননী স্বর্গেব গরীয়সী ॥ ৮
বিদ্যা বলে এতদিন ছিলা চোর হয়ে।
সাধু হয়ে দিনকত থাক আমা লয়ে ॥ ৯
সুন্দর কহেন রামা না বুঝ এখন।
চোর নাম আমার না ঘুচিবে কখন ॥ ১০
কালিকা তোমার চোর করিলা আমারে।
তুমি কি আমারে পার সাধু করিবারে ॥ ১১
তোমার বাপের কাছে তোমার লাগিয়া।
করিয়াছি যাতাযাত সন্ন্যাসী হইয়া ॥ ১২
তুমিহ না জান তাহা না জানে মালিনী।
এমনি তোমার আমি শুন লো কামিনি ॥ ১৩
বিদ্যা বলে এমন সন্ন্যাসী তুমি যেই।
সন্ন্যাসিনী করিতে চাহিয়াছিলা তেঁই ॥ ১৪
পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন।
নারী হৈলে না জানি বা করিতে কেমন ॥ ১৫
কেমনে হইয়াছিলা কেমন সন্ন্যাসী।
দেখিতে বাসনা হয় শুনি পায় হাসি ॥ ১৬
রায় বলে সন্ন্যাসী হইতে কোন্ দায়।
তার মত সন্ন্যাসিনী পাইব কোথায় ॥ ১৭
কোথায় পাইব আর সে সকল সাজ।
চোর দায়ে লুঠিয়া লইলা মহারাজ ॥ ১৮

শুনি বিদ্যা সুলোচনা সখীরে পাঠায়।
সারী শুক খুঙ্গী পুথি তখনি আনায়॥ ১৯
খুঙ্গী হৈতে বাহির করিয়া সেই সাজ।
পূর্ব্বমত সন্ন্যাসী হইলা যুবরাজ॥ ২০
ভারত কহিছে শুন ভারতী গোঁসাই।
পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড়ো নাই॥ ২১

———

বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসীবেশ।

যোগিয়া মিশ্র—দ্রুত ত্রিতালী।

নব নাগরী নাগর মোহনিয়া।
রতি কাম নটী নট সোহনিয়া॥
কত ভাব ধরে কত হাব করে
রসসিন্ধু তরে ভব তারণীয়া।
নূপুর রণ রণ কিঙ্কিণী কণ কণ
ঝঞ্জন ঝনঝন কঙ্কণিয়া॥
লপট লট পট ঝপট ঝট পট
রচিত কচজট কমনিয়া।
কুটিল কটুতর নিমিষ বিষতর
বিষমশর শর দমনিয়া॥
সখী সকল মিলত মধুমঙ্গল গাবত
তত্তকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত—
ঘন বিবিধ মধুররব যন্ত্র বাজাবত
তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া।

ধিধি ধিক্কট ধিক্কট ধিধিকট ধিধি ধেই
ঝিঁঝিঁতক ছিমত্তক ঝিম ঝমক ঝমক ঝেঁই
তত তত্তত তা তা থু থুং থেই থেই
ভারত মানস মাননিয়া ॥ ধ্রু॥

সন্ন্যাসীর শোভা দেখি মোহিলা কুমারী।
সন্ন্যাসিনী হইতে বাসনা হৈল তারি ॥ ১
পূর্ব্বকথা মনে করি হৈল চমৎকার।
নমঃ নারায়ণ বলি কৈলা নমস্কার ॥ ২
রায় বলে নারায়ণি কিবা ভিক্ষা দিবা।
বিদ্যা বলে গোঁসাই অদেয় আছে কিবা ॥ ৩
ভিক্ষাছলে একবার হৈল কামযাগ।
পুনশ্চ কহিছে কবি বাড়াইয়া রাগ ॥ ৪
তোমার বাপের কাছে সভায় বসিয়া।
শুনিয়াছ কহিয়াছি প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥ ৫
সভায় তোমার ঠাঁই হারিলে বিচারে।
মুড়াইয়া জটাভার সেবিব তোমারে ॥ ৬
জিনিলে তোমারে তীর্থব্রতে লয়ে যাব।
বাঘছাল পরাইব বিভূতি মাখাব ॥ ৭
সকলে জানিল আমি জিনিনু এখন।
সন্ন্যাসিনী হও যদি তবে জানি পণ ॥ ৮
বিদ্যা বলে উপযুক্ত যুক্তি বটে এই।
সন্ন্যাসী যাহার পতি সন্ন্যাসিনী সেই ॥ ৯
হাসিয়া ধরিল বিদ্যা সন্ন্যাসিনী-বেশ।
জটাজূট বনাইলা বিনাইয়া কেশ ॥ ১০

মুখচন্দ্রে অর্দ্ধচন্দ্র সিন্দুর উপর।
শাড়ী মেঘডম্বরে করিলা বাঘাম্বর ॥ ১১
ছি বলিয়া ছাই হেন চন্দন ফেলিয়া।
সোণা-অঙ্গে ছাই মাখে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ১২
হীরা নীল পলা মুক্তা যে ছিল গলায়।
দেখিয়া রুদ্রাক্ষমালা ভয়েতে পলায় ॥ ১৩
বসিলেন সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসীর বামে।
দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতি-কামে ॥ ১৪
হর-গৌরী বলি ভ্রম হয় পঞ্চবাণে।
ফুলধনু টান দিয়া ফুলবাণ হানে ॥ ১৫
মাতিল মদনে মহাযোগী মহাভাগ।
কর কত যত মত হৈল কামযাগ ॥ ১৬
পূরণ আহুতি দিয়া কহে কবিরায়।
দক্ষিণে আমারে দেহ দক্ষিণে বিদায় ॥ ১৭
এ কথা শুনিয়া বিদ্যা লাগিলা ভাবিতে।
এত করিলাম তবু নারিনু রাখিতে ॥ ১৮
একান্ত যদ্যপি কান্ত যাবে নিজ বাস।
মোর উপরোধে থাক আরো বার মাস ॥ ১৯
বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পতির।
যে নারী না করে তার বিফল শরীর ॥ ২০
বার মাসে সুখ রামা শুনায় বিস্তর।
ভারত কহিছে তাহে ভুলে কি সুন্দর ॥ ২১

বার মাস বর্ণন।

পরজ—দ্রুত ত্রিতালী।

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে।
প্রাণনাথ এইখানে বার মাস রহ হে॥
বার মাসে ঋতু ছয় লোকে তিন কাল কয়
কাল হয় একালে বিরহ হে।
কোকিলের কলধ্বনি ভ্রমরের গনগনি
প্রলয় মলয়-গন্ধবহ হে॥
বিজুলি জলের ছাট মত্তময়ূরের নাট
মণ্ডুকের কৌতুক দুঃসহ হে।
মজিবে কমলকুল সাজাবে মুলার ফুল
ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে॥ ধ্রু॥

বৈশাখে এ দেশ বড় সুখের সময়।
নানা ফুল-গন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়॥ ১
বসাইয়া রাখিব হৃদয়-সরোবরে।
কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে॥ ২
জ্যৈষ্ঠমাসে পাকা আম্র এ দেশে বিস্তর।
সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর॥ ৩
মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া।
নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া॥ ৪
আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জ্জন।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন॥ ৫
ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পীঠ দিয়া থাকে।
জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে॥ ৬

শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম।
কমল-কুমুদগণে কেবল নিয়ম ॥ ৭
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুত-চকমকি।
দেখিবে শিখীর নাদ ভেক মকমকি ॥ ৮
ভাদ্রমাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি ॥ ৯
ঝরঝরি জলের বায়ুর খরখরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি ॥ ১০
আশ্বিনে এ দেশে দুর্গাপ্রতিমা প্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥ ১১
ন'দে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব ॥ ১২
কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।
দেখিবে আদ্যার মূর্ত্তি অনন্তমহিমা ॥ ১৩
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস ॥ ১৪
অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার ॥ ১৫
নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ।
সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ ॥ ১৬
পৌষমাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড়।
দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড় ॥ ১৭
সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষে।
এ বার করহ ভোগ যে সুখ এ দেশে ॥ ১৮

বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী
ঘরের বাহিরে নহে যেই যুবজানি ॥ ৩৯
শিশিরে কমলবনে বধয়ে পরাণে।
মুলাফুলে ফুলধনু কামিজনে হানে ॥ ২০
বার মাসমধ্যে মাস বিষম ফাগুন।
মলয়পবনে জ্বালে মদন-আগুন ॥ ২১
কোকিল-হুঙ্কার আর ভ্রমর-ঝঙ্কার।
শুষ্ক তরু মঞ্জরিবে কত কব আর ॥ ২২
মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস।
জানাইব নানা মত মদন-বিলাস ॥ ২৩
আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর।
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর ॥ ২৪
অসার সংসারে সার শ্বশুবেব ঘর।
ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর ॥ ২৫
হাসিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর।
তেঁই পাকে বলি চল শ্বশুরের ঘর ॥ ২৬
অবাক্ হইলা বিদ্যা মহাকবি রায়।
শ্বশুর-শ্বাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায় ॥ ২৭
বিস্তর নিষেধ বাক্য ক'য়ে রাজা রাণী।
বিদায় করিলা শেষে করি যোড়পাণি ॥ ২৮
বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর।
দাস দাসী দিলা সঙ্গে সৈন্য বহুতর ॥ ২৮
মালিনী মাসীরে মনে পড়িল তখন।
রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন ॥ ৩০

ভারত কহিছে সুখে চলিলা দুজনা।
কহিব কতেক আর মেয়ের কাঁদনা॥ ৩১

বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশ-যাত্রা।

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে ঘরে গেলা হৃষ্ট হয়ে
বাপ মায় প্রণাম করিলা।
রাজা রাণী তুষ্ট হয়ে পুত্র-বধূ পৌত্র লয়ে
মহোৎসবে মগন হইলা॥ ১
সুন্দরের পূজা লয়ে কালী মূর্ত্তিময়ী হয়ে
দম্পতীরে কহিতে লাগিলা।
তোরা মোর দাস-দাসী শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা॥ ২
ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গ-বাস
নানামতে আমারে তুষিলা। •
এত বলি জ্ঞান দিয়া মায়াজাল ঘুচাইয়া
অষ্টমঙ্গলায় বুঝাইলা॥ ৩
দেবী দিলা দিব্যজ্ঞান দুহে হৈলা জ্ঞানবান্
পূর্ব্ব সর্ব্ব দেখিতে পাইলা।
দেবীর চরণ ধরি বিস্তর বিনয় করি
দুই জনে অনেক কান্দিলা॥ ৪
বাপ মায়ে বুঝাইয়া পুত্রে রাজ্যভার দিয়া
দুইজনে সত্বর চলিলা।
আনন্দে দেবীর সঙ্গে স্বর্গেতে চলিলা রঙ্গে
রাজা-রাণী শোকেতে মোহিলা॥ ৫

বিদ্যা-সুন্দরেরে লয়ে কালিকা কৌতুকী হয়ে
কৈলাসশিখরে উত্তরিলা।
ইতিহাস হৈল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা॥ ৬

বিদ্যাসুন্দর সমাপ্ত।

মানসিংহ।

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান

জয় জয় গঙ্গে জয় জয় গঙ্গে।
হরিপদকমল-কলকলদঙ্গে ॥
টল টল ঢল ঢল চল চল ছল ছল
কলকল তরলতরঙ্গে।
পুটকিত-শিরজট বিঘটিত সুবিকট
লটপট কমঠ ভুজঙ্গে ॥
তরুণ অরুণবর কিরণ বরণ কর
বিধিকর-নিকর-করঙ্গে।
ভুবন ভুবন লয় ভজন ভবিকময়
ভারত ভবভয়ভঙ্গে ॥ ধ্রু

সাঙ্গ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার।
মজুন্দারে মানসিংহ কৈলা পুরস্কার ॥ ১
মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী ন'দে-সন্নিধান ॥ ২
আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা।
কনক-অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা ॥ ৩

পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ ৪
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া।
তুষ্ট কৈলা সকলেরে নানা ধন দিয়া॥ ৫
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে।
কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে॥ ৬
মজুন্দার কহিলা সে দূর বাগোয়ান।
মানসিংহ কহে চল দেখিব সে স্থান॥ ৭
মজুন্দার সঙ্গে রঙ্গে খ'ড়ে পার হয়ে।
বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে॥ ৮
মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া।
অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া॥ ৯
মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই।
দুখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই॥ ১০
তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সঙ্কটে।
বিনা ভয়ে প্রীতি নাই জয়া বলে বটে॥ ১১
ঝড় বৃষ্টি করিবারে মেঘগণে কও।
জলে পরিপূর্ণ করি অন্ন হরি লও॥ ১২
ভবাইর ভাণ্ডারেতে দিয়া শুভদৃষ্টি।
শেষে পুন অন্ন দিবা মিটাইয়া বৃষ্টি॥ ১৩
শুনি দেবী আজ্ঞা দিল যত জলধরে।
ঝড় বৃষ্টি কর মানসিংহের লস্করে॥ ১৪
দেবীর আদেশে ধায় যত জলধর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ১৫

মানসিংহের সৈন্যে ঝড়-বৃষ্টি।

ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে।
শিলা পড়ে তড় তড় ঝড় বহে ঝড় ঝড়
হড়মড় কড়মড় বাজে॥ ধ্রু॥
দশ দিক্ আন্ধার করিলা মেঘগণ।
দুণ হয়ে বহে ঝড় উনপঞ্চাশ পবন॥ ১
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুত চকচকী।
হড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী॥ ২
ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝরঝরী।
চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরী॥ ৩
থরথরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী।
ঘুট ঘুট আঁধার শিলার তড়তড়ী॥ ৪
ঝড়ে উড়ে কানাৎ দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাটে ডুবিল তাম্বুতে এল বান॥ ৫
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতী।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাতি॥ ৬
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥ ৭
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মালমত্তা উরুদু-বাজার॥ ৮
বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া।
কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া॥ ৯
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডু'বে তাহার হা-ভাষে॥ ২

কান্দি কহে খেসেড়ানী হায় রে গোঁসাই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই ॥ ১১
বৎসর পনর ষোল বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার ॥ ১২
হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া।
অনেকে অনাথা কৈল মোরে ডুবাইয়া ॥ ১৩
ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি ॥ ১৪
বাপ্ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়।
উভরায় কাঁদে লোক প্রাণ যায় যায় ॥ ১৫
কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে।
শির খেচে টাকা কড়ি সেই যায় ভেসে ॥
এইরূপে লস্করে দুষ্কর হৈল বৃষ্টি।
মানসিংহ বলে বিধি মজাইল সৃষ্টি ॥ ১৭
গাড়ী করি এনেছিল নৌকা বহুতর।
প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর ॥ ১৮
নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়।
মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায় ॥ ১৯
অন্নপূর্ণা ভগবতী তাহারে সহায়।
ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায় ॥ ২০
নায়ে ভরি লয়ে নানা জাতি দ্রব্যজাত।
রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাত ॥ ২১
দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড়।
বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড় ॥ ২২

কে কোথা বাহির হয় এমন দুর্যোগে।
বাঁচাইলা সকলেরে নানামত ভোগে॥ ২৩
বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায়।
অবশ্য আনিব কিছু তোমার সেবায়॥ ২৩
এইরূপে মজুন্দার সপ্তাহ যাবৎ।
যোগাইলা যত দ্রব্য কি কব তাবৎ॥ ২৫
মানসিংহ জিজ্ঞাসিলা কহ মজুন্দার।
কি কর্ম্ম করিলে পাব এ বিপদে পার॥ ২৬
দৈব-বল কিছু বুঝি আছয়ে তোমার।
এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার॥ ২৭
মানসিংহে বিশেষ কহেন মজুন্দার।
অন্নপূর্ণা বিনা আমি নাহি জানি আর॥ ২৮
মানসিংহ বলে তাঁর পূজার কি ক্রম।
কহিলেন মজুন্দার যে কিছু নিয়ম॥ ২৯
অন্নপূর্ণা-পূজা কৈলা মানসিংহ রায়।
দূর হৈল ঝড় বৃষ্টি দেবীর কৃপায়॥ ৩০
মানসিংহ গেলা মজুন্দারের আলয়।
দেখিলা গোবিন্দদেবে মহানন্দময়॥ ৩১
আসরফী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত।
দিলেন গোবিন্দদেবে কব তাহা কত॥ ৩২
মজুন্দার সে সকল কিছু না লইলা।
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণে বিতরিয়া দিলা॥ ৩৩
ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিলা।
সৈন্য লয়ে মানসিংহ যশোরে চলিলা॥ ৩৪

মানসিংহের যশোহর-যাত্রা।

ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগরা।
বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা॥
পয়দল কলবল ভূতল টলমল
সাজল দলবল অটল সোয়ারা।
দামিনী তক তক জামকী ধক ধক
ঝকমক চকমক খরতর বারা॥
ব্রাহ্মণ রজপুত ক্ষত্রিয় রাহুত
মোগল মাস্তত রণ অনিবারা।
ভাঁড় কালবত নাচত গায়ত
ভারত অভিমত গীত সুধারা॥ ধ্রু॥

চলে রাজা মানসিংহ যশোর-নগরে।
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে॥ ১
ঘোড়া উট হাতী পিঠে নাগারা নিশান।
গাড়ীতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবাণ॥ ২
হাতীর আমারী ঘরে বসিয়া আমীর।
আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির॥ ৩
আগে চলে লালপোশ খাশবরদার।
সিফাই সকল চলে কাতার কাতার॥ ৪
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল॥ ৫
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার।
নটী নট হরকরা উরুদু-বাজার॥ ৬

সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া।
ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া॥ ৭
ধাঢ়ী গায় কড়খা ভাঁড়াই করে ভাঁড়।
মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোকে কাঁড়॥ ৮
আগে পাছে দুই পাশে দুসারি লস্কর।
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর॥ ৯
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া॥ ১০
এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া।
থানা দিলা চারি দিকে মুরুচা করিয়া॥ ১১
শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলবার॥ ১২
প্রতাপ-আদিত্য রাজা তলবার লয়ে।
বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥ ১৩
কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥ ১৪
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥ ১৫
শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ১৬

মানসিংহ ও প্রতাপ-আদিত্যের যুদ্ধ।

ধুধু ধুধু ধু নৌবত বাজে।
ঘন ঘোরঙ্গ ভমভম দামামা দমদম
ঝনন্ন ঝম ঝম ঝাঁজে॥
কত নিশান ফর ফর নিনাদ ধরধর
কামান গর গর গাজে।
সব জুবান রজপুত পাঠান মজবুত
কামান শরযুতসাজে॥
ধরি অনেক প্রহরণ জবীর পহিরন
সিফাইগণ রণ মাজে।
পরি করাইবখতর পোষাক বহুতর
সুশোভিত শির-পর তাজে॥
বসি আমারী ঘর পর আমীর বহুতব
হলায় গজবর রাজে।
নুর ঘশোর চমকত নকীব শত শত
ইঁসার ফুকরত কাজে॥
হয় গজের জরজন সোনার তরজন
পয়োধি ভরহন লাজে।
দ্বিজ ভারত কবিবর বনায় তঁহি পর
প্রতাপ-দিনকর সাজে॥ ধ্রু॥

যুঝে প্রতাপ-আদিত্য যুঝে প্রতাপ-আদিত্য
ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার
সংসার সব অনিত্য॥ ১

শিলাময়ী নামে ছিলা তার ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিলা রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি ॥ ২
বুঝিয়া অহিত গুরু-পুরোহিত
মিলে মানসিংহ রাজে।
লস্কর লইয়া সত্বর হইয়া
প্রতাপ-আদিত্য সাজে ॥ ৩
ধ্ ধ্ ধম্ ধম্ ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম
দামামা দম্‌দম্ বাজে।
হুড় হুড় হুড় দুড় দুড় দুড়
কামানের গোলা গাজে ॥ ৪
সিন্দূর সুন্দর মণ্ডিত মুক্তার
ষোড়শ হলকা হাতী।
পতাকা নিশান রবিচন্দ্র বাণ
অযুতেক ঘোড়া সাতি ॥ ৫
সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুতর
বাহান্ন হাজার ঢালী।
সমরে পশিয়া অন্তরে রুষিয়া
দুই দলে গালাগালি ॥ ৬
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে পায় পায়
গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে।
সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে
মলে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে ॥ ৭

হান হান হাঁকে খেলে উড়া পাকে
পাইকে পাইকে যুঝে।
কামানের ধূমে তম রণভূমে
আত্ম-পর নাহি শুঝে ॥ ৮
তীর-শনশনি গুলি ঠনঠনি
খাঁড়া ঝন ঝন ঝাঁকে।
মুচড়িয়া গোঁফে শূল শেল লোফে
ক্রোধে হান হান হাঁকে ॥ ৯
ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুঠিয়া
গুলিতে মরিছে কেহ।
গোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ ॥ ১০
প্যাতশাহি ঠাটে কবে কেবা আঁটে
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপ-আদিত্য হারে ॥ ১১
শেষে ছিল যারা পলাইল তারা
মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপ-আদিত্যে লৈল ॥ ১২
দল-বল সঙ্গে পুনরপি রঙ্গে
চলে মানসিংহ রায়।
ললিত সুছন্দে পরম আনন্দে
রায় গুণাকর গায় ॥ ১৩

মানসিংহের ভবানন্দ-বাটী-আগমন।

রণজয়ভেরী বাজে রে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড় ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁজে রে॥
রণজয় করি মুণ্ডমালা পরি
কালী সাজে রে।
শ্বেত অলি শিব সে নীলরাজীব
রাজী রাজে রে॥
গাইছে যোগিনী নাচিছে ডাকিনী
দানা গাজে রে।
মহোৎসব যত কি কবে ভারত
সেনা-মাঝে রে॥ ধ্রু

প্রতাপ-আদিত্য রায়ে পিঞ্জরা ভরিয়া।
চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া॥ ১
কচুরায় পাইল যশোরজিত নাম।
সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণমনস্কাম॥ ২
মজুন্দারে মানসিংহ কহিলা কি বল।
পাতশার হুজুরে আমার সঙ্গে চল॥ ৩
পাতশার সহিত সাক্ষাত মিলাইব।
রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব॥ ৪
অন্নপূর্ণা ভগবতী তোমার সহায়।
জয়ী হয়ে যাই আমি তোমার দয়ায়॥ ৫
নানামতে অন্নপূর্ণা দেবীরে পুজিয়া।
চলিলেন মজুন্দারে সংহতি লইয়া॥ ৬

অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়া মজুন্দার।
মানসিংহ-সংহতি চলিলা দরবার॥ ৭
মহামায়া মহেশ্বরী মহিষমর্দ্দিনী।
মোহরূপা মহাকালী মহেশ-মোহিনী॥ ৮
কৃপাময়ি কাতর-কিঙ্করে কৃপাকর।
তোমা বিনা কেবা আর করুণা-আকর॥ ৯
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল॥ ১০
এত দূরে পালা-গীত হৈল সমাপন।
ইতঃপর রজনীতে গা'ব জাগরণ॥ ১১
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥ ১২

ভবানন্দের দিল্লী-যাত্রা।

দিয়া নানা উপচার পূজা করি অন্নদার
দিল্লী-যাত্রা কৈল মজুন্দার।
জননী তাহার সীতা রামসমাদ্দার পিতা
সমর্পিলা পদে অন্নদার॥ ১
শিরে চীরা হীরা তায় বিলাতী খেলাত গায়
নানা বন্ধে কোমর বাঁধিলা।
বিল্বপত্র-ঘ্রাণ লয়ে বন্ধুগণে প্রিয় কয়ে
গোবিন্দ দেবেরে প্রণমিলা॥ ২
বাপ মায় প্রণমিয়া দুই নারী সম্ভাষিয়া
আরোহিলা পালকী-উপর।

জয় অন্নপূর্ণা কয়ে চলিলা সত্বর হয়ে
মঙ্গল দেখেন বহুতর ॥ ৩
ধেনু বৎস এক স্থানে বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে
দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল।
অশ্ব গজ পতাকায় রাজা মানসিংহ রায়
আগে আগে সকল মঙ্গল ॥ ৪
পূর্ণঘট বামপাশে রামাগণ যায় বাসে
গণিকারে মালা বেচে মালী।
ঘৃত দধি মধু মাসে রজত লইযা হাসে
কুজড়ানী দেখাইয়া ডালী ॥ ৫
শুক্লধানে গাঁথি হার কাঞ্চন সুমেরু তার
আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন সীতা।
নকুল সহিত যান বাম দিকে ফিরে চান
শিবারূপে শিবের বনিতা ॥ ৬
নীলকণ্ঠ উড়ি ফিরে মণ্ডলী দিছেন শিরে
অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে।
দেখি যত সুমঙ্গল মজুন্দারে কুতুহল
চলিলা দেবীর গুণ কয়ে ॥ ৭
শিরে চীরা জামা গায় কটি আঁটি পটুকায়
দামু বামু সঙ্গে দুই দাস।
সুতেরে বিদায় দিয়া সীতাদেবী ঘরে গিয়া
নানামত ভাবেন হুতাশ ॥ ৮
বাড়ীর নিকটে খড়ে পার হৈলা নায়ে চড়ে
অগ্রদ্বীপে গেল কুতুহলে।

অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে প্রণমিলা গোপীনাথে
স্নান দান কৈলা গঙ্গাজলে ॥ ৯
মনে করি অনুভব গঙ্গারে করিলা স্তব
কৃতাঞ্জলি হয়ে মজুন্দার।
ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসি বিষ্ণুপাদ-প্রসূতাসি
শিব জটাজূটে অবতার ॥ ১০
বরমিহ তব তীরে শরট করট ফিরে
ন পুনঃ ভূপতি তব দূরে।
রাজ্যলোভে দূরে যাই তবতীরে রাজ্য পাই
এই মনস্কাম যেন পূরে ॥ ১১
স্তবে হয়ে তুষ্ট মন গঙ্গা দিলা দরশন
মজুন্দারে কহেন সরসে।
ধন্য তুমি মজুন্দার ব্রতদাস অন্নদার
আমি ধন্যা তোমার পরশে ॥ ১২
মহাসুখে দিল্লী যাবে মনোমত রাজ্য পাবে
মোর তীরে পাবে অধিকার।
সন্তান হইবে যত সবে হবে অনুগত
অনেক হইবে রাজা তার ॥ ১৩
দিয়া এই বরদান গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান
মজুন্দার হৈলা গঙ্গা পার।
কৃষ্ণচন্দ্র-নৃপাজ্ঞায় রায় গুণাকর গায়
অন্নপূর্ণা সহায় যাহার ॥ ১৪

———

দেশ বিদেশ বর্ণন।

খট্‌-ভৈরবী—দ্রুতত্রিতালী।

চল চল যাই নীলাচলে। (রে আয় ভাই।)
ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে ॥
মহাপ্রভু জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
দেখিব অক্ষয়বটতলে।
খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচিব গাইব কুতুহলে ॥
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈনু হেনমানি
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে।
দেখিয়া সে চাঁদমুখ পাইব কৈবল্য সুখ
সুধন্য ভারত ভূমণ্ডলে ॥ ধ্রু ॥

গঙ্গা পার হইয়া চলিলা মজুন্দার।
ডানি-বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥ ১
জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ।
ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ ॥ ২
গজে মানসিংহ পালকীতে মজুন্দার।
ইন্দ্র সঙ্গে যেমন কুবের অবতার ॥ ৩
এড়ায় মঙ্গলকোট উজানী নগর।
খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর ॥ ৪
সরাই সরাই ক্রমে গেলা বর্দ্ধমান।
পার হৈলা দামোদর করি স্নানদান ॥ ৫

রহে চম্পানগর ডাহিনে কতদূর ।
চাঁদবেনে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর ॥ ৬
জানু মানু ছিল যাহে মনসার দাস ।
হাসন হোসন গিয়া যথা কৈলা বাস ॥ ৭
আমিলা মোগলমারি উচালন গিয়া ।
ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া ॥ ৮
মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া ।
বাঙ্গালার সীমা নেড়াদেউল দেখিয়া ॥ ৯
এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণ গড়ে ।
দাঁতন এড়ায়ে জলেশ্বরে ডেরা পড়ে ॥ ১০
রাজঘাট পার হয়ে বস্তায় বিশ্রাম ।
মহানদ পার হয়ে কটকে মোকাম ॥ ১১
ডাহিনে ভুবনেশ্বর বামে বালেশ্বর ।
বলিহস্তা পাছু করি চলিলা সত্বর ॥ ১২
এড়ায়ে আঠারনালা গেলা নীলাচলে ।
দেখিলেন জগন্নাথ মহাকুতুহলে ॥ ১৩
দিন দশ বার তথা করিয়া বিশ্রাম ।
দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম ॥ ১৪
কৃতার্থ হইলা মহাপ্রসাদ খাইয়া ।
বিমল লোচন হৈলা বিমলা দেখিয়া ॥ ১৫
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে ।
ক্ষেত্রের মহিমা কিছু শুনাহ আমারে ॥ ১৬
বিশেষিয়া কহিতে লাগিলা মজুন্দার ।
রায় গুণাকর কহে সে কথা অপার ॥ ১৭

জগন্নাথপুরীর বিবরণ।

জয় জয় জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
জয় লক্ষ্মী জয় সুদর্শন।
সুধন্য অক্ষয় বট সুধন্য সিন্ধুর তট
ধন্য নীলাচল তপোধন ॥ ১
পূর্ব্বে ছিলা অযোধ্যায় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রা'য়
সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান।
কৃষ্ণ দেখিবারে খেদ স্বপনে পাইলা ভেদ
নীলমাধবের এই স্থান ॥ ২
পুরোহিত পাঠাইল দেখি গিয়া সে কহিল
নীলমাধবের বিবরণ।
মূর্ত্তিমান ভগবান্ দেখিলাম অন্ন খান
সেবা করে ব্যাধ একজন ॥ ৩
করি তার কন্যা বিয়া তাহারি সংহতি গিয়া
দেখিলাম কৃষ্ণের চরণ।
রোহিণী কুণ্ডের কথা কি কব দেখিনু তথা
কাক মরি হৈল নারায়ণ ॥ ৪
ইন্দ্রদ্যুম্ন এত শুনি বড় ভাগ্য মনে গুণি
রাজ্যশুদ্ধ এখানে আইল।
দশ অশ্বমেধ করি বৈতরণী-জল তরি
বন কাটি আসি প্রবেশিল ॥ ৫
দেখে সেই পুরী নাই বালি-পূর্ণ সর্ব্বঠাঁই
শত অশ্বমেধ আরম্ভিল।

স্বপ্ন হৈল গোবিন্দের সে পুরী না পাবে টের
আর পুরী গড়িতে হইল॥ ৬
ইন্দ্রদ্যুম্ন তুষ্ট হৈল স্বর্ণময়ী পুরী কৈল
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে গেল সেই।
রূপা তামাময় আর পুরী কৈল দুইবার
শেষে পুরী পাথরের এই॥ ৭
গোদানে গরুর খুরে মাটী উড়ে যায় দূরে
তাহে এই ইন্দ্রদ্যুম্ন-হ্রদ।
শ্বেতগঙ্গা মার্কণ্ডেয় স্নান কৈলে যম জেয়
পুনর্জ্জন্ম না হয় আপদ॥ ৮
হরি বৃক্ষরূপে আসি সমুদ্রের জলে ভাসি
চতুঃশাখ হয়ে দেখা দিলা।
জগন্নাথ বলরাম ভদ্রা সুদর্শন নাম
চারি মূর্ত্তি বিশাই গড়িলা॥ ৯
দারুব্রহ্ম সর্ব্বাদৃত বিষ্ণুপঞ্জরেতে কৃত
ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপিত সম্পন্ন।
লক্ষ্মী রান্ধি দেন যাহা জগন্নাথ খান তাহা
ব্রহ্মরূপ সেই এই অন্ন॥ ১০
খাইয়া প্রসাদ-ভাত মাথায় বুলায় হাত
আচার বিচার নাহি তায়।
পঞ্চক্রোশ পুরী এই প্রদক্ষিণ করে যেই
শমন সহিত নাহি দায়॥ ১১
শুষ্ক কিবা পর্য্যুষিত দূর দেশে সমানীত
কুক্কুরের বদন-গলিত।

এই অন্ন সুধাময় ভক্তি মাত্র মুক্তি হয়
উৎকলখণ্ডেতে সুবিদিত ॥ ১২
শুনি মানসিংহ রায় পুলকে পূরিত-কায়
প্রণাম করিল নীলাচলে।
কৃষ্ণচন্দ্র-নৃপাজ্ঞায় রায় গুণাকর গায়
জগন্নাথ চরণ কমলে ॥ ১৩

মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি।

চল চল রে ভাই চল চল।
অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা বল বল ॥ ধ্রু ॥

চলিলেন নীলাচলে হয়ে দণ্ডবত।
কত দূরে এড়াইয়া চড়য়া-পর্ব্বত ॥ ১
স্বর্ণরেখা পার হয়ে গেলা সীতাকোল।
কত দূরে সেতুবন্ধ শ্রীরামের পোল ॥ ২
কৃষ্ণা আদি নদী নদ কাঞ্চী আদি দেশ।
এড়াইলা কৌতুক দেখিয়া সবিশেষ ॥ ৩
মারহট্ট বরগির দেশ এড়াইয়া।
কত গিরি বন নদ নদী ছাড়াইয়া ॥ ৪
গুজরাট দেখিয়া সন্তোষ হৈল অতি।
কালকেতু যেখানে দেখিলা ভগবতী ॥ ৫
কত দূরে রহিল মথুরা বৃন্দাবন।
নানা স্থানে নানা দেব করি দরশন ॥ ৬

প্রতাপ-আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।
ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে ॥ ৭
কতদিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত।
সাক্ষাত করিলা পাতশাহের সহিত ॥৮
ঘৃতে ভাজা প্রতাপ-আদিত্য-ভেট দিলা।
কব কত যত মত প্রতিষ্ঠা পাইলা ॥ ৯
পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়।
প্রতাপ-আদিত্য ভাসাইলা যমুনায় ॥ ১০
মজুন্দারে লয়ে গেলা পাতশার পাশে।
ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে ॥ ১১
মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারশী হিন্দুস্থানী ॥ ১২
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥ ১৩
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥ ১৪
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে ॥ ১৫
রায় গুণাকর কহে শুন সভাজন।
মানসিংহ পাতশায় কথোপকথন ॥ ১৬

পাতশাহের নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন।

কহ মানসিংহ রায় গিয়াছিলা বাঙ্গাল
 কেমন দেখিলা সেই দেশ।
করিলা রণ কহ তার বিবরণ
 না জানি পাইলা কত ক্লেশ ॥ ১
মানসিংহ যোড়হাতে অঞ্জলি বান্ধিয়া মাতে
 কহে জাহাপনা সেলামত।
রামজীর কুদরতে মহিম হইল ফতে
 কেবল তোমারি কেরামত ॥ ২
হুকুম শাহন শাহী আর কিছু নাহি চাহি
 জের হৈল নিমকহারাম।
গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল
 বাহাদুরী সাহেবের নাম ॥ ৩
পাতশা হইলা খুসী কহিতে লাগিলা হুষি
 কহ রায় কি চাহ ইনাম।
কহে মানসিংহ-রায় গোলাম ইনাম চায়
 ইনাম সে যাহে রহে নাম ॥ ৪
গিয়াছিনু বাঙ্গালায় ঠেকেছিনু বড় দায়
 সাত রোজ দারুণ বাদলে।
বিস্তর লস্কর মৈল অবশেষে যাহা রৈল
 উপবাসী সহ দলবলে ॥ ৫
ভবানন্দ মজুন্দার নাম খুব হুশিয়ার
 বাঙ্গালি বামণ এই জন।

সপ্তাহ খোরাক দিল সকলেরে বাঁচাইল
ফতে হৈল ইহারি কারণ ॥ ৬
অন্নপূর্ণা নামে দেবী তাঁহার চরণ সেবি
কেরামত কামাল ইহার।
সে দেবীর পূজা দিয়া ঝড় বৃষ্টি নিবারিয়া
যোগাইল সকলে আহার ॥ ৭
রাজ্য দিব কহিয়াছি সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি
গোলাম কবুলে পার পায়।
স্বদেশে রাজাই পায় দোয়াদিয়া ঘরে যায়
ফরমান ফরমাহ তায় ॥ ৮
দেখা কৈল হজরতে বজা আনে খেদমতে
গোলামের এই বড়ই নাম ॥
শুনিয়া এ কথা তার ক্রোধ হইল পাতশার
ভারত ভাবিছে পরিণাম ॥ ৯

পাতশাহের দেবতা-নিন্দা।

এ ফের বুঝিবে কে বা॥
তারে শুঝে বুঝে যে বা ॥
নিত্য নিরঞ্জন সত্য সনাতন।
মিথ্যা যত দেবী দেবা।
নিরূপ যে ভাবে স্বরূপ-প্রভাবে
বুঝি কিছু বুঝে সে বা॥

ঈশ্বরের নামে তরি পরিণামে
কে বা গয়া গঙ্গা রেবা॥
ভারত ভূতলে যে করে যে বলে
সব ঈশ্বরের সেবা॥ ধ্রু

পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়।
গজব করিলা তুমি আজব কথায়॥ ১
লস্করে দু-তিন লাখ আদমী তোমার।
হাতী ঘোড়া উট গাধা খচ্চর যে আর॥ ২
এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া।
বামণ খোরাক দিল অন্নদা পুজিয়া॥ ৩
শয়তান দিল দাগা ভূতেরে পুজায়।
আল চাউল বেড়ে কলা ভুলাইয়া খায়॥ ৪
আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে শরম॥ ৫
শয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরাণ।
ঝুট মুট পড়ি মরে আগম পুরাণ॥ ৬
গোঁসাই মর্দ্দের মুখে হাত বুলাইয়া।
আপনার নূর দিলা দাড়ী গোঁফ দিয়া॥ ৭
হেন দাড়ী বামণ মুড়ায় কি বিচারে।
কি বুঝিয়া দাড়ী গোঁফ সাঁই দিল তারে॥ ৮
আর দেখ পাঁঠাপাঁঠী না করি জবাই।
উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোঁসাই॥ ৯
হালাল না করি করে নাহক হালাক।
যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক॥ ১০

ভাতের কি কব পান পানীয় আয়েব।
কাজী নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব ॥ ১১
আর দেখ নারীর খশম মরি যায় ॥
নকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায় ॥ ১২
ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে।
বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে ॥ ১৩
মাটী কাঠ পাথরের গড়িয়া মূরুত।
জীউ দান দিয়া পূজে নানামত ভূত ॥ ১৪
আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে ॥
ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে ॥ ১৫
বিশেষে বামণ জাতি বড় দাগাদার।
আপনারা এক জপে আরে বলে আর ॥ ১৬
পরদার পাপ বলি বাঁদী রাখে নাই।
দুঃখ ভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোঁসাই ॥ ১৭
বন্দগী করিবে বান্দা জমীনে ঠুকিয়া।
করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া ॥ ১৮
মিছা ফাঁদে পড়ি হিন্দু কাহা না বুঝিয়া।
যারে তারে সেবা দিই ভূমে মাথা দিয়া ॥ ১৯
যতেক বামণ মিছা পুথি বানাইয়া।
কাফর করিল লোকে কোফর পড়িয়া ॥ ২০
দেবী বলি দেই গাছে বড়ায় সিন্দূর।
হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর ॥ ২১
বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।
পান পানী খানা পিনা আয়েব না করে ॥ ২২

দাড়ী রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায়।
কাণ ফোড়ে টিকী রাখে এই মাত্র দায়॥ ২৩
আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই॥ ২৪
জন কত তোমরা গোঁয়ার আছ জানি।
মিছা লয়ে ফের বেইমানী হিন্দুয়ানী॥ ২৫
দেহ জ্বলি যায় মোর বামণ দেখিয়া।
বামণেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া॥ ২৬
প্রতাপ-আদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায়।
গালিমী করিল তাহে পাঠানু তোমায়॥ ২৭
কাফর বাঙ্গালি হিন্দু বেদীন বামণ।
তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন॥ ২৮
বুঝিলাম অন্নপূর্ণা ভূত দেখাইয়া।
ভুলাইল বামণ তোমারে বাজী দিয়া॥ ২৯
এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত।
মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত॥ ৩০
আর কিছু ইনাম মাগিয়া লহ রায়।
বামণেরে বল ভূত দেখাকু আমায়॥ ৩১
আগু হয়ে মজুন্দার কহিতে লাগিলা।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা॥ ৩২

পাতশাহের প্রতি মজুন্দারের উত্তর।

এ কথা কব কেমনে।
নর নিন্দে নারায়ণে ॥
যেই নিরাকার সেই সে সাকার
তাঁরি রূপ ত্রিভুবনে।
তেজঃ ভাবে যোগী দেবী ভাবে ভোগী
কৃষ্ণ ভাবে ভক্ত জনে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের বিশ্রাম
কেবল তাঁরে ভজনে।
ভারতের সার গোবিন্দ সাকার
নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে ॥ ধ্রু

মজুন্দার কহে জাহাপনা সেলামত।
দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত ॥ ১
হিন্দু মুসলমান আদি জীব-জন্তু যত।
ঈশ্বর সভার এক নহে দুই মত ॥ ২
পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে ॥ ৩
ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ীর যতন।
টিকী কাটি নেড়া মাথা এ যুক্তি কেমন ॥ ৪
কর্ণবেধে যদি হয় হিন্দু গুণাগার।
সুন্নতের গুণা তবে কত গুণ তার ॥ ৫
মাটী কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর ॥ ৬

তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই। ৭
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সোণা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার ॥ ৮
দেব দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়।
স্ত্রীপুরুষ বিনা কোথা সন্তান যোজায় ॥ ৯
দেবীপূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া।
যবনেরা জব করে পেটের লাগিয়া ॥ ১০
দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দূর দেই গাছে।
শূন্য ঘরে নমাজ কি কাজ তাহে আছে ॥ ১১
খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়।
একে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ষাঁড় ॥ ১২
ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ।
শয়তান বাজী সেই এ যদি প্রমাণ ॥ ১৩
সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়।
সেই শয়তান-বাজী কহিতে কি ভয় ॥ ১৪
হিন্দুরে সুন্নত দিয়া কর মুসলমান।
কাণে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ ॥ ১৫
কারসাজী বলি কর্ণবেধে বল বাজী।
ভেবে দেখ সুন্নত বিষম কারসাজী ॥ ১৬
বেদমন্ত্র না মানিয়া কলমা পড়ায়।
তবে জানি সেই ক্ষণে সে মন্ত্র ভুলায় ॥ ১৭
প্রণাম করিতে মাথা দিল যে গোঁসাই।
সংসারে যে কিছু মূর্ত্তি তাহা ছাড়া নাই ॥ ১৮

ভেদ জ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভাবিয়া।
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া॥ ১৯
সূর্য্যরূপে ঈশ্বরের পূর্ব্বেতে উদয়।
পূর্ব্বমুখে পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয়॥ ২০
পশ্চিমে সূর্য্যের অস্ত সে মুখে নামাজ।
যত করে মুসলমান সকলি অকাজ॥ ২১
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব।
না মানে না করে খানাপিনার আয়েব॥ ২২
বাম হস্ত নাপাক তসবী জপে তায়।
হিন্দুরে নাপাক বলে এত বড় দায়॥ ২৩
উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের।
হায় হায় জবনের কি হবে আখের॥ ২৪
জবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥ ২৫
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥ ২৬
মজুন্দার কৈলা যদি এ সব উত্তর।
ক্রুদ্ধ হৈলা জাহাঙ্গীর দিল্লীর ঈশ্বর॥ ২৭
নাজিরে কহিলা বন্দী কররে বামণে।
দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে॥ ২৮
ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ চলিল বাসায়।
রচিল পাঁচালী ভারতচন্দ্ররায়॥ ২৯

দাসু বাসুর খেদ।

পাতশার আজ্ঞা পায়　　নাজির সত্বরে ধায়
মজুন্দারে কয়েদ করিল।
দিলেক হাবসি খানা　　অন্ন-জল কৈল মানা
দ্রব্যজাত লুঠিয়া লইল॥ ১

কাহার প্রভৃতি যারা　　ছুটিয়া পলায় তারা
দাসু বাসু কান্দে উভরায়।
হায় হায় হরি হরি　　বিদেশে বিপাকে মরি
ঠাকুরের কি হইল দায়॥ ২

দাসু বলে বাসু ভাই　　পলাইয়া চল যাই
কি হইবে বিদেশে মরিলে।
বিস্তর চাকরী পাব　　বিস্তর পরিব খাব
কোনরূপে পরাণ থাকিলে॥ ৩

যুবতী রমণী আছে　　না রয়ে তাহার কাছে
কেন আসু বামণের সাতে।
নারী রৈল মুখ চেয়ে　　তবু আল্লামাটী খেয়ে
তারি ফল পাসু হাতে হাতে॥ ৪

দিবসে মজুরী করে　　রজনীতে গিয়া ঘরে
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।
নারী ছাড়ি ধন-আশে　　যেই থাকে পরবাসে
তার বড় কেবা আছে দুখী॥ ৫

কান্দিয়া কহিছে বাসু　　উচিত কহিল দাসু
এই দুঃখে মোর প্রাণ কাঁদে।

মরি তাহে দুঃখ নাই   নারী রৈলা কোন ঠাঁই
বিধাতা ফেলিল একি কাঁদে॥ ৬
কুড়ি টাকা পণ দিয়া   নূতন করিনু বিয়া
এক দিনো শুতে না পাইনু।
কাদাখোঁছু হইয়াছে   পুনর্ব্বিয়া বাকি আছে
মাটী খেয়ে বিদেশে আইনু॥ ৭
হেদে বামণের ছেলে   আগু পাছু নাহি চেলে
দিল্লী আইল রাজা(ই) করিতে।
দুধে ভাতে ভাল ছিল   হেন বুদ্ধি কেটা দিল
পাতশার দেয়ানে আসিতে॥ ৮
মানসিংহ সঙ্গ পেয়ে   রাজা হৈতে এলো ধেয়ে
এখন সে মানসিংহ কই।
গাঁজা-খোর রজপুত   আফিঙ্গেতে মজবুত
ব্রহ্মহত্যা করিলেক অই॥ ৯
মোগল রহিল ঘেরি   সদা করে তেরি মেরি
রাঙ্গা আঁখি দেখে ভয় পাই।
খোট্টা মোট্টা বুঝি নাই   লুকাইব কোন ঠাঁই
ছাতি ফাটে জল দেরে খাই॥ ১০
উজ্জ্বল কজল বাসে   ঘেরিয়াছে চারি পাশে
রোহেলা জল্লাদ আদি যত।
কামড়ায়ে খেতে যায়   জাতি লৈতে কেহ চায়
কত জনে কহে কতমত॥ ১১
অরে রে হিন্দুকে পুত   দেখলাও কাঁহাভূত
নাহি তুঝে করুঙ্গা যৌতুক।

ন হোয় সুন্নত দেকে কলমা পড়াও লেকে
জাতি লোউ খেলায়কে থুক ॥ ১২
ধরিবারে কেহ ধায় কাটিবারে কেহ চায়
অন্নদা ভাবেন মজুন্দার।
অন্নদা-ধ্যানের বলে তেজঃ যেন অগ্নি জ্বলে
ছুঁইতে যোগ্যতা হয় কার ॥ ১৩
স্তুতি পাঠে অন্নদার বসিলেন মজুন্দার
চৌদিকে যবনে ধূম করে।
সিংহ যেন বসি থাকে চারি দিকে শিবা ডাকে
কাছে যেতে নাহি পারে ডরে ॥ ১৪
ভুরশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্ররায়
তাঁর সুত ভারত ব্রাহ্মণ ॥
কৃষ্ণচন্দ্র-নৃপাজ্ঞায় অন্নদা-মঙ্গল গায়
নীলমণি প্রথম গায়ন ॥ ১৫

মজুন্দারের অন্নদাস্তব।

প্রসীদ মাতরন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে।
পিনাকিপদ্মপাণিপদ্মযোনিসদ্মসম্পদে ॥
করস্থরত্নদর্বিকাসুপানপাত্রশর্ম্মদে।
পুরস্থভুক্তভক্তশম্ভুনর্ত্তনে কটাক্ষদে ॥
সুধান্বিতপ্রভাতভানুভানুদন্ত কচ্ছদে।
স্মিতপ্রকাশিতক্ষণপ্রভাংশুমুক্তিকারদে ॥
বিলোললোচনাঞ্চলেন শান্তরক্তপারদে।
প্রসীদ ভারতস্য কৃষ্ণচন্দ্রভক্তিসম্পদে ॥ ধ্রু ॥

অন্নদার মজুন্দারে অভয়দান।

স্তুতি কৈলা মজুন্দার স্মৃতি হৈল অন্নদার
আসিয়া দিল্লীতে উত্তরিলা।
জয়া বিজয়ারে লয়ে আকাশভারতী কয়ে
মজুন্দারে অভয় করিলা॥ ১
ভয় কি অরে রে ভবানন্দ।
মোর অনুগ্রহ যারে কে তারে বধিতে পারে
দুঃখ যাবে পাইবে আনন্দ॥ ২
পাপী পাতশার পুত আমারে কহিল ভূত
ভাল মতে ভূত দেখাইব।
পাতশাহী সরঞ্জাম যত আছে ধূমধাম
ভূত দিয়া সব লুটাইব॥ ৩
যতেক বেদের মত সকলি করিল হত
নাহি মানে আগম-পুরাণ।
মিছা মালা ছিলিমিলি মিছা জপে ইলিমিলি
মিথ্যা পড়ে কলমা কোরাণ॥ ৪
যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ
নানামতে করে অনাচার।
বামণ-পণ্ডিত পায় থুথু দেয় তার গায়
পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে আর॥ ৫
এত বলি মহামায়া দিয়া তারে পদ ছায়া
রক্ষা হেতু জয়ারে রাখিলা।
ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল দূত
সঙ্গে লয়ে সহরে চলিলা॥ ৬

জয়া নিজগণ লয়ে   রহিল রক্ষক হয়ে
আনন্দে রহিলা মজুন্দার।
মোগলে ছুঁইতে যায়   ভূতে ঢেকা মারে তায়
ব্রহ্মদৈত্য করয়ে প্রহার॥ ৭
যবনের ধূমধাম   ভূত হাঁকে হুমহাম
মহামারী পড়িল মশানে।
কহে রায় গুণাকর   অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিত-তনু ভগবানে॥ ৮

অন্নপূর্ণার সৈন্যবর্ণন।

[illegible] ধম ধম   ঝমক ঝমক ঝম্
ঘন ঘন নৌবত বাজে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড়   গড় গড় গড় গড়
দগড় রগড় ঘন ঝাঁজে॥
হান হান হাঁকা   শত শত বাঁকা
বাঁক কটার বিরাজে।
কত কত হাজী   কত কত কাজী
ধাইল ছাড়ি নমাজে॥
বড় বড় দাড়ী   চামর ঝাড়ী
গোঁফ উঠে শির-তাজে।
গোলা ধম ধম   গোলী ঝম ঝম
গম গম তোপ আবাজে॥
ঝন্ ঝন্ ঝননন   ঠন্ ঠন্ ঠননন
যরিখত বরকন্দাজে।

পদনখ হননে বধিছে যবনে
খগগণ যেমন বাজে ॥
মারিয়া লাথী বধিছে হাতী
ঘোড়া অনলে ভাজে।
শোণিত পানা সহিতে দানা
চর্ব্বই যেমন লাজে ॥
ভৈরব লম্ফে ধরণী কম্পে
বাসুকি নত শির লাজে ॥
ভারত কাতর কহিছে মুরহর
রিপুবধ কর অব্যাজে ॥ ধ্রু
ডাকিনী যোগিনী শাখিনী পেতিনী
গুহ্যক দানব দানা।
ভৈরব রাক্ষস বোক্কস খোক্কস
শমরে দিলেক হানা ॥ ১
লপটে ঝপটে দপটে রপটে
ঝড় বহে খরতর।
লপ লপ লম্ফে ঝপ ঝপ ঝম্পে
দিল্লী কাঁপে থর থর ॥ ২
টাকরে চাপড়ে আচড়ে কামড়ে
মরিছে যবন-সেনা।
রক্তের পাথারে ভৈরব সাঁতারে
গগনে উঠিছে ফেনা ॥ ৩
তা থই তা থই হো হো হই হই
ভৈরব ভৈরবী নাচে।

অট অট হাসে কট মট ভাষে
মত্ত পিশাচী পিশাচে ॥ ৪
তুরঙ্গ ধরিয়া গণ্ডূষ করিয়া
মাতঙ্গ পূরিয়া গালে।
সিপাহী ধরিয়া ফেলিয়া লুফিয়া
খেলিছে তাল-বেতালে ॥ ৫
রথ রথি সঙ্গে মুখে পুরি রঙ্গে
দশনে করিছে গুঁড়া।
হুঙ্কার ছাড়িয়া ফুঁকে উড়াইয়া
খেলিছে আবির উড়া ॥ ৬
নরশির-মালা সমর বিশালা
শোণিত তটিনী-তীরে।
রণজয় তালী ঘন দিয়া কালী
শৃগালী বেষ্টিত ফিরে ॥ ৭
এইরূপে দানা গণ দিল হানা
যবনে হইল দায়।
ললিত-বিধানে রচিয়া মশানে
রায় গুণাকর গায় ॥ ৮

দিল্লীতে ভূতের উৎপাত।

একি ভূতাগত দেশে রে।
না জানি কি হবে শেষে রে ॥
উত্তম অধম না হয় নিয়ম
কেহ নাহি ধর্ম্ম লেশে রে।

দাত ছিল যারা ভিক্ষা মাগে তারা
চোর ফিরে সাধু-বেশে রে॥
যবনে ব্রাহ্মণে সমভাবে গণে
তুলামূল্য গজ মেষে রে
ভারতের মন দেখি উচাটন
না দেখিয়া হৃষীকেশে যে॥ ধ্রু

এইরূপে দিল্লীতে পড়িল মহামার।
যবনের হাহাকার ভূতের হুঙ্কার॥ ১
ঘরে ঘরে সহরে হইল ভূতাগত।
মিয়ারে কহিছে বান্দী শুন হজরত॥ ২
বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল।
পেশবাজ ইজার ধমকে ছিড়া দিল॥ ৩
চিতপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে।
কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে॥ ৪
শুনি মিয়া তসবী কোরণ ফেলাইয়া।
দড় বড় রড় দিলা ওঝারে লইয়া॥ ৫
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত।
বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত॥ ৬
অরে রে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত।
ও তোর মাতারি তুই উহারি সে পুত॥ ৭
কূপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়।
ফতমা বিবীর আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড়॥ ৮
ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পড়িলেক ওঝা।
মিয়া দিল লিখিয়া তাবিজ বোঝা বোঝা॥ ৯

আর বিবী বান্দীরে ধরিছে আর ভূতে।
ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মুতে ॥ ১০
ধূলা ঝাড়ি গুড়ি গুড়ি পলাইল ওঝা।
মিয়া হৈলা মিয়ানী ওঝার ঘাড়ে বোঝা ॥ ১১
এইরূপে ভূতাগত হইল সহরে।
হাহাকার হুহুঙ্কার প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ১২
শূন্য পথে সিংহরবে অন্নদা রহিলা।
সহরের যত অন্ন কটাক্ষে হরিলা ॥ ১৩
পাতশার ভাণ্ডার কি আর আর ঠাঁই।
হাট ঘাট বাজারে দোকানে অন্ন নাই ॥ ১৪
ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর।
মসুরাদি বরবটী বাটুলা মটর ॥ ১৫
দেধান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভূরা যব।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব ॥ ১৬
মৎস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গুড় দ্রব্য।
ঘাস পাত ফুল ফল যত মত গব্য ॥ ১৭
কিনিতে বেচিতে কেহ কোথায় না পায়।
সবে বলে আচম্বিতে একি হৈল দায় ॥ ১৮
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
মিশালে বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায় ॥ ১৯
উপাসে উপাসে লোক হৈল মৃতপ্রায়।
থাকুক অন্নের কথা জল নাহি পায় ॥ ২০
বকরা বকরী আদি নানা জন্তু কাটি।
খাইবারে সকলেতে মাস লয় বাঁটি ॥ ২১

নানামতে লোক আহারের চেষ্টা পায়।
হাতে হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়॥ ২২
এইরূপে সপ্তাহ সহরে অন্ন নাই।
ছেলে পিলে বুড়া রোগা মৈল কত ঠাঁই॥ ২৩
পাতশার কাছে গিয়া উজির নাজির।
সহরের উপদ্রব করিল জাহির॥ ২৪
পাতশা কহেন বাবা কি কৈল গোঁসাই।
সাত রোজ মোর ঘরে খানা পিনা নাই॥ ২৫
মামুর হইল মোর বাওরুচি খানা।
ঘরে হৈতে নিকলিতে না পারে জানানা॥ ২৬
গোহার ইটাল ইট শূন্য হৈতে পড়ে।
ভূচালার মত চালা কোটা সব লড়ে॥ ২৭
আন্ধারে কিন্নিকব রোজ রৌশনে আন্ধার।
হুপ হাপ ডুপ দাপ হুঙ্কার হাঁকার॥ ২৮
দেখিতে না পাই কেবা করে ধুমধাম।
সবরোজ হাঁকে হুম হাম খুম খাম॥ ২৯
যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে।
বেহুঁস-হইয়া তারা হাত পা আছাড়ে॥ ৩০
খবিস পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা।
লিখি দিনু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা॥ ৩১
এমন খবিস আর না শুনি কোথায়।
তাবিজ ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায়॥ ৩২
ভারত কহিছে ভূতনাথের এ ভূত।
খবিসের খবিস যমের যমদূত॥ ৩৩

পাতশাহের নিকটে উজিরের নিবেদন।

মালকোষ-ভৈঁরো—ঝাঁপতাল।

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী।
জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম সাধন তোমার নাম
বিধি হরি হর ভাবে ও-পদদুখানি।
তুমি যারে দয়া কর অন্নে পূর্ণ তার ঘর
না থাকে আপদ্ কিছু আমি ইহা জানি॥
পানপাত্র হাতা হাতে রতন-মুকুট মাতে
নাচাও ত্রিশূলপাণি-দিয়া অন্ন পানী।
ভারত বিনয় করে অন্নে পূর্ণ কর ঘরে
হরিভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি॥ ধ্রু

কাজী কহে জাহাঁপনা কত কব আর।
কোরাণ টানিয়া কাড়ি ফেলিল আমার॥ ১
নাহি মানে কোরাণ তাবিজ মজবুত।
এ কভু খবিস নহে হিন্দুর এ ভূত॥ ২
উজির কহিছে আলম্পনা সেলামত।
আমি বুঝি সেই বামণের কেরামত॥ ৩
মানসিংহ কহিয়াছে দেবী পূজে সেই।
যখন যে চাহে তাহে দেবী তাহা দেই॥ ৪
তুমি তার দেবীরে হিন্দুর ভূত কয়ে।
ভূত দেখা বলি বন্দী কৈলা ক্রুদ্ধ হয়ে॥ ৫

সেই দেবী এত করে মোর মনে লয়
মানাও সে বামণেরে মিটিবে প্রলয়॥ ৬
উজিরের বাক্যে জাহাঙ্গীর জ্ঞান পায়।
দড় বড় ডাকাইল মানসিংহ রায়॥ ৭
মানসিংহ আসিয়া করিল নিবেদন।
ভূত জানে তুমি জান জানে সে বামণ॥ ৮
আমি দেখিয়াছি বামণের কেরামত।
অন্নপূর্ণা ভবানীর মহিমা যেমত॥ ৯
ভাল হেতু করেছিনু হুজুরে আরজ।
নহিলে করিতে মোর কি ছিল গরজ॥ ১০
ভূত বলি দেবীরে সাহেব গালি দিলা।
সহরে কহর এত আপনি করিলা॥ ১১
এখনো সে বামণের কর পরিতোষ।
তবে বুঝি তার দেবী মাপ করে রোষ॥ ১২
মানসিংহ রায়ের কথার অনুসারে।
মজুন্দারে আনিতে কহিলা দরবারে॥ ১৩
যোড়হাতে কহে নাজিরের লোকজন।
বামণের কাছে যাবে কে আছে এমন॥ ১৪
মশানেতে শ্মশান করিল যত ভূত।
হাতী ঘোড়া উঠ আদি মরিল বহুত॥ ১৫
মারা গেল কত শত আমীর উমরা।
কেবল তক্তের বক্তে বাঁচিলা তোমরা॥ ১৬
যমুনার লহর লহুতে হৈল লাল।
এখনো বামণে মান মিটুক জঞ্জাল॥ ১৭

শুনি জাহাঙ্গীর বড় দিলগির হয়ে।
মশানে চলিলা ভয়ে দস্তবস্ত হয়ে॥ ১৮
অন্তরযামিনী দেবী অন্তরে জানিয়া।
দয়া হৈল জাহাঙ্গীরে কাতর দেখিয়া॥ ১৯
ভূত দেখা বলি ভবানন্দে বন্দী কৈল।
বাঞ্ছাকল্পতরু আমি দেখা দিতে হৈল॥ ২০
সহরের উপদ্রব বারণ করিয়া।
দেখা দিল জাহাঙ্গীরে মায়া প্রকাশিয়া॥ ২১
আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ২২

অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ।

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে গো মা॥ ধ্রু
রক্ত শতদল তক্তে পাতশা অভয়া।
উজির হইলা জয়া নাজির বিজয়া॥ ১
মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার।
আমীর উমরা হৈল যত অবতার॥ ২
বিশ্ব বাড়ী মুরুচা বুরুজ বার রাশি।
গোলন্দাজ নবগ্রহ নক্ষত্র সাতাশি॥ ৩
বিষ্ণু বক্সী ব্রহ্মা কাজী মুনসী মহেশ।
সেনাপতি শাহজাদা কার্ত্তিক গণেশ॥ ৪
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী শিবদূতী।
নারসিংহী বারাহী কৌমারী পৌরুহূতী॥ ৫

আট দিকে আনন্দে নায়িকা আটজন।
শিরে ছত্র ধ'রে করে চামর ব্যজন ॥ ৬
সঙ্কা হৈল বরুণ পবন ঝাড়ুকশ।
চন্দ্র সূর্য্য মশালচী মশাল ওজস ॥ ৭
মজুন্দারে রাজা করি রাখিলা সম্মুখে।
দেবরাজ রাজছত্র ধরিয়াছে সুখে ॥ ৮
জাহাঙ্গীর যেমন এমন কত আর।
চারিদিকে মজুন্দারে করে পরিহার ॥ ৯
কোন খানে মধুকৈটভের মহারণ।
কোন খানে মহিষা-সুরের নিপাতন ॥ ১০
কোন খানে সুগ্রীব-দূতের রায়বার।
কোন খানে ধূম্রলোচনের তিরস্কার ॥ ১১
কোন খানে উগ্রচণ্ডা চণ্ডমুণ্ড কাটি।
কোন খানে রক্তবীজ-যুদ্ধ-পরিপাটি ॥ ১২
কোন খানে শুম্ভ-নিশুম্ভের বিনাশন।
কোন খানে সুরথ-সমাধি দরশন ॥ ১৩
কোন খানে রাম-রাবণের মহারণ।
কোন খানে কংশবধ আদি বিবরণ ॥ ১৪
কোন খানে মনসা শীতলা ষষ্ঠীগণ।
পুড়াশূর ঘাঁটু মহাকাল পঞ্চানন ॥ ১৫
দেবতা তেত্রিশ কোটী যত আছে আর।
আশে পাশে অদভুত ভূতের বাজার ॥ ১৬
যোগিনী যোগান দেয় পশারী ডাকিনী।
কাঙ্গালি হইয়া মাগে শাখিনী পেতিনী ॥ ১৭

রক্ষক রাক্ষসগণ যক্ষগণ বেগে।
সহরের দ্রব্য যত ভূতে দেয় এনে ॥ ১৮
কিনে লয় ব্রহ্মদৈত্য দানা লয় কেড়ে।
ভৈরব হৈ হৈ রবে লয় ফিরে তেড়ে ॥ ১৯
সিদ্ধগণ দোকানী চারণগণ চোর।
প্রেতগণ প্রহরী হাকিনী হাঁকে ঘোর ॥ ২০
নৃত্য করে গীত গায় বাজায় বাজন।
বিদ্যাধর কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি গণ ॥ ২১
খবিসগণেরে ধরি আনে যত চণ্ড।
যমদূতগণে তারে করে যমদণ্ড ॥ ২২
শূন্যেতে হইল এক মায়া-জলনিধি।
হর নৌকা হরি মাঝী পার হন বিধি ॥ ২৩
তাহাতে কমল-দহ অতি সুশোভন।
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন ॥ ২৪
ছয় ঋতু ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
মধুকর কোকিল শিখণ্ডী শিখণ্ডিনী ॥ ২৫
একদল দ্বিদল সহস্র লক্ষ দল।
অধোমুখে নানাজাতি ফুটিছে কমল ॥ ২৬
এক আদি লক্ষ অন্ত দন্তকর্ণ পায়।
উর্দ্ধপদে হেঁটপিঠে হাতী নাচে তায় ॥ ২৭
তার পিঠে অধঃশিখে অনল জ্বলিছে।
মোমের পুতলী তাহে সুরতি খেলিছে ॥ ২৮
উর্দ্ধপদে হেঁট মুখে তাহে নাচে নারী।
মৃদঙ্গ মন্দীরা বাজে বিনা বাদ্যকারী ॥ ২৯

সেই রামা চন্দ্র সূর্য্য অঞ্জলি করিয়া।
অন্নদার পদে দেই অজপা জপিয়া॥ ৩০
মৃদুহাসে জল হৈতে অনল তুলিয়া।
গিলিয়া উগারে পুন অঞ্জলি করিয়া॥ ৩১
হাসি হাসি হাই ছাড়ে কি কব সে কাণ্ড।
একেবারে খেতে পারে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড॥ ৩২
তার পাশে আর এক কমলে-কামিনী।
গিলিয়া উগারে গজ গজেন্দ্রগামিনী॥ ৩৩
আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকর।
ছয় পদে ধরিয়াছে ছয় করিবর॥ ৩৪
আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকরী।
নবসঙ্গে রতিরঙ্গে প্রসবে কেশরী॥ ৩৫
আর দিকে এক পদ্মে নাগিনী কুমারী।
অর্দ্ধ অঙ্গ নাগ তার অর্দ্ধ অঙ্গ নারী॥ ৩৬
একবারে এক জন পাতশারে চায়।
সবে দেখে সর্ব্বশুদ্ধ ধরি যেন খায়॥ ৩৭
একবার বিষ-দৃষ্টে প্রাণ লয় হরি।
আর দৃষ্টে প্রাণ দেয় সুধাবৃষ্টি করি॥ ৩৮
ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন।
হাসে কাঁদে উঠে পড়ে নমাজে যেমন॥ ৩৯
প্রেমে ভয়ে মোহে স্তব করিবারে চায়।
মুখে না নিঃসরে বাণী ভূমে গড়ি যায়॥ ৪০
ভক্ত হৈলা জাহাঙ্গীর অন্তরে জানিয়া।
যত মায়া মহামায়া হরিলা হাসিয়া॥ ৪১

জ্ঞান পেয়ে জাহাঙ্গীর প্রাণ পাইলহেন
মজুন্দারে স্তুতি করে দাস্থ বাস্থ যেন ॥ ৪২
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ৪৩

ভবানন্দে পাতশার বিনয়।

জাহাঙ্গীর কহে শুন বামণ-ঠাকুর।
না জানি করিনু দোষ রোষ কর দূর ॥ ১
দেবী-পুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া
তোমার প্রসাদে আমি দেখিনু অভয়া ॥ ২
অধম যবন আমি তপস্যা কি জানি।
অধর্ম্মেরে ধর্ম্ম বলি ধর্ম্ম নাহি মানি ॥ ৩
তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়া
তার মূল কেবল তোমার পদছায়া ॥ ৪
অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্প সঙ্গে কীট যেন উঠে সুর-মাথে ॥ ৫
তবে যে পাইলে দুঃখ দুঃখ নাহি ইথে।
রাহুগ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে ॥ ৬
ঘৃণা ছাড়ি ছুঁয়ে শুদ্ধ করহ আমারে।
পরশ পরশে লোহা সোণা করিবারে ॥ ৭
মজুন্দার কন কেন এত কথা কও।
জাহাপনা সামান্য মানুষ তুমি নও ॥ ৮
তবে মোরে বড় বল দেবী-ভক্ত জানি।
আমা হৈতে তুমি বড় ভক্ত অনুমানি ॥ ৯

যেরূপে তোমারে দরশন দিলা দেবী।
এরূপ না দেখি আমি এত দিন সেবি ॥ ১০
ইথে বুঝি আমা হৈতে তুমি তাঁর প্রিয়।
এই নিবেদন করি কৃপাদৃষ্টি দিয় ॥ ১১
পাতশা কহেন শুন বামণ-ঠাকুর।
দেবী-পূজা করি মোর পাপ কর দূর ॥ ১২
সে পদ পূজিলে পাব সেই পদে ঠাঁই।
হায় রে পূজিব কিসে কোন চীজ নাই ॥ ১৩
অন্তরযামিনী দেবী দানা হস্ত দিয়া।
পূজার সামগ্রী যত দিলা পাঠাইয়া ॥ ১৪
দেখিয়া সবারে আর বাড়িল বিস্ময়।
সাক্ষাত দেবীর পুত্র মজুন্দারে কয় ॥ ১৫
জাহাঙ্গীর কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা।
ভালমতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা ॥ ১৬
জাহাঙ্গীর ঢেড়ী দিলা সকল সহরে।
অন্নপূর্ণা-পূজা সবে কর ঘরে ঘরে ॥ ১৭
সেই খানে মজুন্দার মুদিয়া নয়ন।
উদ্দেশেতে অন্নদারে কৈলা নিবেদন ॥ ১৮
দেশ কাল পাত্র বুঝি পূজার নিয়ম।
অন্তরযামিনী তুমি জান সব ক্রম ॥ ১৯
পাতশা অধ্যক্ষ দরবার পূজা-স্থান।
সদস্য কেবল দস্যু মোগল পাঠান ॥ ২০
কাজী ছাড়ে কলমা কোরাণ ছাড়ে কারী।
হুলহুলী দেই যত যবনের নারী ॥ ২১

এমন পূজার ঘটা কবে হবে আর।
নিবেদিনু অন্নপূর্ণা যে ইচ্ছা তোমার ॥ ২২
অন্নে পূর্ণ করি দিল্লী সকলে বাঁচাও।
পাতশা প্রণাম করে কটাক্ষেতে চাও ॥ ২৩
কাজী হাজী কারী আদি যবন যাবত।
সর্ব্বশুদ্ধ পাতশা হইল দণ্ডবত ॥ ২৪
মধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনী।
মজুন্দার মানসিংহ পড়িলা অবনী ॥ ২৫
পূজা পেয়ে অন্নপূর্ণা দিলা কৃপাদৃষ্টি।
সকলের উপরে হইল পুষ্পবৃষ্টি ॥ ২৬
সেই ফুল চালু কলা প্রসাদ বলিয়া।
প্রেত ভূতগণে সবে লইল লুঠিয়া ॥ ২৭
পূর্ব্বমত অন্নে পূর্ণ হইল সহরে।
অন্নপূর্ণা-পূজা সবে করে প্রতি ঘরে ॥ ২৮
পূজা লয়ে অন্নপূর্ণা মহাহৃষ্টা হয়ে।
কৈলাস-শিখরে গেলা নিজগণ লয়ে ॥ ২৯
মহানন্দে জাহাঙ্গীর গুণাগীর হয়ে ॥
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দারে লয়ে ॥ ৩০
পাতশা বসিলা গিয়া তক্তের উপরে।
মানসিংহ বিদায় হইলা নিজ ঘরে ॥ ৩১
মজুন্দার রাজাই পাইলা ফরমান।
খেলাত কাটার ঘড়ী নাগরা নিশান ॥ ৩২
পাতশার নিকটেতে হইয়া বিদায়।
বিস্তর সামগ্রী দিলা মানসিংহ রায় ॥ ৩৩

দাসু বাসু আদি যত পলাইয়া ছিল।
সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া মিলিল ॥ ৩৪
দিল্লী হৈতে মজুন্দার দেশেতে চলিলা।
ত্রিবেণীর স্নান হেতু প্রয়াগে আইলা ॥ ৩৫
করিলেন স্নান দান প্রয়াগের নীরে।
দাসু বাসু নিবেদন করে ধীরে ধীরে ॥ ৩৬
ইহার মহিমা কিছু কহ নিমা সীমা।
কার অধিষ্ঠানে এত ইহাঁর মহিমা ॥ ৩৭
জ্ঞানবলে তোমরা আন্ধারে দেখ আলা।
চক্ষু কাণ আছে মোরা তবু কাণা কালা ॥ ৩৮
শুন অরে দাসু বাসু কন মজুন্দার।
গঙ্গার প্রভাবে এত মহিমা ইহাঁর ॥ ৩৯
ভারতেরে দয়া কর গঙ্গা দয়াময়ি।
এই ছলে গঙ্গার মহিমা কিছু কই ॥ ৪০

গঙ্গা-বর্ণনা।

দাসু বাসু কর অবধান।
যেই দেব নিরঞ্জন চিৎস্বরূপী জনার্দ্দন
এই গঙ্গা সেই ভগবান্ ॥ ১
মহাদেব এক কালে পঞ্চমুখে পঞ্চ তালে
গীতে তুষ্ট কৈল ভগবানে।
নারায়ণ দ্রব হৈলা বিধি কমণ্ডলে লৈলা
বেদব্যাস বর্ণিলা পুরাণে ॥ ২

তার কত দিন পরে বলি ছলিবার তরে
নারায়ণ বামন হইলা।
ত্রিপাদ ধরণী লয়ে ত্রিবিক্রম রূপ হয়ে
এক পদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা ॥ ৩
বিধি সেই পদতলে পাদ্যদিলা সেই জলে
শিব দিলা জটাজুটে ধাম।
বিমল চপলভঙ্গা সেই জল এই গঙ্গা
এই হেতু বিষ্ণুপদী নাম ॥ ৪
ত্রিলোকে ত্রিলোক তারা তিনি হৈলা তিন ধারা
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বিশ্রাম।
স্বর্গে মন্দাকিনী মন্দা ভূতলে অলকনন্দা
পাতালেতে ভোগবতী নাম ॥ ৫
ইনি সে অলকনন্দা নরলোকে মহানন্দা
ইহাঁরে আনিল ভগীরথ।
সগর-সন্তান যত ব্রহ্মশাপে ছিল হত
এই গঙ্গা দিল মুক্তি-পথ ॥ ৬
শিবজটা-মুক্ত হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে
এথা আসি ত্রিবেণী হইলা।
সরস্বতী যমুনারে মিলাইলা দুই ধারে
মধ্যভাগে আপনি রহিলা ॥ ৭
ভাগীরথী লয়ে সঙ্গে বারাণসী দেখি রঙ্গে
যান গঙ্গা দক্ষিণের বাটে।
জহ্নু মুনি পিয়াছিল কাণে উগারিয়া দিল
জাহ্নবী হইল জহ্নু ঘাটে ॥ ৮

রাজা ভগীরথ রায় আগে আগে নাচি যায়
সাধু সাধু কহে দেবগণ।
পূর্ব্বে গেলা পদ্মা হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে
মোর দেশে দিলা দরশন ॥ ৯
গিরিয়া মোহনা দিয়া অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া
নবদ্বীপে পশ্চিমবাহিনী।
পুনশ্চ ত্রিবেণী হৈলা দক্ষিণপ্রয়াগ কৈলা
ত্রিবেণীতে ত্রিলোক-তারিণী ॥ ১০
শতমুখী রূপ ধরি সাগর সঙ্গম করি
মুক্ত কৈলা সগরসন্তানে।
বেদ যার বিজ্ঞ নহে কে তার মহিমা কহে
ভারত কি কবে কিবা জানে ॥ ১১

অযোধ্যা-বর্ণন।

ভীমপলশ্রী দ্রুতত্রিতালী।

জানকী-জীবন রাম নবদূর্ব্বাদলশ্যাম
ভব পারাবারে পার করিবারে
তরণী রামের নাম।
চারু জটাজুট রচিত মুকুট
তাহে বনফুল-দাম ॥
হাতে শরাসন দক্ষিণে লক্ষ্মণ
ধ্যানে সুখ মোক্ষধাম।
হনুমান সঙ্গে পুলকিত অঙ্গে
ভারত করে প্রণাম। ধ্রু ॥

প্রয়াগ হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার।
ডানি-বামে যত গ্রাম কত কব তার॥ ১
দাস্থ বাস্থ নিবেদয়ে শুনহ ঠাকুর।
এথা হৈতে অযোধ্যা নগর কত দূর॥ ২
দেখিব রামের বাড়ী এ বড় বাসনা।
কৃপা করি মো সবার পূরাহ কামনা॥ ৩
কহিলেন মজুন্দার কিছু ফের হয়।
যে হোক্ সে হউক তথা যাওন নিশ্চয়॥ ৪
দেখে যেই জন রাম-জনম-ভবন।
ধরায় ধরিয়া তনু ধন্য সেই জন॥ ৫
জিজ্ঞাসিয়া পথিকে পথের ভেদ জানি।
উত্তরিলা অযোধ্যা রামের রাজধানী॥ ৬
অযোধ্যায় গিয়া দেখিলেন মজুন্দার।
যে যেখানে রামচন্দ্র করিলা বিহার॥ ৭
অযোধ্যা নিবাসী যত ব্রাহ্মণপণ্ডিত।
মজুন্দারে আসি সবে মিলিলা ত্বরিত॥ ৮
নানা ধনে মজুন্দার তুষিলা সবারে।
সাধু সাধু তারা সবে কহে মজুন্দারে॥ ৯
মহানন্দে মজুন্দার নানা কুতূহলে।
করিলেন স্নান দান সরযূর জলে॥ ১০
দিন কত সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া।
অযোধ্যানিবাসী লোক সংহতি লইয়া॥ ১১
সকল অযোধ্যা পুরী করি দরশন।
শুনিলেন বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ॥ ১২

দাস্থ বাস্থ বিনয়ে কহিছে মজুন্দারে।
ভাষা করি এই কথা বুঝাও আমারে॥ ১৩
সাত কাণ্ড রামায়ণ সংক্ষেপে ভাষায়।
এই ছলে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়॥ ১৪

রামায়ণ-কথন।

দাস্থ বাস্থ শুন মন দিয়া।
বাল্মীকিপুরাণ যত রামের চরিত যত
সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া॥ ১
এই দেশে মহারথ ছিল রাজা দশরথ
সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান।
কৌশল্যা প্রথমা নাম্নী কেকয়ী দ্বিতীয়া তারি
তৃতীয়া সুমিত্রা অভিধান॥ ২
হরি চারি অংশ লয়ে চক্ষুভাগে ভাগ হয়ে
তিন গর্ভে হৈলা চারি জন।
কৌশল্যা প্রসবে রাম কেকয়ী ভরত নাম
সুমিত্রা লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥ ৩
লক্ষ্মী মিথিলায় গিয়া যজ্ঞকুণ্ডে জনমিয়া
জনকের সুতা সীতা হৈলা।
সীতাপতি রামে জানি জনক পরম জ্ঞানী
হরধনুর্ভঙ্গ-পণ কৈলা॥ ৪
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করে যজ্ঞ রাখিবার তরে
রাম লক্ষ্মণেরে গেলা লয়ে।

শ্রীরামের এক শরে তাড়কা রাক্ষসী মরে
মারীচ পলায় দ্রুত হয়ে ॥ ৫
যজ্ঞ রাখি প্রভু রাম গিয়া জনকের ধাম
ধনু ভাঙ্গি সীতা বিয়া কৈলা।
অযোধ্যা যাইতে রঙ্গে পরশুরামের সঙ্গে
পথে রণে রাম জয়ী হৈলা ॥ ৬
ঘরে এলা সীতা-রাম সিদ্ধ হৈল মনস্কাম
দশরথ রাজ্য দিতে চায়।
কেকয়ী হইল বাম বনবাসে গেলা রাম
শোকে দশরথ ছাড়ে কায় ॥ ৭
জানকী লক্ষ্মণে লয়ে রাম যান দ্রুত হয়ে
গুহক চণ্ডালে কৈলা সখা।
শ্রীরাম দণ্ডকবাসী তথা উত্তরিলা আসি
রাবণ-ভগিনী শূর্পণখা ॥ ৮
রামেরে ভজিতে চায় সীতারে লঙ্ঘিতে যায়
লক্ষ্মণ কাটিলা নাক তার।
সেই হেতু রাম-শরে খর-দূষণাদি মরে
শূর্পণখা করে হাহাকার ॥ ৯
শুনি শূর্পণখা-মুখে রাবণ মনের দুখে
বনে গেল মারীচে লইয়া।
মায়ামৃগরূপ হয়ে মারীচ রামেরে লয়ে
দূরে গেল মায়া প্রকাশিয়া ॥ ১০
রাম-বাণে হত হয়ে হায় রে লক্ষ্মণ কয়ে
মায়ামৃগ মারীচ মরিল।

লক্ষ্মণ সীতার বোলে তথা গেলা উতরোলে
সীতা হরি রাবণ লইল ॥ ১১
রাম মায়ামৃগ নাশি লক্ষ্মণ সহিত আসি
পর্ণশালে না দেখিয়া সীতা।
সীতার উদ্দেশে যান পথে মিলে হনুমান
সুগ্রীব-বানর হৈল মিতা। ১২
সুগ্রীবের পক্ষ হৈলা সপ্ততাল ভেদ কৈলা
মহাবলী বালিরে বধিলা।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিয়া হনুমানে পাঠাইয়া
জানকীর সংবাদ আনিলা ॥ ১৩
কপিগণে পাঠাইয়া শিলা তরু আনাইয়া
সিন্ধু বান্ধি ভবানী পূজিলা।
সিন্ধু পার হৈলা রাম মনে মানি পরিণাম
বিভীষণ আসিয়া মিলিলা ॥ ১৪
অনেক সমর হৈল কুম্ভকর্ণ আদি মৈল
ইন্দ্রজিত প্রভৃতি মরিল।
রাবণ রুষিয়া মনে যুদ্ধে শ্রীরামের সনে
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে বিন্ধিল ॥ ১৫
রাম কন হনুমানে সে গন্ধমাদন আনে
তাতে ছিল বিশল্যকরণী।
পাইয়া তাহার ঘ্রাণ লক্ষ্মণ পাইলা প্রাণ
দেবগণ করে জয়ধ্বনি ॥ ১৬
রাবণ আইলা রণে রঘুনাথ ক্রোধ মনে
ব্রহ্ম অস্ত্রে তাহারে বধিলা।

বিভীষণে দিলা লঙ্কা ইন্দ্রের ঘুচিল শঙ্কা
পরীক্ষায় সীতা উদ্ধারিলা ॥ ১৭

রাক্ষস-বানর সঙ্গে পুষ্পকে চড়িয়া রঙ্গে
রাজা হৈলা অযোধ্যা আসিয়া।
সীতা হৈলা গর্ভবতী লোক-বাদে রঘুপতি
বনবাসে দিলা পাঠাইয়া ॥ ১৮

সীতা তপোবনে রৈলা কুশ লব পুত্র হৈলা
রাম অশ্বমেধ আরম্ভিলা।
বাল্মীকির সঙ্গে গিয়া কুশ লব বিবরিয়া
রামে রামায়ণ শুনাইলা ॥ ১৯

কুশ লব পরিচয়ে সীতা আনি নিজালয়ে
পরীক্ষা দিবারে পুন চান।
সীতা কৈলা ধরা-ধ্যান ধরা কৈলা অধিষ্ঠান
সীতা কৈলা পাতালে প্রয়াণ ॥ ২০

মুগ্ধ রাম সীতা-শোকে হেন কালে সুরলোকে
যুক্তি করি কাল গেল তথা।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিয়া রাম চলিলা বৈকুণ্ঠধাম
ভারতের অসাধ্য সে কথা ॥ ২১

ভবানন্দের কাশী-গমন।

জয়তি জননী অন্নদা।
গিরিশনয়ননর্ম্মদা ॥
অখিল-ভুবন-ভক্ত-ভক্ত-ভক্তি-মুক্তি-শর্ম্মদা।
করবিলসিত-রত্নদর্ব্বি-পানপাত্র-সারদা ॥

তরুণকিরণকমলকোষ-নিহিত-চরণচারুদা।
ভব-নিপতিতভারতস্য ভবজলনিধিপারদা॥ ধ্রু॥

অযোধ্যা হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার।
ডানি-বামে যত গ্রাম কত কব তার॥ ১
অন্নপূর্ণা দেখিবারে কৈলা মনোরথ।
ধরিলা কাশীর পথ কৈলাসের পথ॥ ২
শোক দুঃখ পাপ তাপ পলাইল দূরে।
শুভক্ষণে প্রবেশিলা বারাণসীপুরে॥ ৩
মণিকর্ণিকার জলে করি স্নান দান।
দর্শন করিল বিশ্বেশ্বর ভগবান্॥ ৪
এক মাস কাশী-মাঝে করিয়া বিশ্রাম।
দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম॥ ৫
অন্নপূর্ণাপুরে অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
বিশ্বকর্ম্ম-নিরমিত অতুল মহিমা॥ ৬
শিব কৈলা যাঁর পূজা দেবগণ লয়ে।
করিলা তাঁহার পূজা সাবধান হয়ে॥ ৭
ষোড়শোপচার উপহার কত আর।
পুথি বেড়ে যায় আর কত কব তার॥ ৮
ব্রতদাস পূজা কৈলা কাশীতে আসিয়া।
সাক্ষাত করিয়া দেবী কহিলা হাসিয়া॥ ৯
অরে বাছা ভবানন্দ বরপুত্র তুমি।
তোমার পরশ-পুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥ ১০
তুমি হৈলা ধরাপতি ধন্যা হৈল ধরা।
বিলম্ব না কর ঘরে চল করি ত্বরা॥ ১১

চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী মোর ব্রতদাসী।
তুমি মোর ব্রতদাস বড ভাল বাসি ॥ ১২
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণকুমার।
তিন জন সদা তিন লোচন আমার ॥ ১৩
সুখে গিয়া রাজ্য কর তা সবারে লয়ে।
করিহ আমার পূজা সাবধান হয়ে ॥ ১৪
সেখানে তোমারে দেখা দিব আর বার।
সেই কালে কব কথা যত আছে আর ॥ ১৫
এত বলি অন্নপূর্ণা কৈলা অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছা হৈল মজুন্দারে পুন হৈল জ্ঞান ॥ ১৬
বিস্তর করিয়া স্তুতি প্রতিমা-সমুখে।
দেশেতে চলিলা অন্নপূর্ণা ভাবি সুখে ॥ ১৭
অন্নপূর্ণা-মঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ১৮

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি।

ভাই চল চল রে ভাই চল চল।
ঘরে যাব অন্নপূর্ণা বল বল ॥ ধ্রু ॥
কাশী হৈতে প্রস্থান করিলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥ ১
বনপথে চলিলেন পঞ্চকূট দিয়া।
নাগপুর কর্ণগড় পশ্চাৎ করিয়া ॥ ২
বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথে করি দরশন।
বাক্রেশ্বর দেখিয়া সানন্দ হৈল মন।

বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত।
দেখিয়া দেশের মুখ মহাহরষিত ॥ ৪
অজয় পাইয়া পার করিলা গমন।
ডানি বামে যত গ্রাম কে করে গণন ॥ ৫
কাটোয়া রহিল বামে গঙ্গার সমীপ।
গঙ্গা পার হইয়া পাইলা অগ্রদ্বীপ ॥ ৬
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিলা গোপীনাথ।
করিলা বিস্তর স্তব করি যোড়হাত ॥ ৭
সেই খানে নানা রসে ভোজন করিল।
বাড়ীতে সংবাদ দিতে বাসু পাঠাইলা ॥ ৮
ত্বরা করি আসি বাসু দিল সমাচার।
ঠাকুর আইল জয় করি দরবার ॥ ৯
রাজাই পাইলা ঘড়ী নাগরা নিশান।
কি কহিব বিশেষ দেখিবে বিদ্যমান ॥ ১০
শিরোপা আমারে দেহ যোড় আর শাড়ী।
মাথায় বান্ধিয়া আমি আগে যাই বাড়ী ॥ ১১
শুনি রাম সমাদ্দার সীতা ঠাকুরাণী।
বাসুরে শিরোপা দিল যোড়া শাড়ী আনি ॥ ১২
সাধী মাধী দুই দাসী আইল ধাইয়া।
সমাচার দিল বাসু নিকটে ডাকিয়া ॥ ১৩
দুই ঠাকুরাণীরে সংবাদ দেহ গিয়া।
রাজা হয়ে ঠাকুর আইলা ডঙ্কা দিয়া ॥ ১৪
দু'জনার পরিবার দুই শাড়ী লয়ে।
আগে আমি ঘরে যাই রাঙ্গাচোঙ্গা হয়ে ॥ ১৫

শুভ সমাচার শুনি দুই ঠাকুরাণী।
বাসুরে শিরোপা দিলা শাড়ী দুইখানি ॥ ১৬
শাড়ী লয়ে তাড়াতাড়ি বাটী গেল বাসু।
দাসুর জননী বলে কোথা মোর দাসু ॥ ১৭
নেচে ফিরে বাসুর রমণী সুখ পেয়ে।
চোর হেন দাসুর রমণী রৈল চেয়ে ॥ ১৮
নাগরা নিশান ঘড়া সংযোগ করিয়া।
কতগুলি লোক যোগা চাকর রাখিয়া ॥ ১৯
পর দিনে বাসু অগ্রদ্বীপে উত্তরিলা।
মজুন্দার মাতবর উকীল রাখিলা ॥ ২০
লিখাইয়া পঞ্জা ফরমানের নকল।
নানামতে সাবধানে রাখিলা আসল। ২১
ঢাকায় নবাব তথা পাঠায়ে উকীল।
ডঙ্কা দিয়া বাগোয়ানে হইলা দাখিল ॥ ২২
অন্নপূর্ণা-মঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥ ২৩

ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি।

আনন্দ বড় রে।
সব ধামে সব গ্রামে সব যামে ॥
জয় শব্দ পড় রে।
শ্রুতিসাসে অবিশ্রামে ফুলদামে ॥
সব লোক জুড় রে।
শুভকামে অভিরামে অবিরামে ॥

ভারত দড় রে।
পরিণামে হরিণামে পরণামে ॥ ধ্রু

প্রথমে গোবিন্দদেবে প্রণাম করিলা।
জনকের জননীর চরণ বন্দিলা ॥ ১
মাতা ঠাকুরাণী কত এয়োগণ লয়ে।
পুত্রের নিছনি কৈলা মহাহৃষ্ট হয়ে ॥ ২
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন।
হুলু হুলু ধ্বনি করে যত রামাগণ ॥ ৩
রাজাইর ফরমানে বহিত্র বরণে।
বরিয়া লইলা অন্নপূর্ণার ভবনে ॥ ৪
পাইয়া সিন্দূর তৈল গেল রামাগণ।
ভাবিছেন মজুন্দার কি করি এখন ॥ ৫
দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাব আগে।
মনে এই আন্দোলন কন্দল পাছে লাগে ॥ ৬
এত ভাবি জননীর নিকটে বসিলা।
বিদেশের [illegible] আগে [illegible] ॥ [illegible]
দেখা হেতু বন্ধুবর্গ এসেছিল যারা।
ক্রমে ক্রমে সকলে বিদায় হৈল তারা ॥ ৮
দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুন্দার।
দাসু যোগাইল ধুতীযোড় পরিবার ॥ ৯
সায়ংসন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পাণ খান।
সাধী দাসী মনে মনে করে অনুমান ॥ ১০
ছোটমার কাছে পাছে আগে ভান জানি।
ধেয়ে গেল যথা বসি বড় ঠাকুরাণী ॥ ১১

এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর॥ ১২

বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য।

বড় ঠাকুরাণি গো।
ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো॥ ১
যুবা সুয়া বুড়া দুয়া সবে জানি গো।
সুয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো॥ ২
মাধী লয়ে ছোট করে কাণাকাণি গো।
তোমারে না দিবে হেন অনুমানি গো ৩
মাধী পাছে পড়ি দেয় পাণ পানি গো
কত মন্ত্র তন্ত্র জানে সে নাপানী গো॥ ৪
ছোট যুবা প্রভু তাহে যুবজানি গো।
আধবুড়া তুমি তাহে অভিমানী গো॥ ৫
ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো।
তার ঘরে ঠাকুরের আমদানী গো॥ ৬
ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো।
তোমারে বলিবে বুড়া-ঠাকুরাণী গো॥ ৭
হাত-তোলা মত পাবে অন্ন-পানি গো।
বড় হয়ে ছোট হবে মানহানি গো॥ ৮
পুত্রবতী গুণবতী বটি জানি গো।
যৌবনে সে পতি-মন লবে টানি গো॥ ৯
রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী গো।
রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো॥ ১০

আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো।
ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো॥ ১১
টেনে টুনে বাঁধ-ছাঁদ খোঁপাখানি গো।
শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো॥ ১২
দেহড়ীর কাছে থাক হয়ে দানী গো।
ঘরে আন ধ'রে ক'রে টানাটানি গো॥ ১৩
ভারত কহিছে এত জানাজানি গো।
পতি লয়ে দু-সতীনে হানাহানি গো॥ ১৪

ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য।

সাধীর বচন শুনি চন্দ্রমুখী মনে গুণি
বটে বটে বলিয়া উঠিলা।
মনে করে ধড় ফড় বেশ কৈলা দড়বড়
পতি ভুলাইতে মন দিলা॥ ১
খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকণ শাড়ী
পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা।
পড়া তৈল মুখে মাখি পড়া ফুল চুলে রাখি
নানা মন্ত্রে সিন্দূর পড়িলা॥ ২
পরি পড়া গন্ধ চুয়া মুখে পড়া পাণ গুয়া
হ্যাস-বেশ নাপান বাঁপা।
গলিত হয়েছে কুচ কেমনে সে হবে উচ
ভাবিয়া উপায় নাহি প ॥ ৩
ছেলে কেন্দে উঠে কোলে তোষেন মধুর বোলে
কান্দ না রে অই তোর বাপা।

তোর বাপে আনি গিয়া　　থাক বাছা চুপ দিয়া
অই ডাকে কাণকাটা হাপা ॥ ৪
সাধীরে বালক দিয়া　　দেহড়ীর কাছে গিয়া
রহিলা প্রহরী যেন রেতে।
প্রভু আসিবেন যেই　　ধ'রে লয়ে যাব তেঁই
না দিব সতার ঘরে যেতে ॥ ৫
ওথা পদ্মমুখী লয়ে　　মাধী রসে মগ্ন হয়ে
নানা মতে বেশ করি দিল।
পতি ভুলাবার কলা　　জানে নানামত ছল
ক্রমে ক্রমে সব শিখাইল ॥ ৬
সতীনী তোমার যেটা　　কোলে তার তিন বেটা
ঘর দ্বার সকলি তাহার।
শ্বশুর শাশুড়ী যারা　　তাহারি অধীন তারা
এই মাধী কেবল তোমার ॥ ৭
দরবারে জয় লয়ে　　প্রভু আ(ই)লা রাজা হয়ে
আগে যদি তার ঘরে যান।
মহারাণী হবে সেই　　মোর মনে লয় এই
তুল্য হবে দাসীর সমান ॥ ৮
একে তার তিন বেটা　　তাহারে আঁটিবে কেটা
আরো যদি রাণী হয় সেই।
রাজপাট সব লবে　　তোমার কি দশা হবে
আমার ভাবনা বড় এই ॥ ৯
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাক　　আঁখি ঠার দিয়া ডাক
আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি।

আগে ঘরে ধ'রে আনি তোমারে ত করি রাণী
তবে সে সতীনী পায় ফাঁকী ॥ ১০
এত বলি তাড়াতাড়ি চলিল বাহির বাড়ী
মাধী যেন মাতাল মহিষী।
চূড়া-ছাঁদে বাঁধা চুল তাহাতে চাঁপার ফুল
আঁচল লুটায় মাটি মিশি ॥ ১১
নাপান ঝাপানে যায় ডানি বামে নাহি চায়
উত্তরিল যথা মজুন্দার।
দাঁড়াইয়া একপাশে কথা কহে মৃদু হাসে
রায় গুণাকর কহে সার ॥ ১২

ভবানন্দের অন্তঃপুরপ্রবেশ।

মার কাছে মজুন্দার বসি পান খান।
হেন কালে মাধী এল গালভরা পাণ ॥ ১
ছোটমার ঘরে আসি পাণ খেতে হয়।
এত বলি ঝারি বাটা অমৃতীটি লয় ॥ ২
মাধী যদি ঝারী বাটা অমৃতী লইল।
বিধাতা মনের মত সংযোগ করিল ॥ ৩
রাখিতে কে পারে আর মাধী দিল টান।
ঘাড় ফিরে আড়ে আড়ে মার দিকে চান ॥ ৪
মায়ের পোয়ের ভাব রহে না কি ছাপা।
সীতা কন ঘরে গিয়া পাণ খাও বাপা ॥ ৫
আশা বুঝি বাসু আশু খড়ম যোগায়।
হাসি হাসি মাধী দাসী আগে আগে যায় ॥ ৬

দেহুড়ীর পার মাত্র হৈলা মজুন্দার।
সম্মুখেতে চন্দ্রমুখী কৈলা নমস্কার ॥ ৭
জিজ্ঞাসিলা মজুন্দার বাটীর কুশল।
চন্দ্রমুখী নিবেদিলা সকল মঙ্গল ॥ ৮
এই ঘরে আসি বসি খাউন পাণ জল।
দেখিবারে ছেলে পিলে হয়েছে বিকল ॥ ৯
শুনি মজুন্দার বড় উন্মনা হইলা।
কার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিলা ॥ ১০
যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ।
বড় কৈলা বাদসাই আগুলিয়া পথ ॥ ১১
এক চক্ষু কাতর হৈ ছোটঘরে যায়।
আর চক্ষু রাঙ্গা হয়ে বড় জনে চায় ॥ ১২
সন্ধ্যাকালে চক্রবাক চাহে যেন লক্ষে।
এক চক্ষে তরণী তরণি আর চক্ষে ॥ ১৩
মাধী বলে আগে যাউন ছোটমার ঘরে।
তার পরে যাবেন যেখানে মন করে ॥ ১৪
সাধী বলে মাধী তোরে সাক্ষী কেবা মানে।
ঠাকুর যাবেন বুঝি আপনার স্থানে ॥ ১৫
ঠাকুরাণী-ঠাকুরে যখন কথা হয়।
দাসী হয়ে কথা কৈস বুকে নাহি ভয় ॥ ১৬
আগে বড় পিছে ছোট বিধির এ কট।
তুই কি করিবি তাহে উলট পালট ॥ ১৭
কন্দল লাগায়ে ঘর মজাইবি বুঝি।
রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কুঁজী ॥ ১৮

মাধী বলে আলো সাধি চুপ করি থাক্।
আমি জানি বিস্তর এমন এঁড়ে ডাক্॥ ১৯
সাধী সঙ্গে করিয়া কথার হুটাহুটী।
ছোটর নিকটে মাধী গেল ছুটাছুটী॥ ২০
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
দুসতীনা ঘরে দাসী অনর্থের ঘর॥ ২১

মাধীকৃত সাধীর নিন্দা।

কি কর চল তাড়াতাড়ি গো ছোট মা।
তোমার নাম ক'য়ে ঠাকুরে আনু লয়ে
বড় মা করে কাড়াকাড়ি॥ ১
সে যদি আগে লৈল সেই ত রাণী হৈল
তবে ত বড় বাড়াবাড়ি।
সে পতি লয়ে রবে তুমি পাইবে কবে
ঘুচিল শেজি পাড়াপাড়ি॥ ২
ভুলিয়া তার ভাবে পতি না তোরে চাবে
কথাও হবে ভাঁড়াভাঁড়ি।
রান্ধিয়া দিবে ভাত ফেলাবে আঁটুপাত
ঘুচিল হাত নাড়ানাড়ি॥ ৩
সাধী হারামজাদী এখনি হৈল বাদী
করিতে চায় ছাড়াছাড়ি।
াধী যে কথা কৈল মোরে সে শেল রৈল
দিয়াছি খুব ঝাড়াঝাড়ি॥ ৪

করিনু যত তন্ত্র পড়িনু যত মন্ত্র
কন্দলে গেল মাড়ামাড়ি।
ঠাকুরে ভুলাইব তোমারে আনি দিব
আনিয়া গাছ সাঁড়াসাঁড়ি॥ ৫
দু-সতীনের ঘর পতিরে ঘুচে ডর
কন্দলে হয় রাড়ারাড়ি।
দু-জনে দ্বন্দ্ব করে দাসী আনন্দে চরে
ভারত কহে আড়াআড়ি॥ ৬

পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি।

কি হেরিনু অপরূপ রূপের বাজার।
রাধা চন্দ্রাবলী বলে গোবিন্দ সাজার॥
রাধা পীতধড়া ধরে চন্দ্রাবলী ধরে করে
চৌদিকে বেড়িয়া গোপী ষোড়শ হাজার।
কেহ বা ষোড়য়ে অঙ্গ কেহ করে ভুরূভঙ্গ
হাব অনুভবে ভাব কহে যেবা যার॥
সকলে সমান ভাব সকলে সমান হাব
বিশ্বপতি শ্যামরায় কহে কেবা কার।
সব গোপী এক এক সাথে লুঠিবেক গোপীনাথে
ভারত দোহাই দেয় মদন রাজার॥ ধ্রু॥
মাধীর বচনে পদ্মমুখী ত্বরান্বিতা।
দেহড়ীর কাছে গিয়া হৈলা উপনীতা॥ ১
গলায় অঞ্চল দিয়া কৈলা নমস্কার।
আঁখি-ঠারে সম্ভাষ করিলা মজুন্দার॥ ২

পদ্মমুখী তুষ্ট হৈলা ইসারা পাইয়া।
হাসিয়া কহেন প্রভু কেন দাঁড়াইয়া॥ ৩
বড় দিদি দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান।
উচিত যে উঁহারি মন্দিরে আগে যান॥ ৪
মজুন্দার বুঝিলেন পদ্মমুখী ধীরা।
দু-জনে সমুখে করি দাঁড়াইলা ফিরা॥ ৫
দু-সতীনে কন্দল নহিলে রস নহে।
দোষ গুণ বুঝ চাই কে কেমন কহে॥ ৬
রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার।
সাধী মাধী দু-জনে কহিলা মজুন্দার॥ ৭
দু-জনার ঘরে গিয়া দুই জনা থাক।
ডাকাডাকি না কর সহিতে নারি ডাক॥ ৮
কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে।
সমভাবে রব গিয়া দু-জনার ঘরে॥ ৯
দুটায় মরিস কেন ডাকাডাকি করি।
তারি কাছে আগে যাব যে লইবে ধরি॥ ১০
এত শুনি সাধী মাধী অন্তর হইল।
দু-জনার ঘরে গিয়া দু-জনা রহিল॥ ১১
পদ্মমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিলা স্বামি।
ধরি লৈতে তোমারে ত না পারিব আমি॥ ১২
বড় দিদি বড় সুয়া সব কাজে বড়।
ধরি লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড়॥ ১৩
চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড়।
দড় ছিনু যখন তখনি ছিনু দড়॥ ১৪

তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে।
আটে পীঠে দড় যেই সেই দড় হবে॥ ১৫
দড় বেলা কিশোরী ছিনু কত ঠাট করি।
ধরিতে নারিতে প্রভু আনিতেন ধরি॥ ১৬
এখন ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি।
ধরাধরি যার সঙ্গে বরাবরি তারি॥ ১৭
তোমার যৌবন গাছে তুমি গাছ সুয়া।
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া॥ ১৮
সুয়া যদি নিম দেন সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেন নিম হন তিনি॥ ১৯
চন্দ্রমুখী কথায় দুঁহার অবিচার।
ধূর্ত্তপনা করিয়া কহেন মজুন্দার॥ ২০
চন্দ্রমুখি তব মুখচন্দ্রের উদয়।
পদ্মমুখী-মুখপদ্ম প্রকাশ কি হয়॥ ২১
ক্ষণেক বদনচন্দ্র ঢাকহ অম্বরে।
শুন দেখি পদ্মমুখী উত্তর কি করে॥ ২২
চন্দ্রমুখী কহে প্রভু গিয়াছে সে দিন।
এখন পদ্মেরে দেখে চন্দ্রমা মলিন॥ ২৩
মজুন্দার কন প্রিয়ে এমন কি হয়।
চন্দ্র পদ্মে যে সম্বন্ধ কভু মিথ্যা নয়॥ ২৪
হাসি চন্দ্রমুখী মুখে ঝাঁপিলা অম্বর।
পদ্মমুখী-মুখপদ্মে হৈলা মধুকর॥ ২৫
ভারত কহিছে ধন্য ধূর্ত্ত মজুন্দার।
সমান রাখিলা মান জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠার॥ ২৬

ভবানন্দের উভরাণী সম্ভোগ।

সোহাগে হইয়া সুখী ঘরে গেলা পদ্মমুখী
মজুন্দার বড় ঘরে গেলা
কোলে লয়ে বড় নারী করি তার মনোহারি
ক্ষণেক করিলা কামখেলা ॥ ১

ছেলে পিলে নিদ্রা গেলা চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা
রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
যাইতে ছোটর কাছে মনের বাসনা আছে
সমাপিলা বড়র বাসর ॥ ২

প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা হয়ে দুঁহে ছিলা দুঃখ সয়ে
আমা দেখি বাসসজ্জা হৈলা।
কার ঘরে যাব আগে উৎকণ্ঠিত এই রাগে
দেহড়ীতে অভিসার কৈলা ॥ ৩

কারো ঘরে নাহি গিয়া রহিলাম দাঁড়াইয়া
বিপ্রলব্ধা হইলা দু-জনে।
এখন ইহারে লয়ে থাকিলাম সুখী হয়ে
পদ্মমুখী কি ভাবিছে মনে ॥ ৪

স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা ইনি প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা তিনি
আমি হৈনু অপূর্ব্ব নায়ক।
তারে গিয়া হৃদে ধরি স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা করি
নহে হব কামিনী-ঘাতক ॥ ৫

রাত্রি-শেষে গেলে তথা ক্রোধে না কহিবে কথা
খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী।

খেদাইবে কটু কয়ে কলহান্তরিতা হয়ে
কান্দিবেক হসে বড় দুখী ॥ ৬
তার কাছে গালি খেয়ে এখানে আসিব ধেয়ে
ইনি পুন হবেন খণ্ডিতা।
সেইখানে যাহ কয়ে খেদাইবে ক্রুদ্ধ
একে দুই কলহান্তরিতা ॥ ৭
রাত্রি যাবে এইরূপে ডুবে রব কামকূপে
কেহ নাহি করিবে উদ্ধার।
এখনো যদ্যপি যাই তবে দুই কুল পাই
সম হয় দঁহার বিহার ॥ ৮
দুই প্রহরের ঘড়ী গজরের তড়তড়ী
মজুন্দার বাহির হইলা।
ওথা ঘরে পদ্মমুখী ভাবেন অন্তরে দুখী
বুঝি প্রভু আসিতে নারিলা ॥ ৯
সোহাগেতে ভুলাইয়া মোরে ঘরে পাঠাইয়া
আনন্দে রহিলা বড় লসে।
গেল রাত্রি দুই পর এখনো না এলো ঘর
এ দুখ কেমনে রব সয়ে ॥ ১০
ফুল-বাণ বাণফলে অঙ্গ দেই ধরাতলে
ঘর বারি করে কতবার।
এই অবসর পেয়ে মন পলাইল ধেয়ে
শরের বুঝিয়া খরধার ॥ ১১
হেন কালে মজুন্দার বেগে ঘরে এলা তার
মন আইল বেগ শিখিবারে।

মদন প্রহরী ছিল খর শর ছাড়ি দিল
দু-জনে বিন্ধিল একধারে ॥ ১২

কথায় না সহে ভর দুঁহে কামে জরজর
কামক্রীড়া করিলা বিস্তর।
ভারত কহিছে সার বিস্তর কি কব আর
বর্ণিয়াছি বিদ্যার বাসর ॥ ১৩

ধু ধু ধু ধু নৌবত বাজে রে।
বরপুত্র অন্নদার ভবানন্দ মজুন্দার
রাজা হৈল বাগুয়ান মাজে রে ॥
ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ বাজে ধাঁ ধাঁ ধামসা গাজে
ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম ঝাঁজে রে।
ঘড়ী বাজে ঠন ঠন ঘণ্টা বাজে রণ রণ
গন গন গজঘণ্টা বাজে রে ॥
ভাঁড়াই কহিছে ভাঁড় চোয়াড়ে লুফিছে কাঁড়
সিপাই সমুখে পুর সাজে রে।
ভবানী সহায় হাঁকে নকীব সেলাম ডাকে
দেওয়ান বসিল রাজ-কাজে রে ॥
নব গুণে নব রসে ভুবন ভরিল যশে
চাঁদের কলঙ্ক হৈল লাজে রে।
অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ রাঙ্গাপদ-ছায়া
ভারতের কৃষ্ণচন্দ্র রাজে রে ॥ ধ্রু ॥

পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুন্দার।
স্নান পূজা করিয়া বাহিরে দিলা বার॥ ১
ঘড়িয়াল ঠনঠন বাজাইছে ঘড়ি।
চোপদার সমুখে দাঁড়ায় লয়ে ছড়ি॥ ২
দেওয়ান আমীন বক্সী মুন্সী দপ্তরী।
খাজাঞ্চী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা করি॥ ৩
সহবর্তী হিসাব নিকাশ বাজে দফা।
মুহুরির রাখিল হিসাব করি রফা॥ ৪
ফরমান যত সব সনন্দ লিখিয়া।
মফঃস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া॥ ৫
পরগণা পরগণা হইল আমল।
দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল॥ ৬
শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার।
সেলামী দিলেক সবে চতুর্গুণ তার॥ ৭
এইরূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম।
ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম॥ ৮
হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া।
শুভদিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া॥ ৯
পৌষ মাঘ ফাল্গুন বঞ্চিয়া সুখসার।
চৈত্র মাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার॥ ১০
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥ ১১

অন্নদার এয়োজাত।

পিলু-ঝিঁঝিট—একতালা।

চল চল সব ব্রজকুমারি।
তরুতলে গিয়া ভেটি মুরারি॥
রাধা বাধ কয়ে মোহন মন্ত্রে
নিমন্ত্রিল শ্যাম মুরলী যন্ত্রে
কি করে কুটিল কুলের তন্ত্রে
যাইতে হইল রহিতে নারি।
ত্বরাপর সবে করহ সাজ
কি করিবে মিছা ঘরের কাজ
সাজিয়া আইল মদনরাজ
তিলেক রহিতে আর না পারি॥
কেহ লহ পড়া পঞ্জর-শুয়া
কেহ লহ পাণ কর্পূর গুয়া
কেহ লহ গন্ধ চন্দন চূয়া
কেহ লহ পাখা জলের ঝারী।
সে মোর নাগর চিকণ কালা
তারে সাজে ভাল বকুল-মালা
আমি যয়ে লব পূরিয়া থালা
ভারতচন্দ্র বলে বলিহারি॥ ধ্রু॥

অন্নপূর্ণা-পূজা আরম্ভিলা মজুন্দার।
চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাতে ভার॥ ১

ঘরে ঘরে সাধী দাসী নিমন্ত্রণ দিল।
সারি সারি এয়োগণ আসিয়া মিলিল ॥ ২
অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা অমলা।
ঈন্দ্রাণী ঈশ্বরী ইন্দুমুখী ইন্দুকলা ॥ ৩
সুলোচনা সুমিত্রা সুভদ্রা সুলক্ষণা।
যশোদা যমুনা জয়া বিজয়া সুমনা ॥ ৪
রোহিণী রেবতী রম্ভা রম্ভাবতী রুমা।
অরুন্ধতী অরুণী উর্ব্বশী উষা উমা ॥ ৫
সরস্বতী শুকী শুভী সাবিত্রী শঙ্করী।
মহামায়া মোহিনী মাধবী মহেশ্বরী ॥ ৬
তিলোত্তমা তরু তারা ত্রিপুরা তারিণী।
কমলা কল্যাণী কৃষ্ণা কালিন্দী কামিনী ॥ ৭
কৌষিকী কৌশল্যা কালী কিশোরী কুমারী।
রাজেশ্বরী ব্রজেশ্বরী শিবেশ্বরী সারি ॥ ৮
হৈমবতী হরিপ্রিয়া হীরা হীরাবতী।
পরশী পরমী পদ্মা পরাণী পার্ব্বতী ॥ ৯
ভাগ্যবতী ভগবতী ভৈরবী ভবানী।
রুক্মিণী রাধিকা রাণী রমণী রুদ্রাণী ॥ ১০
শারদা সুশীলা শামী সুমতি সর্ব্বাণী।
বিশালাক্ষী বিনোদিনী বিশ্বেশ্বরী বাণী ॥ ১১
ললিতা লহনা লক্ষ্মী লীলা লজ্জাবতী।
খেমী হেমী চাঁদরাণী সূর্য্যরাণী সতী ॥ ১২
সোণা রূপা পলা মুক্তা মাণিকী রতনী।
মল্লিকা মালতী চাঁপী ফুলী মূলী ধনী ॥ ১৩

গৌরী গঙ্গা গুণবতী গোপালী গান্ধারী ।
নিমী তেকী ছকী লকী হেলী ফেণী বারী ॥ ১৪
বিধুমুখী শীধু সাধু শচী মন্দোদরী ।
সীতা রামা সত্যভামা মদনমঞ্জরী ॥ ১৫
সোহাগী সম্পতি শান্তি সয়া সুরধুনী ।
কুঞ্জী কাত্যায়নী কুন্তী কুড়ানী করুণী ॥ ১৬
দুলালী দ্রৌপদী দুর্গা দয়াময়ী দেবী ।
ভারতী ভুবনেশ্বরী টিকা টুনী টেবী ॥ ১৭
নারায়ণী নয়নী নর্ম্মদা নন্দরাণী ।
জয়ন্তী জাহ্নবী জুতী জিতী জাদু জানি ॥ ১৮
কুশলী কনকলতা কুচিলা কাঞ্চনী ।
অন্নপূর্ণা অভয়া অহল্যা অকিঞ্চনী ॥ ১৯
আনন্দী আমোদী অম্বী আতুলী আদরী ।
সাতী ষাঠী সুধামুখী সর্ব্বাণী সুন্দরী ॥ ২০
চিত্রলেখা মনোরমা মণী মৌনবতী ।
শ্রীমতী নলিনী নীলা ভূতি ভানুমতী ॥ ২১
শশিমুখী সত্যবতী সুখী সুরেশ্বরী ।
মধুমতী মায়া দময়ন্তী পারী পরী ॥ ২২
বিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্যা বৃন্দা মুদিতা মঙ্গলী ।
মেনকা কেকয়ী চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবলী ॥ ২৩
কার কোলে ছেলে কার ছেলে চ'লে যায় ।
কার ছেলে কান্দে কার ছেলে মারি খায় ॥ ২৪
বুড়া আধবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিণী ।
ঘন বাজে ঘুণু ঘুণু কঙ্কণ কিঙ্কিণী ॥ ২৫

কেহ বলে এস সই চল সেঙাতিনী।
ঠাকুরাণী ঠাকুরঝি নাতিনী মিতিনী॥ ২৬
বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া।
শাশুড়ী দিছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া॥ ২৭
কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী।
কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোপাবাড়ী॥ ২৮
কার বেণী কার খোঁপা কার এলো চুল।
কুলি কুলি কলরব শুনি কুল কুল॥ ২৯
চন্দ্রমুখী কৈলা এয়োজাতের ব্যাপার।
দেখিয়া সানন্দ ভবানন্দ মজুন্দার॥ ৩০
তার মধ্যে কতগুলি কুমারী লইয়া।
করিলা কুমারীপূজা বাস ভূষা দিয়া॥ ৩১
সবাকারে দিলা তৈল সিন্দূর চিরুণী।
কুতুহল কোলাহল হুলু হুলু ধ্বনি॥ ৩২
নজ বাসে গেলা সবে করি প্রণিপাত।
রচিলা ভারত অন্নদার এয়োজাত॥ ৩৩

রন্ধন।

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ বাড় গিয়া।
পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়া॥
তোমার অন্নের বলে অদ্যাবধি আছে গলে
কালরূপী কালকূট অমৃত হইয়া।
এক হাতে পানপাত্র আর হাতে হাতা মাত্র
দিতে পার চতুর্ব্বর্গ ঈষদ হাসিয়া॥

তুমি অন্ন দেহ যারে অমৃত কি মিঠা তারে
সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া।
পরশিয়া অন্ন সুধা ভারতের হর ক্ষুধা
মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া॥ ধ্রু॥

ভোগের রন্ধনে ভার লয়ে পদ্মমুখী।
রন্ধন করিতে গেলা মনে মহাসুখী॥ ১
স্নান করি করি রামা অন্নদার ধ্যান।
অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান॥ ২
হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥ ৩
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে।
মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে॥ ৪
বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা।
দুধ থোড় ডালনা শুক্তানি ঘণ্ট তাজা॥ ৫
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনি-রসে গুড়া।
তিল-পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমুড়া॥ ৬
নিরামিস তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে।
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য-মাসে॥ ৭
কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল।
শিকপোড়া ঝুড়ী কাঁটালের বীজে ঝোল॥ ৮
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥ ৯
ময়া সোণা খড়কীর ঝোল ভাজা সার।
চিঙ্গড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার॥ ১০

কঠা রান্ধি রান্ধে কই কাতলার মুড়া।
তিত দিয়া পচামাছে রান্ধিলেক গুড়া ॥ ১১
আম্র দিয়া শৌল মাছে ঝোল চড়চড়ী।
আর রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী ॥ ১২
রুই কাতলার তেলে রান্ধে তৈল-শাক।
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক ॥ ১৩
বাচার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত-অধিক বলে অমৃতের রাজা ॥ ১৩
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈলা কত ॥ ১৪
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম ॥ ১৬
কচি ছাগ-মৃগ-মাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা ॥ ১৭
অন্য মাংস শিকভাজা কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পূরিয়া ॥ ১৮
মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা।
মৎস্য-মূলা বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা ॥ ১৯
আম আমস্বত্ব আর আমসি আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার ॥ ২০
অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।
সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা ॥ ২১
বড়া এলো আসিকা পীযুষী পুরী পুলী।
চুষি রুটি রামরোট মুগের সামুলী ॥ ২২

কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজা-পুলী।
সুধারুচি মুচ-মুচি লুচি কতগুলি ॥ ২৩
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ভুরা রাজবরা চালু দিলা ॥ ২৪
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার ॥ ২৫
অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন।
অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন ॥ ২৬
মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে।
আশু বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে ॥ ২৭
দলকচু ওড়কচু খিকলা পাতরা।
মেঘহাসা কালমানা রায় পানিতরা ॥ ২৮
কালিন্দী কনকচুর ছায়াচুর পুদি।
শুয়া শালী হরিলেবু গুয়াথুবি সুঁদী ॥ ২৯
ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর।
কৈজুড়ী খাজুরে-ছড়ী চিনা ধলবার ॥ ৩০
দাদুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি।
কেলেজিরা পদ্মরাজ দুদরাজ লুচি ॥ ৩১
কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলভোগ রান্ধে।
ধুলে বাঁশ গন্ধাল ইন্দ্রের মন বান্ধে ॥ ৩২
বাজাল মরীচশালি ভুরা বেনাফুল।
কাজলা শঙ্করচিনা চিনি সমতুল ॥ ৩৩
মাকু মেটে মধিলোট শিবজটা পরে।
দুধপনা গঙ্গাজল মুনিমন হরে ॥ ৩৪

সুধা দুধকমল খড়িকামুটী রান্ধে।
বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্দে ॥ ৩৫
রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাঁসমতী।
কদমা কুসুমশালি মনোহর অতি ॥ ৩৬
রমা লক্ষ্মী আলতাদানার গুড়া রান্ধে।
জুতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বান্ধে ॥ ৩৭
লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলু থালু ॥ ৩৮
অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা কয়।
মৃত হয় অমৃত অমৃত মৃত হয় ॥ ৩৯

অন্নদা-পূজা।

অশেষ উপচার অনিয়া মজুন্দার
পূজেন অন্নদাচরণ।
পদ্ধতি সুবিদিত পণ্ডিত পুরোহিত
পূজয়ে বিধান যেমন ॥ ১
ষোড়শ উপচার সামগ্রী কত আর
কি কব তাহার বিশেষ।
মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ
বসন ভূষণ সন্দেস ॥ ২
বাজয়ে বাদ্য কত নাচয়ে নাট যত
গায়ক নটী রামজনী।
যতেক রামাগণ পরম হৃষ্টমন
করয়ে হুলু হুলু ধ্বনি ॥ ৩

পড়িয়া সূর্য্য সোম পূজান্তে অন্ন হোম
ভোগের অন্ন আনি দিলা।
করিয়া দক্ষিণান্ত লইয়া দান্ত শান্ত
জাগিয়া নিশা পোহাইলা॥ ৪
হইয়া যোড়পাণি পড়েন স্তুতিবাণী
পরম জ্ঞানী মজুন্দার।
কি কব ভাগ্য-লেখা অন্নদা দিলা দেখা
ধরিয়া ধ্যানের আকার॥ ৫
দেখিয়া অন্নদায় পুলকে পূর্ণকায়
মোহিত হইলা মজুন্দার।
অন্নদা কন কথা যে কেহ ছিল তথা
কেহ না দেখে শুনে আর॥ ৬
কহেন দেবী সুখী কোথা লো চন্দ্রমুখী
এস লো পদ্মমুখী রামা।
আছিলা স্বর্গবাসী শাপে ভূতলে আসি
ভুলিয়া নাহি চিন আমা॥ ৭
এই যে ভবানন্দ পাইয়া মহানন্দ
মনে না করে পূর্ব্বকথা।
আমার ইতিহাস করিল পরকাশ
এখন চল যাই তথা॥ ৮
অষ্টাহ গীত-কথা কহেন দেবী তথা
শুনেন ভবানন্দ রায়।
অন্নদার পদতলে বিনয় করি বলে
ভারত অষ্টমঙ্গলায়॥ ৯

অষ্টমঙ্গলা।

শুন শুন অরে ভবানন্দ।
মোর অষ্টমঙ্গলায় অমঙ্গল দূরে যায়
শুনিলে না হয় কভু মন্দ॥ ১
প্রথম মঙ্গল শুন সৃষ্টি করি তিনি গুণ
বিধি বিষ্ণু হরে প্রসবিনু।
দক্ষের দুহিতা হয়ে পতিভাবে হরে লয়ে
দক্ষযজ্ঞে সে তনু ছাড়িনু॥ ২
শুন শুন ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ে হেমন্ত-ধামে জনমিনু উমা নামে
মোর বিয়া-হেতু কাম মৈল।
বিয়া হৈল হর-সঙ্গে হরগৌরী হৈনু রঙ্গে
গণেশ কার্ত্তিক পুত্র হৈল॥ ৩
শুন শুন ইত্যাদি।

তৃতীয়ে শিবের সঙ্গে কন্দল করিয়া রঙ্গে
ভিক্ষা-হেতু তাঁরে পাঠাইনু।
পানপাত্র হাতে লয়ে অন্নপূর্ণারূপ হয়ে
অন্ন দিয়া শিবে বাঁচাইনু॥ ৪
কাশী-মাঝে ত্রিলোচন লয়ে যত দেবগণ
বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত মন্দিরে।
করিয়া তপস্যা ঘোর পূজা প্রকাশিলা মোর
অন্নে পূর্ণ করিনু ভূমিরে॥ ৫

শুন শুন ইত্যাদি।

চতুর্থেতে বেদব্যাস নিন্দা কৈলা কৃত্তিবাস
ভুজস্তম্ভ হয়েছিল তার।
শেষে অন্ন নাহি পায় আমি অন্ন দিনু তায়
কাশীখণ্ডে আছয়ে প্রচার ॥ ৬
সেই ব্যাস তার পরে ব্যাস-বারাণসী করে
মোর উপাসনা করে বসি।
বুড়ীরূপে আমি গিয়া বাক্যছলে শাপ দিয়া
করিনু গর্দ্দভ-বারাণসী ॥ ৭
কুবেরের অনুচরে বসুন্ধরা-বসুন্ধরে
শাপ দিয়া ভূতলে আনিনু।
হরিহোড় নাম দিয়া বুড়ীরূপে আমি গিয়া
ঘুঁটে-বেচা ছলে বর দিনু ॥ ৮

শুন শুন ইত্যাদি।

পঞ্চমে শাপের ছলে আনিনু ধরণীতলে
নলকূবরেরে এই গ্রামে।
ভবানন্দ তুমি সেই চন্দ্রিণী পদ্মিনী এই
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নামে ॥ ৯
পরে হরিহোড় ছাড়ি আইনু তোমার বাড়ী
ঝাঁপী হাতে পার হয়ে নায়।
শুনি পাটুনীর মুখে তুমি নিজ ঘরে সুখে
ঝাঁপীরূপে পাইলা আমায় ॥ ১০
আসিয়াছি তোর ঘরে শুন কহি তার পরে
প্রতাপ-আদিত্য ধরিবারে।

এল মানসিংহ রায় দেখা হেতু তুমি তায়

বর্দ্ধমানে গেলা আশুসারে ॥ ১১

মানসিংহ শুনি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা

জিজ্ঞাসিলা বিশেষ তোমায়।

ইতিহাসচ্ছলে সুখে শুনানু তোমার মুখে

আদ্যরস সুন্দর-বিদ্যায় ॥ ১২

পূজি মোর কালীরূপ সুকবি সুন্দর ভূপ

উপনীত হৈল বর্দ্ধমান।

হীরা নাম মালিনীর ঘরে উত্তরিল ধীর

শুনিল বিদ্যার রূপ-গান ॥ ১৩

গাঁথিয়া দিলেক মালা ভুলে বিদ্যা রাজবালা

দুঁহে দেখা রথের নিকটে।

মোর বরে সন্ধি হৈল গান্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল

বাসর বঞ্চিল অকপটে ॥ ১৪

শুন শুন ইত্যাদি।

ষষ্ঠেতে সুন্দর কবি বিদ্যাপদ্মিনীর রবি

অশেষ চাতুরী প্রকাশিল।

কপট-সন্ন্যাসী হৈল রাজার সাক্ষাৎ কৈল

নানামতে বিহার করিল ॥ ১৫

বিদ্যা হৈল গর্ভবতী ক্রুদ্ধ হৈল নরপতি

কোটাল ধরিতে গেলা চোরে।

নারীবেশে চোর ধরে রাজার সাক্ষাৎ করে

সুন্দর ঠেকিল দায় ঘোরে ॥ ১৬

শুন শুন ইত্যাদি।

সপ্তমেতে আমি গিয়া কালীরূপে দেখা দিয়া
বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে।
বীরসিংহ পূজা কৈল মোর অনুগ্রহ হৈল
বিদ্যা লয়ে কবি গেল ঘরে॥ ১৮

এই ইতিহাস সুখে শুনিয়া তোমার মুখে
মানসিংহ এল তোর ঘরে।
সপ্তাহ বাদলে তারে নানামত উপহারে
তত্ত্ব নিলা তুমি মোর বরে॥ ১৮

ভেট পেয়ে তোর মুখে মোর পূজা দিয়া সুখে
মানসিংহ যশোরে আইল।
প্রতাপ-আদিত্য ধরি লইল পিঞ্জরে ভরি
তোমা লয়ে দিল্লীতে চলিল॥ ১৯

তুমি মোর পূজা দিয়া কুতুহলে দিল্লী গিয়া
পাতশার ক্রোধে বদ্ধ হৈলা।
তুমি পাতশার ডরে নত হয়ে ভক্তিভরে
একমনে মোরে স্তুতি কৈলা॥ ২০

আমি তোরে তুষ্ট হয়ে ডাকিনী যোগিনী লয়ে
উপদ্রব করিনু সহরে।
পাতশা মানিয়া মোরে রাজাই দিলেক তোরে
মহাসুখে তুমি এলা ঘরে॥ ২১

শুন শুন ইত্যাদি।

অষ্টমেতে তুমি সেই মোর পূজা কৈলা এই
আমি অষ্টমঙ্গলা কহিনু।

ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
এই বর পূর্ব্বে দিয়াছিনু ॥ ২২
শুন শুন ওরে ভবানন্দ।
মোর অষ্টমঙ্গলায় অমঙ্গল দূরে যায়
শুনিলে না হয় কভু মন্দ ॥ ২৩
অন্নদা অষ্টাহ গীত রচিবারে নিয়োজিত
কৈলা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
বন্দিয়া গোবিন্দ-পায় রায় গুণাকর গায়
পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলায় ॥ ২৪

রাজার অন্নদার সহিত কথ

মোরে তারহ তারিণি।
অভয়া ভয়-বারিণী ॥
অম্বিকা অন্নদা শঙ্করী শারদা
জয়ন্তী জয়কারিণী।
চামুণ্ডা চণ্ডিকা করালী কালিকা
ত্রিপুরা শূলধারিণী ॥
মহিষমর্দ্দিনী মহেশমোহিনী
দুর্গা দৈত্যবিনাশিনী।
ভৈরবী ভবানী সর্ব্বাণী রুদ্রাণী
ভারত-চিত্তচারিণী ॥ ধ্রু ॥
এইরূপে পূর্ব্ব-কথা বিশেষ কহিয়া।
মহামায়া মায়াজাল দিলা ঘুচাইয়া ॥ ১

মোহ গেল জাতিস্মর হৈলা তিন জন।
দেখিতে পাইলা সর্ব্ব পূর্ব্ব-বিবরণ ॥ ২
মজুন্দার কন আর এথা নাহি কাজ।
গনব্যাজে দেখিব গিয়া বাপ যক্ষরাজ ॥ ৩
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী কান্দে নানাছান্দে।
শ্বশুর শাশুড়ী দেখিবারে প্রাণ কান্দে ॥ ৪
দেবীর চরণে ধরি কান্দে তিন জন।
লয়ে চল এথা আর নাহি প্রয়োজন ॥ ৫
অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর।
প্রিয়পুত্র যেই তারে দেহ রাজ্যভার ॥ ৬
মজুন্দার কন আমি কি জানি তাহার।
উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর ভার ॥ ৭
অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যৎ কই।
মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই ॥ ৮
সমাদরে মোর ঝাঁপী রাখিবেক এই।
যার স্থানে ঝাঁপী রবে রাজা হবে সেই ॥ ৯
গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর।
রাঘব হইবে নাম রাঘব-সোসর ॥ ১০
দে-গাঁয়ে আছিল রাজা দেপাল-কুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার ॥ ১১
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন ॥ ১২
গ্রাম দীঘি নগর সে করিবে পত্তন।
দীঘি কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন ॥ ১৩

তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্ররায় ।
বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায় ॥ ১৪
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে ।
পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে ॥ ১৫
তিন পুত্র রুদ্রের হইবে নিরুপম ।
রামচন্দ্র বড় রামজীবন মধ্যম ॥ ১৬
রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার ।
রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার ॥ ১৭
জিনিবেক সভাসিংহ আদি রাজরাজী ।
সোমযাগ করি নাম হবে সোমযাজী ॥ ১৮
এই ঝাঁপী হেলন করিবে অহঙ্কারে ।
সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে ॥ ১৯
নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে ।
রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে ॥ ২০
অবিরোধে তার ঘরে থাকিব স্বচ্ছন্দে ।
রাজাই করিবে রামজীবন আনন্দে ॥ ২১
তিন পুত্র হবে তার প্রথম ভার্য্যায় ।
রাজা রামকৃষ্ণ রায় রঘুরাম রায় ॥ ২২
গোপালগোবিন্দ হবে আবার ভার্য্যায় ।
তার মধ্যে রাজা হবে রঘুরাম রায় ॥ ২৩
ভূমিদান দয়া দর্প রাজধর্ম্ম বলে ।
রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণীমণ্ডলে ॥ ২৪
তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান্ ।
কাশীতে করিবে জ্ঞানবাপীর সোপান ॥ ২৫

বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেব মূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া॥ ২৬
আমার প্রতিমা-পূজা প্রকাশ তাহাতে।
কত কব তার যশ বুঝিবা ইহাতে॥ ২৭
শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে।
বরগীর বিভ্রাট হইবে এইদেশে॥ ২৮
আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে।
নজরানা বলি বারলক্ষ টাকা চাবে॥
বন্ধ করি রাখিবেক মুরশিদাবাদে।
মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥ ৩০
স্বপ্নে দেখা দিব অন্নপূর্ণারূপ হয়ে।
এই গীতে পূজার পদ্ধতি দিব কয়ে॥ ৩১
সভাসদ তাহার ভারতচন্দ্র রায়।
ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায়॥ ৩২
ভুরিশিটে ভূপতি-নরেন্দ্র-রায়সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত॥ ৩৩
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক॥ ৩৪
পুরাণ-আগমবেত্তা নাগরী পারশী।
দয়া করি দিব দিব্য জ্ঞানের আরশী॥ ৩৫
জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায়।
এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায়॥ ৩৬
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥ ৩৭

সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে॥ ৩৮
ডাঁউসাঁই নীলমণি কণ্ঠ আভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥ ৩৯
শুনিয়া কহিল ভবানন্দ মজুন্দার
জগতঈশ্বরী তুমি যে ইচ্ছা তোমার॥ ৪০
যে জান তা করিবে কি কাজ মোরে কয়ে।
তিলেক বিলম্ব নাহি চল মোরে লয়ে॥ ৪১
বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিল।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥ ৪২

মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা।

ভবানন্দ মজুন্দার সুতে দিয়া রাজ্য-ভার
বাপ মায় প্রবোধ করিয়া।
পূর্ব্ব কথা মনে করি বসিলেন ধ্যান করি
স্বর্গে যান শরীর ছাড়িয়া॥ ১
সীতারাম মজুন্দার করিছেন হাহাকার
প্রজাগণ কান্দিয়া বিকল।
অমাত্য অপত্যগণ সবে শোকে অচেতন
ক্রন্দন উঠিল কোলাহল॥ ২
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী স্বর্গে যাইবারে সুখী
সহমৃতা হইলা হাসিয়া।
চড়িয়া পুষ্পক-রথে চলিলা অলকাপথে
যক্ষগণে বেষ্টিত হইয়া॥ ৩

অন্নপূর্ণা আগে আগে সখীগণ চারি ভাগে
পিছে নলকূবর চলিলা।
কুবের যক্ষের পতি শোকেতে পীড়িত অতি
পুত্র দেখি আনন্দ পাইলা ॥ ৪
পুত্র পুত্র-বধূ লয়ে কুবের সানন্দ হয়ে
পূজা কৈল অন্নদাচরণ।
কুবেরের পূজা লয়ে দেবী গেলা তুষ্ট হয়ে
কৈলাসে যেখানে পঞ্চানন ॥ ৫
অন্নপূর্ণা অজার্চ্চিতা অপর্ণা অপরাজিতা
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অমা।
অবিকারা অনুপমা অরুন্ধতী অনুত্তমা
অনির্ব্বাচ্যা অরূপা অসমা ॥ ৬
ক্ষুধাহরা ক্ষামোদরী ক্ষান্তি ক্ষিতি ক্ষপাকরী
ক্ষুদ্র আমি কি আছে ক্ষমতা।
ক্ষিপ্ত আমি ক্ষোভ কত ক্ষুণ্ণ কহিয়াছি কত
ক্ষমারূপা ক্ষীণেরে ক্ষম তা ॥ ৭
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুম
সেই মত রচিয়া বিধানে।
ভারত যাচয়ে বর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিত-তনু ভগবানে ॥ ৮

মানসিংহ সমাপ্ত।

চোরপঞ্চাশৎ।

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি ॥ ১

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

অদ্যাপি সঙ্কটে পড়ে হারাই জীবন।
তথাপি বারেক চিন্তা বিদ্যার কারণ ॥

সুবর্ণচম্পক-দাম তুল্য রূপ তার।
গৌরাঙ্গ তেমতি শোভা তব তনয়ার ॥

অরুণ-উদয়ে যেন প্রফুল্লকমল।
বিদ্যার বদন শোভে তেমতি বিমল ॥

গৌরদেহে কিবা শোভে কৃষ্ণ লোমাবলি।
সিন্দূরের বিন্দুমাঝে অলকা-আবলী ॥

যখন শয়ন হৈতে নিদ্রা হয় ভঙ্গ।
কামরসে বিহ্বল লালস হয় অঙ্গ ॥

প্রমাদেতে প'ড়ে আমি পরাণ হারাই।
মুহূর্ত্তেক বিদ্যারূপ চিন্তা করে যাই ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

কনকচম্পকদাম মুদ্রা দক্ষ-করে।
আশীর্ব্বাদ বরাভয়যুক্ত সব্যে ধরে॥

যে গুণে বিভব নাম হয়েছে অভয়া।
নিজগুণে কৃপা করি কর মোরে দয়া॥

অগৌরী শব্দেতে মহামেঘ-প্রভা জানি।
নীলপদ্ম-প্রকাশিত বদন বাখানি॥

শিবের বচনে যোগতন্ত্রমতে বলি।
ভদেশে আছে তব নীল লোমাবলী॥

সুপ্ত শব্দে শয়নে আছেন ত্রিলোচন।
তস্যোপরি দিগম্বরী কর আরোহণ॥

কার্ত্তিকের জন্মকালে শুনেছি পুরাণে।
উপস্থিত হৈল কাম শিব-সন্নিধানে॥
ভ্রূকুটি-লোচনে ভস্ম হইল মদন।
মদনবিহ্বল নাম হইল তখন॥
তাঁহার সহিত যেবা লালসিত-অঙ্গ।
প্রমাদেতে পড়ে করি তাঁহার প্রসঙ্গ॥
বিদ্যা নামে দশ মহাবিদ্যার বর্ণনা।
তন্ত্রসারে আগে যারে করেছে গণনা॥ ১

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিম্।
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতানি
গাত্রাণি সম্প্রতি করোমি সুশীতলানি॥ ২

অন্যার্থঃ। বিদ্যা পক্ষে।

অদ্যাপি অশেষ কেশ-রজ্জুর বন্ধনে।
বিশেষতঃ শরানলে দহিছে মদনে॥
এ তাপ নাশের হেতু সেই সুলোচনা।
নবযৌবনেতে পূর্ণ চন্দ্র-নিভাননা॥
তাহে উচ্চ স্তনভার গৌরবর্ণ কান্তি।
কামবাণ-পীড়িতের সুমঙ্গল শান্তি॥
এখন বারেক যদি পাই দরশন।
সকল শরীরে হয় সুধা বরিষণ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

যেমন আমারে পূর্ব্বে করিছিলে দয়া।
অদ্যাপি সেরূপ যদি দেখি গো অভয়া॥
কিবা রূপ চন্দ্রতুল্য আস্য শোভে যার।
শশিমুখী বলি তেঁই স্তুতি করি তাঁর॥
অরি বলি মহাকালী বীজ প্রকরণে।
চন্দ্রমুখে চন্দ্রবিন্দু তন্ত্রের কথনে॥
উপমার কথা শুন এক মত নয়।
কখন সদৃশ কোথা গুণে গণ্য হয়॥
পুনরপি শ্যামারূপ করে বিবেচনা।
চিরকাল বিদ্যমান নূতনযৌবনা॥
পীন শব্দে উচ্চ আর স্তন শব্দে রব॥
বড় ঘোর শব্দযুক্তে বুঝায় ভৈরব॥
অভিধানে গৌর শব্দে শ্বেতবর্ণ কয়।
সেই বর্ণযুক্ত শিব বুঝায় নিশ্চয়॥

সেই দেব কান্ত যার নাম গৌরকান্তি।
কৃপা করি মহেশ্বরি মোরে কর শান্তি॥
দেব আদি সবাকার হ'রে লয়ে মন।
তাহাতে মন্মথ নাম ধরিল মদন॥
মন্মথের শর করে শর শব্দে নাশ।
হইল মন্মথশর নামের প্রকাশ॥
সেই নামে শক্তি হয় অগ্নিরূপ যাঁর।
এমন শিবের কাছে সদা ক্রীড়া তাঁর॥
সেরূপ সম্প্রতি যদি পাই দরশন।
সুশীতল তনু তবে করি এই ক্ষণ॥ ২

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ কমলায়তাক্ষীং
পশ্যামি পীবরপয়োধরভারখিন্নাম্।
সম্পীড্য বাহুযুগলেন পিবামি বক্ত্র-
মুন্মত্তবন্মধুকরঃ কমলং যথেষ্টম্॥ ৩

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

যে সুখেতে এত কাল সুখি ছিল মন।
অদ্যাপি মরণ-কালে হতেছে স্মরণ॥
পুনরপি পাই যদি কমললোচনী।
ইহ জন্মমত সাধ সাধিব এখনি॥

কিবা উচ্চ-পয়োধর-ভারে দেহ ক্ষীণ।
তিলেক অন্তরে যারে নাহি ভাবি ভিন॥
সেই উচ্চ কুচ দৃষ্ট হয় এ সময়।
সম্পীড়নেসুখী তবে বাহুযুগ হয়॥

তার মুখপদ্মে নিজ মুখ মিশাইয়ে।
পূরাব মনের আশা তার মধু খেয়ে॥
উন্মত্ত অলিতে বহু করে অন্বেষণ।
সম্মুখেতে পায় যদি কমলকানন॥
যেমন সে মধুকর হয়ে হর্ষবান্।
উদর পূরিয়ে অলি করে মধুপান॥
তেমতি হরিষযুক্ত হয় মোর মন।
মরণকালেতে সুধা করিব ভোজন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

যাঁর লীলা পূর্ব্বকালে পাষাণতনয়া।
অদ্যাপি উদয় মনে সে রূপে অভয়া॥
অবোধ তনয়ে কৃপা কর গো প্রকাশ।
সঙ্কটে অভয় দেহ পাইয়াছি ত্রাস॥
প্রফুল্ল কমল-তুল্য চক্ষু যাঁর জানি।
কমলায়তাক্ষী ব'লে তাঁহারে বাখানি॥
কমলা শব্দেতে হয় বিষ্ণুর রমণী।
সেই বিষ্ণু নিজ চক্ষু দিলেন আপনি॥
দান পায়ে মহাদেব করেন ধারণ।
সে বড় অদ্ভুত কথা কহি সে কারণ॥
পুরাণেতে উক্ত আছে হর পূজে হরি।
সহস্রেক পদ্ম তাহে নিরূপণ করি॥
এক দিন হরি-ভক্তি-পরীক্ষা-কারণে।
যোগেশ্বর এক পদ্ম রাখিলা গোপনে॥

পূজা-কালে এক পদ্ম অমিলন হৈল।
উঠায়ে আপন চক্ষু শিবে পূজা কৈল ॥
কমলাক্ষ নাম শিব হইল তখনি।
কমলায়তাক্ষী কালী তাঁহার রমণী ॥
পীবর শব্দেতে পুষ্ট পয়োধর তাঁর।
মহামেঘ সম প্রভা হইয়াছে যাঁর ॥
অদ্য যদি সেই রূপ পাই দরশন।
এ সঙ্কটে হয় তবে সফল জীবন ॥
সম্পীড়া নামেতে কালী শুন ত্যজি ভ্রম।
যে কালে হইল নাম ক্রমে বলি ক্রম ॥
সং শব্দেতে সমুদয় পীড়ার জনন।
সংসার মধ্যেতে করিলেন ত্রিনয়ন ॥
তাহাতে সম্পীড় নাম ধরে ত্রিপুরারি।
সম্পীড়িতা হয় নাম পাষাণকুমারী ॥
অ শব্দে বিষ্ণুর নাম পুরাণে বিদিত।
বাহুযুগে চতুর্ভুজ অতি সুশোভিত ॥
বিষ্ণুর জননী-রূপে যথা বিষ্ণুমুখে।
অতি স্নেহে চুম্বন করিল মহাসুখে ॥
বালকের অতিশয় স্নেহের কারণে।
অলি যেন মধুপান করে পদ্মবনে ॥
সেইরূপ কৃপা যদি কর গো জননি।
গর্ভধারিণীর রূপ ধর মা আপুনি ॥ ৩

অদ্যাপি তাং নিধুবনক্লমনিঃসহাঙ্গী-
মাপাণ্ডুগণ্ডপতিতালককুন্তলাক্ষীম্।

প্রচ্ছন্নপাপকৃতমন্তরপাবয়ন্তীং
কণ্ঠাবসক্তমৃদুবাহুলতাং স্মরামি ॥ ৪

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

নিধুবন শব্দে রতি-বিহার বুঝায়।
তাহার যে ক্লম ক্লেশ সয়েছেন তায় ॥
আর এক শোভা তার কিবা মনোহর।
অলকা শোভিছে পাণ্ডু গণ্ডের উপর ॥
তাহাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়িয়াছে কেশ।
কমলেতে ভ্রমে যেন ভ্রমর বিশেষ ॥
তাহার নিকটে কিবা শোভা চমৎকার।
খঞ্জন-গঞ্জিত আঁখি দেখেছি তাহার ॥
পুনরপি শুন বলি মনের বেদনা।
অনিবার প্রেমরসে ছিল যে যাতনা ॥
বিদ্যার সে রূপ যদি অন্তরেতে আসে।
ছন্ন ছন্ন হয়ে পাপ পলায় তরাসে ॥
সুকোমল বাহুলতা বদ্ধ ভুজপাশে।
কণ্ঠে অবসক্ত আছি প্রেমের আবাসে ॥
এখন বধিবে যদি জীবন আমার।
সে প্রেমে করহ রাজা আগেতে উদ্ধার ॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর শুন নরপতি।
বিদ্যার স্মরণে আমি স্থির করি মতি ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

অদ্ভুত শৃঙ্গারে যথা নিধুবন জানি।
তাহার যে ক্লম-ক্লেশ সহে শূলপাণি ॥

বিপরীত-রতাতুর হইয়া মহেশ।
অধেতে পুরুষ উর্দ্ধে নারী তেঁই ক্লেশ॥
এমন শিবের সহ হয়েছে অর্দ্ধাঙ্গী।
তাহাতে শ্যামার নাম ক্রমনিঃসহাঙ্গী॥
কিবা কালিকার শোভা উপমা কি দিব।
পাণ্ডুবর্ণ-আভা পদতলে পড়ে শিব॥
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ শরণাভিলাষে।
আলুয়ে পড়েছে কেশ শ্যামাপদপাশে॥
সেই যে পতিত কেশ শিব গণ্ডে শোভে।
মত্ত অলিগণ যেন ভ্রমে মধুলোভে॥
ধবল বর্ণেতে কেশ অলকা-আবলি।
সেই কেশ হ'তে মাকে মুক্তকেশী বলি॥
শ্বেত-কৃষ্ণমধ্যে দেখ অরুণ-বরণ।
কিবা শোভা হতেছে শিবের ত্রিনয়ন॥
এমন শিবের নারী হয়েছেন যিনি।
ইহাতে অলকাবলি-কুন্তলাক্ষী তিনি॥
অন্তরের যত পাপ করেন প্রকাশ।
সে দেবে আচ্ছন্ন করি করিছেন রাস॥
কণ্ঠে আবরণ শব মুণ্ডমালা পরি।
অবলা হইয়া রামা বিক্রমে কেশরী॥
অসুরের বাহুলতা কটিতে বিরাজে।
কিবা শোভা হতেছে কিঙ্কিণীরূপ সাজে॥ ৪

অদ্যাপি তাং সুরতজাগরঘূর্ণমানাং
তির্য্যগ্ গলত্তরলতারকমাবহন্তীম্।

শৃঙ্গারসারকমলাকররাজহংসীং
ব্রীড়াবনম্রবদনামুরসি স্মরামি ॥ ৫

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

যে যাতে অপূর্ব্ব রত সেই ত সুরত।
সুরতেতে জাগরণ করে অবিরত ॥
নিদ্রাবশে কামরসে হয়ে পতিপ্রাণা।
এই হেতু সুরত-জাগরবর্ণমানা ॥
কামোল্লাসে প্রেমরসে হ'য়ে বিবসনা।
সচঞ্চল ঝলমল সুহাস্য-বদনা ॥
সে সময় কিবা হয় বদনের শোভা।
গ্রসমান শশী হেন হয় মধুলোভা ॥
ভালে সিন্দুরের বিন্দু বিজলী খেলায়।
বিমানেতে তারাগণ পতনের প্রায় ॥
কমল শব্দেতে জন্মস্থান পদ্মাকর।
এই হেতু বুঝালেক নাম সরোবর ॥
শৃঙ্গারের সারাৎসার সরোবর মাজে।
রাজহংসী-রূপ ধরে অদ্ভুত বিরাজে ॥
কামিনীস্বভাবধর্ম্ম সলজ্জিতা হয়।
মধুপান দিয়া অধোবদনেতে রয় ॥
আমার হৃদয়ে সেই অদ্যাপি তেমন।
অতুল সঙ্কটে তবু না ভুলিল মন ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

সুরত শব্দেতে জেনো এ সব সংসার।
তাহার সংহাররূপে জাগরণ যার ॥

সুরতজাগর-রূপ ধরেন মহেশ।
তাঁহার সহিত ক্রীড়া যে করে বিশেষ॥
বিপরীত রতাতুরা হয়েছে শিবানী।
অতিব্যস্তরূপা তেঁই ঘর্ণমানা জানি॥
বিমানেতে মহামেঘ-ঘটা মধ্য-ভাগে।
তারাগণ পতন যেমন শোভে আগে॥
বক্রগতি ভ্রমে অতি চপলা যেমন।
সিন্দুর-বিন্দুর পাশে শোভিছে চন্দন॥
উপাদান করে সার শৃঙ্গার রসের।
হয়েছে শৃঙ্গারসার নাম মদনের॥
তাহার কমলাকর কান্তি যে শোভার।
সে শোভা বিনাশে প্রভা দেখি হেন যার॥
তথাপি শৃঙ্গার সার করি ত্রিলোচন।
ক্রীড়াপক্ষিরূপা যেবা তাহাতে মগন॥
অকথ্য ঐশ্বর্য্য যার কে করে গণনা।
অশেষ বিশেষরূপে করে বিবেচনা॥
লজ্জামাত্র লজ্জা পেয়ে করেছে পয়াণ।
দিগম্বর নাম তাহে হয়েছে বিধান॥
সেই শিবে অবলম্ব বদন যাঁহার।
এমন শ্যামার পদযুগ করি সার॥ ৫

অদ্যাপি তাং সুরততাণ্ডবসূত্রধারীং
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং মদবিহ্বলাঙ্গীম্।
তন্বীং বিশালজঘনাং স্তনভারনম্রাং
ব্যালোলকুন্তলকলাপবতীং স্মরামি॥ ৬

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

কন্দর্পের লীলা-ছল কত কব আর।
গীত বাদ্য নাট্য আদি নানা রস তার॥
পৌর্ণমাসী শশিমুখী মনোবিহারিণী।
কামরস-নর্ত্তনের সূত্রবিধায়িনী॥
স্থূলাকার জঙ্ঘা তার উচ্চ পয়োধর।
সুশোভনাকুঞ্চকেশী মধ্য ক্ষীণতর॥
এইরূপ শুনঃভূপ দেখিয়া বিদ্যারে।
আকুল হয়েছে প্রাণ অকূল পাথারে॥
এখন আমাকে কর লক্ষ অপমান।
বিদ্যার কারণে হয় সুখসম জ্ঞান॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

পুরাণেতে ব্যক্ত আছে ত্রিপুরারি-লীলা।
ভ্রুকুটি-ভঙ্গিমা করি নৃত্য আরম্ভিলা॥
পদাঘাতে মহী তাতে যায় রসাতল।
ইন্দ্র আদি বিধি বিষ্ণু হইল অবল॥
নর্ত্তনের মূলসূত্র বিধি ক'য়ে দিয়া।
অচেতন ত্রিভুবন সকলি রাখিয়া॥
তাহাতে আপনি রক্ষা কর ত্রিলোচনি।
ধরিয়া মোহিনীরূপ হরসম্মোহিনী॥
ভালে আসি বসি শশী হৈল দীপ্তিকর।
সুশোভনা মধ্যক্ষীণা পুষ্ট পয়োধর॥
আলুয়ে পড়েছে কেশ আপাদ অবধি।
কোটি কামদেব লজ্জা পায় নিরবধি॥

এ বেশে মহেশে স্থির করেছ অমনি।
বন্ধুহীনে অকিঞ্চনে তার গো জননি॥
অদ্যাপি আশয় করি শুন মহামায়া।
বিপদে পড়েছি মা গো দেহ পদছায়া॥ ৬

অদ্যাপি তাং মসৃণচন্দনচর্চ্চিতাঙ্গীং
কস্তূরিকাপরিমলেন বিসর্পিগন্ধাম্।
অল্পেন্দুরেখপরিশীলিতভালরেখাং
মুগ্ধাতিবামনয়নাং শয়নে স্মরামি॥ ৭

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

সুচারু চন্দন সর্ব্বদেহে লিপ্ত ক'রে।
কুঙ্কুম-কস্তূরী-গন্ধ-আদি যুক্ত পরে॥
চন্দ্রখণ্ড সম রেখা কপালে ভূষণ।
শুভ্র মল্লিকার মাল্য গলেতে শোভন॥
শুক্লবর্ণে সর্ব্বগাত্র রাখে মিশাইয়া।
মুগ্ধবেশে দ্বারদেশে শয়ন করিয়া॥
লুকায়ে রাখিল তনু পরম যতনে।
আমাকে দর্শন দিল বহু অন্বেষণে॥
সেই দিন সেই রূপ হ'ল চমৎকার।
অদ্যাপি স্মরণ মনে হয় বারবার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

এক দিন ভক্তিভাব পরীক্ষার তরে।
ছল করি আসিছিলে ছদ্মবেশ ধ'রে॥
কালীরূপে ভাবে মোরে সতত কুমার।
অন্যরূপ আজ দেখি কি ভাব তাহার॥

সে দিন যে রূপ মোরে দিলা দরশন।
এ সঙ্কটে সেই রূপ করিয়ে ভাবন॥
এত বলি আর বার করুণা-কারণ।
কালীপদে কবিতার অর্থ-নিরূপণ॥
মেঘ কাদম্বিনী-রূপ করিতে উত্ত্যক্ত।
অগুরু-চন্দনে দেহ করে শোভা ব্যক্ত॥
কস্তূরী কক্কোল আদি লেপন করিয়া।
কেশাদির কৃষ্ণবর্ণ গোপনে রাখিয়া॥
ভালে অর্দ্ধশশী ভাল হইল উদিত।
মালতী শিরীষ পুষ্প দেহেতে ভূষিত॥
শঙ্করের সতত জানিবে সমাচার।
অতিশয় তেঁই অতি বাম নাম তাঁর॥
অতিশয় বামে শিবে যাঁহার লোচন।
মুগ্ধ হয় এই বামনয়না-লক্ষণ॥
পুনর্ব্বার বলি আর তন্ত্রের লিখন।
সেই শিরোপরি যাঁর হয়েছে শয়ন॥
শিবশক্তি করি ভক্তি ডাকি একবারে।
শয়নে স্মরণ করি তার গো আমারে॥ ৭

অদ্যাপি তাং নিধুবনে মধুপানপাত্রীং
নীলাম্বরাং কৃশতনুং চপলায়তাক্ষীম্।
কাশ্মীরকন্দমৃগনাভিকৃতাঙ্গরাগাং
কর্পূরপূগপরিপূর্ণমুখীং স্মরামি॥ ৮

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

তব কন্যা নিধুবনে শৃঙ্গারের স্থানে।
মধুপানপাত্রী হয়ে তোষে মধুদানে॥
পুনরপি সেই কালে তোমার যে সুতা।
পানে অতি স্বাদুবতী হলো রসযুতা॥
মদনের মত্ত-গজ-শাসনের তরে।
অপূর্ব্ব অঙ্কুশ-চিহ্ন তনু শোভা করে॥
চঞ্চল খঞ্জন-আঁখি বিজলীর প্রায়।
মেঘসম শোভা করে কজ্জল তাহায়॥
মৃগনাভি আদি করি সুগন্ধ যাঁহার।
কর্পূরাদি-পূর্ণমুখী সুধার আধার॥
তার মধুপানে মোর না হবে মরণ।
তেঞি করি এ সঙ্কটে তাঁহারে স্মরণ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

নিধুবন বলি সম শৃঙ্গার-বিধান।
মধুপানপাত্রী হয়ে কর অধিষ্ঠান॥
মধুপান ব্যক্ত আছে তন্ত্রের বচনে।
তাহার দৃষ্টান্ত এই শুনেছি শ্রবণে॥
সর্ব্বদেব-তেজোময় হন যে সময়।
দেবগণ ভূষণ দিলেন অতিশয়॥
মধুপানপাত্র দিল কুবের যখন।
মহিষমর্দ্দনে মধুপানযুক্ত হন॥
মার্কণ্ডেয়-পুরাণেতে ব্যক্ত সমুদয়।
সেই হেতু মধুপানপাত্রী ব'লে কয়॥

অতিশয় আস্বাদনে হইয়া নিযুক্ত।
মুখের বাহিরে জিহ্বা করে পরিমুক্ত ॥
বরাঙ্গনা সুবদনা পিঙ্গল-লোচনী।
কাশ্মীর কজ্জল আদি সুগন্ধমোহিনী ॥
লবঙ্গ কর্পূর মুখ মিলিত তাম্বুল।
পরিপূর্ণ মুখে আভা হতেছে অতুল ॥
সেই মুখশশী চিন্তা করি বারে বারে।
অন্তকালে যেন শ্যামা নিস্তার আমারে ॥ ৮

অদ্যাপি তৎক্রমপতন্মদিরাপরাগ-
প্রস্বেদবিন্দুবিততং বদনং প্রিয়ায়াঃ।
অন্তে স্মরামি রতিখেদবিলোলনেত্রে
রাহুপরাগপরিমুক্তমুখং স্মরামি ॥ ৯

মর্ম্মার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

ক্রমে ক্রমে যার সুধা মধু সার
ধরা পতনের শোভা।
সেই ইন্দুকণা শোভে সুবদনা
চকোরের মনোলোভা ॥
রাহু-মুক্ত শশী বদন হরষি
লোচনের কি ভঙ্গিমা।
যার দেখা তরে রতি খেদ করে
রূপের নাহিক সীমা ॥
এই অন্তকালে যা থাকে কপালে
প্রাণ চায় দেখিবারে।

শুনে নরবর কম্পে কলেবর
রায় ভাবে কালিকারে ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

সুধাপানে যত ক্রমাগত তত
হতেছে কত পতন।
ধারা সম করে সুধাবিন্দু ঝরে
ইন্দুখণ্ড সুবদন ॥
শরদিন্দু মত সে বদনে কত
কিবা শোভা সুলোচনে।
রতি অভিলাষ করে সর্ব্বনাশ
মহেশে রাখে মোহনে ॥
মুখ ইন্দীবর নিন্দি সুধাকর
স্মরণে মরণ যায়।
কাল সম রায় বধে বা আমায়
না দেখি কোন উপায় ॥ ৯ ।

অদ্যাপি তন্মুখশশী পরিবর্ত্ততে মে
রাত্রৌ মযি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা ॥ ১০

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

মানে মৌনী হয়ে দুখী বিরসেতে শশিমুখী
একা বসিয়াছে ক্রোধাগারে।
মান করি অতি ভার ত্যজে নিজ অলঙ্কার
সখীগণ প্রবোধিতে নারে ॥

আলুথালু ক'রে কেশ হয়ে অতি ছিন্নবেশ
অর্দ্ধ অঙ্গে আছয়ে বসন।
হয়ে অতি অভিমানী গণ্ডে দিয়া সব্য পাণি
নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘনেঘন॥
এ বেশে দেখিয়া তায় ভাবি কত ভাবনায়
কখন না দেখি যে এমন।
আমি বলি একি ধনি সে তো নাহি করে ধ্বনি
তাহাতে দুঃখিত মোর মন॥
যত বলি অপরাধ তত ঘটে পরমাদ
কটাক্ষ-দর্শনে নাহি চায়।
হেট করি রহে মুণ্ড বিবৃত হয়েছে তুণ্ড
বিচ্ছেদ-অনল জ্বলে তায়॥
আমি নহি অপরাধী মিথ্যা মনে কর বাদী
ক্ষমা কর নিজ-দাস ব'লে।
হ'লে তবে মতে মত নহে কোন অন্য মত
প্রতিফল তারি মত ফলে॥
যার সঙ্গে বার মাস করি একত্রেতে বাস
তার সনে বিরোধ বারেক।
তাহাতে না কবে কথা আমি যাব যথা তথা
প্রাতে উঠি ধরি কোন ভেক॥
এরূপে কুণ্ঠিত হয়ে সাধিলাম কত কয়ে
মৌনে রয় হয়ে অভিমানী।
তবে আমি সে সময়ে নাসিকাতে তৃণ লয়ে
হাঁচিলাম বলাবারে বাণী॥

ক্ষুৎ পতন জৃম্ভ সব জীব তিষ্ঠাঙ্গুলিরব
ব্রহ্মবধ-পাপ না বলিলে।
না কহিল সে বচন ত্যজেছিল আভরণ
কর্ণফুল কর্ণমূলে দিলে॥
দেখিলাম বিধিমতে পতির কল্যাণ-মতে
জীব বলা হইল প্রকারে।
সুবুদ্ধি এরূপ যার তারে মোর পরিহার
কি করিব মান ভাঙ্গিবারে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

কৃতাঞ্জলি ক'রে কই নাহি জানি তোমা বই
ছাড়িলে কি সে সকল মায়া।
বাঞ্ছাকল্পতরু হ'লে পূর্ব্বেতে সদয় হ'লে
সে দয়া লুকালে মহামায়া।
কৃপাদৃষ্টি আমা পানে তখন এ সব স্থানে
মূর্ত্তিভেদ করিলে অশেষ।
এক দিন রাত্রিভাগে শ্মশানে প্রকট আগে
ক্রোধ-বেশে করি কৃপালেশ॥
অতিশয় প্রয়োজনে প্রাণপণ আবাহনে
ডাঁকি গো শ্মশানে হয়ে বাসী।
না আইলা শীঘ্রগতি ভ্রান্ত হলো মোর মতি
ক্রোধ কৈলে পুনরপি আসি॥
তখনি অমনি দেখা ভালে শশিখণ্ড-রেখা
কালান্তক বিকট দশন।

করালবদনী ভীতি পদভরে কাঁপে ক্ষিতি
কোকনদ-ছবি ত্রিনয়ন ॥
ভয়ে জ্ঞান পরিহরি ভাবি কি উপায় করি
বিধি হর হরি পরিহারে।
এক যুক্তি সে সময় মনেতে উদয় হয়
আশীর্ব্বাদ লইব প্রকারে ॥
শুনি লোক-ব্যবহারে শাস্ত্রমত-অনুসারে
যে কর্ম্মেতে জীব বাক্য বলে।
ক্ষুৎকার করিলে পর না করিলে প্রত্যুত্তর
আশীর্ব্বাদ করিলে মা ছলে ॥
তার মূল কথা বলি কর্ণে ছিল যে পুতলি
ভূতলে ত্যজিলে তায় রাগে।
পতিত সে শিশুদ্বয় কৃপাদৃষ্টি পুন হয়
উঠায়ে রাখিলা কর্ণভাগে ॥
শিশু সবে দয়া ক'রে দেখাইয়া মায়া পরে
আমাকে করিলা কৃপা শেষে।
শঙ্কিত হই শঙ্করি এত দিন রক্ষা করি
পরাণ কি হারাব বিদেশে ॥
অদ্যাপি আমার মন না ভুলিবে ও চরণ
যা কর মা তোমার উচিত।
সুন্দর সুরস ভাষে থাকি কালী-পদ-আশে
মায়াবশে হয়েছি মোহিত ॥ ১০

অদ্যাপি তৎ কনককুণ্ডলঘৃষ্টমাল্যং
তস্যাঃ স্মরামি বিপরীতরতাভিযোগে।

আন্দোলনশ্রমজলস্ফুটসান্দ্রবিন্দু
মুক্তাফলপ্রচয়বিচ্ছুরিতং প্রিয়ায়াঃ ॥ ১১

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

এক দিবসের কথা এক দিবসের কথা।
তব কন্যা বিপরীত রতে হয়ে রতা ॥
শুন অপূর্ব্ব কথন শুন অপূর্ব্ব কথন।
রমণ করিল মোরে করি আরোহণ ॥
সে যে ক্ষণেক রমণে সে যে ক্ষণেক রমণে।
স্বভাবতঃ নারীজাতি শ্বাস বহে ঘনে ॥
দোলে কর্ণের কুণ্ডল দোলে কর্ণের কুণ্ডল।
পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডে যেন চন্দ্রের মণ্ডল ॥
শোভা কি কব তাহার শোভা কি কব তাহার।
ললাটে ঘর্ম্মের বিন্দু যেন মুক্তাহার ॥
ত আভরণ তায় সিঁথি আভরণ তায়।
ঘর্ম্মবিন্দু মতি তাহে কিবা শোভা পায় ॥
অল্প সিন্দূরের বিন্দু অল্প সিন্দূরের বিন্দু।
মুকুতা সহিত শোভে যেন পূর্ণ ইন্দু ॥
সেই প্রেয়সীবদন সেই প্রেয়সীবদন।
অদ্যাপি মরণ-দিনে করি গো স্মরণ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

আমি নিধনের কালে আমি নিধনের কালে।
কালিকা স্মরণ করি যা থাকে কপালে ॥
যোগ-তন্ত্রেতে শুনেছি যোগ-তন্ত্রেতে শুনেছি।
কালিকা-পুরাণ-মত ধ্যানেতে দেখেছি ॥

যথা পুরুষ প্রকৃতি যথা পুরুষ প্রকৃতি।
পুরুষে উত্থিত নারী রমণ বিকৃতি॥
বিপরীত রতি-কালে বিপরীত রতি-কালে।
কিবা শোভা সালঙ্কার সাজিয়াছে ভালে॥
আরো কর্ণের কুণ্ডল আরো কর্ণের কুণ্ডল।
দোলন-ঘর্ষণে মুখ করেছে উজ্জ্বল॥
কিবা কবরী-বন্ধন কিবা কবরী-বন্ধন।
মণি-মুক্তাযুক্ত তাহে সিঁতি আভরণ॥
আছে সীমন্ত-মাঝারে আছে সীমন্ত-মাঝারে।
সিন্দূরের বিন্দু যেন ইন্দু নিন্দিবারে॥
আর দেখ তার পাশে আর দেখ তার পাশে।
চন্দনের কণা যেন চপলা প্রকাশে॥
রতি-আন্দোলন-শ্রমে রতি-আন্দোলন-শ্রমে।
প্রতিলোমে ঘর্ম্ম দেখা দিল ক্রমে ক্রমে॥
ভালে অর্দ্ধখণ্ড শশী ভালে অর্দ্ধখণ্ড শশী।
ঈষৎ মিশালে ঘর্ম্ম মুক্তাশ্রেণী বসি॥
দেখি কি কব শোভার দেখি কি কব শোভার।
অদ্যাপি জাগিছে সদা অন্তরে আমার॥
আমি ডাকি অকিঞ্চনে আমি ডাকি অকিঞ্চনে।
করুণা করিয়া রাখ এ ঘোর বন্ধনে॥ ১১

অদ্যাপি তং প্রণয়ভঙ্গুরদৃষ্টিপাতং
তস্যাঃ স্মরামি পরিবিভ্রমগাত্রভঙ্গম্।
বস্ত্রাঞ্চলেন পরিধর্ষিপয়োধরান্তং
দন্তচ্ছদং দশনখণ্ডনমণ্ডনঞ্চ॥ ১২

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

কিবা তার চমৎকার নয়ন-ভঙ্গিমা।
কুটিল ভ্রূকুটি যার দিতে নাই সীমা॥
সজল জলদ তুল্য কজ্জল তাহায়।
কন্দর্পের ধনু যেন ভুরু শোভা পায়॥
দশন কুন্দের পাঁতি ইন্দুর কিরণ।
নয়নের তারা তাহে হয়েছে মিলন॥
'সেই নয়নেতে যেন হয় দৃষ্টিপাত।
বল-বুদ্ধিহীন হয় যেন অকস্মাৎ॥
কৃশাঙ্গ কুরঙ্গ যেন শরজালে জরে।
এক দৃষ্টে চাহি থাকে ব্যাধের উপরে॥
কে করিতে পারে তার দৃষ্টির বর্ণন।
যার দৃষ্টিপাতে হয় সাহস-ভঞ্জন॥
পুনর্ব্বার শুন বলি স্বতন্ত্র লক্ষণ।
যখন করেন তিনি আলস্য-মোক্ষণ॥
গাত্র-ভঙ্গ হ'লে হয় তনু দীর্ঘাকার।
কটি কণ্ঠ জানু ঈষদ্বক্রের আকার॥
সে কালীন ভুজদ্বয় উর্দ্ধে অবসরে।
অল্প উন্মীলন চক্ষু পার্শ্বে দৃষ্টি করে॥
বিরসের তুল্য হয় বদনের ছটা।
ঘন ঘন উঠে মুখে জৃম্ভণের ঘটা॥
নাসাগ্রেতে সুদীর্ঘ নিশ্বাস করে গতি।
এলোকেশ শুদ্ধ বেশ মনোহর অতি॥

তৃতীয় সৌন্দর্য্য আর করি বিবরণ।
সুন্দরীকে কিবা শোভা করেছে বসন॥
হেমাদি-জড়িত চিত্র-বিচিত্রবরণ।
কোটি বিধু ভানু যেন উদিত তখন॥
হৃদিপরে উচ্চ কুচ কাঁচলি উপরে।
বস্ত্রের অঞ্চল তাহে কিবা শোভা করে॥
আর এক স্বভাব স্ত্রীলোকমাত্রে আছে।
তাম্বূল চর্ব্বণ করি দেখে তার পাছে॥
জিহ্বা যোর রক্তবর্ণ কিবা আছে ভিন্ন।
খদিরাদি ভোজনের দেখে তার চিহ্ন॥
সে সময় দুই ওষ্ঠ দুই দিকে রয়।
মধ্যদেশে কিবা শোভা করে দন্তচয়॥
সিন্দুর বরণ সব মেঘের মাঝারে।
চন্দ্রের মণ্ডল তাহে সাজে পরিহারে॥
এই চারি শোভা তার করি নিরূপণ।
অদ্যাপি আমার মন করিছে চিন্তন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

কাতরে করুণাময়ি চাহ আমা পানে।
কৃপাসিন্ধু শুকাবে না কণামাত্র দানে॥
ভবানী ভরসা মাত্র সঙ্কটে এবার।
এ সঙ্কটে ভবজায়া কর গো নিস্তার॥
কিবা চারু শোভা দেহে আছয়ে বিদিত।
দিবানিশি সেই রূপ অন্তরে গ্রথিত॥

প্রণয় শব্দেতে বহু সাহস বাখানি।
তারে ভঙ্গ করে তব দৃষ্টিপাত জানি।
ঘোরতর ভয়ঙ্কর রাঙ্গা ত্রিনয়ন।
শশী ভানু কৃশানুকে করেছ সৃজন॥
প্রজাপতি প্রভৃতি নম্রতা ভাব যাতে।
সুরাসুর সুনির্ম্মূল যেই দৃষ্টিপাতে॥
সদা সশঙ্কিত প্রভা দর্শনেতে যাঁর।
অন্তকালে সেই দৃষ্টি চিন্তি বারেবার॥
দনুজদলনে বহু শ্রমযুক্তা হয়ে।
আলস্য ভঞ্জন কর অবকাশ লয়ে॥
গাত্রভঙ্গে কি ভঙ্গিমা লাঞ্ছিত চন্দ্রমা।
ঈষৎ বক্রেতে দেহ-রূপ নাহি সীমা॥
নয়নের কোণে.ক্রুর কটাক্ষদর্শন॥
পরিভ্রম শ্রমে ভুজ করয়ে ভ্রমণ॥
চালন সকল তব হয় অলঙ্কার।
তড়িতের প্রায় যেন শোভে চমৎকার॥
সরোজে বিকট মূর্ত্তি মুখের আভাস।
রিপু-বিমোচনে যেন সুদীর্ঘ নিশ্বাস॥
অরুণ-উদয় দিকে প্রভা কিবা হয়।
সেই দিগ্বসনে সবে দিগম্বরী কয়॥
দিগ্বসন বিশেষতঃ হৃদয়-উপর।
বস্ত্রের অঞ্চল যেন শোভে মনোহর॥
আর এক শোভা বড় দেখিছি শ্যামার।
মুখ হৈতে মুক্ত জিহ্বা হয়েছে তাঁহার॥

বিম্ব জিনি ওষ্ঠাধর যেন নব রবি।
নখরেন্দু কুন্দ সম দন্তপাঁতি ছবি॥
কিবা শোভা কালীপদে রক্ত ইন্দীবরে।
মুখেতে সুধার ধারা ধরিছে অধরে॥
দন্তচয় রিপুস্কন্ধ করে অজস্রায়।
অদ্যাপি চিন্তনে শ্যামা দিবেন অভয়॥ ১২

অদ্যাপ্যশোকনবপল্লবরক্তহস্তাং
মুক্তাফলপ্রচয়চুম্বিতচূচুকাগ্রাম্।
অন্তঃস্মিতেন্দুসিতপাণ্ডুরগণ্ডদেশাং
তাং বল্লভাং রহসি সম্বলিতাং স্মরামি॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

অশোক-পল্লব নব সম পাণিতলে।
চূচুকাগ্রে শোভিত হয়েছে মুক্তাফলে॥
অন্তরে ঈষদ্ হাস গণ্ডে বিকসিত।
শরদের চন্দ্র যেন ত্রিলোক মোহিত॥
নির্জ্জনেতে বসি করি সদা সম্ভাবনা।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা॥
তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন।
বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র করি ত্যজিব জীবন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

রুধির-খর্পর হস্তে দিবানিশি যাঁর।
রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্যামার॥
উচ্চ পয়োধরোপরে বন্ধিত কাঁচলী।
হীরক-জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী।

অন্তরে গম্ভীর হাস্য ঈষদ্ধাস্যকালে।
কিরণে আছয়ে গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ ভালে॥
অন্তর জগতে দেখি আলোকে বিরাজে।
কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনীমাঝে।
স্ববল্লভ-সম্বলিতা বিশ্বের কারিণী।
নিদানে গর্জ্জনে স্মরি তার গো তারিণি॥ ১৩
অদ্যাপি তৎ কুসুমরেণুসুগন্ধিমিশ্রং
ন্যস্তং স্মরামি নখরক্ষতলক্ষ্ম তস্যাঃ।
আকৃষ্টহেমরুচিরাম্বরমুত্থিতায়াঃ।
লজ্জাবশাৎ করধৃতং কুটিলং ব্রজন্ত্যাঃ॥ ১৪

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

শুন হে শুন হে বিচ্ছেদ-বিরহে।
বসনে বদন আবৃত কর হে॥
সরমে ভরম জানায় আমারে।
শিশুকালে হলো বড় লাজ তারে॥
কি কব বিভব বসনের কত।
মল্লিকা মালতী আর পুষ্প যত॥
চন্দনে চর্চ্চিত গন্ধিত প্রখরা।
কাঞ্চনের রুচি অতি মনোহরা॥
এমন বসন ললাট হইতে।
ধনী টান দিল মুখ আচ্ছাদিতে॥
বায়ুবেগে আসি ধরে দক্ষ করে।
নখাঘাতে ক্ষত হলো বক্ষোপরে॥

চলে ধীরে ধীরে অতি লাজভরে।
মুখে বাক্য হরি মৌনব্রত করে॥
মুখপদ্মদেশে নখচ্ছিন্নবাসে।
মাণিকের ছটা যেন ধ্বান্ত নাশে॥
একে প্রেমে জরা অভিমানে ভরা।
তাহে লজ্জাকরা শশিকান্তিহরা॥
পদ নাহি চলে চলে শীঘ্রতরে।
দেখে ফিরে ফিরে জ্বলে প্রেমজ্বরে॥
পদযুগভরে রেণু নাহি সরে।
রাজহংসশ্রেণী যেন কেলি করে॥
নীরবেতে ধনী চলে প্রেমভাবে।
অজ্ঞানত মত যেন চৌর্য্যভাবে॥
বলি শুন ধনি আমি যুড়ি পাণি।
ছাড় ছদ্মবেশ ভাষ রসবাণী॥
শুনে মান বাড়ে আরো দীর্ঘাকারে॥
চলে রোষভরে সলে কেবা কারে॥
পরিহার মানি আমি পায় ধ'রে।
বাঁধা তাঁর গুণে জীবনের তরে॥
সঙ্কটেতে সদা মনে ভাবি যারে।
এত দুঃখে তবু নাহি ভুলি তারে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

অগো ভদ্রকালি মুণ্ডমালি উমে।
পদতলে শূলী ছিন্নমস্তা ধূমে।

পট্টবস্ত্রপরা রবিদীপ্তিহরা।
মণিমুক্তাযুত নানা চিত্রকরা ॥
জিনি সূর্য্যলোকে ঠেকে মৌলি তব।
গুণ নাহি জেনে পদ ভাবে ভব ॥
অতি উচ্চতর ধর ভীম-কায়া।
ত্রিলোকীবিজয়ী মহামোহ মায়া ॥
বাম হস্তে ধৃত শবমুণ্ড নত।
হয়ে আন্দোলিত নখচিহ্নক্ষত ॥
শ্মশানেতে সদা গতিযুক্ত রত।
কর দৈত্য কত অনায়াসে হত ॥
হয়ে লজ্জাযুত আছে মোর মতি।
নাহি শক্তি কিছু করিবারে নতি ॥
রতি সঙ্গ ক'রে বাধা যুগ্ম করে।
মোরে চোর ক'রে শেষে প্রাণ হরে ॥
ক্রিয়াদোষী আমি পড়ি চৌর্য্যদোষে।
নাহি কোন গতি ভূপ অতি রোষে ॥
তবে আছে শুন তন্ত্রসারে জানা।
বিনা মাতৃযোনি নাহি আর মানা ॥
সে যে অর্থ আর লেখে তন্ত্রসার।
যোগিমতে মত নাহি ব্যবহার ॥
শ্যামা লজ্জা-বীজে আছ তার মাঝে।
যদি মন মজে সেই মন্ত্ররাজে ॥
কর মোরে দয়া তবে যোগমায়া।
পদযুগছায়া দিবে ভবজায়া ॥

করি সেই আশা বর্দ্ধমানে আসা।
মুখে কালী বিনা নাহি অন্য ভাষা ॥ ১৪

অদ্যাপি তাং বিধৃতকজ্জললোলনেত্রাং
পৃথ্বীপ্রভিন্নকুসুমাকুলকেশপাশাম্।
সিন্দূরবিন্দুকৃতমৌক্তিকচক্রমিশ্রাং
প্রাবদ্ধহেমকটিকাং রহসি স্মরামি ॥ ১৫

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

কজ্জল-কিরণে শোভা করেছে নয়ন।
মেঘের আবলীমাঝে শোভে তারাগণ ॥
কেশ তার ক্ষিতিতলে হইয়া পতন।
অলিগণ ভ্রমে যেন করিছে ভ্রমণ ॥
অরুণ-উদয় যেন হতেছে আকাশে।
এলোকেশ-মধ্যে ভালে সিন্দূর প্রকাশে ॥
বিমানে বিদ্যুতে যথা হয় চমকিত।
হেমচন্দ্রহারে তার নিতম্ব শোভিত ॥
সুকোমল দেহে কিবা শোভে আভরণ।
অদ্যাপি তাহার লাগি চিন্তা করে মন ॥
ত্যজে সব ধর্ম্ম কর্ম্ম সদা ভাবি মনে।
দিবানিশি সেইরূপ ভাবি হে গোপনে ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

কালিকা খর্পরধরা কজ্জলনয়নী।
পৃষ্ঠদেশ-ব্যাপ্ত কেশ পরশে অবনী ॥
কপালেতে কিবা শোভা সিন্দূরের বিন্দু।
দশদিক্ করে আলো পৌর্ণমাসী-ইন্দু ॥

কাঞ্চন-কিঙ্কিণী কটিদেশ-শোভাকর।
অদ্যাপি সে রূপ আমি ভাবি নিরন্তর॥
আলোকে অচিন্ত্যরূপ দেখি নিরবধি।
ঘুচাইল বিধি বুঝি তাহা অদ্যাবধি॥
তবু যেন অন্তে সেই রূপ হয় প্রাপ্ত।
পঞ্চদশ শ্লোক-অর্থ হইল সমাপ্ত॥ ১৫

অদ্যাপি তাং ধবলবেশ্মনি রত্নদীপাং
মালাময়ূখপটলৈর্গলিতান্ধকারাম্।
সুপ্তোত্থিতাং রহসি হাস্যমুখীং প্রসন্নাং
লজ্জাভয়ার্দ্রনয়নাং পরিচিন্তয়ামি॥ ১৬

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

প্রজ্বলিত স্বর্ণদীপ অট্টালিকা-মাঝে।
অন্ধকার-ধ্বংস ক'রে অদ্ভুত বিরাজে॥
তাহার সমান শোভা তোমার কন্যার।
বিদ্যার রূপের কথা কহা কিছু ভার॥
সুমুখী শয়নে যদি থাকেন নীরবে।
অভিপ্রায় নাহি হয় না জানি কে হবে॥
সুপ্রসন্না হাস্যমুখী প্রফুল্লবদনা।
লজ্জাভরে আর্দ্রা হয়ে ললিত-নয়না॥
তন্ত্র মন্ত্র জপ যজ্ঞ পূজা যেইরূপ।
সত্য কথা কহি রাজা নাহি অন্যরূপ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

ধবল শব্দেতে শুভ্র অভিধানে জানি।
তাহাতে ধবল নাম ধরে শূলপাণি॥

রজত-পর্ব্বত আভা ধ্যানেতে রাখানে।
তাহার বসতি হয় নিয়ত শ্মশানে॥

শিবের সহিত বাস করে কাত্যায়নী।
তেঁই তাঁর চিন্তা করি ধবলবেশ্মনি॥

সুবর্ণের দীপমালা প্রজ্বলিত হ'লে।
তিমির বিনাশ যেন রবির মণ্ডলে॥

হৃদিপদ্ম মাঝে থাকি চৈতন্যরূপিণী।
অশেষ তিমির নাশে মহেশমোহিনী॥

শয়নে আছেন শিব তাহে ত্রিলোচনা।
প্রসন্ন-বদনী কালী ভৈরবী ভীষণা॥

লজ্জ যাতে লজ্জা পায়ে পরিহার মানে।
লজ্জাভয় নাম ধরে তন্ত্রের বিধানে॥

লজ্জাভরে শিব হেরে আর্দ্রিতনয়না।
কালিকাকে বুঝা যায় দেখি বিবেচনা॥

এমন জননী যার আছেন ভুবনে।
নিজ দাসে দুঃখ তিনি দেখেন কেমনে॥

কৃপা করি যদি মা বন্ধন দেহ মুক্তি।
দেশে চলে যাই কালি কালী করি উক্তি॥ ১৬

অদ্যাপি তাং গলিতবন্ধনকেশপাশাং
স্রস্তস্রুতাং স্মিতসুধামধুরাধরোষ্ঠীম্।
পীনোন্নতস্তনযুগোপরিচারুচুম্বন্-
মুক্তাবলিং রহসি পদ্মমুখীং স্মরামি॥ ১০

প্রথমার্থ। বিদ্যা-পক্ষে।

কৃষ্ণ কেশ শোভা করে ত্যজিলা বন্ধন।
পুরাণাদি গ্রন্থ যার শুনেছে শ্রবণ ॥
সমুদ্রমন্থন-সুধা অধিকতা প্রায়।
দুই ওষ্ঠ আছে অতি মধুরতা তায়।
মুক্তাবলী শোভে দুই পদে নখোপরি।
কমলনয়না বিদ্যা বিপদেতে স্মরি।

দ্বিতীয়ার্থ। কালী-পক্ষে।

অভয়-চরণে কিছু করি নিবেদন।
যে চরণ-মহিমা জানেন ত্রিলোচন ॥
বিধি বিষ্ণু আদি করি সকলে সেবায়
বেদান্ত বেদেতে নারে মহিমা জানায়।
ও পদ পাবার লাগি করি নানা যতন
মস্তক হইতে কেশ ত্যজিলা বন্ধন ॥
গলিতবন্ধন কেশ হয়েছে ভূষণ।
আগম নিগম গ্রন্থেতে যার শ্রবণ।
সর্ব্ববিদ্যাময়ী তুমি পুরাণেতে কয়।
সেই হেতু গ্রন্থ যত তব বর্ণ হয় ॥
সুধাধার-রসে অর্দ্ধ ওষ্ঠ হয় [illegible]।
মদন মাঝারে আছে সুমধুর সার ॥
উচ্চ কুচযুগোপরে শোভে মতিহার।
ললিতনয়নী কালী চিন্তি বারেবার ॥ ১৭

অদ্যাপি তাং বিরহবহ্নিনিপীড়িতাঙ্গীং
তন্বীং কুরঙ্গনয়নাং সুরতৈকপাত্রীম্।
নানাবিচিত্রকৃতমণ্ডনমাবহন্তীং
তাং রাজহংসগমনাং সুদতীং স্মরামি॥ ১৮

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

বিরহ অনলসম সকলেতে বলে।
অধিকতা গুণ আছে বিরহ-অনলে॥
অনল প্রবেশে ভস্ম করে একেবারে॥
তখনি তদন্ত হয় নিস্তারে তাহারে॥
বাড়বানলের মত বিরহ-আগুন।
তার সনে চিন্তানল বাড়য়ে দ্বিগুণ॥
চিন্তানলে ক্ষুধানল অনুগত হয়ে।
প্রভাকরে একেবারে একন্তরে রয়ে।
এমন যখন যার কি কব তুলনা।
যে জান ইহার ভাব কর বিবেচনা॥
বিরহ-বহ্নিতে যার পীড়িত শরীর।
সে তাপ নিবারি যেবা করয়ে সুস্থির॥
তনুকৃশা মধ্যক্ষীণা বিশালনয়না।
মোর মনে যার আর না দেখি তুলনা॥
নানা চিত্র বিচিত্র মণ্ডল প্রভা যার।
রাজহংস মত গতি হইয়াছে তার॥
শতদল-পদ্ম-মাঝে সূক্ষ্মদল সাজে।
বিদ্যামুখপদ্মে দন্ত তেমতি বিরাজে॥

যে দেখেছি বারবার না ভুলি তিলেক।
অদ্যাপি স্মরণ যেন পাষাণের রেখ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

বিরহ অনল-রূপ হতেছে মদন।
তাহার পীড়নকর্ত্তা দেব ত্রিলোচন॥
সে দেব সর্ব্বদা যার অঙ্গ-শোভা করে:
এমন শ্যামার পদ চিন্তিত অন্তরে॥
গুরুভার জঘনেতে ক্ষীণ দেহ তায়।
সভৈরবঘোর ভাষা মুখে শোভা পায়॥
বিচিত্র-মণ্ডল শোভা কুরঙ্গনয়না॥
গমনেতে দেখ রাজহংসের তুলনা॥
রাজহংস-গমনের অর্থ শুন আর।
সংক্ষেপে গোপন অর্থ লেখে তন্ত্রসার॥
ভূতশুদ্ধিসময়ে জানিবে ব্রহ্মপুরে।
সহস্র-কমল-দল-কর্ণিকাভিতরে॥
চতুর্থ বিংশতি তত্ত্ব করিয়া স্থাপন।
সর্ব্বদেহ ভস্মরাশি করিলে তখন॥
পুনর্ব্বার সেই দেহ করিয়া নির্ম্মাণ।
যে মন্ত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠিত কর প্রাণ॥
সেই যে মন্ত্রের নাম শুনি রাজহংস।
অধিষ্ঠাত্রী-রূপেতে বিরাজে যেই অংশ॥
সর্ব্ব জীবে গতি উক্তি মন্ত্র আরোহণা।
অতএব কালী রাজহংস-সুগমনা॥

দিবা-নিশি স্নিগ্ধরস করেন ভোজন।
সে রসে মগন থাকে সতত দশন॥
তাই কালী পুরাণে শীতলদন্ত কয়।
মতান্তরে আর কিছু শুনেছি নিশ্চয়॥
রুধির-সংযোগ আর কৃষ্ণ-রেখা-লেশ।
শ্বেতবর্ণ দন্তে কিবা হয়েছে সুবেশ॥
মতান্তে দন্তুরা বলি শ্যামাকে বর্ণনে।
সেইরূপ ধ্যান করি অদ্যাপি মরণে॥ ১৮

অদ্যাপি তাং বিহসিতাং কুচভারনম্রাং
মুক্তাকলাপবিমলীকৃতকণ্ঠদেশাম্।
তৎকেলিমন্দিরগতাং কুসুমায়ুধস্য
কান্তাং স্মরামি রুচিরোজ্জলধূমকেতুম্॥ ১৯

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

অতি হাস্যমুখী বিদ্যা প্রসন্নবদনী।
উচ্চ-কুচ-ভারে সদা নম্র সেই ধনী॥
মতিহার শোভা যার করে কণ্ঠদেশে।
প্রভাকর কণ্ঠে যেন নির্ম্মলতা বেশে॥
শয়ন-মন্দিরে দেখি শোভা অতিশয়।
রতিকেলিস্থল বলি সদা ভ্রম হয়॥
শ্বেতবর্ণ আভা তার চপলা প্রকাশে।
ধূমকেতু হয় যেন উজ্জ্বল আকাশে॥
এমন সুন্দর মোর বিবাহিতা নারী।
সঙ্কটেতে পড়ে আমি চিন্তা করি তারি॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।

দেবদেব-বরে ইন্দ্র হ'ল বৃত্রাসুর ॥
স্বর্গ হ'তে দেবাদিকে করিলেক দূর ॥
মর্ত্ত্যে আসি দেবদেবী করেন ভ্রমণ।
শিববীর্য্যে সন্তানের উৎপত্তি-কারণ ॥
ঘোর তপে তখন আছেন ত্রিলোচন।
কিরূপে হইবে তাঁর তপস্যা-ভঞ্জন ॥
যুক্তি সার করি কাম গেলেন তথায়।
কোপ-দৃষ্টিপাতে তিনি হন ভস্মকায় ॥
মদনমন্দিরে রতি বসি একা রয়।
লোকমুখে শুনে কাম হৈল ভস্মময় ॥
আকুলা হইলা অতি ধৈরয না ধরে।
কোথা গেলে প্রাণনাথ রতি প্রাণে মরে।
উচ্চরবে ডাকে তবে অভীষ্টদেবতা।
আত্মকার্য্য সাধিয়া ঘুচালে পতিব্রতা ॥
রতির রোদন বড় শুনি ভগবতী।
তৎকেলিমন্দিরে কালী করিলেন গতি।
রতির প্রণামে তুষ্ট হইলেন অতি।
কিছু কাল থাক তুমি পাবে নিজ পতি।
বহুকাল হয়ে থাক সাবিত্রী সমান।
আশীর্ব্বাদ করি শ্যামা হন অন্তর্দ্ধান ॥
মুক্তজিহ্বা হয়ে রতি করিছে বিনয়।
কপাল ভেঙ্গেছে মোর শুন পরিচয় ॥

ত্রিলোচন-কোপানলে মারা গেছে মার।
এখন কি হবে বল করি যুক্তি সার॥
দয়া করি দয়াময়ি বরদাত্রী হ'লে।
অনঙ্গরূপেতে কাম রাখিল কুশলে॥
শব্দার্থ-প্রমাণ অর্থ এই পুরাণেতে।
ইহা ব গোপন অর্থ আছে গোপনেতে॥
বীজমাত্র আছে যত জাগ্রতরূপিণী।
তদ্রূপে বসতি তাতে কর গো তারিণি॥
বীজনাম ধর তুমি জীবে দিতে জ্ঞান।
কামবীজে সদা তুমি কর অধিষ্ঠান॥
সেই হেতু কামকেলি-মন্দির-সঙ্গতা।
তদ্বীজের উদ্ধারের কহি কিছু কথা॥
কুসুম শব্দের আদি বর্ণ বিবরণ।
নাদবিন্দু যুক্ত হ'লে বীজের কারণ॥
রতিবাসে গমনের কি বর্ণিব আর।
কণ্ঠদেশে কিবা শোভা করে মুক্তাহার॥
কুচকুম্ভ-ভরে নম্র কিঞ্চিৎ জানায়।
সুপ্রসঙ্গে হাস্যমুখী বিহার তাহায়॥
কান্তা শব্দে নারী মাত্র বলে অভিধানে।
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে বিশেষ বাখানে॥
ত্রিজগতে আছে যত সমস্ত প্রকৃতি।
সকলে বলিছে তুমি শক্তি একাকৃতি॥
আর এক শুনিয়াছি কালিকাপুরাণে।
ধূম্রবর্ণ বহু শোভা করিছে নিশানে॥

স্থানে স্থানে বহুরূপা কামরূপা কালী।
অদ্যাপি সঙ্কটে ত্রাণ কর মুণ্ডমালী॥ ১৯

অদ্যাপি চাটুবচনোল্লসিতাস্মিতং তু
তস্যাঃ স্মরামি সুরতক্লমবিহ্বলায়াঃ।
অব্যাজনিস্তিমিতকাতরকাচকম্প-
সঙ্কাণবর্ণরুচিরং বদনং প্রিয়ায়াঃ॥ ২০

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

কামেতে বিহ্বল রসে সুশোভন রত হসে
সম্ভোগ দিলেন নৃপসুতা।
মদন হয়েছে ম্লান না দেখিয়া অনুষ্ঠান
সহে ক্লেশ হয়ে দুঃখযুতা॥
মিথ্যা বাক্য প্রিয় কবে শুনিয়া উল্লাস-ভরে
যথা হয় সুহাস্যবদন।
তেমতি ছিল বয়ান ক্লেশ পেয়ে হ'ল ম্লান
শুন বলি উপমা যেমন॥
অকস্মাৎ মেঘরব শুনিয়া সভয় সব
বজ্রাঘাতে মরিবার তরে।
হইয়া ব্যাকুল মনে স্থানে স্থানে পলায়নে
পরস্পরে কাকুবাদ করে॥
কেহ হয়ে পলাগলি শ্রীহরির নামাবলী
স্মরণ করিছে একেবারে।
কেহ কেহ রাম রাম কেহ বা জৈমিনি নাম
কেহ ভজে ইষ্ট দেবতারে॥

সবে জান সে সময় বদন যেমন হয়
তদ্রূপ বিদ্যার মুখ মসী।
যেমন আকাশে আসি পেয়ে রাহু পৌর্ণমাসী
গ্রাসিতেছে যেন পূর্ণশশী॥
মনে হ'লে সেই মুখ অদ্যাপি বিদরে বুক
দেখা হ'লে করি উপকার।
ইহ জনমের মত মনে রৈল শত শত
বিধিকৃত না হ'ল আমার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

শিব-উক্তি তন্ত্রসার ধ্যানেতে প্রকাশ তার
বিপরীত-রতাতুরা বলে।
সুরত শব্দেতে শিব কি তাঁর উপমা দিব
সম্ভোগ করিলে কিবা ছলে॥
সম্ভোগেতে বড় সুখী পরে হলে ম্লানমুখী
সে সুখের নাহিক তুলনা।
ঈষৎ যে ছিল হাস ক্লেশে কে করিল নাশ
হ'লে যেন বিরসবদনা॥
ভূমিকম্পে উল্কাপাতে কিম্বা দেখি বজ্রাঘাতে
ম্লানমুখ যেন হয় প্রাণী।
সে ভাব কে জানে আর কেবল সে সারাৎসার
যে হয় জানেন শূলপাণি॥
দেখিবারে সে বদন অদ্যাপি আমার মন
মরণেতে চিন্তা সদা করি।

যদি না নিস্তার তারা নিস্তারিণি ভবদার

নামের গুণেতে ভবে তরি॥

অপাঙ্গে বারেক তারা দেখ চেয়ে ভবদারা

তব দাস মশানেতে মরে।

শুনিয়াছি বেদাগমে কাল নাহি কোনক্রমে

কালীনামে ভবসিন্ধু তরে॥ ২০

অদ্যাপি তাম্‌ রতদর্পণনিমীলিতাক্ষীং

স্রস্তাঙ্গযষ্টিবসনাং কুশকেশনদ্ধাম্।

শৃঙ্গারবারিকমলাম্বুজরাজহংসীং

জন্মান্তরে নিধুবনেঽপ্যনুচিন্তয়ামি॥ ২১

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

কামরসে উন্মাদন ঘূর্ণিত নয়ন।

কুশের সদৃশ কেশ জলদ বরন॥

শৃঙ্গারের জলমধ্যে কমল-মাঝারে।

রাজহংসী রাজহংস যেমন বিহারে॥

হাতে নিধি দিয়া বিধি ঘুচালে আমারে।

দেহান্তরে নিধুবনে লইব তাহারে॥

সে শরীরে মন প্রাণ ক'রে সমর্পণ।

দণ্ডচারি আসি যেন করিয়া ভ্রমণ॥

অদ্যাপি আমার মনে সেই মুখশশী।

জন্মান্তরে মম আশা পূরাইব বসি॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

পাষাণনন্দিনী তুমি হয়েছ পাষাণী।

তথাপি জননী বিনা আর নাহি জানি॥

জন্মের যে অন্তকাল মৃত্যু বলি তাকে।
তদবধি রমণের অভিলাষ থাকে॥

অতএব জন্মান্তর শব্দে নিধুবন।
শিবের সহিত যথা করেন ক্রীড়ন॥

সুরত শব্দেতে জেনো দেব ত্রিলোচন।
তাতে নিমীলিত যাঁর ঘূর্ণিত নয়ন॥

কু শব্দে পৃথিবী তাতে করিয়া শয়ন।
কুশ ইতি নাম শিবে হ'ল নিরূপণ॥

তদুপরি দিগম্বরী হইয়া মগন।
পদতলে শিব অঙ্গে কেশের পতন॥

শৃঙ্গ শব্দে পরভাষা শিঙ্গা বলে যাকে।
তাতে রব করে ভব সদা মুখে থাকে॥

তাহাতেই শৃঙ্গারব হয় তাঁর নাম।
সে দেবের অরি হইয়াছে যেন কাম॥

তাহার ক্রীড়ন-স্থান হৃদিপদ্মে সাজে।
তাহে রাজহংসীরূপা কালিকা বিরাজে॥

অদ্যাপি শ্যামার পদ চিন্তা করি সার।
এ ঘোর সঙ্কটে কালি কর গো নিস্তার॥ ২১

অদ্যাপি তাং প্রণয়িনীং মৃগশাবকাক্ষীং
পীযূষপূর্ণকুচকুম্ভযুগং বহন্তীম্।
পশ্যাম্যহং যদি পুনর্দিবসাবসানে
স্বর্গাপবর্গনবরাজ্যসুখং ত্যজামি॥ ২২

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

প্রাণের অধিক প্রিয়ে মোর প্রণয়িনী।
মৃগশাব-মত চক্ষু খঞ্জরীট জিনি॥
পীয়ূষ-পূর্ণিত কুচকুম্ভ-বিধারিণী।
এমন সময় যদি দেখা দেন তিনি॥
যদি বা দর্শন পাই দিবসাবসানে।
স্বর্গ মোক্ষ রাজ্য সব ত্যজি তুচ্ছ জ্ঞানে॥
অদ্যাপি আমার মনে হতেছে বাসনা।
সতত বিদ্যার লাগি করিছে কামনা॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

অতি স্নেহ শব্দকে প্রণয় ক'রে বলে।
প্রণয়জননী তাই প্রণয়িনী হ'লে॥
কুরঙ্গনয়না কালী ব্রহ্মাণ্ডকারিণী।
সুধাপরিপূর্ণ কুচকুম্ভ-বিধারিণী॥
দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন।
স্বর্গ মোক্ষ রাজ্য সুখে নাহি প্রয়োজন॥
অদ্যাপি আমার মনে না হয় সংশয়।
তারিণীর বাক্য কভু প্রতারণা নয়॥ ২২

অদ্যাপি তাং স্তিমিতবস্ত্রমিবাবলগ্নাং
প্রৌঢ়প্রতাপমদনানলতপ্তদেহাম্।
বালাং মদেকশরণামনুকম্পনীয়াং
প্রাণাধিকাং ক্ষণমহং নহি বিস্মরামি॥ ২৩

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

প্রবল প্রতাপ রাখে মদন-অনল।
তার দেহ-প্রভাবে না হয় সুশীতল॥
সে অনলে তপ্ত হয়ে রাজার নন্দিনী।
আমার দেহের তাপ নাশে বিনোদিনী॥
স্নিগ্ধ হয়ে দেহ যেন জলমধ্যে থাকে।
বিদ্যার উলঙ্গ দেহ তেমতি আমাকে॥
অতুলনা নিরুপমা কি বলিব আর।
যাহার তুলনা দিতে সংসারেতে ভার॥
প্রাণের অধিক প্রিয়া দয়াযুক্তা তায়।
ক্ষণে ক্ষণে বিস্মরণে মরি হায় হায়॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

ত্রিজগৎ তপ্তকারী হ'ল যে মদন।
তার দেহ তপ্ত করে দেব ত্রিলোচন॥
সে দেহেতে দেহ যার লগ্ন হয়ে রয়॥
তাহার রূপের আর শুন পরিচয়॥
স্তিমিত শব্দেতে মগ্ন বস্ত্র উপাসনে।
কৃত্তিবাসে দিগম্বর শোভে ত্রিভুবনে॥
তাঁহার কামিনী হয়ে সে বসন পরে।
দিগম্বরী নাম তাঁর সংসার-ভিতরে॥
অদ্বিতীয়া দয়াময়ী প্রাণের ঈশ্বরী।
ক্ষণমাত্র আমি যেন নাহিক বিস্মরি॥
অদ্যাপি আমার মন করিছে ঘোষণ।
প্রাণ-বিমোচনে যেন পাই ও চরণ॥ ২৩

অদ্যাপি তাং ক্ষিতিতলে বরকামিনীনাং
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতয়া প্রথমৈকরেখাম্।
সংসারনাটকরসোত্তমরত্নপাত্রীং
কান্তাং স্মরামি কুসুমায়ুধবাণখিন্নাম্॥ ২৪

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

ক্ষিতিতলে পৃথিবীতে যতেক সুন্দরী।
একে একে সব জনে গণনাকে করি॥
বিদ্যার নামেতে রেখা পড়ে অগ্রভাগে।
সে কথা সর্ব্বদা মোর হৃদিমাঝে জাগে॥
সংসারের মধ্যে নিত্য নৃত্যকারী হয়ে।
নর্ত্তন করেন সব হৃদিমাঝে রয়ে॥
সংসারনাটক তাই কন্দর্প বুঝায়।
তাহাতে উত্তম রস হয় অভিপ্রায়॥
যে রসে মোহিত হয় দেবাদি দানব।
পশু পক্ষী কীট আর পতঙ্গ মানব॥
সেই রস ধারণের সুবর্ণের পাত্র।
সৃজন করেছে বিধি জানি সেই গাত্র॥
পুষ্প-ধনু সহ পঞ্চবাণ অনুপম।
কুসুম-আয়ুধ বলে মদনের নাম॥
সেই বাণাঘাতে খিন্ন দেহ হয় যার।
এমন কান্তাকে সদা স্মরণ আমার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

ক্ষিতি যার তলে আছে সেই স্বর্গ হয়।
ক্ষিতিতল শব্দে তাই স্বর্গকে নিশ্চয়॥

ক্ষিতির তলেতে আছে রসাতল জানি।
ক্ষিতিতল বলে তাতে পাতাল বাখানি॥
স্বভাবতঃ ভূমণ্ডল বলে ক্ষিতিতলে।
ত্রিভুবন বোধ হয় ক্ষিতিতল ব'লে॥
এক দিন দেবগণ সকলেতে মিলে।
ত্রিভুবনমধ্যে যত সুন্দরী গণিলে॥
ক্রমে ক্রমে একে একে রেখাপাত করে।
প্রথম রেখাতে আগে কালী-নাম ধরে॥
তার পর আর যত করে নিরূপণ।
পুরাণে লিখেছে আমি করেছি শ্রবণ॥
আর এক শুন বলি শঙ্করের লীলা।
উল্লাসিত হয়ে নৃত্য আরম্ভ করিলা॥
পদাঘাতে মহী তাহে করে টলমল।
গেল গেল শব্দ হলো যায় রসাতল॥
বাহুর পসারে যত স্বর্গলোকে ছিল।
আলু থালু হয়ে কত ভূমিতে পড়িল॥
পুনরপি মোহ যায় স্বর্গ সে আপনি।
জটার তাড়নে কুঠ হইল তখনি॥
উত্তর দিকেতে হ'ল দক্ষিণের গতি।
পশ্চিম দিকেতে পূর্ব্ব দিকের বসতি॥
চন্দ্র সূর্য্য খ'সে পড়ে পৃথিবীর তলে।
তারাগণ অচেতন কোথা যাব বলে॥
আসুরিকগণ যায় পর্ব্বত-গহ্বরে।
অন্য জীব পিতা মাতা বলে উচ্চৈঃস্বরে॥

পাতালবাসীর বড় ঘটিল প্রমাদ।
শব্দমাত্র শুনে কিন্তু হইল বিষাদ ॥
সে দেবে সুস্থির তুমি করিলে ভবানি।
এ সকল কথা ব্রহ্মপুরাণেতে জানি ॥
সংসারনাটক নাম ধরেন মহেশ।
সে দেহে উত্তম রস আছে যে বিশেষ ॥
সে রস-ধারণে তুমি সুবর্ণ আধার।
ব্রহ্মপুর-মাঝে আমি চিন্তা করি তাঁর ॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে লেখে স্বর্ণাধার।
তাহার অন্তরা কথা শুন চমৎকার ॥
শুম্ভ আর নিশুম্ভ যে দুই মহাসুর।
শিববরে যুদ্ধে হ'রে নিল ইন্দ্রপুর ॥
দিক্‌পাল দেবগণে দিল দূর ক'রে।
সূর্য্যাদি-দেবত্ব যত সব নিল হ'রে ॥
নিজগণ প্রেরণ করিল স্থানে স্থানে।
ভ্রমণ করিছে বেগে নাহি কারে মানে ॥
বনমধ্যে ছিলে তুমি সিংহের উপরে।
সেখানেতে শুম্ভ-দূত দেখিল তৎপরে ॥
রূপেতে করেছ আলো চমকে ভুবন।
নৃপতির নারী হৈতে বলিল তখন ॥
কহিল যে ইন্দ্র মোর বহুরত্নযোগী।
নারী রত্ন হয়ে হও তাহাকে সম্ভোগী ॥
সেই হেতু রত্ন-পাত্র বলিবারে পারি।
কান্তা বলি অভিধানে বাখানিছে নারী ॥

অদ্যাপি সে পদে মন মজিয়াছে যার।
তথাপি আমাকে দুখ দেহ বারম্বার ॥ ২৪

অদ্যাপি তাং প্রথমতো বরসুন্দরী মে
স্নেহৈকপাত্রঘটিতাবনিনাথপুত্রী।
হে হে জনা মম বিয়োগহুতাশতাপান্
সোঢ়ুং ন শক্যত ইতি প্রতিচিন্তয়ামি ॥ ২৫

অন্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

প্রথম কালেতে সেই প্রেয়সী সুন্দরী।
স্থাপন করেছে মোরে সযতন করি ॥
নৃপের নন্দিনী তিনি কি বলিতে পারি।
এখন হুতাশে মরি অদর্শনে তারি ॥
তথাপিহ কিছুকাল থাকিতে জীবন।
জ্বালায় জ্বলিত করে নিশাচরগণ ॥
হে হে মহাশয় সব সভাসদ্ জন।
কোটালিয়া বেটাদিকে কর না বারণ ॥
প্রাণে মোর নাহি সহে দেখ সুকুমার।
সকলেতে ব'লে কয়ে কর না উদ্ধার ॥
তোমরা তিলেক যদি কর নিবারণ।
দণ্ড দুই করি আমি বিদ্যার চিন্তন ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

বর-শব্দে মহাদেব তাঁহার কামিনী।
আগেতে অধিক দয়া করেছ তারিণী ॥

গিরিরাজ-সুকুমারি বরদাতা হয়ে।
মরণ কালেতে দেখা না দিলে অভয়ে ॥
না দেখে হুতাশ তাপে না বাঁচি জীবনে।
দ্বিগুণ অনল জ্বলে কোটাল-বচনে॥
নৃপতির কোপানলে দুঃখিত শরীর।
সভ্যগণ-বচনে না হতে দেয় স্থির ॥
না সহে প্রাণেতে মোর শুন গো অভয়া।
কি জানি কেমন তুমি ছাড়িয়াছ দয়া ॥
ওহে স্বর্গবাসিগণ করি এ নিয়োগ।
আমারে একান্ত কালী হয়েছে বিয়োগ ॥ ২৫

অদ্যাপি বিস্ময়করী ত্রিদশান্ বিহায়
বুদ্ধির্বলাচ্চলতি তৎ কিমহং করোমি।
জানন্নপি প্রতিমুহূর্ত্তমিবান্তকালে
রুষ্টা তু বল্লভতরে ময়ি সাতিধীরা ॥ ২৬

অন্বয়ার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

সুন্দর কহিছে বড় দেখি বিপরীত।
সতত বুদ্ধি যে মোর হতেছে বিস্মিত ॥
জেনে শুনে ভাল মন্দ না ক'রে বিচার।
দেবতার প্রতি মতি নাহি থাকে আর ॥
যদি বা বারেক শুভ চিন্তিবারে চায়।
তখনি বিদ্যার পানে ধ'রে লয়ে যায় ॥
ক্ষণে ক্ষণে পলায়ন করে ঘটে হ'তে।
কি করিব বারণ না মানে কোন মতে ॥

প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে বহু যত্নে পায়।
তার অতি ক্রোধমতি হয়েছে বুঝায়॥
কোপের কারণ তার করি অনুমান।
গোপনে রোপণ প্রীতি এমতি বিধান॥
সে যখন জন্মে যেন বিমান হইতে।
বিমান দেখায় সেই প্রকাশ পাইতে॥
তার জোরে নিত্য যারে আরাধনা করি।
সে কোথা পড়িয়া থাকে অপমানে মরি॥
এই যে বিদ্যার দেখি অপমান সার।
গর্ব্বিত ভৎর্সনে তার প্রাণ বাঁচা ভার॥
প্রাণপণে জ্বালাতন হয়েছে শরীর।
চিন্তানলে বারেবার করিছে অস্থির॥
বাপে মায়ে বন্ধুজনে দিতেছে গঞ্জনা।
ব্যাপিত হইল তার কলঙ্ক-লাঞ্ছনা।
বিধবা হইবে ব'লে বড় পায় ভয়।
সন্তান করিয়া কোলে বিবাহ বা হয়॥
মরণ না হয় কেন করিনু এমন।
পিরীতের দায়ে ঠেকে ভাবিছে এখন॥
এ সকল ভেবে যদি মোরে দেয় দোষ।
কি জানি আমাকে যদি ক'রে থাকে রোষ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

মনে মনে করে রায় কালিকা-ভজন।
কি করিবে নৃপ-দূত কি করে শমন॥

কালীর কিঙ্কর আমি কালী মাত্র জানি।
কালীপদে সমর্পণ আছে মোর প্রাণী ॥
কালিকা-কৃপার কথা কি ব'লে বর্ণিব।
শত মুখে কথা নয় আমি কি করিব ॥
ক্ষণে ক্ষণে যত আমি আরাধনা করি।
তখনি সেখানে দেখি ত্রিপুরাসুন্দরী ॥
কয়েছেন কত বার আমাকে আপনি।
তব হেতু দেবগণ ত্যজিব এখনি ॥
দেবগণে আরাধনে পূজা করেছিল।
মম সন্নিধানে ইষ্ট সাধিতে বসিল ॥
এমন সময় তুমি পূজিলে আমায়।
তখনি ত্যজিয়া সব আইনু হেথায় ॥
আমাকে এমন দয়া ছিল চিরদিন।
মৃত্যুকালে ত্যজিলেন হয়ে দয়াহীন ॥
নির্দ্দয় দেখিয়া বুদ্ধি হতেছে বিস্ময়।
পূর্ব্বমত দয়া-মায়া কিছুই কি নয় ॥
তাতে অভিপ্রায় হয় করেছেন রোষ।
হ'লে হ'তে পারে আমি করেছি মা দোষ
ভজনেতে ভঙ্গ দিয়ে প্রেমে ছিল মতি।
ক্ষম অপরাধ মোর হীনবুদ্ধি অতি ॥
তাতে এক সন্দেহই হতেছে মোর মনে।
উমা বুঝি ব্রহ্মলোকে স্থিত বা নির্জ্জনে ॥
মনের গমন নাহি হয় তত দূরে।
শ্যামার কি দোষ আছে আমি আছি দূরে ॥

না হবে এমন বুঝি গেছে সেই স্থান।
অবশ্য যতন পায়ে করিয়া সন্ধান॥
শুনেছি যে বুদ্ধি যত সকলি ব্রাহ্মণী।
তাতে অনুগত হয়ে আছে কি অমনি॥
সেই যে আমার বুদ্ধি বড় প্রিয়তরা।
বটে হ'তে গেল যদি হব বুদ্ধিহরা॥
বুদ্ধি ছাড়া হলে হয় পাগলের মত।
তাই সকলের কাছে বলি শত শত॥ ২৬

অদ্যাপি তাং গমনমিত্যুদিতাং মদীয়ং
শ্রুত্বৈব ভীতহরিণীশিশুচঞ্চলাক্ষীম্।
অত্যাকুলাদ্বিগলদশ্রুকলাকুলাক্ষীং
সঞ্চিন্তয়ামি গুরুশোকবিনম্রবক্ত্রাম্॥ ২৭

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

যেখানে গোপনে আছেন নির্জ্জনে
সেখানেতে লোকে যায়ে।
সুন্দরের কথা কহিছে সর্ব্বথা
সেকি করে লজ্জা খায়ে॥
শুনে সমাচার কি বলিব তার
সে যে সহজে অবলা।
শিশু-মৃগী সমা নয়ন-উপমা
ভীতা আছে সে চঞ্চলা॥
যেন দেখি তারে সাক্ষাতে আমারে
মনেতে উদয় কত।

গুমুরে অন্তরে অশ্রুধারা ঝরে
ম্লান মুখ অবিরত ॥
করে দুঃখ ভোগ অন্তরে বিয়োগ
অধোমুখে বসি রয়।
এমন সুন্দরী তারে চিন্তা করি
মরণে নাহিক ভয় ॥
অদ্যাপি আমার এত দুঃখ সার
তথাপি ভাবিছি তায়।
কি করি উপায় প্রয়োজন তায়
বিধি বাদী হল তায় ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

মা হয়ে কখন ত্যজে সুতগণ
এমন না দেখি কারে।
যদি কুসন্তান তথাপি সন্ধান
করেন অবশ্য তারে ॥
আমার মরণ শুনে এতক্ষণ
স্নেহের কারণ হয়।
অতি ক্লেশে থাকি শিশু-মৃগী আঁখি
নিরবধি চায়ে রয় ॥
হয়ে শিশু হারা নয়নের ধারা
পড়িছে অবনিতল।
শোকেতে গম্ভীর হইয়া অস্থির
অধোবদনে বিকল ॥

আমার এমন সদা হয় মন
সকরুণা দয়াময়ী।
অদ্যাপি আমাকে যদি দয়া থাকে
স্মরণেতে হব জয়ী॥ ২৪

অদ্যাপি বাসাগৃহতো ময়ি নীয়মানে
দুর্ব্বারভীষণকরৈর্যমদূতকল্পৈঃ।
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে
কর্ত্তুং ন পার্য্যত ইতি ব্যথতে মনো মে॥ ২৮

অন্বয়ার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

এক দিন বিদ্যা সহ শয়ন-আগারে।
স্বপন দেখিয়া মরি বিপদপাথারে॥
সে দিনের স্বপনের কি কব বাহার।
প্রাণ যায় মরি মরি বড়ই বিস্তার॥
বিবরণ শুন তার শুয়ে আছি সুখে।
দৈবাধীন পদাতিক দেখিনু সম্মুখে॥
ভয়ঙ্কর বেশ আর ঘূর্ণিত নয়ন।
অসি-চর্ম্মধারী আর বিকটদশন॥
অঙ্গার হইতে তার কাল তার অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে চায় করে ভ্রূকুটী ভ্রূভঙ্গ॥
কেশের অগ্রেতে মোরে ধরিবারে যায়।
অস্ত্রাঘাত করিবে বুঝিনু অভিপ্রায়॥
কম্পিত হৃদয়ে আমি ভাবিলাম তবে।
বুঝিলাম এই লোক যমদূত হবে॥

তবে তারে ভাল ক'রে করি দরশন।
দেখি যেন তার সনে আর কত জন॥
কেহ বা রক্তের ভার করিয়াছে কাঁধে।
কেহ বা কতেক জনে রাখিয়াছে বাঁধে॥
কেহ বা প্রাণীর অস্থি করিছে চর্ব্বণ।
কেহ করতালি দিয়া করিছে নর্ত্তন॥
তাহা দেখে প্রাণ মোর অচেতন প্রায়।
উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠি প্রাণ যায় যায়॥
তখনি ধরিয়া মোরে বিদ্যা কোলে করে।
কর্ণে মোর কালী নাম শুনালে তৎপরে॥
ব্যাকুল হইয়া তোষে নানা মত রীতে।
তাহার তুলনা আমি পারি কিসে দিতে॥
তার সমুচিত করা মনেতে আছিল।
না করিতে পারি বড় বেদনা রহিল॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

এক দিন জপকালে বসিয়া শ্মশানে।
বিভীষিকা ভয় পেয়েছিলাম অজ্ঞানে॥
মৃততুল্য হয়ে যেন শবের আকার।
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত আমার॥
মৃতসম দেহ দেখে মাংস খেতে যায়।
যমদূত সম তারা অনিবার তায়॥
সে সকল নিবারণ করিলে তারিণী।
অচেতনে হ'লে যেন চৈতন্যরূপিণী॥

প্রাণদান দিলে মোর বহু যতনেতে।
সে দিন করেছ রক্ষা ঘোর বিপদেতে॥
এমন কালীর পদ ভজনা না হয়।
হায় বৃথা দিন হ'ল বিফলেতে ক্ষয়॥
এখন শঙ্করি কিসে হব গো উদ্ধার।
প্রাণ যায় এই দায় কর ভবে পার॥ ২৮

অদ্যাপি তাং ক্ষণবিয়োগনিমীলিতাক্ষীং
শঙ্কে পুনর্বহুতয়া মৃতশোকধারাম্।
মজ্জীবধারণকরীং মদনালসাঙ্গীং
কিং ব্রহ্মকেশবহরৈঃ সুদতীং স্মরামি॥ ২৯

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

ক্ষণমাত্র অদর্শনে মৃতের আকার।
মৃত্যুশোকে ধারারূপা হয়েছে বিদ্যার॥
জীবন ধারণ হেতু সেই সুলোচনা।
হরি হর ব্রহ্ম আদি না করি গণনা॥
বিদ্যার দর্শন শোভা তুল্য করি কার।
অদ্যাপি সঙ্কটে আমি চিন্তা করি তার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

কি হেতু করুণাময়ি ছাড় সব মায়া।
ক্ষণেক দর্শনাভাবে নাহি থাকে কায়া॥
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ মানি শতকোটি বর্ষ॥
হরি হর ত্যজে যারে জেনেছি নিকর্ষ॥

মৃত্যুরূপী মহেশের শোকবিধায়িনী।
কালকূটপানে ভবে নিস্তারকারিণী॥
মম জীব ধারণের হেতু নিস্তারিণী।
সঙ্কটেতে স্মরি তাই তার গো তারিণী॥ ২৯

অদ্যাপি তাং চলচকোরবিলোলনেত্রাং
শীতাংশুমণ্ডলমুখীং কুটিলাগ্রকেশাম্।
মত্তেভকুম্ভসদৃশ-স্তনভারনম্রাং
বন্ধুকপুষ্পসদৃশোষ্ঠপুটাং স্মরামি॥ ৩০

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

চকোরের সদৃশ কোমল নেত্র যার।
চন্দ্রের মণ্ডলশোভা মুখেতে বিদ্যার॥
কি শোভা পেয়েছে তাতে কুটিলাগ্র কেশে।
মত্ত-গজ-কুম্ভ কুচ-ভারে নম্রাবেশে।
জবাপুষ্প সম দুই ওষ্ঠ জানি যার।
এমন বিদ্যাকে মোর পাসরণ ভার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

চকোরনয়নী শ্যামা সুধাংশুবয়ানী।
করিকুম্ভ-সমস্তন-ভারে নম্রা জানি॥
অসুর-রুধিরধারা পান নিরন্তর।
ওড়পুষ্প সম ওষ্ঠ উত্তম অধর॥
মৃত্যুকালে সদা তারে চিন্তি বারেবার।
এ দুঃখ-সাগরে তিনি করেন উদ্ধার॥ ৩০

অদ্যাপি সা নিশি দিবা হৃদয়ং দুনোতি
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখী মম বল্লভা যা।
লাবণ্যনির্জ্জিতমনো-গুরুকামদর্পা
ভূয়ঃ পুনঃ প্রতিমুহূর্ত্ত বিলোক্যতে যৎ ॥ ৩১

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

যার লাগি দিবা নিশি ধৈর্য্য নাহি ধরে।
পূর্ণশশিমুখী বিন হৃদয় বিদরে ॥
অতিশয় প্রিয়তরা সম্মোহকারিণী।
পুনঃপুনঃ কামরসাপেক্ষ নিবারিণী।
আশ্বাস সদৃশ যার নিবারণ নাই।
ক্ষণে ক্ষণে সুধাপান পাই যাঁর ঠাই ॥
এমন বিদ্যারে আমি কি ক'রে ভুলিব।
তথাপি স্মরণ করি যতক্ষণ জীব ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

পূর্ণেন্দুসদৃশ-মুখী প্রাণের ঈশ্বরী।
দিবা নিশি চিন্তা যাঁর হৃদয়েতে করি ॥
জগত-বিজয়ী কামে করি দর্পশেষ।
কাম-দর্পহারী নাম হইল মহেশ ॥
তাঁহার রমণী যিনি মমেষ্ট দেবতা।
সেই পদ চিন্তা করি ক'রে তৎপরতা ॥ ৩১

অদ্যাপি তামরহিতাং মনসা চ নিত্যং
সঞ্চিন্তয়ামি সততং মম জীবিতেশাম্।
লাবণ্যভোগনবযৌবনভারসারাং
জন্মান্তরেঽপি মম সৈব গতির্যথা স্যাৎ ॥ ৩২

অস্যার্থঃ। বিদ্যা পক্ষে।

যদি থাকি শতকোটি লক্ষ যোজনেতে।
নেত্রের অঞ্জন যেন দেখি নিকটেতে॥
মনের মাঝারে নিত্য অবস্থিত হয়ে।
সকলি সাক্ষাৎ যেন ভোগ দেন রয়ে॥
জন্ম-অবসানে মনোযোগ যে সন্ধানে।
সেই ফল দেহান্তরে শুনেছি পুরাণে॥
সেহেতু অধিক চিন্তা বিদ্যা করি সার।
দেহান্তরে সেই গতি হইবে আমার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

অন্তরীক্ষে থাকি না দিলেন দরশন।
মনো-মাঝারেতে সদা করি নিরীক্ষণ॥
জীবের জীবন-তুল্য আশারূপ তাতে।
সুখ-মোক্ষ-ভোগদাতা জীবের যাহাতে॥
পরাণ-পয়াণকালে কালী বলে যাই।
পুনর্ব্বার দেহে যেন অই গতি পাই॥ ৩

অদ্যাপি তাং মলয়পঙ্কজগন্ধলুব্ধ-
ভ্রাম্যদ্দ্বিরেফচয়চুম্বিতগণ্ডদেশাম্।
কেশাবধূতকরপল্লবকঙ্কণাঢ্যাং
সন্দ্যোতয়ন্ত্যতিতরাং সুরতং মদীয়ম্।

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

সঙ্কেত-বচনে কবি করিছে বর্ণন।
সহচরী সহিতে বিদ্যার বিবরণ॥

মলয়-পঙ্কজ-গন্ধে হয়ে আমোদিত।
মত্ত অলিকুল সব হইয়া মোহিত॥
ভ্রমে ভুলে মুখপদ্ম গণ্ডদেশে শোভে।
সুধারস-গন্ধ পায়ে থাকে মধু-লোভে॥
গৌর গণ্ডে মধুকর কিবা মনোহর।
অলকা-আবলি যেন হয় শোভাকর॥
কেশের বিন্যাস যবে করে সখীগণ।
করপল্লবেতে হয় কঙ্কণের স্বন॥
সেই সখীগণ সব কিবা নিরুপমা।
রম্ভাকে বিজয়ী তারা যেন তিলোত্তমা॥
মদীয় সুরতচিত্র কঙ্কণের রবে।
চমৎকার পাইয়াছে বিদ্যার বৈভবে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

ইন্দ্র আদি পারিজাতে পুজে দেবী যবে।
পুষ্প হ'তে মকরন্দ গণ্ডদেশে স্রবে॥
সেই মধু-লোভে গণ্ডে শোভে অলিগণ।
মলয়-পঙ্কজ-গন্ধ লোভেতে মগন॥
আর যত দেবীগণ আছে আবরণ।
করপল্লবেতে করে জটা নিবন্ধন॥
যোগিনী যতেক তার কুল্লা আদি যত।
তাদের কঙ্কণ-রব চমৎকার মত॥
আমার হৃদয় তায় সুরত হইয়া।
আবরণ দেবীগণ সহিত বন্দিয়া॥ ৩৩

অদ্যাপি তন্নখপদং স্তনমণ্ডলেষু
দত্তং ময়ৈব মধুপানবিমোহিতেন।
উদ্ভিন্নরোমপুলকৈর্বহুভিঃ সমন্তা-
জ্জাগর্ত্তি রক্ষতি বিলোকয়তি প্রযত্নাৎ॥ ৩৪

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

মদন-মোহিত হয়ে মধুপানে মত্ত।
সেই কালে নাহি রয় গুণাগুণতত্ত্ব॥
কর প্রদানেতে হ'ল কুচে নখাঘাত।
সুখভোগ ছাড়ি দেখ দুঃখ অকস্মাৎ॥
বিদ্যার শরীরে হ'ল কোপের উদয়।
লোমহর্ষ তন্ত্রে তায় তথা মৌনে রয়॥
আমার কুকর্ম্ম হতে রসহীন হয়।
দীন হীন স্বভাবেতে থাকিনু নিশ্চয়॥
সে দুঃখ-বদন মোর হেরে সুলোচনা।
তৎক্ষণে আমার প্রতি করে বিবেচনা॥
পুনর্ব্বার যতনেতে রক্ষা করে প্রাণ।
সমতা করিল সব ত্যাজ্য করি মা'ন॥
সেই অপরাধ মোর যবে হয় মনে।
সেরূপে বঞ্চনা করি কব কার সনে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

শ্মশানেতে প্রতিদিন জপ করি তাঁর।
উপহার নাহি কিছু মানসোপচার॥
খপদ নামেতে শূন্য তাও নাহি দান।
স্তনেতে মণ্ডল কিবা বাক্যের বিধান॥

বিশেষতঃ মধুপানে মত্তরূপ হয়ে।
পূজার নৈবেদ্য বিধি কেবা আনে লয়ে॥
তন্ত্রের লিখন আছে যে যাঁর পূজক।
তাঁর প্রসাদেতে সে যে অবশ্য সূচক॥
অতএব দেখি পূজা ভক্ষ্যহীন হয়ে।
কুপিত করুণাময়ী অবোধতনয়ে॥
দেহে লোমাবলি যত ঊর্দ্ধমুখ হয়।
করিয়ে অনেক স্তুতি দয়া উপজয়॥
করিলা আমারে রক্ষা অনেক যতনে।
অদ্যাপি স্মরণ মোর অভয়া-চরণে॥ ৩৪

অদ্যাপি সা শশিমুখী কৃতরাগভারা
সোচ্চৈর্ব্বচঃ প্রতিদদাতি যদৈব নক্তম্।
চম্বামি রোদিমি ভৃশং পতিতোঽস্মি পাদে
দাসস্তব প্রিয়তমে ভজ মাং স্মরামি॥ ৩৫

অস্যার্থঃ। বিদ্যাপক্ষে।

একদিন দিবসেতে বিদ্যা নিজ মন্দিরেতে
শয়নে ছিলেন রসবতী।
নিশি করে জাগরণ রতিরঙ্গ-ক্লেশ মন
ঘোর নিদ্রা পেয়েছেন অতি॥
সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে আমি উপস্থিত হয়ে
একাকী শয়নে দেখে তারে।
কাছে নাই দাসীগণ নিদ্রাবশে বিবসন
হস্তপদ পালঙ্কে পসারে॥

সেরূপে হরিল মন দেখিলাম অচেতন
মদনের যাগ আরম্ভিনু
নিদ্রাবশে রতি-রঙ্গে সুখেতে পরম রঙ্গে
শেষে কিছু লজ্জিত হইনু ॥
রতিরঙ্গ-রাগভরে নিদ্রা হতে উঠি পরে
রাগ করে গর্ব্বিত ভৎর্সন।
দেখি কোপে কম্পমান ত্যজিলাম সেই স্থান
সিঁদপথে করিনু গমন ॥
পুনরপি রাত্রিযোগে আইলাম কোন যোগে
তবু দেখি তেমতি কুপিত।
পায়ে পড়ি দাস মত রোদন করিনু কত
প্রিয়তমা না ছাড়ে নিশ্চিত ॥
চুম্বনাদি আলিঙ্গন কত মান বিমর্দ্দন
করিলাম না হয় গণন।
তবে বিধুমুখী তায় আহা মরি হায় হায়
অদ্যাপিও হয় যে স্মরণ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

একদিন দিবসেতে প্রয়োজন শ্মশানেতে
ভক্তিভাবে বসিনু পূজাতে।
সে সময় যোগমায়া ভব-সঙ্গে ভবজায়া
আছিলেন রহস্যকথাতে ॥
পাইয়া আমার ধ্যান করিবারে অপমান
ক্রোধমুখে আগমন করে।

কোপযুক্তা উচ্চ ভাষে প্রথমে শুনিয়া ত্রাসে
পলায়ন করিনু অন্তরে॥
অস্ত গেল দিবাকর হইলাম সকাতর
অপরাধ ভঞ্জন কারণে।
পড়িলাম পদতলে যা কর মা দাস ব'লে
দুখলেশ জানাই রোদনে॥
চুম্ব যে কুম্ভক ন্যাস ব্রহ্মতত্ত্ব অভিলাষ
বাঁধিলাম রক্ষা করিবারে।
বিধুমুখী অতঃপরে কৃপা করি দেখ পরে
অপরাধ নিস্তারে আমারে॥
অদ্যাপি আমার মন করিতেছে সুস্মরণ
দিবানিশি না ভুলি অন্তরে।
হয়েছি জননীহারা কোথা ভুলে আছ তারা
প্রাণ যায় পড়ে দেশান্তরে॥ ৩৫

অদ্যাপি ধাবতি মনঃ কিমহং করোমি
সার্দ্ধং সখীভিরিতি বাসগৃহে সুকান্তে।
কান্তাসু গীতপরিহাসবিচিত্রবাদ্য-
ক্রীড়াসুখৈরিহ তৃষা তু মদীয়কালঃ॥ ৩৬

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে

অদ্যাপি সঙ্কটে তবু লজ্জা ভয় নাই।
সতত ধাবন মন বিদ্যা যেই ঠাঁই॥
কি করিতে পারি মন ধৈরয না ধরে।
বিদ্যার বসতিগৃহে সদা বাস করে॥

যেমন সম্পদ্ সুখে পূর্ব্বে সুখী ছিল।
সখী সহ গীত-বাদ্যে রজনী বঞ্চিল॥
সে সকল সুখ-লেশ না ভুলি কখন ;
পাষাণের চিহ্ন মত হৃদয়ে যেমন॥
যে সুখ বঞ্চিয়া মন হয়েছে পাগল।
আমি কি করিব ভাই সতত চঞ্চল॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

রতি শব্দে মহাদেব তাহার ভবনে।
শ্মশানে বসতি অষ্ট নায়িকার সনে॥
সেইখানে বেদধ্বনি মঙ্গলগায়ন।
করতালি নূপুরাদি কিঙ্কিণী-বাদন॥
তত্র সন্নিধানে বসি করি আরাধন।
চিত্ত মোর শ্যামা-পদে হয়েছে মগন॥
অদ্যাপি পড়েছি দেখ সঙ্কট-সাগরে।
তথাপি ধাবন সেই শ্মশানের তরে॥
হয়েছে স্বভাব দেখ আমি বা কি করি।
নিস্তার করুণাময়ি ভবে হয়ে তরি॥ ৩৬

অদ্যাপি তাং ন খলু বেদ্মি কিমীশপত্নী
সা বা শচী সুরপতেরথ কৃষ্ণলক্ষ্মীঃ।
ধাত্রৈব কিং ত্রিজগতাং পরিমোহনায়
সৃষ্টা কুলে যুবতিরাজিদিদৃক্ষয়ৈব॥ ৩৭

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

শুন নরপতি কিছু করি নিবেদন।
অদ্যাপি না জানি বিদ্যাবতী সে কেমন॥

কি কব রূপের কথা না হয় উপমা।
মহেশমহিষী হবে কিম্বা হবে রমা॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী।
এ সব হইতে রূপ অধিক বাখানি॥
ত্রিজগৎ মোহ যায় মুনি-মন টলে।
এমন যুবতি আমি না দেখি ভূতলে॥
অতএব মহারাজ শুন সে কাহিনী।
রূপে-গুণে নিরুপমা তোমার নন্দিনী॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

দিবানিশি কালী বলে করি স্তুতি নতি।
নাহি জানি কালীরূপ কালার বসতি॥
কিছুই নিশ্চয় তাঁর না পারি করিতে।
ক্ষণে ক্ষণে বিতর্ক হইছে মোর চিতে॥
মহেশমোহিনী কিম্বা শক্রের রমণী।
বারেক মনেতে দেখি কৃষ্ণের ঘরণী॥
কভু জানি বিধাতার সাবিত্রী বা হন।
ভুবনমোহিনী রূপে জগতমোহন॥
কখন অভেদ রূপ পুরুষ-প্রকৃতি।
জগত-জননী চিরযৌ-বনা আকৃতি॥
দিগম্বরী বেশ কিন্তু লজ্জারূপা তিনি।
সুকোমল অঙ্গ তাঁর পাষাণনন্দিনী॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ ধ্যানে দেখা ভার।
হরি হর ব্রহ্মা আদি পদ ভাবে যাঁর॥ ৩৭

অদ্যাপি তাং জগতি বর্ণয়িতুং ন কোঽপি
শক্নোত্যদৃষ্টসদৃশপ্রতিরূপলক্ষ্মীম্।
দৃষ্টং তথা সদৃশরূপমনুক্ষণং চেৎ
শক্তো ভবেদপি স এব পরো ন চান্যঃ॥ ৩৮

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

সংসারেতে বিদ্যাকে বর্ণিতে কে পারিবে।
নিশ্চয় তাহার গুণ কেমনে জানিবে॥
স্থূল মূল যদি কিছু করয়ে বর্ণন।
অদৃষ্ট সমান প্রতিরূপের লক্ষণ॥
তবে সেই রূপে গুণে বিজ্ঞ কেহ হয়ে।
চিরদিন সেই রূপ সতত চিন্তয়ে॥
নতুবা অন্যের কর্ম্ম কোন মতে নয়।
সেই রূপ গুণ জ্ঞান কাহার বিষয়॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

শ্যামারূপ বর্ণনের সাধ্য নাহি কার।
বিধি বিষ্ণু আদি যাঁরে মানে পরিহার॥
স্তুতিবাদে যদি কয় জ্ঞান অনুসারে।
আকাশ বর্ণন যথা হয় নিরাকারে॥
যথার্থ কি রূপ গুণ গগনমণ্ডল।
কে করিবে নিরূপণ অবস্তু সকল॥
আর যথা প্রথা আছে ললাটের লেখা।
শুনেছে সকল লোক কার আছে দেখা॥
এইরূপ অনুমানে যে যত বাখানে।
তবে তার তুল্য যদি থাকে কোন স্থানে॥

বর্ণিতে পারিবে সেই ধরে মোর মনে।
অপরে না জানে শুনি বেদের বচনে ॥ ৩৮

অদ্যাপি নির্ম্মলশরচ্ছশিগৌরকান্তিং
চেতো মুনেরপি হরেৎ কিমুতাস্মদীয়ম্।
বক্ত্রং সুধাময়মহং যদি তৎ প্রপদ্যে
চুম্বামি চাপ্যবিরতং ব্যথতে ন চেতঃ ॥ ৩৯

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

নির্ম্মল শারদ-শশী গৌর কান্তি যার।
নিতান্ত হতেছে দেখ যে মুখ শোভার ॥
ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণে যে মুনি থাকিলে।
সে মন হরণ হয় এ মুখ দেখিলে ॥
কি ছার আমার মন ভুলিতে কি পারে।
যে মুখ উপমা হয় সুধার আধারে ॥
অবিরত সে বদন করিলে চুম্বন।
নতুবা ঘুচিবে নাই মনের বেদন ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

ভূতশুদ্ধি কালেতে জানিবে বিবরণ।
ললাটে যে চন্দ্রবীজ করিবে স্থাপন ॥
সে বীজ মুখের শোভা তন্ত্রেতে বাখানে।
শরতের শশী যেন নির্ম্মল বিধানে ॥
চক্রভেদ ভাবেন যখন যোগিগণ।
তাঁহাদের চিত্ত হরে আমি কোন্ জন ॥
ভস্মীকৃত দেহ যবে নির্ম্মাইতে চায়।
ও বীজ তখন সুধা-সাগরের প্রায় ॥

সে সুধা লইয়া করে দেহের নির্ম্মাণ ।
চুম্বকাদি চতুর্থ বিংশতি অধিষ্ঠান ॥
সে আনন্দে শ্যামারসে থাকি গো সর্ব্বদা ।
না হয় যখন বড় মনে পাই ব্যথা ॥ ৩৯

অদ্যাপি তে প্রতিমুহুঃ প্রতিভাব্যমানা-
শ্চেতো বহন্তি হরিণীশিশুলোচনায়াঃ ।
অন্তর্নিমগ্নমধুপাকুলকুন্দবৃন্দ-
সন্দর্ভসুন্দররুচো নয়নোর্দ্ধপাতাঃ ॥ ৪০

অস্যার্থঃ । বিদ্যা-পক্ষে ।

অদ্যাপি সে প্রতিক্ষণে হতেছে ভাবনা ।
নিরবধি করে চিত্ত কামিনী কামনা ॥
শাবক মৃগের সম নয়ন-ভঙ্গিমা ।
কি শোভা হতেছে তার নাহি যার সীমা ॥
অন্তরে নিমগ্ন রূপ আছে অবিরত ।
যথা মধুপানে অলি না হয় বিরত ॥
কুন্দশ্রেণী মত আভা হয়েছে দশন ।
সুধাপানে শোভে যেন উর্দ্ধিত নয়ন ॥
এমন সুন্দর রূপ না দেখি কাহার ।
ভুলিতে কি পারি আমি সে রূপ বিদ্যার ॥
আছি সদা তার ।
কি গুণে বান্ধিল মন তনয়া তোমার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ । কালী-পক্ষে ।

সুষুম্নার মধ্যগত আছেন চিত্রিণী ॥
তাহাতে নিমগ্নরূপা বীজস্বরূপিণী ॥

মূলাধার-চক্র হতে যথা ব্রহ্মপুরে।
সর্ব্ব জীবে অধিষ্ঠান নরে সুরাসুরে॥
শিশু-মৃগ-লোচনীর বীক্ষেতে আকার।
অক্ষিরূপে নাদবিন্দু তাতে শোভা যাঁর॥
ক্ষণে ক্ষণে ভাব্যমান হতেছে হৃদয়।
চৈতন্যরূপিণী যিনি আছেন সদয়॥ ৪০

অদ্যাপি তৎকমলরেণুসুগন্ধিগন্ধং
সৎপ্রেমবারিনিকরধ্বজতাপহারি।
প্রাপ্নোম্যহং যদি পুনঃ সুরতৈকতীর্থং
প্রাণাংস্ত্যজামি নিয়তং পুনরাপ্তিহেতোঃ॥ ৪১

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

বিদ্যারূপ প্রেমসাগরেতে কিবা বারি।
অনঙ্গ-তাপেতে তাপী তার তাপহারী॥
সে জলের শোভা কিবা করিব বর্ণন।
শতপদ্ম বিকসিত হয়েছে শোভন॥
সেই পদ্মরেণু সব উড়ে বায়ুভরে।
তজ্জলে পড়িয়া গন্ধে আমোদিত করে॥
পুষ্কর তীর্থের ন্যায় সংসারের মাঝে।
সর্ব্বতীর্থ-সার যেন অদ্ভুত বিরাজে॥
সেই তীর্থ পাই যদি এমন সময়।
তবে তাতে প্রাণ ত্যজে হই সুখময়॥
অধিক বাসনা আমি কিছু করি আর।
জন্মান্তরে পাই যেন তাঁরে পুনর্ব্বার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

সুশোভনা রতি যাঁর দেব ত্রিলোচন।
সেই মহাদেব যাতে সতত মগন॥
সর্ব্বতীর্থময়ীরূপা ভেবে ভগবান্।
একান্ত হৃদয়ে যাতে করেন সন্ধান॥
ধ্যানকালে অধিষ্ঠান হৃদিপদ্মরাজে।
হৃদি সরসিজরেণু সে পদে বিরাজে॥
পদ্মরেণুযুক্ত তেঁই সুগন্ধি পূজিত।
তত্ত্ব চিন্তা করি অশ্রু হতেছে পণ্ডিত॥
সদা চিন্তা করে সর্ব্বপাপ-তাপহারী।
সম্প্রতি জননী কিছু হও উপকারী।
বারেক দর্শন দেও প্রাণ আমি ত্যজি।
পুনরপি জন্মে যেন সেই পদে মজি॥ ৪১

অদ্যাপি সা যদি পুনস্তটিনীবনান্তে
রোমাঞ্চবীতিবিলসচ্চপলাঙ্গযষ্টিম্।
কাদম্বকেশররজঃক্ষণমাত্রসঙ্গাৎ
কিঞ্চিৎ ক্লমং শ্লথয়তি প্রিয়রাজহংসী॥ ৪২

অন্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

ঘোরতর মোর ক্লেশ তাতে করে কৃপালেশ
কিঞ্চিৎ কষ্টের নিবারণে।
রাজহংসী প্রিয়তর মোর সুখ ভাবি পর
বারেক করেন যদি মনে॥
সদা আমি করি মনে নদীতটে তপোবনে
কোন স্থলে বসিয়া প্রান্তরে।

নিত্য তার চিন্তা করি　　তাহাতে দুঃখ নিবারি
বরদাতা হও দয়া করে ॥
কবি কয় করপুটে　　সভ্যগণ হেসে উঠে
এবারে উদ্ধার হবে চোর।
বিদ্যা হতে বর নিলে　　মশানেতে বলি দিলে
এড়াবে যমের যত জোর ॥
কবি ভাবে সত্য অই　　আর মহাবিদ্যা বই
কেবা আছে নিস্তারকারিণী।
পুনরপি কবি তায়　　শ্যামা-পদে অর্থ আর
করিলেন ভাবিয়া তারিণী ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

প্রিয় রাজহংসী তিনি　　আগম-পুরাণে যিনি
তাঁর অর্থ করিতে প্রচার।
প্রিয় শব্দে মনোনীত　　তাহাতে করেন হিত
তেঁই শিব প্রিয় রসভার ॥
অজ নামে যেন হরি　　আর যেবা হংসোপরি
থাকে তাতে ব্রহ্মাকে বুঝায়।
ত্রিদেব-রমণী করে　　বাখানেছে একত্তরে
প্রিয়ারাজহংসী শব্দ তায় ॥
কাদম্বে কেশর রজ　　ত্রিগুণিত সত্ত্ব রজ
ক শব্দেতে বিধিকে বাখানি।
অম্বক জানিবে হর　　তার পরে যে ঈশ্বর
তাহাতে কৃষ্ণের নাম জানি ॥

তাঁদের যে পদরজ ক্ষণমাত্র যদি ভজ
নদী-নদ-তটে বনান্তরে।
চপলাঙ্গযষ্টি বামা রোমাঙ্করী তথা শ্যামা
দুঃখ শেষ করেন তৎপরে॥ ৪২

অদ্যাপি তাং নৃপতিশেখররাজকন্যাং
সম্পূর্ণযৌবনমদালসভঙ্গগাত্রীম্।
গন্ধর্ব্বযক্ষসুরকিন্নররাজকন্যাং
স্বর্গাদিমাং নিপতিতামিব চিন্তয়ামি॥ ৪৩

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

গবাক্ষের দ্বারে কিবা শোভা নিরূপণ।
স্বর্গ হতে বুঝি এসেছেন দেবগণ॥
কিম্বা সে গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ বা কিন্নর।
এদের নৃপতি-কন্যা হবে নিরন্তর॥
অথবা সংসারে যত আছেন নৃপতি।
তাহার উপরে যেবা হয় অধিপতি॥
এমন যে মহারাজ কন্যা হবে তাঁর।
তাঁহার রূপের কথা বর্ণে সাধ্য কার॥
শুন শুন ঠাকুরাণি প্রার্থনা যে করি।
আজ্ঞা কর কোন মতে সঙ্কটেতে তরি॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

সম্বোধনে বলে ওগো নৃপতিশেখর।
তোমার কন্যাকে চিন্তা করি বহুতর॥
বুঝে দেখ সেই কন্যা মানবী যে নয়।
স্বর্গ হতে তব গৃহে দেবীর উদয়॥

কি জানি গন্ধর্ব্বনারী যক্ষী বা কিন্নরী।
সম্পূর্ণ যৌবনে কিছু সন্দেহ যে করি॥
অলস ভঙ্গনে যবে ত্রিভঙ্গিমা গাত্র।
চমৎকার চিন্তা তার মনে করি মাত্র॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

গিরিরাজ-তনয়ার কে জানিবে লীলা।
পুরাণে শুনেছি যবে ব্রহ্মকন্যা ছিলা॥
আত্মজা কন্যাকে দেখি পরমেষ্ঠী যিনি।
মনোহরা রূপেতে মগন হন তিনি॥
পিতাকে কামুক দেখে কন্যাটী পলায়।
ওই কন্যা-পাছে ব্রহ্মা ত্রিভুবন ধায়॥
মর্ত্ত্যে আসি বনবাসী মৃগীরূপ ধরে।
মৃগী হন তাতে ব্রহ্মা মৃগ হন পরে॥
এইরূপে বহুকাল ধাবমান বনে।
ব্যাঘ্র বেশে তথা শিব বিরোধ ভঞ্জনে॥
স্বর্গ হতে নিপাতন মর্ত্ত্যে আগমন।
যখন যেরূপ ইচ্ছা তখনি তেমন॥
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর তার পতি।
নাগরাজ স্থাবর জঙ্গমে মান্য অতি॥
সে রাজার কন্যা সদা কমলযৌবনা।
অনন্ত বিহীন অন্ত না পায় তুলনা॥
সদা চিন্তা করি তাঁর যা হয় উচিত।
এ ঘোর বিপদ হতে করগো বিহিত॥ ৪৩

অদ্যাপি তৎসুরতকেলিনিবন্ধবুদ্ধি-
রক্ষোপবন্ধপতিতস্মিতশূন্যহস্তাম্।
দন্তোষ্ঠপীড়ননখক্ষতরক্তসিক্তাং
তস্যাঃ স্মরামি রতিবন্ধনপাত্রযষ্টিম্॥ ৪৪

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

সুরত কেলির স্থান যে সকল বিদ্যমান
বিদ্যার সহিত সে সময়।
বুদ্ধি হয়ে নির্ব্বন্ধন অদ্যাপি তথায় মন
সব ত্যজে নিরবধি রয়॥
কি কব তাহার কথা ব্যথা লাগে হৃদে যথা
শুন এক তার বিবরণ।
বিদ্যা হয়ে আনন্দিত ঊর্দ্ধে বাহু প্রসারিত
প্রেমভরে দিল আলিঙ্গন॥
আমি আনন্দেতে বসি ধরে তার মুখশশী
চুম্বন করিতে বার বার।
তবে হয়ে জ্ঞান-হত সুবদনে দন্তক্ষত
ওষ্ঠদেশে চিহ্ন হৈল তার॥
আর যে কুকর্ম্ম করি ধরে আমি কুচোপরি
নখাঘাতে রুধির পতন।
'ছাড় ছাড় বলে মোরে আমি মদনের জোরে
ছাড়িবারে হয় বিলম্বন॥
ত্যজিলাম তার পরে সাধিলাম কত করে
অপরাধ ক্ষমিল আমায়।

সে সকল রূপ তার মনে হলে পুনর্ব্বার
প্রাণে কিন্তু বেঁচে থাকা ভার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

সুরত যে ত্রিনয়ন তার কেলি যে ভবন
শ্মশানেতে করেন বসতি ;
ঊর্দ্ধে দুই বাহু যাঁর দশনে পীড়ন আর
ওষ্ঠ আছে সঙ্কোচেতে অতি ॥
সদা নখ ছিন্ন করে অসুর মস্তক হরে
যে রুধির করেছে ধারণ।
সে রুধির আভরণ হয়ে তাতে নিমগন
করিতেছে দনুজ-দলন ॥
অদ্যাপি আমার মন সেই পদে অনুক্ষণ
চিন্তা করে তিলেক না ভুলে।
আমি অতি শিশুমতি না জানি ভকতি নতি
যা করিবে এ ভবের কুলে ॥ ৪৪

অদ্যাপি তাং নিজবপুঃকৃতবেদিমধ্যাং
তৎসঙ্গসংবিতস্তনভারনম্রাম্
নানাবিচিত্রকৃতমণ্ডনমণ্ডিতাঙ্গীং
সুপ্তোত্থিতাং নিশি দিবা নাহি বিস্মরামি ॥ ৪৫

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

বেদি-পরিষ্কৃত মঞ্চে সুস্থিতি বিদ্যার।
যে দেহেতে আলম্বন আছে সুধাধার ॥
স্তনভারে বিনম্রা হয়েছে সে কামিনী।
বহুল বিচিত্র কত মণ্ডনরূপিণী ॥

সুপ্ত শব্দে শয্যা হতে যখন উত্থিতা।
সম্মোহকমলরূপা দেখি চমকিতা ॥
এই রূপে চিন্তা মোর সদা করে মন।
দিবা-নিশি কখন না হয় বিস্মরণ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

কাল্পনিক বপু তাঁর শুনহ লক্ষণ।
শুদ্ধ দেহে জ্ঞানরূপে থাকে অদর্শন ॥
তাঁর অধিষ্ঠান সদা যে শরীরে থাকে।
স্তন শব্দে বাক্য বধ করে নম্রতাকে ॥
নানা সুবিচিত্র যেন আভরণপ্রায়।
বিদ্যা ভূষণেতে সেই মত শোভা পায় ॥
সুপ্ত শব্দে হৃদয়েতে শয়নরূপিণী।
বিচারে উত্থিত হয়ে জাগ্রতকারিণী ॥
দেহের মধ্যেতে থাকি না করেন ভার।
দিবানিশি সদা আমি চিন্তা করি তাঁর ॥

তৃতীয়ার্থ। মহাবিদ্যা-পক্ষে।

বি[illegible]ষ্ণু শিব যে খট্টাঙ্গে তিন পায়া।
সে খট্টে পরম শিব তাতে মহামায়া ॥
যার স্তন-সুধা-ভরে নম্র তাকে করে।
সে স্তনের দুগ্ধপানে মৃত্যু যায় হরে ॥
অশেষ বিচিত্র কৃত মণ্ডন আকারে।
শোভা-বিবরণ তাঁর কে করিতে পারে ॥
সুপ্ত শব্দে শয়নে আছেন ত্রিলোচন।
উত্থিতা তারিণী তাতে হইয়া মগন ॥

অহর্নিশ তাঁর চিন্তা করি বার বার।
শমন-দমন হয় নৃপ কোন ছার ॥ ৪৫

অদ্যাপি তাং কনককান্তিমদালসাঙ্গীং
ক্রীড়োৎসুকাভিজনভীষণবেপমানাম্।
অঙ্কাঙ্কসঙ্গপরিচুম্বিতমোহভঙ্গাং
সঞ্জীবনৌষধমিব প্রমদাং স্মরামি ॥ ৪৬

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

মম জীব ধারণের ঔষধ কারণ।
মনেতে করেছি চিন্তা করিব ধারণ ॥
সুবর্ণঘটিত যত ঔষধের সার।
বিবিধ সৃজন মধু অনুপান তাঁর ॥
কনক বর্ণের তুল্য কান্তির পূজার।
মদনরসেতে দ্রব্য লালসাঙ্গ ভার ॥
কামরসে সুখী সখীগণের সহিত।
কম্পমান তনু তার সতত মোহিত ॥
সেই মৃত্যুহারি মোর ঔষধ আকার।
আলিঙ্গন চুম্বন যে অনুমত তার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

কনক ঘর্ষণ শিলা কান্তি বপু যাঁর।
সে শিবের মদরসে অনুষঙ্গ তাঁর ॥
লীলাসখী আবরণ-বর্গের সহিত।
ভয়ানক কম্পমান হন বিপরীত ॥
অঙ্ক শব্দে কলঙ্ক অঙ্কেতে যার স্থিত।
সেই চন্দ্র ললাটেতে শিবের ভূষিত ॥

তাঁহার চুম্বিত মোহ-ভঙ্গকারী যিনি।
তিনি মম জীবনের ঔষধরূপিণী॥
যদি এ সময় সে ঔষধ নাহি নাই।
তবু প্রাণ দিব বলে কালীর দোহাই॥ ৪৬

অদ্যাপি তাং নববধূসুরতাভিযোগাৎ
সম্পূর্ণকালবিধিনা রচিতাং কদাচিৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং হরিণায়তাক্ষী-
মুন্নিদ্রকোকনদপত্রনখাং স্মরামি॥ ৪৭

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

সম্পূর্ণ হয়েছে কাল বাকী নাই আর।
পূর্ণশশিমুখী বিদ্যা স্মরি একবার॥
হরিণের প্রসারিত চক্ষের তুলনা।
ফুল্লরক্ত-পদ্মপত্র নখের বর্ণনা॥
নব-বধূ সহ যেন সুরত-সংযোগ।
লীলাছলে কামরসে করেন সম্ভোগ॥
কিছু কাল চিন্তা করি সঙ্কট-জীবনে।
বিদ্যারূপ হেরি যদি কি চিন্তা মরণে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

সংসারের সকল সম্পূর্ণকারী যিনি।
সম্পূর্ণ নামেতে হরি হয়েছেন তিনি॥
কাল নামে শিব কালান্তর কর্ম্ম করে।
বিধি নাম ধরে ধাতা রূপান্তর ধরে॥
তাহাতে সম্পূর্ণ-কাল বিধি তিন জন।
তৎকালেতে যার পদ করেন পূজন॥

সম্পূর্ণ-সুধাংশুমুখী কুরঙ্গনয়না।
নববধূগণসহ সুরত-মগনা॥
প্রফুল্ল পঙ্কজদল তাহার সমান।
হয়েছে যাদৃশ যাঁর নখের বিধান॥
মমেষ্টদেবতা তাঁর চিন্তা বারে বার।
ব্রহ্মা-হরি-হর যারে চিন্তা করা ভার॥ ৪৭

অদ্যাপি তদ্বিকসিতাম্বুজগৌরমধ্যং
গোরোচনাতিলকবিন্দুকৃতৈকদেশম্।
ঈষন্মদালসবিঘূর্ণিতদৃষ্টিপাতং
কান্তামুখং সখি ময়া সহ গচ্ছতীব॥ ৪৮

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

বিকসিত ইন্দীবরে গোরোচনা তদুপরে
যেন কুসুমের রেণু শোভে।
গৌরবর্ণ তাহে সাজে মধ্য হেরি মৃগরাজে
লাজে বনে যায় অতি ক্ষোভে॥
বিঘূর্ণিত মধুপানে ঈষৎ কটাক্ষ হানে
মোহিত করিছে প্রতিক্ষণে।
সে মুখ হেরিয়া অলি ভ্রমে যায় পদ্মাবলী
মধু খাব এই করে মনে॥
সখীসহ রসবতী গমন করিলে অতি
হংসসমূহেতে লাজ পায়।
এমন কান্তার মুখ না হেরে বিদরে বুক
কেমনে ভুলিতে পারি তায়॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

স্ফুটিত পদ্মের মাজে গৌরবর্ণে কিবা সাজে
গোরোচনা সমরেণু তায়।
সে রেণু গণ্ডেতে শোভে অলিকুল মধুলোভে
উড়ে বসে কিবা শোভা পায়॥
মধুপানে অলসেতে বিঘূর্ণিত দর্শনেতে
কি শোভিছে কমল বদনে।
সখী শব্দে প্রিয়তরা তাতে সম্বোধন করা
কৃপা কর করুণা-নয়নে॥ ৪৮

অদ্যাপ্যহং নববধূস্সুরতাভিযোগং
শক্নোমি নান্যবিধিনা রচিতং কদাচিৎ।
তদ্‌ভ্রাতরো মরণমেব হি দুঃখশান্ত্যৈ
বিজ্ঞাপয়ামি বিনয়াৎ ত্বয়ি শক্তিহীনঃ॥ ৪৯

অস্যার্থঃ। বিদ্যা-পক্ষে।

এখন হয়েছি আমি শক্তিহীন অতি।
নববধূ-রতিযোগ নাহিক সম্প্রতি॥
অন্য বিধি মত তাহে রতি কদাচিত।
মরণে হতেছে ভ্রম তাহাতে নিশ্চিত॥
অতএব এই দুঃখ শান্তির কারণ।
তোমার সদনে করি ইহার জ্ঞাপন॥
বিহীন হয়েছি আমি সেই সুলোচনা।
ভক্তিভাবে করি সদা বিদ্যা-উপাসনা॥
অদ্যাপি আমার মন না ভুলে বিদ্যায়।
বারেক হেরিলে ঘুচে মরণের দায়॥

দ্বিতীয়ার্থঃ। কালী-পক্ষে।

শক্তি নাহি নববধূ কুমারী সে যায়।
অন্য বিধিমতে সেবি কদাচিৎ তায়॥
দুখ দূর করিবার জ্ঞাপন কারণে।
ভক্তিভাবে স্তুতিবাদে জানাই মরণে॥ ৪৯

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥ ৫০

অস্যার্থঃ।—নৃপং প্রতি দৃষ্টান্তকথনম্।

সুকৃতি পুরুষ যত আছয়ে সংসারে।
সুকঠিন কর্ম্ম যদি আপনি স্বীকারে॥
প্রাণ পণ হলে তবু ত্যাজ্য নহে তার।
দেবলোক অবধি আছয়ে ব্যবহার॥
প্রথমতঃ হল যবে সমুদ্রমন্থন।
দেবগণ করেছিল সুধা উপার্জ্জন॥
না জানায়ে শিবে সবে সুধা করে পান।
সে কথা শ্রবণে শিব করে অভিমান॥
পুনরপি মন্থন করিয়া পশুপতি।
প্রতিজ্ঞা করেন এতে যা হবে উৎপত্তি॥
সমুদায় তাহা আমি করিব ভক্ষণ।
কালকূট বিষ তাতে হল উপার্জ্জন॥
যোজন পর্য্যন্ত সেই বিষের জ্বালায়।
পশু পক্ষী বৃক্ষ আদি সব জ্বলে যায়॥

তথাপি সে বিষ পান করি গঙ্গাধরে।
গরল ভক্ষণ হল প্রতিজ্ঞার তরে॥
কূর্ম্ম আছে পৃষ্ঠদেশে পৃথিবীকে ধরে।
অঙ্গীকার অদ্যাবধি ত্যাগ নাহি করে॥
উদধি বাড়বানল করেছে ধারণ।
যত সুখ আছে দেখ করে বিবেচন॥
প্রতিজ্ঞা কারণে তেঁই রেখেছে অন্তরে।
অদ্যাপি সকল লোক ঘোষণা যে করে॥
সেই হেতু বলি মোর দুখ গেল দূর।
নিবেদন করিলাম শ্বশুরঠাকুর॥
দ্বিতীয়ার্থঃ। কালীপক্ষে।—পূর্ব্বদৃষ্টান্তসংযোগঃ।
দৃষ্টান্ত দর্শিয়া দিয়া নৃপতিকে রায়।
অন্তরেতে স্মরণ করিছে কালিকায়॥
শুন গো করুণাময়ি ত্রিজগদীশ্বরি।
অবোধ বালক আমি নিবেদন করি॥
ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
তব আজ্ঞা মত লয়ে করিলাম সার॥
বিদ্যালাভ হবে বাপু যাও বর্দ্ধমান।
বিপদেতে পড়িলে করিব পরিত্রাণ॥
অঙ্গীকার করেছিলে ওমা ভগবতি।
এতেক উপমা তেঁই বলি তোমা প্রতি॥ ৫০

চোরপঞ্চাশৎ সমাপ্ত।

রসমঞ্জরী।

জয় জয় রাধা-শ্যাম নিত্য নব রসধাম
নিরুপম নায়িকা নায়ক।
সর্ব্বসুলক্ষণাধারী সর্ব্বরসবশকারী
সর্ব্ব প্রতি প্রণয়কারক॥
বীণা বেণু যন্ত্র গানে রাগ রাগিণীর তানে
বৃন্দাবনে নাটিকা-নাটক।
গোপ-গোপীগণ সঙ্গে সদা রাস-রস-রঙ্গে
ভারতের ভক্তি-প্রদায়ক॥
রাঢ়ীয় কেশরী-গ্রামী গোষ্ঠীপতি দ্বিজস্বামী
তপস্বী শাণ্ডিল্য শুদ্ধাচার।
রাজ-ঋষি গুণযুত রাজা রঘুরাম-সুত
কলিকালে কৃষ্ণ অবতার॥
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ সুরেন্দ্র ধরণীমাঝ
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু-অগ্নি-রাহু-মুখে শশী ঝাঁপ দেয় দুখে
যার যশে হয়ে অভিমানী॥
তার পরিজন নিজ ফুলের মুখটি দ্বিজ
ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।

ভূরিশিট-রাজ্যবাসী নানা কাব্য অভিলাষী
যে বংশে প্রতাপ-নারায়ণ॥
রাজবল্লভের কার্য্য কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য
মহারাজা রাখিল স্থাপিয়া।
রসমঞ্জরীর রস ভাষায় করিতে বশ
আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া॥
সেই আজ্ঞা অনুসরি গ্রন্থারম্ভে ভয় করি
ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত যদি দেখ দুষ্ট মত
সারি দিবা এই নিবেদন॥

অথ নায়িকাপ্রকরণ।

শৃঙ্গার বীভৎস হাস্য রৌদ্র বীর ভয়।
করুণা অদ্ভুত শান্তি এই রস নয়॥
আদ্যরস সকল রসের মধ্যে সার।
নায়িকা বর্ণিব অগ্রে তাহার আধার॥

অথ নায়িকার স্বীয়াদি ভেদ।

স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য বনিতা।
অগ্রে এই তিন ভেদ পণ্ডিত বর্ণিতা॥

অথ স্বীয়া নায়িকা।

কেবল আপন নাথে অনুরাগ যার।
স্বকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার॥

নয়ন অমৃত-নদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজ পতি বিনা কভু অন্য জনে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা,
প্রিয় সখা বিনা কভু অন্যকাণে যায় না।
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হলে মৌনভাব কেহ টের পায় না॥

অথ মুগ্ধাদি ভেদ।

মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা তাহার ভেদ তিন।
তিনেতে এ তিন ভেদ বুঝহ প্রবীণ॥

অথ মুগ্ধা।

মুগ্ধা বলি তারে যার অঙ্কুর-যৌবন।
বয়ঃসন্ধি সেই কালে বুঝ বিচক্ষণ॥
দেখিনু নাগরী, রূপের সাগরী,
বয়স-সন্ধি সময়।
শিশুগণ মেলে, বঁধুবাড়ু খেলে,
পুরুষে কিঞ্চিৎ ভয়॥
হংস খঞ্জরীটে, দেখি পদে দিটে,
কবে হল বিনিময়।
হৃদয়-সরোজ, পূজিতে মনোজ,
পণ্ডিত হয় সংশয়॥

অথ নবোঢ়া।

এ যদি রমণে লাজে ভয়ে হয় স্তব্ধ।
নবোঢ়া তাহাকে বলি প্রশ্রয়বিশ্রব্ধ॥

অথ স্বকীয়া নবোঢ়া।

হস্তেতে ধরিয়া, শয্যায় আনিয়া,
যদ্যপি কোলে বসায়।
নানা বাক্যছলে, যত্নে কলে বলে,
বাহিরে যাইতে চায়॥
নবোঢ়াকে বশ, করণ কর্কশ,
সে রস কহিব কায়।
যেই পারা করে, স্থির করে ধরে
সেজন ব্যামোহ পায়॥

অথ পরকীয়া নবোঢ়া।

আপনার পতি আছে, ভয়েতে না শুই কাছে,
গায় হাত দেয় পাছে এই ডরে ডরে হে।
প্রীতির বিষম কাজ, সে ভয়ে পড়িল বাজ,
লাজে পলাইল লাজ আশা-বাসা হরে হে॥
সুখের বাড়াও প্রীতি, হৃদয়ের হর ভীতি,
তার পরে যেবা রীতি রাখ ক্ষমা কর হে।
যৌবন-কমলাঙ্কুর, লোভে না করিও চুর
হিয়া কাঁপে দুরদুর পাছে যাই মরে হে॥

অথ সামান্যা নবোঢ়া।

কি ছার ধনের আশে, আইনু তোমার পাশে,
আগে জানিতাম নাহি এত দায় হবে হে।
মুখ দেখি শোষে মুখ, বুক দেখি কাঁপে বুক,
মনে হতে মনে পড়ে কিসে প্রাণ রবে হে॥
কেবা ইহা সহিবেক, আমা হতে নহিবেক,
ক্রুদ্ধ হও যদি নিজ ধন ফিরে লবে হে।
যেবা তীর্থে নাইলাম, তারি পুণ্য পাইলাম,
অতঃপর ক্ষমা দেহ আমারে না সহে হে॥

অথ বিশ্রব্ধা নবোঢ়া।

স্তন দুটী করে ছাঁদ্যা, উরু দুটি ভুজে বাঁধ্যা,
লাজে ভয়ে মুদিল নয়ন।
প্রথমেতে নিরুত্তর, না না না তাহার পর,
টাল টোল এখন তখন॥
যদি খায়্যা লাজ ভয়, কিঞ্চিত সঞ্চিত হয়,
তবে আর না যায় ধারণ।
নবীন ভূষণ বাস, নব সুধা হাস ভাষ,
নব রস কে করে গণন॥

অথ মুগ্ধার ভেদ।

মুগ্ধার প্রভেদ দুই করিয়ে বর্ণনা।
অজ্ঞাত-যৌবনা আর বিজ্ঞাত-যৌবনা॥

অথ অজ্ঞাত-যৌবনা।

হয়েছে যৌবন যার নহে অনুভব।
অজ্ঞাত-যৌবনা তাকে বলে কবি সব।

সখা সখী মেলি, ধাওয়া-ধাই খেলি,
হারি কহে যেন চোর।
অন্য দিনে ধাই, সবা-আগে যাই,
আজি কেন হারি মোর॥
নিতম্ব হৃদয়, ভারী হেন লয়,
চক্ষু কর্ণে পড়ে জোর।
কটি দেখি ক্ষীণ, খস্যা পড়ে চীন,
বাড়ে ঘাগরার ডোর॥

অথ বিজ্ঞাত-যৌবনা।

নিজ নবযৌবন যে ব্যক্ত করে ছলে।
বিজ্ঞাত-যৌবনা তাকে কবিবর বলে॥

দেখিলাম ঘরে ঘরে, সকলে কাঁচলী পরে,
নানা বর্ণে উড়ায় উড়ানী।
পরিহাস্য জন যত, নানা ছলে কহে কত,
বাহিরায়ে হইল পোড়ানী॥
দেহের কি কব কথা, সকল শরীরে ব্যথা,
কত শত বিছার জ্বলনী।
তোরে বলি প্রিয় সই, লাজে কারে নাহি কই,
পাছে জানে জনক-জননী॥

অথ মধ্যা।

লজ্জা আর রতি-আশা সমান যাহার।
রসিক পণ্ডিতে কহে মধ্যা নাম তার॥

রতিরসে কৃতী পতি, মোরে ভাল বাসে অতি,
দেয় নিজাঙ্গুরী কণ্ঠমালা।
আঁখি-আড়ে নাহি রাখে সদা কাছে কাছে থাকে,
সুখ বটে কিন্তু এক জ্বালা।
নখাঘাত দেখি বুকে, দন্ত-চিহ্ন দেখি মুখে,
সখী হাসে কর্ণে লাগে তালা।
শয্যা ঠেকি এই দোষে না শুইলে পতি রোষে
শরীর হইল ঝালাপালা॥

অথ প্রগল্‌ভা।

প্রগল্‌ভা সে রতিরসে পূর্ণ আশা যার।
রতিপ্রীতি-আনন্দেতে মোহ হয় তার॥

শুন শুন প্রিয় সই রাত্রির কৌতুক কই
শুয়্যাছিনু পতি সঙ্গে নানা সুখ তাকে লো।
প্রকৃত কর্ম্মের বেলা মোহে দোহে হলো মেলা
এ কর্ম্মেতে কত সুখ বুঝিবার পাকে লো॥
কিন্তু হলো কোন্ কর্ম্ম বুঝিতে নারিনু মর্ম্ম
অবশেষে ভাব্যা মরি হাত দিয়া নাকে লো।
উঠিয়া পরিনু বাস বান্ধিলাম কেশপাশ
তোর দিব্য যদি আর কিছু মনে থাকে লো॥

অথ মধ্যা ও প্রগল্‌ভার ধীরাদি ভেদ।

মানকালে মধ্যা প্রগল্‌ভার তিন ভেদ।
ধীরাধীরা আর ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ॥
মুগ্ধার এ ভেদ নাই ভয় তার মূল।
ক্রোধ হলে এক ভাব ক্রন্দন-আকুল॥
প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যে জন সে ধীরা।
সোজা-সুজী যার ক্রোধ সে জন অধীরা॥
কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় ক্রোধ।
ধীরাধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ॥

অথ মধ্যা ধীরা।

আজি প্রভু দড় দড় বেশ বনায়্যাছ বড়
শ্বেত-রক্তচন্দনের চাঁদ ভালে ধরেছ।
মন দেখি ভাঙ্গা ভাঙ্গা নয়ন হয়েছে রাঙ্গা
বুঝি কোন দোষ দেখি মোরে রোষ করেছ॥
তোমা বিনা প্রভু নাই যাইবার নাহি ঠাঁই
কুমুদের চাঁদ যেন তেন মন হরেছ।
অপরাধ ক্ষমা কর নূতন চন্দন পর
এই লও নব মালা বাসী মালা পরেছ॥

অথ মধ্যা অধীরা।

সোহাগ করিয়া নিত্য বলহ আমার ভৃত্য
আজি দেখি একি কৃত্য দর্পণেতে চাও হে।

অধরে কজ্জল-দাগ নয়নে তাম্বুলরাগ
অলক্তাক্ত ভালভাগ কার কাছে পাও হে ॥
মোরে প্রাণ বলে ডাক অন্যের নিকটে থাক
বুঝিলাম মন রাখ মন-কলা খাও হে।
তোমা দেখে হয় ভীতি কঠিন তোমার রীতি
বুঝিনু তোমার প্রীতি যাও যাও যাও হে।

অথ মধ্যা ধীরাধীরা।

তুমি মোর প্রাণপতি কখন করিলা রতি,
বুঝি সুখে ভুলেছিনু তেঁই নাই মনে হে।
বুকে দেখি নখ-চিহ্ন অধরে দশন ভিন্ন
ভালে আলতার দাগ রক্তিমা নয়নে হে॥
শ্রমবারি মুখ ধোও ক্ষণেক শয্যায় শোও
ছুয়্যা শুদ্ধ কর মালা তাম্বুল চন্দন হে।
কত জান ভারি-ভূরি দেখিতে দেখিতে চুরি,
পরিহার নমস্কার তোমা হেন জনে হে॥

অথ প্রগল্‌ভা ধীরা।

কাজের সময় যত কথা হয়
এবে কোথা রয় মনে না থাকে।
কেমন ধরম কেমন করম
কেমন মরম কহিব কাকে॥
ধিক্ বিধাতায় এহেন আমায়
দিয়াছে তোমায় ইহারি পাকে

দেখি যে চঞ্চল ছোবে কি অঞ্চল
এ কাজে কি ফল কে তোমা ডাকে ॥

অথ প্রগল্‌ভা অধীরা।

কোন্ ফুলে বঁধু পান কর্‌যা মধু
হয়্যা আলে যাদু পোড়াতে মোরে।
আল্‌তা কজ্জল সিন্দূর উজ্জ্বল
জাগিয়া বিকল নয়ন ঘোরে ॥
এতেক বলিয়া ক্রোধেতে জ্বলিয়া
কমল ফেলিয়া মারিল জোরে।
কাঁদয়ে নাগর গুণের সাগর
কোথায় আদর থাকুবে চোরে ॥

অথ প্রগল্‌ভা ধীরাধীরা।

জাগিয়া নয়ন তোমার যেমন
আমার তেমন সকল বটে ॥
সব কাজে সম ফলে তর-তম
কিসে আমি কম বুঝিলে ঘটে ॥
বিধি কৈল নারী লাজ দিল ভারী
তেঁই সে না পারি তোমার হটে।
বৃক্ষমূলে হানি শিরে ঢাল পানী
চরণ ভুখানি নৌকায় ফটে ॥

অথ জ্যেষ্ঠাদি ভেদ।

এই ধীরা এ অধীরা এই ধীরাধীরা।
জ্যেষ্ঠা আর কনিষ্ঠা দ্বিভেদ হয় ফিরা॥
পতির অধিক স্নেহ যারে সেই জ্যেষ্ঠা।
অল্প স্নেহ যারে তারে বলয়ে কনিষ্ঠা॥

———

অথ ধীরা জ্যেষ্ঠা।

স্থীর বুঝি ধীর ক্রোধ দূরে গেল শোধ বোধ
বন্ধু করে উপরোধ ধীরে ধীরে কহিছে।
যদি পায়্যা থাক দোষ তবু যুক্ত নহে রোষ
হাস্যে কর পরিতোষ কামানলে দহিছে॥
রক্তপদ্ম দুটী পায় ভ্রমর নূপুর তায়
নিত্য নানা রস খায় আজি তাই রহিছে।
আকুল আমার প্রাণ তবু নহে সমাধান
কঠিন তোমার মান পরিণাম নহিছে॥

———

অথ ধীরা কনিষ্ঠা।

স্থীর দেখি স্থির মান করিবারে সাবধান
বন্ধু করে অপমান ক্রোধে ক্রোধ হরিব।
কিসে মোর পায়্যা দোষ কেন কর এত রোষ
কিসে হবে পরিতোষ বল তাই করিব॥
কেহ বুঝি কহিয়াছে গিয়াছিনু কারো কাছে
অঙ্গে বুঝি চিহ্ন আছে তবে কিসে তরিব।

আরম্ভিয়াছিলা ক্রোধ না করিলা উপরোধ
এত দূরে শোধ বোধ কত সাধ্যা মরিব ॥

অথ অধীরা জ্যেষ্ঠা।

যদ্যপি অধীরা হয়্যা গালি দিল কটু কয়্যা
তবু থাকিলাম সয়্যা না সয়্যা কি করিব।
তুমি প্রাণ তুমি ধন তোমা বিনা অন্য জন
যদি জানে মোর মন পরীক্ষা আচরিব ॥
রুষ্ট হলে কটু কও তুষ্ট হলে কোলে লও
আমা বিনা কারো নও এই গুণে তরিব।
ছল ছুতা মিছা সাঁচা না জানি বিস্তর প্যাঁচা
প্রাণেশ্বরী প্রাণ বাঁচা নহে আজি মরিব ॥

অথ অধীরা কনিষ্ঠা।

বিনা দোষে দেও গালি মাথে কলঙ্কের ডালি
মুখে যেন চূণ কালি কিসে মুখ চাহিব।
হয়্যাছি তোমার প্রভু কত দোষ পাই তবু
গালি নাহি দেই কভু কত গালি খাইব।
বিনয়ে না মানি রোধ যদি নাহি ছাড় ক্রোধ
এত দূরে শোধ বোধ দেশ ছাড়্যা যাইব।
তোমার যেমন মর্ম্ম আমার তেমন কর্ম্ম
ইশাদ থাকিও ধর্ম্ম কার্য্যকালে পাইব।

অথ ধীবাধীরা জ্যেষ্ঠা।

এক বাক্যে বুঝি রাগ আর বাক্যে অনুরাগ
হৃদয়ে হইল দাগ বুঝিতে না পারিয়া।
কি করিলে হও তুষ্ট কি করিলে হও রুষ্ট
অদৃষ্ট হইলে দুষ্ট কিসে যাবে সাবিয়া॥
যদি অপরাধী হই নিতান্ত কবিয়া কই
তোমা বিনা কারো নই দুঃখে লও তারিয়া।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান তুমি মান অপমান
তোমা বিনা নাহি আন দেখিনু বিচাবিয়া॥

অথ ধীরাধীরা কনিষ্ঠা।

এক বাক্যে দেখি রোষ আর বাক্যে বুঝি তোষ
না বুঝিনু গুণ দোষ বড দায় পড়িল।
কি কবিলে ভাল হবে না তাই কবি'তবে
নহে স্বর লয়্যা রবে আমার কি রহিল॥
পদ্মিনী ভ্রমর-প্রিয়া ভ্রমরে খেদায়্যা দিয়া
তাহারি বিদরে হিয়া বুঝি তাই ফলিল।
রতির সময় নউক আমাব যে হয় হউক
ক্রোধটী তোমার রউক যা হবার হইল॥

অথ পবকীয়া নায়িকা।

অপ্রকাশে যার রতি পরপতিসনে।
পরকীয়া তাহারে বলয়ে কবিগণে॥

অথ পরকীয়া-ভেদ।

উঢ়া আর অনূঢ়া দ্বিভেদ হয় তার।
উঢ়া সেই বিবাহ হইয়া থাকে যার॥
অনূঢ়া সে জন যার হয় নাহি বিয়া।
পিত্রাদি অধীন হেতু সেও পরকীয়া॥

অথ অনূঢ়া।

শুন শুন প্রাণ-বঁধু পিয়াইয়া মুখ-মধু
এমন করিলে বশ কত গুণ কব হে।
অন্য-সঙ্গে যদি পিতা করে মোরে বিবাহিতা
কেমনে তাহার সঙ্গে তোমা ছাড়ি রব হে॥
এমন করিবা কর্ম্ম নহে যেন স্ত্রীর ধর্ম্ম
বুকে মুখে হলে দাগ কলঙ্কিনী হব হে।
যাবৎ না বিভা হয় তাবৎ এমন ভয়
তাবতি এমত পীড়া দুজনেতে সব হে॥

অথ উঢ়া।

আপনার পতি আছে সদা তারে পাই কাছে
তথাপি দারুণ মন পর লাগি মরে গো।
সঙ্কেত-তরুর মূলে সঙ্কেত-নদীর কূলে
ঘাটে ভাঙ্গামঠে মাঠে অন্ধকার ঘরে গো॥
কিঙ্কিণী-কঙ্কণ-রোল লুকায়ে চুম্বন কোল
রমণে নাহিক সুখ কোটালের ডরে গো।

পরপতি-রতি-আশ ঘর ছাড়ি পরবাস
সুখ যদি নহে লোক তবে কেন করে গো॥

অথ পরকীয়ার অন্য ভেদ।
বিদগ্ধা লক্ষিতা গুপ্তা কুলটা মুদিতা।
পরকীয়া-নানাভেদ প্রাচীন-লিখিতা॥

অথ বিদগ্ধা।
বিদগ্ধা দ্বিমত হয় বাক্য আর কাজে।
কথা শুনি কার্য্য দেখি বুঝিবা অব্যাজে॥

অথ বাগ্বিদগ্ধা।
চির পরবাসী স্বামী বিরহে কাতরা আমি
বসন্তে মাতিল কাম কেমনে বা থাকিব।
প্রভুর কুসুমোদ্যান বড় মনোহর স্থান
মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে যাইব॥
ডাকে পিক-অলিকুল ফুটে নানাজাতি'ফুল
গাইয়া প্রভুর গুণ রজনী পোহাইব।
করিতে আমার তত্ত্ব হইবে যাহার সত্ত্ব
সেই বঁধু তারে দেখা সেইখানে পাইব॥

অথ ক্রিয়া-বিদগ্ধা।
সুখে শুয়ে পতি আছে রামা বসে তার কাছে
ইশারায় উপপতি পিকডাকে ডাকিল।

রামা বলে হলো দায় পাছে পতি টের পায়
না দেখি উপায় ভেবে স্তব্ধ হয়ে রহিল ॥
কোকিল ডাকিছে হোর কাম-ভয়ে পাচে ঘোর
শ্রান্ত আছে নিদ্রা যাও বল্যা চক্ষু ঢাকিল।
জাগ্রত আমার প্রিয় কেন ডাক বনপ্রিয়
আর কি তোমারে ভয় বল্যা দূই রাখিল ॥

অথ লক্ষিতা।

পরপতি-রতি-চিহ্ন ঢাকিতে যে নারে।
লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে ॥
আজি প্রভু দেশে এলে রতি-চিহ্ন কিসে পেলে
সোহাগ পড়ুক মরে সতীপনা হরিলে।
তুমি এলে বার্ত্তা পায়্যে দেখিতে আইনু ধায়্যে
আছাড় খাইনু পথে সে তত্ত্ব না করিলে ॥
মুখে বল দন্ত-চিহ্ন বুক বল নখে ভিন্ন
আলু থালু বেশ দেখি বুঝি লতা ধরিলে।
নষ্ট হই দুষ্ট হই তোমা বিনা কারো নই
কলঙ্ক এড়াবে নাহি সে জন না মরিলে ॥

অথ গুপ্তা।

হয়েছে হতেছে হবে পর-সঙ্গে রতি।
গুপ্ত করে যে জন সে জন গুপ্তমতি ॥
মুখে বুকে দেখি দাগ শাশুড়ী করুন রাগ
একেতো বিরহে মরি আর অই ভয় লো ॥

কান্দিয়া পোহাই নিশা আবেশে হারাই দিশা
কেমন কেমন করে অধর হৃদয় লো ॥
স্তন নিজ নখাঘাতে অধর পীড়িয়া দাঁতে
কোনমতে নিবারণ করি এ সময় লো।
এইরূপে দিবারাতি রাখিয়াছি কুল জাতি
চক্ষু খায়ে তবু লোক কত কথা কয় লো ॥

অথ কুলটা।

পতি-কোলে থাকি যার অনেকেতে কাজ।
কুলটা তাহারে বলে পণ্ডিতসমাজ ॥
অরে বিধি নিদারুণ কি তোর স্মরিব গুণ
কুলটার আশা পূর্ণ করিতে না পারিলি।
হস্ত পদ চক্ষু কাণ দিলি দুই দুই খান
উড়িবারে দুইখানি পাখা দিতে নারিলি ॥
চৌদ্দ ভুবনেতে যত পুরুষ বিবিধ মত
সবার বুঝিত বশ তাই বুঝি সারিলি।
এ দুখ বা কত সব অন্যের কি কথা কব
চতুর্ম্মুখ রজোগুন তবু তুই নারিলি ॥

অথ মুদিতা।

পর সঙ্গে রতি-আশে উল্লাসিতা যেই।
বিঘ্নহীন দেখিয়া মুদিতা হয় সেই ॥
প্রবাসে রয়েছে পতি ননদী প্রসূতবতী
বিধবা শাশুড়ী ওই দৃষ্টিহীন রয় গো।

দেবর বিলাস-রায় শ্বশুর-ভবনে যায়
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বিদরে হৃদয় লো ॥
অস্ত গেছে দিনমণি যতেক রসিক ধনি
ওই শুন বংশীধ্বনি করয়ে ললিত লো।
রোমাঞ্চ হয়েছে মোর খসিছে কাঁচলি ডোর
কেন সই ওষ্ঠাধর হতেছে কম্পিত লো ॥
পরকীয় সুখ যত ঘরে ঘরে শুনি কত
অভাগীর ধর্ম্মভয় এত কর‍্যা মরি লো।
পর পুরুষের মুখ দেখিলে যে কত সুখ
একি জ্বালা সদা জ্বলি হরি হরি হরি লো ॥

অথ সামান্য-বনিতা।

ধন-লোভে ভজে যেই পুরুষ সকলে।
সামান্য বনিতা তারে কবিগণে বলে ॥
স্বকীয়া ধর্ম্মের বশে পরকীয়া প্রীতি-রসে
অমূল্য যৌবনধন পুরুষেরে দেই লো।
আমার যৌবনধন ভোগ করে যেই জন
মান বুঝি মূল্য করে দিতে পারে যেই লো ॥
যখন যে ধন চাই সেই ক্ষণে যদি পাই
আমার মনের মত বন্ধু হবে সেই লো।
ধনিক রসিক জানি নাগর মিলাবে আনি
আপনার মর্ম্ম-কথা কয়্যা দিনু এই লো ॥

অথ সামান্য-বনিতার ভেদ।

অন্য-ভোগ-দুঃখিতা আর বক্রোক্তি-গর্ব্বিতা।
মানবতী আদি ভেদে সামান্য বনিতা॥

অথ বক্রোক্তি-গর্ব্বিতা।

গর্ব্বিতা দ্বি-মত হয় রূপে আর প্রেমে।
দুইটী একত্র হলে হীরা যেন হেমে॥

অথ রূপগর্ব্বিতা।

মুখ দেখি যদি আরশী ধরে।
বড় বল্যা ছায়া সে লয় হরে॥
মদনে জানিত অধিক করে।
দেখিতাম কিন্তু গিয়াছে মরে॥

অথ প্রেমগর্ব্বিতা।

অনিমিষ আঁখি স্থির চরিত্র।
আপনার বঁধু করিয়া চিত্র॥
আমারে দেখয়ে একি বিচিত্র।
কেহ বঁধু সখী শত্রু কি মিত্র॥

অথ অন্যসম্ভোগ-দুঃখিতা।

কহ দূতী গিয়াছিলে কোন্ বনে।
বড় শোভয় অঙ্গ ফুলাভরণে॥

নিজ বেশ করে দড় আইলি লো।
কৈ গেলি নরাধম-সন্নিধি লো॥
ভুলিয়াছিলি আর ভুলাইলি রে।
মধু খুঢ় বনে কত পাইলি রে॥

অথ মানবতী।

এসো পরাণপুত্তলি এস
মরে যাই কিবা বেশ
আলোতে রহ হে রূপ ভাল করে হেরি হে।
আল্‌তা-কজ্জলদাগ ভালে
অরুণ প্রকাশ রাহুগালে
ভাবে আছ ভাল জান ভারী-ভূরি ঢেরি হে॥

অথ নায়িকা সকলের অবস্থাভেদ।

এ সব নায়িকা পুন অষ্ট মত হয়।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ তাহার পরিচয়॥
বাসসজ্জা উৎকণ্ঠিতা ও অভিসারিকা।
বিপ্রলব্ধা তার পর স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা॥
খণ্ডিতা তাহার পর কলহান্তরিতা।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা এই অষ্ট পরিমিতা॥

অথ বাস-সজ্জা।

পতি হেতু বাসঘরে যেই করে সাজ।
বাসসজ্জা বলে তারে পণ্ডিত-সমাজ॥

আঁচড়িয়া কেশপাশ পরিয়া উত্তম বাস
সখী-সঙ্গে পরিহাস গীত বাদ্য রটনা।
চামর চন্দন চুয়া ফুলমালা পাণ গুয়া
হাতে লয়্যা সারীশুয়া কামরস পঠনা॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ হার বাজুবন্ধ সিঁতি টাড়
নূপুরাদি অলঙ্কার নিত্য নব পরনা।
যোগী যেন যোগাসনে বসিয়া ভাবয়ে মনে
কতক্ষণে বন্ধুসনে হইবেক ঘটনা॥

অথ উৎকণ্ঠিতা।

স্বামীর বিলম্ব যেই ভাবে অনুক্ষণ।
উৎকণ্ঠিতা তাহারে বলয়ে কবিগণ॥
হইল বহু নিশি প্রকাশ হয় দিশি
আইল কেন নাহি কালিয়া।
পিকের কলরব ডাকিছে অলি-সব
অনলে দেও দেহ জ্বালিয়া॥
তিমির ঘনতরে সভয় বনচরে
ফিরয়ে কিবা পথ ভুলিয়া।
অপর সখীরসে রহিল পরবশে
মদনে মোরে দিল জ্বালিয়া॥

অথ অভিসারিকা।

স্বামীর সঙ্কেতস্থলে যে করে গমন।
তারে অভিসারিকা বলয়ে কবিগণ॥

নিকট সঙ্কেত সময় আইল
শুনে রসময়ী মুরলী গাইল
ধরি ধনুশর মদন ধাইল
চলে নিধুবনে কামিনী।
পিক-কলকলি সারীশুক-ধ্বনি
ফুটে বনফুল ভ্রমর-গুনগুনী
তাহাতে মিলিত নূপুর-রুণরুণী
শীঘ্র চলে মৃদুগামিনী॥
বাছিয়া পরিলেক নীল অম্বর
মদন হেম-গৃহে মেঘডম্বর
পথিক-জন-ডর করিতে সম্বর
ঝাঁপিল তাহে তনু দামিনী।
বদন-সরসিজ গন্ধযুত মন
মোহিত সহচরী ভ্রমর শিশুগণ
তথি মলয়াচল গতি মন্দ পবন
বাওল দ্রুত সখি যামিনী॥

———

অথ বিপ্রলব্ধা।

সঙ্কেতস্থানেতে গিয়া নাহি পায় পতি।
বিপ্রলব্ধা তারে বলে পণ্ডিত সুমতি॥

তিল পরিমাণ মান সদা করি অনুমান
গুরুভয় লঘুভয় গেলা।
গৃহ ছাড়ি ঘন বন করিলাম আরোহণ
সিন্ধু তরিনু ধরি ভেলা॥

হরি হরি মরি মরি উহু উহু হরি হরি
তবু নহে হরি-সনে মেলা।
পর-দুঃখ পর-শ্রম পর জনে জানে কম
অপরূপ খল-জন-খেলা॥

অথ স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

কোলে বস্যা যার পতি আজ্ঞার অধীন।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা তারে বলে সুপ্রবীণ।
শুন শুন প্রাণনাথ নিবেদি হে যোড়হাত
পুরিল সকল সাধ কিছু শেষ রয় হে।
বাধ্যা দেহ মুক্ত কেশ বিনাইয়া দেহ বেশ
তুমি মোরে ভালবাস লোকে যেন কয় হে॥
দেখিয়া তোমার মুখ অতুল হইল সুখ
পাসরিনু যত দুঃখ আছিল যে ভয় হে।
যত কাল জীয়া রই তোমা ছাড়া যেন নই
নিতান্ত করিয়া কই মনে যেন রয় হে॥

অথ খণ্ডিতা।

অন্যভোগচিহ্ন-অঙ্গে আসে যার পতি।
খণ্ডিতা তাহার নাম বলে শুদ্ধমতি॥
আইস বঁধু দ্রুত হয়্যা কেন আইস রয়্যা রয়্যা
মরিরে বালাই লয়্যা কিবা শোভা পায়্যাছে।
কপালে সিন্দূর-বিন্দু মলিন বদন-ইন্দু
নয়ন রক্তের সিন্ধু মোর দিকে ধায়্যাছে॥

অধরে কজ্জল-দাগ নয়নে তাম্বূল-রাগ
বুঝি কেবা পায়্যা লাগ মোর মাথা খায়্যাছে।
তোমার কি দোষ দিব বাপ মায় কি বলিব
হরি হরি শিব শিব যম মোরে ভুল্যাছে।

অথ কলহান্তরিতা।

কলহে খেদায়্যা পতি পশ্চাৎ-তাপিতা।
কবিগণে বলে তারে কলহান্তরিতা॥

ক্রোধে হয়্যা হতজ্ঞান কৈনু তারে অপমান
এখন আকুল প্রাণ দেখিতে না পাইয়া।
ফুটিছে বিবিধ ফুল ডাকে ভৃঙ্গ অলিকুল
সামালিব এই শূল কার পানে চাহিয়া॥
কাতর হইয়া অতি বিস্তর করিয়া নতি
চরণে ধরিল পতি না চাহিনু ফিরিয়া।
করিনু যেমন কর্ম্ম ফলিল তাহার ধর্ম্ম
মরুক এমত মর্ম্ম দুঃখে যাই মরিয়া॥

অথ প্রোষিত-ভর্তৃকা।

পরবাসে পতি যার মলিনা বিরহে।
প্রোষিত-ভর্তৃকা তারে কবিগণ কহে॥

অনল চন্দন চুয়া গরল তাম্বূল গুয়া
কোকিল বিকল করে অতি।
বিধাতার মত বেশ অস্থিচর্ম্ম অবশেষ
তাপে কাম পোড়ায় বসতি॥

মনোজ তনুজ মত কোদণ্ড করিয়া হত
হাতে লয়ে পিণ্ডের পদ্ধতি।
সখী-মুখে মান শুনি পতি এলো হেন গণি
দেখিতে শ্বাসের গতাগতি॥

অর্থ প্রোষ্যৎ-ভর্ত্তৃকা।

যার কাছে আসে পতি প্রবাস-গমন।
প্রোষ্যৎ-ভর্ত্তৃকা মধ্যে তাহার গণন॥
এ আট লক্ষণে তার না মিলে লক্ষণ।
নবমী নায়িকা হতে পারে কেহ কন॥
কিন্তু অষ্ট নায়িকা সকল গ্রন্থে কয়।
নবমী কহিতে গেলে গণ্ডগোল হয়॥
অতএব দ্বিধা বলি প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা।
প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা আর প্রোষ্যৎ-পতিকা॥

শুন শুন ওহে প্রাণ পতি পরবাসে যান
তুমি করিবে কি এবে সত্য করি কহিবে।
এবে জানিলাম দড় তোমা হৈতে পতি বড়
নহে কেন আগে যান তুমি পাছে রহিবে॥
যদি বড় হতে চাও তবে আগে আগে যাও
নহে তুমি লঘু হবে আমার কি বহিবে।
এবে সুখ দেয় যারা পিছে দুঃখ দিবে তারা
কয়্যা অবসর আমি কত জ্বালা সহিবে॥

ইত্যাদি কহিয়া দিনু নায়িকা যতেক।
পতির গমনকালে সবার প্রত্যেক॥

পুথি বাড়ে সকলের করিতে কবিতা।
অনুভবে বুঝে সবে লক্ষণ-মিলিতা॥

অথ নায়িকা-উত্তমাদি-ভেদ।

উত্তমা মধ্যমা আর অধমা নিয়মে।
এ সব নায়িকা তিন মত হয় ক্রমে॥

অথ উত্তমা।

অহিত করিলে পতি যেবা করে হিত।
উত্তমা তাহার নাম বলয়ে পণ্ডিত॥

অথ মধ্যমা।

হিত কৈলে হিত করে অহিতে অহিত।
মধ্যমা তাহার নাম মধ্যম-চরিত॥

অথ অধমা।

হিত কৈলে অহিত করয়ে যেই জন।
অধমা তাহার নাম বলে কবিগণ॥

অথ চণ্ডী নায়িকা।

পতি প্রতি করে যেই অকারণ ক্রোধ
চণ্ডী তার নাম বলে পণ্ডিত সুবোধ

অথ সহচরী-কথন।

বেশ ভূষা করে দেয় করে পরিহাস।
কথা কৈতে খাতে শুতে শিখায় বিলাস॥
যার কাছে বিশ্রাম বিশ্বাস-কথা কয়।
সহচরী সখী সেই পঞ্চ মত হয়॥
সখী নিত্যসখী প্রিয়সখী প্রাণসখী।
অতিপ্রিয়সখী এই পঞ্চমত সখী॥

অথ সখী।

আমার নিকটে রয়ে মরম আমারে কয়ে
এমন শিখাব কথা সুধাবৃষ্টি করিবে।
আঁচড়িয়া দিব কেশ বনাইয়া দিব বেশ
থাকুক পতির মন মুনি-মন ভুলিবে॥
হাব ভাব লীলা হেলা শিখাইব নানা খেলা
আসিতে আমার কাছে কাহারে না ডরিবে॥
দোষ যত লুকাইব গুণ যত প্রকাশিব
বড় দায়ে ঠেক যদি আমা হতে তরিবে॥

অথ দূতী-সখী।

নায়ক নায়িকা যেই করয়ে ঘটন।
বিরহ যাপন করে দূতী সেইজন॥
স্বয়ংদূতী আপ্তদূতী এই সে প্রকার।
আপ্তদূতী তিন মত শুন ভেদ তার॥
অমিতার্থ নিশ্চয়ার্থ আর পত্রহারী।
বিশেষ বিশেষ শুন করিয়া বিচারী॥

ইঙ্গিতে যে কর্ম্ম করে অমিতার্থ সেই।
নিশ্চয়ার্থ আজ্ঞা পায়্যে কর্ম্ম করে যেই॥
পত্র লয়্যা কার্য্য করে পত্রহারী সেই।
বিশেষিয়া বুঝ সবে কয়্যা দিনু এই॥

অথ আদ্য-দূতী।

সিন্দুর চন্দন চুয়া ফুল মালা-পান গুয়া
পড়্যা দিতে পারি যদি ভুলে চন্দ্রবদনী।
কুমন্ত্র এমত জানি বিষ দেখে রাজা রাণী
অপ্রীতি করিতে পারি কাম কামকমনী॥
যে নারী না নর জানে যে নর না নারী মানে
তাহারে মিলাতে পারি দিনে করে যামিনী।
নাগর নাগরী যত হও মোরে অনুগত
সিদ্ধি কর মনোরথ যাই দ্রুতগামিনী॥

অথ নায়কপ্রকরণ।

নায়িকা নায়ক দুই শৃঙ্গারে প্রধান।
নায়িকা বর্ণিনু শুন নায়ক সন্ধান॥
পতি উপপতি আর বৈশিক নাগর।
স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্যার বর॥
বেদ মত বিভা করে যে জন সে পতি।
উপপতি সেই যার পিরীতে বসতি॥
কোনরূপে ধনলোভে হয় সংঘটন।
বৈষয়িক বৈশিক নাগর সেইজন।

অথ পতিভেদ।

অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট শঠ চারিমত।
পতি-ভেদ কেহ বলে তিনে কেহ রত॥
একে অনুরাগ যার সেই অনুকূল।
দক্ষিণ সে যার ঘরে পরে হয় ভুল॥
ধৃষ্ট সেই দোষ করে পুনঃ করে হঠ।
কপট বচনে পটু সেই জন শঠ॥

অথ অনুকূল।

ওলো ধনি প্রাণধন শুন মোর নিবেদন
সরোবরে স্নান হেতু যায়্যো না লো যায়্যো না।
অদ্যাপি বা যাও ভুলে অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে
কমল-কানন পানে চায়্যো না লো চায়্যো না॥
মরাল মৃণাল লোভে ভ্রমর কমল ক্ষোভে
নিকটে আইলে ভয় পায়্যো না লো পায়্যো না।
তোমা বিনা নাহি কেহ বামে পাছে গলে দেহ
বায় পাছে ভাঙ্গে কটি ধায়্যো না লো ধ্যায়ো না॥

অথ দক্ষিণ।

তোমা নকটে যত দিব্য করার কহি কত
বাহির হইবামাত্র পর দেখি ভুলিলো।
তোমার যেমন প্রীতি পর সঙ্গে সেই রীতি
কহিলাম আপনার দোষ-গুণ গুলি লো॥

কি করে ধর্ম্মের ভয় লোক-লাজে কিবা হয়
দেখিতে পরের মুখ ফিরি কুলি কুলি লো।
তুমি যদি হও রুষ্ট অন্যা করিবেক তুষ্ট
ইহা বুঝে মোর সঙ্গে ছাড়্যা দেহ ঠুলি লো॥

অথ ধৃষ্ট।

দোষ দেখ্যা একবার কৈলে নানা তিরস্কার
লাজ খায়্যা আনু ফিরে তবু দয়া হলো না।
ভুজপাশে বান্ধ্যা ধর নিতম্ব প্রহার কর
দশনেতে কর ক্ষত অভিমানে গলো না॥
দূর কৈলে দূর নব গালি দিলে সয়্যা রব
আমারে সহিল সব তোমারে তো সলো না।
পুরুষ পরশমণি যারে ছোঁয়ে সেই ধনী
ইহা বুঝে অনুক্ষণ দূর দূর বলো না॥

অথ শঠ।

কালি কয়ে ছিনু আনিতে ভুলিনু
ক্ষম সেই অপরাধ।
যে বল করিব যাহা চাহ দিব
পুরাহ সকল সাধ॥
অঙ্গেতে যে দাগ তোমারি সোহাগ
মিথ্যা দেহ অপবাদ।
আমার পরাণ হরিণী সমান
তোমার চক্ষু নিষাদ॥

অথ উপপতি।

নিজ নারী আছে ঘরে যাহা বলি তাহা করে
নানারূপ গুণ ধরে তাহে মন রয় না।
করিতে অন্যার সঙ্গ সদাই সরস-অঙ্গ
এ বড় অপূর্ব্ব রঙ্গ ধর্ম্ম-ভয় হয় না॥
যাইতে সঙ্কেত-স্থান সতত আকুল প্রাণ
জ্ঞান মান অপমান কিছু মনে লয় না।
ব্যক্ত হলে কালামুখ শয়নে নাহিক সুখ
রমণেতে নানা দুঃখ তবু ক্ষমা হয় না॥

অথ বৈশিক-নাগর।

গিয়াছিনু সরোবরে স্নান করিবার তরে
দেখিয়াছি একজন অপরূপ কামিনী।
চক্ষু-মুখ পদ্ম-ছন্দ কিবা ছন্দ কিবা বন্দ
নীলাম্বরে ঝাঁপে তনু মেঘে যেন দামিনী॥
ঈশ্বর সদয় হন দূতী মিলে একজন
এইক্ষণে তার কাছে যায় দ্রুতগামিনী।
যত চাহে দিব ধন দিব নানা আভরণ
কোন মতে মোর সঙ্গে বঞ্চে এক যামিনী

অথ নায়কদিগের উত্তমাদি-ভেদ।

উত্তম মধ্যম আর অধম নিয়মে।
নায়িকার যেই ক্রম নায়ক সে ক্রমে॥

বাস সজ্জা আদি নায়িকার ভেদ যত।
নায়কে সে ভেদ হয় লক্ষণ সম্মত॥
উপপতি বৈশিকেতে সকলি বিদিত।
পতি প্রতি রসাভাস কেবল খণ্ডিত॥
স্বকীয়ার রসাভাস জান অভিসার।
পতির খণ্ডিত ভাব তেমতি প্রকার॥
সর্ব্বজন-সুসম্মত আর ভাব সব।
উদাহরণেতে দেখে কর অনুভব॥

অথ বাসকসজ্জা।

শয়ন সময় বন্ধু রসময়
করে রমণী-মোহন সাজ।
অন্য কার্য্য ছলে শয্যাঘরে চলে
সাধিতে আপন গোপন-কাজ॥
হাতে লয়্যা যন্ত্র গান কাম তন্ত্র
মনে পায়্যা লাজ পায় এ লাজ।
ভাবে খাটে বসি প্রাণের প্রেয়সী
আসিতে না জানি কতেক ব্যাজ॥

অথ উৎকণ্ঠিত নায়ক।

কেন না আইল প্রিয়া বিরহে বিদরে হিয়া
স্থির হব কি করিয়া ধৈর্য্য আর রহে না।
কিবা কোন কার্য্যপাকে ভীতা কিবা দেখে কাকে
নহে এতক্ষণ থাকে কামে কি সে দহে না॥

পান গুয়া গন্ধ মালা অগ্নি সম দেয় জ্বালা
করিলেক ঝালাপালা তনু প্রাণ রহে না।
আসিবেক কতক্ষণে তবে সুখ পাব মনে
বিনা তার দরশনে আর তাপ সহে না॥

অথ অভিসারক-নায়ক।

দ্বিতীয় প্রহর রাতে মোরে কহিয়াছে যাতে
সময় হইল প্রায় স্থির-মন টলিল।
সুখের কে জানে লেখা গেলে মাত্র পাব দেখা
অনেক দিনের পর আজি আশা ফলিল॥
অন্ধকারে দেখি আলো গৌর লোক দেখি কালো॥
শত্রু জনে মিত্রভাব জলে স্থল হইল।
রজনীতে দিবা মত তিমির হইল হত
কুপথে সুপথ জ্ঞান তাহে মন লইল॥

অথ বিপ্রলব্ধ নায়ক।

সুখের সময় ঘরে স্বীয়া নানা রস করে
তাহা ছাড়ি আইলাম পর আশা করিয়া।
গুরু ভয় লঘু করে অন্ধকারে নাহি ডরে
ছাড়িয়া আপন বেশ পরবশ ধরিয়া॥
সঙ্কেত স্মরণ করে আসি ছিল বেশ ধরে
আমার বিলম্বে বুঝি ঘরে গেল ফিরিয়া।
আসিয়া সঙ্কেত ঠাঁই দেখিতে পাইল নাই
আহা মরি অন্য কেবা লয়্যা গেল হরিয়া॥

অথ স্বাধীনভার্য্য-নায়ক।

তুমি প্রাণ তুমি ধন তুমি মন তুমি গণ
হৃদয়ে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভালো লো।
যতজন আর আছে তুচ্ছ করি তোর কাছে
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কালো লো॥
তোমার বদন-চাঁদ অচল চঞ্চল চাঁদ
আমার মোহন ফাঁদ অন্ধকারে আলো লো।
করেছি বিস্তর সেবা আজি মোরে সাজাইবা
আমার মাথার কিরা যদি মোরে টালো লো॥

অথ খণ্ডিতনায়ক।

আসিব বলিয়া গেলা অন্য সঙ্গে হলো মেলা
শরীরেতে চিহ্ন আছে লুকাবে কি বলিয়া।
মোর সঙ্গে কথা কয়্যা বঞ্চিলা অন্যেরে লয়্যা
কতেক করিলা ভাব এ কান্তেরে ছলিয়া॥
ভিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ আলু থালু দেখি কেশ
দেখিয়া তোমার ভাব দেহ যায় জ্বলিয়া।
কে সাধিল মনোরথ খণ্ডিয়া পিরীতি পথ
নিজ স্থানে যাও তুমি আমি যাই চলিয়া॥

অথ কলহান্তরিত-নায়ক।

অল্প অপরাধ পায়ে কেন বা দিনু খেদায়ে
এবে কার মুখ চায়ে কামজ্বালা সারিব।

বিবেচনা নাহি করি এখন বুঝিয়া মরি
অনুমানে হেন বুঝি রহিতে না পারিব ॥
পুনঃ দূতী পাঠাইব প্রীতি করি আনাইব
সবে এক দোষ তাহে পতি হয়্যা হারিব।
হারি মানি দ্বন্দ্ব যাউক তার অভিমান থাউক
তাহা বিনা এ সঙ্কটে তরিবারে নারিব ॥

অথ প্রোষিতভার্য্য-নায়ক।

কোথায় রহিল রামা বিরহে দহিয়া আমা
নিরন্তর কামজ্বালা কত আর সহিব।
পিক ডাকে কুহু কুহু ভ্রমর গুঞ্জরে মুহুঃ
সাপে-খেকো বায়ু জ্বালা কত আর সহিব ॥
চন্দন-কমলদল পোড়া যেন দাবানল
সুধাকর বিষধর কত সয়্যা রহিব।
আলো দেখি অন্ধকার পুরস্কার তিরস্কার
হেন বুঝি অবশেষে উদাসীন হইব ॥

অথ প্রোষ্যৎ-পত্নীক-নায়ক।

যদি যাবে আমা ছাড়্যা প্রাণ কেন লও কাড়্যা
আপন উদ্বেগ হেতু অগ্নি লয়্যা যাবে লো।
তোমা সঙ্গে যাবে তাপ আমি এড়াইব পাপ
খেতে শুতে অনুক্ষণ মনস্তাপ পাবে লো ॥
প্রবোধ করিয়া তায় ঠেকিবে দারুণ দায়
এমত হইবে ব্যক্ত সম্বিত হারায়ে লো।

কয়্যা দিনু শেষ মর্ম্ম বুঝিয়া করহ কর্ম্ম
পদে পদে পাবে জ্বালা কপদ এড়াবে লো॥
ইত্যাদি বুঝিবা নায়কের অষ্ট মত।
উদাহরণেতে অনুভবে পাব যত॥

অথ নায়কসহায়কথন।
পীঠমর্দ্দ বিট বলি চেট বিদূষক।
এই সব ভেদ হয় বিস্তর নায়ক

অথ পীঠমর্দ্দ।
রমণী করিলে ক্রোধ যে করে সান্ত্বনা।
ধর্ম্মবী সচিব পীঠমর্দ্দ সেই জনা॥
রমণী-রত্ন সহেনা আচ টুটায় অগ্নি পরশে কাঁচ
করিতে মান দিবে না স্থান দিবে না স্থান।
কি করে ক্ষোভ সহে রামার অবলাজাতি মৃদু-আকার
জ্বালায় বহ্নি নহে সে মান নহে সে মান॥
রস তাপে হিয়ে বিনাশে পায় তপনে তাপ সুধায় যায়
রসিয়ে মান রবে কোথায় রবে কোথায়॥
প্রমদা-বন্ধন সংসারেরি প্রমদা আকর আহ্লাদেরি
সদত রাখহ সুযত্নে তায় সুরত্ন প্রায়॥

অথ বিট।
কামশাস্ত্রে যেই জন পরম নিপুণ
বিট বলি তার নাম ধরে নানা গুণ॥

চুম্ব-আলিঙ্গন কামের দীপন
মন্ত্র-তন্ত্র-আদি যত।
যাহে নারী বশ যাহে বাড়ে রস
এমত জানি বা কত॥
বেশ ভূষা বাস সন্দেহ সম্ভাষ
নৃত্য গীত নানামত।
ফিরি নানা ঠাঁই আর কর্ম্ম নাই
আমার এই সতত॥

অথ চেটক।

সন্ধান-চতুর সেই সময় ঘটক।
কবিগণ তার নাম বলয়ে চেটক॥
যখন বিরলে পাব তখনি নিকটে যাব
যদি ক্রোধে গালি দেয় তবু সয়্যা রহিব।
নয়নের ভঙ্গী করি ফল কিম্বা ফুল ধরি
চারি চক্ষে এক হলে ইশারায় কহিব॥
স্নানেতে যখন যায় ধরিতে বসন তায়
কৌতুকে কুম্ভীর হয়্যা জলে ডুবে রহিব।
দুঃখ বিনা নহে সুখ দেখিতে সে চাঁদমুখ
গ্রীষ্ম-হিম-বৃষ্টি-বাতে পরাঙ্মুখ নহিব॥

অথ বিদূষক।

কিবা রোষে কিবা তোষে যার পরিহাস।
বিদূষক তার নাম হাস্যের বিলাস॥

চন্দন কজ্জল রাগ বদনে যে দেখ দাগ
অপমান এই দেখ মুখে কালি-চূণ লো।
দেখ দেখ শোভা কিবা চাঁদে আলো যেন দিবা
দোহাই দোহাই তোর কামে করে খুন লো॥
করিবা পরীক্ষা যদি রসের তরঙ্গনদী
দুইজনে ডুবি আইসে কে হয় নিপুণ লো॥
আপনি দোষের ঘর পরীক্ষা করিতে ডর
আমার মাথায় দোষ এতো বড় গুণ লো।

অথ শৃঙ্গার-নিরূপণ।

শৃঙ্গারের দুই ভেদ শুনহ প্রয়োগ।
প্রথমতঃ বিপ্রলম্ভ দ্বিতীয় সম্ভোগ॥

অথ বিপ্রলম্ভ।

বিপ্রলম্ভ চারি মত শুনহ প্রকাশ।
পূর্ব্বরাগ মান প্রেম-বৈচিত্র্য প্রবাস।

অথ পূর্ব্বরাগ।

অঙ্গ-সঙ্গ হওনের পূর্ব্ব যে লালস।
তারে বলি পূর্ব্বরাগ তাহে দশা দশ॥
লালস উদ্বেগ জড় কৃশ জাগরণ।
ব্যগ্র রোগ বায়ু মোহ নিদানে মরণ॥

প্রত্যেক বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর॥

অথ মান।

যেই ক্রোধে দম্পতীর রসের বিচ্ছেদ।
সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ॥
অহেতু যে মান সেই অনায়াসে বধ্য।
সহেতুর তিন ভেদ গুরু লঘু মধ্য।
অন্যার সহিত পতি যদি কথা কয়।
তাহে জন্মে লঘু মান বাক্যে দূর হয়॥
অন্যা-নাম-গুণ পতি যদি কাছে কয়।
তাহে জন্মে মধ্য মান পরীক্ষায় ক্ষয়॥
অন্য ভোগ চিহ্ন যদি দেখে পতি গায়।
তাহে জন্মে গুরু মান প্রণামেতে যায়॥
সাম ভেদ ক্রিয়া দান নতি ত্যাগ রোষ।
এই সাতে মান ভাঙ্গে হয় পরিতোষ॥
প্রিয়বাক্যে স্তব করে তারে বলি সাম।
আত্মগুণ তার দোষ ভেদ তার নাম॥
সখী দ্বারা ভয় প্রদর্শন, সেই ক্রিয়া।
দান যাহে বস্ত্র মাল্য ভূষণাদি দিয়া॥
নতি সেই যাহে পায় ধর্যা নমস্কার।
ঔদাস্য-প্রকাশ সেই ত্যাগ নাম যার॥
রোষ সেই যাহে ভয় কষ্টের বিস্তার।
মানশান্তি-চিহ্ন অশ্রু লোমাঞ্চ শীৎকার॥

অবশ্য এসব রূপে মানের বিনাশ।
অসাধ্য হইলে তারে বলি রসাভাস ॥
প্রত্যেকে বর্ণিতে হয় কবিতা-বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর ॥

অথ প্রেমবৈচিত্র্য।

নিকটে শয়ন অনুরাগের নিমিত্ত।
হল্যায় বিরহ হয় সে প্রেম-বৈচিত্র্য ॥

অথ প্রবাস।

প্রবাস দ্বিমত হয় নিকট ও দূর।
দশ দশা হয় তাহে বিষাদ প্রচুর ॥
প্রথমেতে চিন্তা দ্বিতীয়েতে জাগরণ।
তৃতীয়েতে উদ্বেগ চতুর্থে ক্ষীণ তন ॥
পঞ্চমে মলিন ষষ্ঠে প্রলাপ বিষাদ।
সপ্তমেতে ব্যাধি হয় অষ্টমে উন্মাদ ॥
নবমেতে মোহ হয় দশমে মরণ।
অনুভবে বুঝে লবে দেখিয়া লক্ষণ ॥

অথ সম্ভোগ।

সম্ভোগের চারি ভেদ করিয়া বাখান।
সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণ সমৃদ্ধিমান্ ॥
পূর্ব্বরাগ পরে অল্প চুম্ব অল্প কোল।
সংক্ষিপ্ত সে রতি তাহে চিত্ত হয় লোল ॥

মানান্তে পুরুষ সঙ্গে মেলন যে হয়।
সঙ্কীর্ণ তাহার নাম কবিগণ কয়॥
কিঞ্চিৎ প্রবাস পরে হয় যে মেলন।
সম্পূর্ণ তাহার নাম কহে কবিগণ॥
সুদূর প্রবাস পরে মেলন যে রস।
সে রস সমৃদ্ধিমান দম্পতী অবশ॥

অথ সম্ভোগের প্রকার।

দর্শন স্পর্শন কথা পথরোধ বাস।
বনখেলা জলখেলা গীত বাদ্য হাস॥
লুকাওন মধুপান আদি নানা মত।
অনন্ত অনন্তভাব বিরচিব কত॥

অথ দর্শন।

দরশন তিন মত নাগরী নাগরে।
সাক্ষাৎ স্বপন আর পটেচিত্র ধরে॥

অথ সাক্ষাদ্দর্শন।

নয়নে নয়ন বদনে বদন
চরণে চরণ আদেশি রহ।
হৃদয়ে হৃদয় প্রাণ সমুদয়
পরাণে আলয় ভাঙ্গিয়া লহ॥

গমনে গমন রমণে রমণ
বচনে বচন বিনয় কহ।
পায়্যাছি দরশ পরম পরশ
সকলে সরস হইয়া রহ॥

অথ স্বপ্নদর্শন।

নিদ্রার আবেশে রজনীর শেষে
মনোহর বেশে বঁধু আসিয়া।
প্রেম পারাবার করিল বিস্তার
নাহি পাই পার যাই ভাসিয়া॥
যে রস হইল মনেতে রহিল
যে কথা কহিল মৃদু হাসিয়া॥
ধরম করম সরম ভরম
নরম মরম গেল নাশিয়া॥

অথ চিত্রদর্শন।

দেখিবারে মিত্র করিলাম চিত্র
এ বড় বিচিত্র হইল তায়।
দেখিতে বদন মাতিল মদন
ছাড়িয়া সদন চেতন যায়॥
না পানু দেখিতে নারিনু রাখিতে
লিখিতে লিখিতে হইল দায়॥

চিত্রের পুতুল করিল আকুল
হারানু দুকূল চিত্রের প্রায়।

অথ আলম্বনাদি কথন।

আলম্বন বিভাবন আর উদ্দীপন।
এই তিন ভাবের শুনহ বিবরণ॥
আলম্বন সেই যাহে রসের আশ্রয়।
নায়ক-নায়িকা দুই তার বিনিময়॥
নানাবিধ অনুভাবে বলি বিভাবন।
যাহে রস বাড়ে তাহে বলি উদ্দীপন॥

অথ উদ্দীপন।

গুণ স্মরা নাম লওয়া নিত্য রূপ দেখা।
গীত বাদ্য শুনা আর বর্ম্ম রেখা লেখা॥
সুগন্ধি ভূষণ মেঘ পিক-ভৃঙ্গ রব।
চন্দ্র আদি নানামত উদ্দীপন সব॥

অথ বিভাবন।

ভাব হাব হেলা হাস শোভা দীপ্তি কান্তি।
মধুরতা উদারতা প্রগল্ভতা ক্লান্তি।
ধৈর্য্য লীলা বিলাস বিচ্ছিত্তি মৌগ্ধ ভ্রম।
কিলকিঞ্চিৎ মোট্টায়িত কুট্টমিত শ্রম।
বিব্বোক লালিত্য মদ চকিত বিকার।
নানা মত অনুভব কত কব আর॥

অথ ভাবহাবাদির পরিচয়।

চিত্তের প্রথম সেই বিকার যে ভাব।
গলা চক্ষু ভুরু আদি বিকাশিতে হাব॥
বক্ষ কাঁপে বস্ত্র খসে তারে বলি হেলা।
প্রিয়কৃত-কর্ম্মচেষ্টা তারে বলি লীলা॥
হাস সেই হাস্যে বলি বৃথা হয় যেই।
পরিচ্ছদ বিনা শোভা মধুরতা সেই॥
শোভা কান্তি দীপ্তি শ্রম ব্যক্ত আছে এই।
শ্রমে অঙ্গ শ্লথ যেই ক্লান্তি হয় সেই॥
রতি বিপরীত আদি সেই প্রগল্‌ভতা।
ক্রোধেও বিনয় বাক্য সেই উদারতা॥
ধৈর্য্য সেই দুঃখেতে প্রেমের নহে হ্রাস।
সাক্ষাতে প্রফুল্ল অঙ্গ সেই সে বিলাস॥
অল্প আভরণে শোভা বিচ্ছিত্তি সে হয়।
বিভ্রম হইলে ব্যক্ত বেশ-বিপর্য্যয়॥
ক্রন্দনেতে হাস্য আর অভয়েতে ভয়।
অক্রোধেতে ক্রোধ কিলকিঞ্চিৎ সে হয়॥
প্রসঙ্গেতে অঙ্গভঙ্গ সেই মোট্টায়িত।
অঙ্গ ছুঁলে সুখে ক্রোধ সেই কুট্টমিত॥
বিব্বোক বাঞ্ছিত বস্তু পায়্যা অনাদর।
অঙ্গভঙ্গ ঝনৎকার লালিত্যে সুন্দর॥
লজ্জায় না কহে কার্য্য চেষ্টায় জানায়।
বিকার তাহারে বলে বুঝ অভিপ্রায়॥
জ্ঞাততে অজ্ঞান সম মৌগ্ধ সেই হয়।

চকিত ভ্রমর আদি দর্শনেতে ভয় ॥
যৌবনাদি অভিমান জন্য মদ হয়।
কেলি তাপ আদি যত কবিগণ কয় ॥
কেশ বাস খসে অঙ্গমোড়া হাই উঠে।
লোমাঞ্চ প্রফুল্ল গদগদি ঘর্ম্ম ছুটে ॥

অথ সাত্ত্বিকভাব।

স্তম্ভ হয় ঘর্ম্ম হয় রোমাঞ্চ প্রকাশ।
বিবর্ণ কম্পন অশ্রু গদগদ ত্রাস ॥
প্রিয় বিনা সুখ যত দুঃখ সে তো হয়।
প্রিয় পাইলে দুঃখে সুখ রাগ তারে কয় ॥

অথ যৌবনকথন।

যৌবনের চারি ভেদ শুন বিবরণ।
আগে বয়ঃসন্ধি পরে নবীন যৌবন ॥
তার পরে যুব-ভাবে উন্মাদ লক্ষণ
তার পরে বৃদ্ধ-ভাব বুঝ বিচক্ষণ ॥
যৌবনের সন্ধি কাল দ্বাদশ বৎসর।
দশম নিয়ম কন ব্যাস মুনিবর ॥

যৌবন পরম ধন স্ববশ ইন্দ্রিয়গণ।
শিশু-বৃদ্ধ দেখি লোক রসকথা কহে না ॥
বালকের নাহি শুদ্ধি বৃদ্ধ হলে হতবুদ্ধি
যুবা বিনা রস আর কোন থানে রহে না ॥

যুবা সূর্য্য বলবান্ যুবা চন্দ্র দ্যুতিমান
যুবা বিনা সংসারের ভার অন্যে বহে না ॥
বিনা নর কিবা অন্য যৌবনে সকল ধন্য
যৌবন হইলে নষ্ট দেখি দেহ রহে না ॥

নারীর যৌবন বড় দুরন্ত।
শরীরের মাঝে পোষে বসন্ত ॥
বনোদ বিননে বিনায়্যা বেণী।
পুরুষ দংশিতে পোষে সাপিণী ॥
কত কত অলি নয়নে ঘোরে।
মধুবাক্যে কত কোকিল ঝোরে ॥
মলয় বাতাস শ্বাসেতে বহে।
সৌরভে সুরভি গৌরব নহে ॥
কমল-কানন আননে থাকে।
বান্ধুলি মধুর অধরে রাখে ॥
দুখানি বিষাণ নিশান রাখি।
হৃদয়ে মলয় রাখ্যাছে ঢাকি ॥
লোহিত কমল মৃণাল সাতে।
আভরণে ঢাকি রাখ্যাছ হাতে ॥
ত্রিবলি ডোরেতে বান্ধি অনঙ্গ।
কটিতটে থুয়্যা দেখ রে রঙ্গ ॥
সম্বরে অম্বর দিয়া কান্তার।
মদন-সদন রস-ভাণ্ডার ॥
কিশলয় করিকরের ভয়।
চরণের তলে শরণ লয় ॥

যৌবন মরম না জানে যে বা।
পণ্ডিত তাহারে বলয়ে কে বা॥
তপ জপ জ্ঞান দান যে কিছু।
সকলি যৌবন-ধনের পিছু॥
যৌবন এ তিন অক্ষর লেখ।
যে জন মরম উত্তম দেখ॥
যৌবন-মরম যে জানে নাই।
প্রথম ছাড়িয়া তাহার ঠাঁই॥
যদ্যপি যৌবনে উদ্যম করে।
প্রথমের মত গলিয়া মরে॥
ভারতচন্দ্রের ভারতী-যোগ।
যৌবনেতে কর যৌবন-ভোগ॥

অথ স্ত্রীজাতিকথন।

অতঃপর চারি জাতি বর্ণিব কামিনী।
পদ্মিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী হস্তিনী॥

পদ্মিনী।

নয়ন কমল কুঞ্চিত কুন্তল
ঘন কুচস্থল মৃদুহাসিনী।
ক্ষুদ্ররন্ধ্র নাসা মৃদু মন্দ ভাষা
নৃত্যগীতে আশা সত্য-বাদিনী
দেবদ্বিজে ভক্তি পতি অনুরক্তি
অল্প রতিশক্তি নিদ্রা ভোগিনী।

মদন-আলয় লোম নাহি হয়
পদ্মগন্ধ কয় সেই পদ্মিনী ॥

চিত্রিণী।

প্রমাণ শরীর সর্ব্ব কর্ম্মে স্থির
নাভি সুগভীর মৃদুহাসিনী।
সুকঠিন স্তন চিকুর চিকণ
শয়ন ভোজন মধ্যচারিণী ॥
তিন রেখাযুত কণ্ঠ বিভূষিত
হাস্য অবিরত মন্দগামিনী।
মদন-আলয় অল্প লোম হয়
ক্ষারগন্ধ কয় সেই চিত্রিণী ॥

শঙ্খিনী।

দীঘল শ্রবণ দীঘল নয়ন
দীঘল চরণ দীঘল পাণি।
মদন-আলয় অল্প লোম হয়
মীনগন্ধ কয় শঙ্খিনী জানি ॥

হস্তিনী।

স্থূল কলেবর স্থূল পয়োধর
স্থূল পদ কর ঘোরনাদিনী
আহার বিস্তর নিদ্রা ঘোরতর
রমণে প্রখর পরগামিনী ॥

ধর্ম্মে নাহি ডর দম্ভ নিরন্তর
কর্ম্মেতে তৎপর মিথ্যাবাদিনী
মদন-আলয় বহু লোম হয়
মদগন্ধ কয় সেই হস্তিনী ॥

পুরুষজাতিকথন ।

চারি জাতি নায়িকার শুনহ নায়ক ।
শশ, মৃগ, বৃষ, অশ্ব, সন্তোষ-দায়ক ॥
পদ্মিনীর শশ পতি মৃগ চিত্রিণীর ।
বৃষে শঙ্খিনীর তুষ্টি অশ্বে হস্তিনীর ॥
রূপ গুণ দোষ সব নায়িকার মত ।
চারি জাতি নায়কেতে লক্ষণ সম্মত ॥
রসভাণ্ড মত রসদণ্ড ভেদ হয় ।
ছয়, আট, দশ, বার পরিমাণ কয় ॥
নরনারী স্বভাবেতে বিশেষ যে হয় ।
কহিতে কবিতা বাড়ে ক্ষোভ এই রয় ॥

রসমঞ্জরী সমাপ্ত ।

সত্যপীরের কথা।

(১)

গণেশাদি রূপধর বন্দ প্রভু স্মরহর
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরি সত্যপীর নাম ধরি
প্রণমহ বিধির বিধাতা॥
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান্।
ফকির শরীর ধরি হরি হৈলা অবতরি
এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান॥
লম্বমান দাড়িগোঁপ গায় কাঁথা শিরে টোপ
হাতে আশা কাঁধে ঝোলে ঝুলি।
তেজঃপুঞ্জ যেন রবি মুখে বাক্য পীর নবি
নমাজে দগায় চুমে ধূলি॥
জাহির কিরূপে হব কারে বা কিরূপে কব
ভাবেন বৃক্ষের তলে বসি।
ঈশ্বর ইচ্ছায় ক্ষিপ্র বিষ্ণু নামে এক বিপ্র
সেই খানে উত্তরিল আসি॥
দীন দেখে দ্বিজবরে সত্যপীর কন তাঁরে
প্রকাশ করিতে অবতার।

যে সত্য জনারগির ত্রাণি বেদে দরপীর
পুলকে প্রসাদ খাও তাঁর ॥
দ্বিজ বলে হরি বিনে পূজি নাই অন্য জনে
কি বলে ফকির দুরাচারী।
ফকিরের অঙ্গে চায় অদ্ভুত দেখিতে পায়
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।
সম্ভ্রমে প্রণতি করি উঠে দেখে নাহি হরি
শূন্যে শুনে সির্ণি ইতিহাস।
ক্ষীর চিনি আটা কলা পান গুয়া পুষ্পমালা
মোকাম পীঠের পরে বাস ॥
দ্বিজ আসি নিজালয় আনি দ্রব্য সমুদয়
নিবেদন কৈল সত্যনামে।
পূজার প্রসাদ গুণে ধন্য হৈল ত্রিভুবনে
অন্তে গেলা শ্রীনিবাস ধামে ॥
দ্বিজ স্থানে ভেদ পেয়ে সাত জন কাঠুরিয়ে
সির্ণি দিয়েপূজে সত্যপীর।
দুঃখ-তিমিরের রবি সকল বিদ্যায় কবি
অন্তে গেল অনন্ত শরীর ॥
সদানন্দ নাম বেণে সত্যপীরে সির্ণি মেনে
কন্যা হেতু করিল কামনা।
ঈশ্বর ইচ্ছায় সার জন্মিল দুহিতা তার
চন্দ্রমুখী চঞ্চলনয়না ॥
কাদম্বকোদর স্থূলা কাদম্বিনী সুকোমলা
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা নাম।

হাসে হেরে যার পানে ধৈরয কি তার প্রাণে
কামিনী কামনা করে কাম ॥
কন্যা দেখি রূপযুত আনিয়া বণিক্-সুত
বিবাহ দিলেক সদাগর।
দম্পতীর মনোমত কে জানে কৌতুক কত
এক তনু নাগরী-নাগর ॥
সদাগর মত্ত ধনে সির্ণি নাহি পড়ে মনে
স-জামাতা সাজিল পাটন।
বাজে কাড়া দামা শিঙ্গা বাতগামী সাত ডিঙ্গা
দুর্গদেশে দিল দরশন।
সত্যপীর ক্রোধ মন রাজভাণ্ডারের ধন
সাধুর নৌকায় থরে থরে।
দৈবে দেখে রাজবলে কোটাল প্রভাতে চলে
লোক পেয়ে বাঁধে সদাগরে ॥
মৃত্যু হইতে আয়ু রাখে বেড়ি পায় বন্দী থাকে
মেগে খায় নফরের নফর।
যৌবনে প্রবাসে পতি কাল নিত্য চাহে রতি
সাধু-কন্যা হইল ফাঁপর ॥
ভেদ পেয়ে দ্বিজ স্থানে সত্যপীরে সির্ণি মানে
চন্দ্রকলা কান্তের কামনা।
প্রত্যূষে ফকির-রূপ স্বপনে দেখিয়া ভূপ
ছেড়ে দিলা সাধু দুই জনা ॥
সাত গুণ ধন লয়ে সাধু চলে নৌকা বেয়ে
প্রভু পথে হইলা ফকির।

তথাপি নির্ব্বোধ সাধু চিনিতে না পারে বিধু
ক্রোধে ধন হৈল সব নীর॥
বিস্তর করিয়া স্তুতি পুন পেলে অব্যাহতি
নৌকায় পূরিল গিয়া ধন।
অব্যাহতি পেয়ে তনু ডিঙ্গা বেয়ে যায় পুনু
নিজ দেশে দিল দরশন॥
নিজ দেশে উত্তরিল সাধু-কন্যা বার্ত্তা পেল
স্বামীরে দেখিতে বেগে ধায়।
প্রসাদ সিরিণি হাতে ফেলে যায় পথে পথে
লাফানে তা পানে নাহি চায়॥
সত্যপীর ক্রোধভরে সাধুর জামাতা মরে
ক্রন্দন করয়ে চন্দ্রকলা।
ওরে বিধি হায় হায় এ যৌবন বৃথা যায়
যেন রতি কামের অবলা॥
ডুবিয়া মরিব জলে থাকিব স্বামীর কোলে
হেন কালে হৈল দৈববাণী।
সির্ণি ফেলাইয়া আলি পুন গিয়া খাও তুলি
পাবে পতি না কাঁদিও ধনি॥
উপদেশ পেয়ে ধেয়ে সির্ণি কুড়াইয়ে খেয়ে
মৃতপতি বাঁচাইল প্রাণে।
জামাতার মুখ দেখি সদাগর হৈল সুখী
সিরিণি করিল সাবধানে॥
এ তিন জনার কথা পাঁচালী প্রবন্ধে গাঁথা
বুদ্ধিরূপ কৈলা নানা জনা।

দেবানন্দপুর গ্রাম দেবের আনন্দ ধাম,
হীরারাম রায়ের বাসনা ॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয় দয়া কর মহাশয়
নায়কের গোষ্ঠীর সহিত।
ব্রতকথা সাঙ্গ হলো সবে হরি হরি বলো
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত ॥

সত্যপীরের কথা।

(২)

শুন সবে এক চিত সত্যপীর গুণ গীত
দুই লোকে পাবে প্রীত সিদ্ধ মনস্কামনা।
গণেশাদি দেবগণ বন্দ সত্য-নারায়ণ।
সিদ্ধ দেহ অনুক্ষণ যারে যেই ভাবনা ॥
কলির প্রথমে হরি ফকির-শরীর ধরি
অবনীতে অবতরি হরিবারে যন্ত্রণা।
দ্বিতীয়েতে বিষ্ণু নামে দরিদ্র দ্বিজের ধামে
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কামে দানে কৈল মন্ত্রণা ॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় যায় প্রভু দেখা দিলা তায়
হইয়া ফকির-কায় মুখে দিব্য দাড়িরে।
গায় কাঁথা শিরে টোপ গলে ছেলি মুখে গোঁপ
ঝুলিতে ঝুলিতে থোপ হাতে আশাবাড়ি রে ॥
সেলাম্ হামারা পাঁড়ে ধূপ্‌মে তোম্ কাহেঁ খাড়ে
পরেশান্ দেখে বড়ে মেরে বাৎ ধর্‌তো।

সির্ণি বদে পির বা সভি হামুছো মিরবা
মোকামে জাহির বা দরব হস্ত তপতো ॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখি দ্বিজ নিবাসে আসিয়া নিজ
পূজিল গরুড়ধ্বজ সির্ণি দিয়া বিহিতে।
দেখিয়া বিপ্রের ধন ঘরে ঘরে সর্ব্বজন
পূজে সত্যনারায়ণ খ্যাতি হৈল ক্ষিতিতে ॥
চতুর্থে উৎকট কষ্ট কাঠুরের হৈল নষ্ট
জগতে হৈল শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কৈল পালনা।
সত্যপীর-গুণ গেয়ে মনোমত ধন পেয়ে
সিরিণি প্রসাদ খেয়ে সিদ্ধ করে বাসনা ॥
সদানন্দ নামে বেণে সত্যপীরে সির্ণি মেনে
পঞ্চমে পাইল কন্যে চন্দ্রকলা নামেতে।
কি কব তাহার ছাঁদ কাম ধরিবার ফাঁদ
মুখখানি পূর্ণ চাঁদ জিত রতি কামেতে ॥
বর আনি নীলাম্বর রূপে গুণে মনোহর
সদানন্দ সদাগর কন্যা দিল দানেতে।
চন্দ্রকলা নিকেতনে সত্যদেবে পূজা মানে
সত্যদেব ভাবি মনে সদা থাকে ধ্যানেতে ॥
কন্যার বিবাহ দিয়ে জামাতারে সঙ্গে নিয়ে
সিরিণি বিস্মৃত হোয়ে পাটনেতে চলিল।
পীর ক্রোধ করে তায় ধরা পড়ে চোর-দায়
গলে ডোর বেড়ি পায় কারাগারে রহিল ॥
এ সব প্রকার ষষ্ঠে সদাগর মুক্ত কষ্টে
সপ্তমে সাধুর দৃষ্টে পথে কৈল ছলনা।

অষ্টমেতে ঘরে এলো চন্দ্রকলা বার্ত্তা পেলো ;
প্রসাদ খাইতেছিল ফেলে করে হেলনা ॥
জলে ডুবে মরে পতি উভরায় কাঁদে সতী
কি হবে রামরে গতি প্রভু কোথা গেলে হে।
এ নবযৌবন-নিশি হোয়ে তায় পূর্ণশশী
কোথা আছ অহর্নিশি প্রেমাধীনী ফেলে হে॥
যৌবন প্রভুর কাল মদন দাহন জাল
কোকিল কোকিলা কাল রাখ পদতলে হে।
যৌবনে প্রফুল্ল ফুল কেবল দুঃখের মূল
খেদে হয় প্রাণাকুল ঝাঁপ দিই জলে হে॥
স্তবে তুষ্ট জগৎকর্ত্তা বাঁচাইল তার ভর্ত্তা
সদানন্দ পেয়ে বার্ত্তা পূজারম্ভ করিল॥
ভাঙ্গাইয়া কড়ি টাকা সির্ণি কৈল কাঁচা পাকা
যেন শশধর রাকা দুই লোকে তরিল॥
ভরদ্বাজ-অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদা ভাবে হতকংস ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতী যুত
ফুলের মুখটি খ্যাত দ্বিজ-পদে সুমতি।
দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর নাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হোয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি সংক্ষেপে করিতে পুঁথি
তেমতি করিয়া গতি না করিও দূষণা।

গোষ্ঠীর সহিত তাঁয় হরি দেন্ বরদায়
ব্রত কথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা॥

সত্যপীরের কথা সমাপ্ত।

বিবিধ-বিষয়িণী কবিতা।

বসন্ত।

ভাল ছিল শীতকাল সে তো কামানলজাল
হৃদয় সহিত শাল এবে হলো দুরন্ত ঃ
না ছিল কোকিল-শব্দ ভ্রমর আছিল জব্দ
উত্তরে বাতাস স্তব্ধ বৃক্ষ ছিল জীয়ন্ত॥
এবে বায়ু সাপে-খেকো ভুবন করিল ভেকো
কেবল কামের ডেকো সঙ্গে লয়ে সামন্ত।
অনঙ্গের অঙ্গ দিলি শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিলি
ভারতেরে ভুলাইলি আঃ আরে বসন্ত॥

বর্ষা।

(১)

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠমাস নিদাঘের পরকাশ
কৃষ্ণনগরেতে বাস গেল এক বর্ষা।
শরদে অম্বিকাপূজা রাজঘরে দশভুজা।
দেখিনু মৈনাকানুজা জগতের হর্ষা॥
হিম শীত তার পর শীর্ণ করে কলেবর

পুণ্যবাদে যাব ঘর সেই ছিল ভরসা।
বসন্ত নিদাঘ শেষ পুন তোর পরবেশ
ভারত না গেল দেশ আঃ আরে বর্ষা ॥

(২)

ভুবনে করিল তুর্ণ নদ নদী পরিপূর্ণ
বিরহিণী বেশ চূর্ণ ভাবিয়া অভসা।
বিদ্যুতের চকৃমকি ডাহুকের মকৃমকি
কামানল ধকৃধকি বড় হৈল বর্ষা।
ময়ূর ময়ূরী নাচে চাতকিনী পিউ যাচে
আর কি বিরহী বাঁচে বুঝিনু নিষ্কর্ষা।
ভারতের দুঃখমূল কেবল হৃদয়ে শূল
কুটালি কদম্বফুল আঃ আরে বর্ষা ॥

কৃষ্ণের উক্তি।

বয়স আমার অল্প নাহি জানি রসকল্প
তুমি দেখাইয়া তল্প জাগাইলে যামী।
ননী ছানা খাওয়াইয়া রসরঙ্গ শিখাইয়া
অঙ্গ-ভঙ্গ দেখাইয়া তুমি কৈলা কামী
তুমি বৃষভানুসুতা অশেষ চাতুরী-যুতা
তোমার ননদী পুতা সব জানি আমি।
আগে হানি নেত্র-বাণ কাড়িয়া লইলে প্রাণ
এবে কর অভিমান আঃ আরে মামী ॥

রাধিকার উক্তি (উত্তর)।

চূড়াটী বাঁধিয়া চুলে মালা পর বনফুলে
দান মাগো তরুমূলে আমি তেমন মাগিনে।
মোরে দেখিবারে লেগে অনুরাগ রাগে রেগে
রাত্রি-দিন থাক জেগে আমি তেমন জাগিনে॥
বুক বাড়ায়েছে নন্দ যার তার সনে দ্বন্দ্ব
কোন্ দিন হবে মন্দ আমি তোমায় লাগিনে।
গুণ্ডার বিষম কাজ সে ভয়ে পড়ুক বাজ
মামী বোলে নাহি লাজ আঃ আরে ভাগিনে॥

হাওয়া।

(১)

চন্দনের দণ্ড ধোরে ফণি-ফণা ছত্র কোরে
মলয়-রাজত্ব হোরে আরো রাজ্য চাওয়া।

(২)

বসন্ত সামন্ত সঙ্গে শৈত্য গন্ধ মান্দ্য অঙ্গে
কাবেরী ভরিয়া রঙ্গে হিমালয়ে ধাওয়া॥
বিয়োগীরে কাঁদাইয়ে সংযোগীরে ফাঁদাইয়ে
যোগি-যোগ ভাঙ্গাইয়ে কামগুণ গাওয়া।
নর্ম্মীরে প্রকাশিয়ে গর্ম্মিরে বিনাশিয়ে
শীতল করিলি হিয়ে বাহবা রে হাওয়া॥
কখনো দারুণ ঝড় শাখী উড়ে শাখি জড়
ঘর ভাঙ্গে উড়ে খড় নাহি যায় চাওয়া

বেগ কে সহিতে পারে মেঘ স্থির হতে নারে
জলস্থল পারাবারে প্রলয়ের দাওয়া॥
কভু থাক কোন্ গাড়ে তাপে প্রাণী প্রাণ ছাড়ে
বৃক্ষ নাহি পাতা নাড়ে আনন্দের পাওয়া।
কখনো মধুর মন্দ সুগন্ধ আনন্দ-কন্দ
শীতল পরমানন্দ বাহবা রে হাওয়া॥

(৩)

ধূম বড়া ধূম কিয়া খানে শোনে নাহি দিয়া
চহুয়ার ঘোর লিয়া ফোজ কিসি কাওয়া।
বালাখানা কোট্ কিয়া কাণাৎসে ঘের লিয়া
তঁহুয়ান দাগা দিয়া আগ কিসি তাওয়া॥
দেখ্‌নে মে হুয়া চুর ছোড়্ লিয়া মেরি পুর
তোঁহারি বালাই দূর আও মেরে যাওয়া।
তুজ্ লিয়া নরম্ সটি উজ্ লিয়া গরম সটি
চিরণ জিউ ধরম সটি বাহবা রে হাওয়া॥

বাসনা।

বাসনা করায় মন পাই কুবেরের ধন
সদা করি বিতরণ তুষি যত আশনা।
আশ নাই আরো চাই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পাই
ক্ষুধামাত্র সুধা পাই মাম মরি কাঁসনা॥
কাঁসনা কেবল রৈল বাসনা পূরণ নৈল
লাভে হইতে লাভ হৈল লোকে মিথ্যা ভাষনা।

ভাসনাই কারে বলে ভারত সন্তাপে জ্বলে
কলার বাসনা হোলে আঃ আরে বাসনা॥

খেড়ে ও ভেড়ের সমান রূপবর্ণন।

খেড়ে কুলে জন্ম পেয়ে বিলে খালে ধেয়েধেয়ে
বেড়াইতে মুখ খেয়ে লোকে দিতে তেড়ে।
তেড়ে না পাইতে মাছ বেড়াইতে পাছ পাছ
এখন মাছের বাছ দিতে ভুলও কেড়ে॥
কেড়ে লতে কেহ যায় কৌতুক না বুঝ তায়
ক্রোধে ফোলো বাঘপ্রায় ফোঁস ফোঁস ছেড়ে।
ছেড়ে গেড়ে ডাঙ্গা জল রাজপুরে পেয়ে স্থল
তোল-জলে কুতূহল সাবাস রে খেড়ে॥
খেড়ে বড় দাগাবাজ জলে পেয়ে স্ত্রীসমাজ
ব্যস্ত কোরে দেয় লাজ কূলে ডুব পেড়ে।
পেড়ে রাঙ্গা যত শাড়ী ধোরে করে কাড়াকাড়ি
কেহ দিলে তাড়াতাড়ি প্রবেশয়ে গেড়ে॥
গেড়ে হোতে পুনঃ আসি ভুস করে উঠে ভাসি
সবে দেখে বলে হাসি বড় দুষ্ট খেড়ে।
খেড়ে ভেড়ে এক সম ঝক্ মারিবার যম
কেহ কারে নহে কম ফেরে যেন দেঁড়ে
দেঁড়ে মারে দাঁড়খোঁটা মাগুর খাইয়া মোটা
না ছাড়ে কড়ির পাঁটা পোঁচা নোঁচা দেড়ে।
দেড়ে দাবাড়িয়া ধরে কান্তার উপরে চড়ে
সেগুণ শালের ডরে ফেরে অঙ্গ ঝেড়ে॥

ঝেড়ে শরীরের ধূলা দিয়া বুলে গোঁপ ফুলা
ভাল বিধি কল্লে তুলা ধেড়ে আর ভেড়ে।
ভেড়ের ভাঁড়ামি মুখে ধেড়ের বিক্রম বুকে
ভেড়ে ধেড়ে ফেরে সুখে স্থল জল নেড়ে॥

করদোরফ্‌থ।

কামিনী যামিনী মুখে নিদ্রাগতা শুয়ে সুখে
ধীর শঠ তার মুখে চুম্বিতে চুম্বন-সুখে
ধীরে ধীরে কর্দ্দোরফ্‌থ।
নিদ্রা হৈতে উঠে নারী অলসে অবশ ভারি
আরসিতে মুখ হেরি চুম্বচিহ্ন দৃষ্টি করি
ভায়ে ভাল্ কর্দ্দোরফ্‌থ॥

হিন্দি ভাষায় কবিতা।

এক সময় বৃকভানু কুমারী।
মাত পিত সব বৈঠ নেহারী॥
হয়ে লগ আউসর দূতী জো আয়ি।
ভেট্ চল নন্দলাল বোলায়ি॥
দেখ নহি আঁখ শুন্ নহি কাণ।
কা কুছ আয়িহো আওল থায়ি॥
কাঁহাকে কানায়া লাল কাঁহা সো পছান জান
কাঁহাসো তু আয়ি হ্যায় থাক্ পড়
তেরে ব্রজকি বসনে॥
পাণি যে আগ লাগাওয়ে আয়ি।

কুছ বাত এতোৎ কো কুছবাৎ ও তোৎ কো।
বাতোন্ শুন বাত হামারি সাৎ লাগায়ি হ্যায়॥

"পায় পায় পায় না।"

বলিরাজার উক্তি।

চিনিতে নারিনু আমি আইল জগৎস্বামী
মাগিল ত্রিপদ ভূমি আর কিছু চায় না।
খর্ব্ব দেখি উপহাস শেষে একি সর্ব্বনাশ
স্বর্গ মর্ত্ত্য দিব আশ তাহে মন ধায় না॥
গেল সকল সম্পদ্ এক্ষণে পরম পদ
বাকী আছে এক পদ ঋণ শোধ যায় না।
হ্যাদে শুন হৃদিপ্রিয়ে বিন্ধ্যাদেবী দেখসিয়ে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে পায় পায় পায় না॥

"পায় পায় পায়।"

কেঁদে কহে বিন্ধ্যাবলী বলিরাজ শুন বলি
ছলিবারে বনমালী হলেন উদয়।
হেন ভাগ্য কবে হবে যার বস্তু সেই লবে
জগতে ঘোষণা রবে বলি জয় জয়॥
এক পদ আছে বক্রী প্রকাশ করিলে চক্রী
এ দেহ করিয়া বিক্রী ধরহ মাথায়।
তুমি আমি দুজনের ঘুচিল কর্ম্মের ফের
মিলাইল বামনের পায় পায় পায়॥

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারস্য এবং হিন্দি ভাষা-মিশ্রিত কবিতা।

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর বায়দ্ কে গোয়দ্ রুবর
কাতর দেখে আদর কর কাহে মর রো রোয়কে ;
বক্তুং বেদং চন্দ্রমা চুংলালা চে রেমা
ক্রোধিতকর দেও ক্ষমা মেট্রিমে কাহে শোয়কে ।
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি দর্জানে মন আয়ংখসী
আমার হৃদয়ে বসি প্রেম কর খোস্ হোয় কে ;
ভয় ভূয় রোরুদসি ইয়াদৎ নমুদা জাঁ কোসি
আজ্ঞা কর মিলে বসি ভারত ফকিরি খোয়কে।

বিবিধ বিষয়িণী কবিতা সমাপ্তা।

চণ্ডী নাটক।

সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ।

নটীর প্রতি সূত্রধারের উক্তি।

সম্ভাষয়ন্ যদশেষকৌতুককথাঃ পঞ্চাননঃ পুষ্কভি-
বৈক্লেরবাদ্যবিশালকৈডমরুকোখানৈশ্চ সংনৃত্যতি।
যা তস্মিন্ দশবাহুভির্দশভুজা তালং বিধাতুং গতা
সা দুর্গা দশদিক্ষু বঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি নঃ শ্রেয়সে॥

নটীর উক্তি।

শুন শুন ঠাকুর নৃত্যবিশারদ
সভাসদ সারি চতুরী।
নূতন নাটক নূতক কবি কৃত
হাম তোঁহি নূতন নারী॥
ক্যায়সে বাতায়ব ভাব ভবানীকো
ভীতি ভৈঁ মুঝে ভারি।
দানব-দলনে ধরণীমণ্ডলে
তারিণী লে অবতারী॥
শুক্র সম ধীর বীর সম শুনহ
সম সগুণ মুরারি।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ রাজশিরোমণি
ভারতচন্দ্র বিচারি॥

সূত্রধারের উক্তি।

রাজ্ঞোঽস্য প্রপিতামহো নরপতীরুদ্রোঽভবদ্রাঘব-
স্তৎপুত্রঃ কিল রামজীবন ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতীশো মহান্‌ ঃ
তৎপুত্রো রঘুরামরায়নৃপতিঃ শাণ্ডিল্যগোত্রাগ্রণী-
স্তৎপুত্রোঽয়মশেষবীরতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নৃপঃ ॥
ভূপস্যাস্য সভাসদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণো
ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দরসমো যত্তাত আসীন্নৃপঃ।
রাজ্যাদ্‌ভ্রষ্ট ইহাগতঃ স নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাশ্রিতঃ
মুলাযোড়পুরং দদৌ স নৃপতির্বাসায় গঙ্গাতটে ॥
তস্মৈ ভারতচন্দ্ররায়কবয়ে কাব্যাসুরাণীন্দবে
ভাষা-শ্লোককবিত্বগীতমিলিতং যত্নেন সদ্বর্ণিতম্‌ ॥

চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন।

খট্‌ মট্‌ খট্‌ মট্‌ খুরোত্থ-ধ্বনিকৃত-জগতীকর্ণপুরাবরোধঃ
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফোঁতি নাসানিলচলদচলাত্যন্তবিভ্রান্তলোকঃ।
সপ্‌ সপ্‌ সপ্‌ পুচ্ছবাতোচ্ছলজলধিজলপ্লাবিত-স্বর্গ-মর্ত্ত্যো
ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃকামরূপো বিরূপঃ ॥ ১
ধো ধো ধো ধো নাগারা গড় গড় গড় গড় চৌঘড়ী-ঘোরাঘর্ঘ্যৈঃ
ভোঁ ভোঁ ভোঁরঙ্গশব্দৈর্ঘন ঘন ঘন বাজে চ মন্দীরনাদৈঃ।
ভেরী-তুরী-দামামা-দগড়-ডমরুসাশব্দবিস্তব্ধদেবৈঃ
দৈত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্ব্বভৌমো বভূব ॥ ২

মহিষাসুরের উক্তি।

ভাগেগা দেবদেবী পাথর পাথর
ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈর্ঋতকো রীত দেনা যমঘর যমকো
আগকো অগলাগে ॥
বারোঁকো রোধকরকে করত বরুণ কো
যবতু সো আব মাগে।
ব্রহ্ম সোঁ বাসুকি সোঁ কতি নহি ঝগড়ো
জোঁউ কুবেরা ন ভাগে ॥

প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি।

শোনরে গোঁয়ার লোগ্ ছোড়্ দে উপাস্ রোগ
মানহুঁ আনন্দ ভোগ ভৈঁষরাজ যোগমে।
আগ্ মে লাগাও ঘীউ কাহে কো জলাও জীউ
পক রোজ প্যার পিউ ভোগ এহি লোগ্ মে ॥
আপ্‌কো লাগাও ভোগ কাম কো জাগাও যোগ
ছোড়্ দেও যাগ যোগ মোক্ষ এহি লোগ্ মে।
ক্যা এগান্ ক্যা বেগান অর্থ নার আব জান্
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান আর সর্ব্ব রোগ্ মে ॥

এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ।

প্রথমে হাস্য করিলেন।

কমঠ করটট ফণি
দিগ্ গজ উলটট ঝপ টট ভ্যায়রে ॥

বসুমতী কম্পত গিরিগণ নম্রত
জলনিধি ঝম্পত মাড়বময়রে॥
ত্রিভুবন ঘুটত রবিরথ টুটত
ঘন ঘন ছুটত যৈও পরলয়রে।
বিজলী চট চট ঘর ঘর ঘট ঘট
অট অট অট অট আ ক্যায়া হায়রে॥

পত্রম্।

অবশ্যপ্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্রশর্ম্মণঃ।
নমস্কৃতীনামানন্ত্যং সবিশেষনিবেদনম্॥
মহারাজ রাজাধিরাজ প্রতাপ-
স্ফুরদ্বীর্য্য-সূর্য্যোল্লসৎকীর্ত্তিপদ্মে
স্থিরা রাজপদ্মালয়াস্তাং চিরস্থা
যতোঽস্মাকমাস্তে সমস্তং পুরস্তাৎ॥
যদবধি তব মুখচন্দ্রবিলোকনবিরহিত-নয়নচকোরৌ
তদবধি নিরবধিদুঃখহুতাশনপ্রসরণবাসরঘোরৌ॥
আয়তো মলয়ানিলো মুকুলিতাঃ শুক্রদ্রুমাঃ কোকিলাঃ
কান্তালাপকুতূহলা মধুকরাঃ কান্তানুরাগোৎকরাঃ।
নার্য্যঃ পান্থপতিপ্রসঙ্গবিকলাঃ পান্থাঃ কৃতান্তপ্রিয়া
নো জানে ভবিতা বিচার ইহ কঃ শ্রীমদ্বসন্তে নৃপে॥
হোলীয়ং সমুপাগতা গতবতী ক্রীড়াকথা মাদৃশাং
দূরে ভূপতিকুন্মনাঃ পুরজনো দুর্গায়না গায়নাঃ।
বেশ্যা বাদ্যকরা মুখার্পিতকরা নিষ্কস্তরাঃ ফাল্গুনো
নো জানে ভবিতা কিমত্র নগরে ভণ্ডোঽপি ভণ্ডায়তে॥

পত্রের অনুবাদ।

অবশ্যপ্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
নমস্কার কোটি কোটি সবিশেষ নিবেদন॥

শুন ওহে মহারাজ প্রতাপ তপনে আজ
ফুটিল সরসী মাঝে কীর্ত্তিপদ্ম দল হে।
আশীর্ব্বাদ করি আমি হও পৃথিবীর স্বামী
রাজলক্ষ্মী অচঞ্চলা হউক কুশল হে।
যদবধি কৃষ্ণচন্দ্র তোমার সে মুখচন্দ্র
না দেখিয়া মনোদুঃখী নয়ন সজল হে।
সে অবধি দুঃখাগুণে জ্বলিতেছি শত গুণে
দুঃখে দিন কাটিতেছি দুঃখই কেবল হে॥
আইল মলয়ানিল শুষ্ক বৃক্ষ মঞ্জরিল
কোকিল-কোকিলা ডাকে কুতূহলে দুজনে।
মধুকর মধুপানে কান্তা-সহ নানা গানে
নারীগণ পথপানে দেখিতেছে নয়নে॥
আইল হোলীর কাল ভগবতী কথা-জাল
পুরজন আহ্লাদে গাইতেছে গান হে।
বেশ্যা বাদ্যকর যত ফাল্গুনে ফাল্গুনে রত
ভাঁড়ামি করিছে ভাঁড় ছাড়িতেছে তান হে॥

চণ্ডী নাটক সমাপ্ত।

অথ নাগাষ্টকম্‌।

গতে রাজ্যে কার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে পরিচিতে
ভবেদ্দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে কথমপি।
স্থিতো মূলাযোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ১
বয়শ্চত্বারিংশৎ তব সদসি নীতং নৃপ ময়া
কৃতা সেবা দৈবাদধিকমিতি মত্বাপ্যহরহঃ।
কৃতা বাটী গঙ্গাভজনপরিপাটী পুটকিতা
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ২
পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী
হতাশা দাসাদ্যাশ্চকিতমনসো বান্ধবগণাঃ।
যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপি চ বস্তং চিরচিতং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ৩
সমানীতা দেশাদিহ দশভুজা ধাতুরচিতা
শিবাঃ শালগ্রামা হরিহরবপুর্মূর্ত্তিরতুলা।
দ্বিজাস্তৎসেবার্থং নিয়মবিনিযুক্তা অতিথয়ঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ৪
মহারাজ ক্ষৌণীতিলককমলার্ক ক্ষিতিমণে
দয়ালো ভূপাল দ্বিজকুমুদজালদ্বিজপতে।
কৃপাপারাবার প্রচুরগুণসার শ্রুতিধর
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ৫
অরে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিয়হ্রদং
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদম্।

যদীয়ানীং তং ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ৬

হতং বাক্যং যেন প্রচুরবসুনা কান্তিরতুলা
যদুক্তোহত্রাহং তব সদসি গঙ্গাম্বুনিকটে।
যদীয়ো গণ্ডূষীকৃতমনুজমণ্ডূকনিকরঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ ৭

জগৎপ্রাণগ্রাসী বিরলবিলবাসী নতমুখঃ
কুবর্ণো গোকর্ণঃ সবিষবদনো বক্রগমনঃ।
তদাস্তে কিং রাজন্ ক্ষিপসি নিজপোষ্যদ্বিজমিতঃ
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥৮

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপপারিষদঃ সুকর্ম্মা
নাগাষ্টকং ভণতি ভারতচন্দ্রশর্ম্মা।
এভির্জনো ভবতি যো মণিমন্ত্রবর্ম্মা
তং তারয়েৎ সপদি নাগভয়াৎ সুধর্ম্মা॥ ৯

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী সমাপ্তা।

বিজয়া বটিকা—যকৃৎ জ্বরের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—পাণ্ডুরোগের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—কাসি-সর্দ্দির মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—গাত্রজ্বালার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—হাত-পা জ্বালার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—চক্ষু জ্বালার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—সহজে দাস্তপরিষ্কারের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—গাত্র বেদনার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—অক্ষুধা রোগের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—শুক্রবৃদ্ধির মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—শোথরোগের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—বলবৃদ্ধির মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—মাথাধরার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—মাথাঘোরার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—জ্বরবিকারের মহৌষধ।

অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তার কবিরাজ বলেন,—জ্বরাদি রোগের এরূপ মহৌষধ আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। জ্বর হইবার উপক্রম হইতেছে—গা হাত পা ভাঙ্গিতেছে—হাই উঠিতেছে—চক্ষু জ্বলিতেছে—এরূপ স্থলে তিন ঘণ্টা অন্তর এক একটী করিয়া দুইটী বিজয়া বটিকা সেবন করিলেই জ্বর আসিবার আশঙ্কা থাকিবে না। বিজয়া বটিকা সহজ শরীরে সেবনীয়। সহজ শরীরে সেবন করিলে বলবৃদ্ধি হয়, কান্তিবৃদ্ধি হয়, স্মরণশক্তি-বৃদ্ধি হয়। সহজ শরীরে সেবন করিলে, অন্য রোগ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

বিজয় বটিকার পাইকারী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে, কমিশন এক টাকা অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র, ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে কমিশন দেড় টাকা অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ডাক মাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃ মাঃ এক টাকা ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

বার কৌটার কম লইলে, এমন কি এগার কৌটা লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না।

বিজয়া বটিকার প্রসিদ্ধি।

বিজয়া বটিকা আজ ভারতপ্রসিদ্ধ। অধিক কি পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, জাপানে এবং লণ্ডন মহা-নগরেও বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিদ্রের কুটীরে, রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহাসনসমীপে আজ বিজয়াবটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড-বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণীকুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু। জানি না কেন, কোন্ গুণে বিজয়া বটিকা দেশীয় সামগ্রী হইয়াও, ইংরেজ নরনারীর মন আকর্ষণ করিল।

জাপান দেশে বিজয়া বটিকার বড় আদর।

চরক গ্রন্থ অনন্তরত্নের ভাণ্ডার; মহাকল্পতরুস্বরূপ। সাধক এবং ভক্ত একান্তমনে যাহা খুঁজিবেন, উহাতে তাহাই পাইবেন।

এক মহাতেজঃস্বরূপ উত্তর চীনদেশ হইতে আনীত কোন লতাবিশেষের এমন গুণ যে, এ সালসা-সেবনের পনর মিনিট পরেই দেহে এবং মনে মহাস্ফূর্ত্তি অনুভূত হইবে। এ সালসা সহজ শরীরেও সেবনীয়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, বসন্ত—সর্ব্বকালে সর্ব্বঋতুতে সেবনীয়। দেহপুষ্টি, লাবণ্যবৃদ্ধি, অবসন্নতামোচন এবং শ্রান্তিদূরের জন্য এ সালসা সেবন করিলে, পথ্যের বা স্নানাদির কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। যেমন সহজ শরীরে স্নানাহারাদি করিয়া থাকেন, সেইরূপই করিবেন। যেরূপ দ্রব্যাদি খাইলে শরীর ভাল থাকে, সহজে হজম হয়, সেইরূপ পথ্যই করিবেন।

কঠোর পরিশ্রমের পর সেবন করিলে সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্তিদূর হয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর।

হাতীমার্কা সালসা।

সদ্‌গন্ধযুক্ত এবং খাইতে সুস্বাদু; এ সুধা সর্ব্বরোগহর।

বাঙ্গালী যৌবনে বৃদ্ধ;—৩২ বৎসর পূর্ণ না হইতেই অনেক বাঙ্গালীর অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে; ৪২ বর্ষ বয়সে প্রকৃতই অনেকে জরাগ্রস্ত হন। বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা যথা সময়ে সেবন করিলে, মানবদেহে সহজে জরা আক্রমণ করিতে

পারিবে না। শরীর সবল সতেজ সটান থাকিবে। যিনি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ, অঙ্গের মাংস যাঁহার লোল হইয়াছে, কটিতট কুব্জভাব ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে,—তিনি তিনমাস কাল বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর এই সালসা সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে সত্যসত্যই যেন নবযৌবনের আবির্ভাব হইবে। বলবীর্য্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইবে। ঠিক যেন তিনি নূতন মানুষ হইবেন। যাঁহারা বিশেষ পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা ঔষধসেবনের পূর্ব্বে একবার নিজ দেহের ওজন লইবেন এবং ঔষধসেবনের পর প্রতিমাসে এক একবার ওজন লইবেন। দেখিবেন ক্রমশঃই আপনার ওজন বৃদ্ধি হইতেছে। শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী—সকলেই বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিতে পারেন।

সালসার মূল্যাদি।

অগ্রিম কিছু মূল্যাদি না পাঠাইলে, আমরা হাতীমার্কা সালসা ডাকে ভ্যালুপেবলে বা রেলপার্শেলে পাঠাই না।

	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাঃ	ভিঃ
১ নং আধপোয়া শিশি	॥৵০	॥০	৵০	/০
২ নং একপোয়া শিশি	১৶০	৸০	৵০	/০
৩ নং দেড়পোয়া শিশি	১।৵০	১৲	৶০	/০

তিন বা চারি শিশি অথবা এক ডজন একত্র লইলে ডাকমাশুল কিছু কম পড়ে। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে যাঁহাদের বাড়ী, তাঁহারা রেলপার্শেলে এই সালসা দুই শিশি, চারি শিশি, ছয় শিশি বা এক ডজন একত্রে লইলে, মাশুল আরও কম পড়ে।

অনেকে ডজন ডজন (অর্থাৎ ১২ টীর হিসাবে) এ সালসা

লইতেছেন। একেবারে এক ডজন লওয়াই সুবিধা—কেননা ইহাতে কমিশন পাওয়া যায়। এক ডজনের কম, এমন কি ১১ এগার শিশি ঔষধ লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না। ৩নং অর্থাৎ দেড় পোয়া শিশির ১২ বারটার মূল্য ১৯॥৹ সাড়ে উনিশ টাকা; বাদ কমিশন ২৲ অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং এক ডজন সালসা পাইবেন। কিন্তু ইহার ডাকমাশুল ৭৲ সাত টাকা। তবে রেলওয়ে পার্শেলে এ ঔষধ লইলে দূরত্ব অনুসারে মাশুল ১৲ ২৲, ৩৲ বা ৪৲ টাকা পড়িয়া থাকে। ৩নং এক ডজনের প্যাকিং চার্জ্জ ৸৹ বার আনা ধরা হয়। সুতরাং সাধারণের রেলপার্শেলে ঔষধ লওয়াই সুবিধা। কোন্ রেলষ্টেশনে ঔষধ পাঠাইতে হইবে, তাহা পত্রে খুলিয়া লিখিবেন, ইহা ব্যতীত আপন নাম ধাম পোষ্টা-ফিস ও জেলা লেখা আবশ্যক।

২ নং এক ডজন সালসা লইলে (বাদ কমিশন) মূল্য ১২৸৹ বার টাকা বার আনা। ইহা ব্যতীত ডাঃ মাঃ ৫৲ পাঁচ টাকা। রেলপার্শেলে ঔষধ লইলে সুবিধা। প্যাকিং চার্জ্জ ॥৹ আট আনা।

১নং এক ডজন সালসা [বাদ কমিশন] মূল্য ৬॥৹ সাড়ে ছয় টাকা; ইহা ব্যতীত ডাঃ মাঃ ৪৲ চারি টাকা। রেলপার্শেলে লইলে, মাশুল কম পড়ে। রেলপ্যাকিং চার্জ্জ স্বতন্ত্র।

১নং [আধপোয়া] এক শিশি সালসা ৪ চারি দিন সেবনীয়; ২নং [একপোয়া] এক শিশি ৮ আট দিন সেবনীয়। ৩নং [দেড়-পোয়া] এক শিশি ১২ বার দিন সেবনীয়। ৪ চারি দিন সেবন করিলেই উপকার জানিতে পারিবেন।

বঙ্গবাসীর

পুস্তক বিভাগ।

সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ।

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অথবা কলিকাতা বঙ্গবাসী
কার্য্যালয়ে ৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটে
নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রাপ্তব্য।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকসমূহ ক্রয় করিবার জন্য যখন কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিবেন, পত্রে বা মণিঅর্ডার কুপনে তখন স্পষ্টত যেন লেখা থাকে—আমাকে বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত অমুক অমুক গ্রন্থ পাঠাইবেন।

শ্রীমন্মহর্ষি-বাল্মীকি-বিরচিতং

রামায়ণম্।

উপরে মূল সংস্কৃত এবং নিম্নে বঙ্গানুবাদ। প্রত্যেক শ্লোকের সহিত অনুবাদ মিলযুক্ত। মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণ এরূপ সরল—এরূপ মনোমোহকর যে, অল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তিরও ইহার অর্থবোধ করিতে কষ্ট হয় না! প্রকাণ্ড গ্রন্থ, সুন্দর আকার; মূল্য ৩৲ তিন টাকা, ডাকমাশুল ৷৵০ দশ আনা।

মহর্ষি-বেদব্যাস-বিরচিত

অধ্যাত্ম-রামায়ণ।

প্রত্যেক শ্লোকের সহিত মিলযুক্ত বঙ্গানুবাদ। অধ্যাত্ম-রামায়ণ, ভক্ত-ভাবুকের প্রাণ-মন-উন্মাদকারী। ইহার স্তবাদি পাঠকালে ভক্ত চোখের জল রাখিতে পারিবেন না। ইহাতে অনেক নূতন তত্ত্ব দেখিবেন, অনেক নূতন কথা শুনিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা, ডাঃ মাঃ ৵০ এক আনা।

মহর্ষি-বাল্মীকি-বিরচিতম্

অদ্ভুত-রামায়ণম্।

মূল এবং বঙ্গানুবাদ। অদ্ভুত রামায়ণ, মূল সপ্তকাণ্ড রামায়ণের পরিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত। অদ্ভুত রামায়ণ—প্রকৃতই ভয়-বিস্ময়াবহ অচিন্তনীয় ও অদ্ভুত। অধিকন্তু শাক্ত ও বৈষ্ণব—

সকল সম্প্রদায়েরই ইহা সমান প্রিয়। এই রামায়ণ অদ্ভুত-রসময়; ইহার হাস্যরস অদ্ভুত, ইহার করুণ রস অদ্ভুত, ইহার বীর রৌদ্র বীভৎস শান্ত সকল রসই অদ্ভুত। অসিতারূপিণী সীতার হস্তে সহস্রস্কন্ধ রাবণের নিধন বর্ণনা পাঠ কর, বীর-রৌদ্র রসে শোণিতপ্রবাহে তরল অনল-তরঙ্গ ছুটিবে। কত পরিচয় দিব? মূল্য ৷৷০ আট আনা; ডাকমাশুল ।০ চারি আনা।

তুলসীদাসী রামায়ণ।

তুলসীদাস সাধক ও ভক্ত কবি, এবং তাঁহার কাব্য হিন্দি-রামায়ণ, ভক্তপ্রাণের পূর্ণছবি। এমন ভাবময়, এমন সুমধুর, এমন ভক্তিময়, এমন ষড়্রসময় গ্রন্থ এ বিশ্বে আর কোন ভাষায় নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজী ভাষায় পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের অনুবাদ আছে; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না। এক্ষণে সুন্দর সুললিত ভাষা-ভাব-ছন্দে তুলসীদাসী রামায়ণের বঙ্গানুবাদ হইয়াছে। মূল্য—উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ৸০ বার আনা, কাগজের মলাট গার্হস্থ্য সংস্করণ ৷৷৶০ দশ আনা। ডাকমাশুলাদি ।৶০ পাঁচ আনা।

মহর্ষি-বেদব্যাস-বিরচিত

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

প্রত্যেক শ্লোকের সহিত মিলযুক্ত বঙ্গানুবাদ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ—একখানি মহাপুরাণ। মহাপুরাণের সর্ব্বলক্ষণ ইহাতে

দেদীপ্যমান। হিন্দু মাত্রেরই সমাদরের সামগ্রী। মূল্য ॥৵০ দশ আনা। ডাকমাশুল চারি আনা।

মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

বঙ্গানুবাদ। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাও এক মহাপুরাণ। বাইশ হাজারেরও অধিক শ্লোকে এ গ্রন্থ পূর্ণ। অতি সুমধুর, প্রাঞ্জল এবং কৌতূহলপ্রদ। চারিখণ্ডে এই গ্রন্থ বিভক্ত; কিন্তু উহার এক একটী খণ্ডই যেন এক একটি মহাপুরাণ। ১ম, ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত আছে; উহা পাঠে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব জানা যায়, দেবদ্বেষ বিদূরিত হয়। বৈষ্ণব সারতত্ত্ব ঐ খণ্ডে বিশদীকৃত। ২য়, প্রকৃতিখণ্ডে দেবদেবী সৃষ্টি, দুর্গা সরস্বতী গঙ্গা প্রভৃতির ইতিহাস ও উপাখ্যান আছে। বেদোক্ত শক্তি--উপাসনা,—শ্রীরাধা-উপাসনা ইহাতে সন্নিবেশিত। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়েরই ইহা ধর্ম্মগ্রন্থ। ৩য়, খণ্ডে গণেশ কার্ত্তিক পরশুরাম প্রভৃতির অপূর্ব্ব তত্ত্বকথা বিবৃত। নূতন কথা অনেক শিখিতে পারা যায়। ৪র্থ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড; এই বৃহৎ খণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উত্তমাঙ্গস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, বস্ত্রহরণ, মাথুর, শ্রীরাধার পুনর্ম্মিলন এই সকল তত্ত্বকথা এই খণ্ডে বর্ণিত। মূল্য সুন্দর বিলাতী বাঁধাই ১৵০ এক টাকা তিন আনা, কাগজে বাঁধাই ৸৵০ পনর আনা; ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

(বেদব্যাস-বিরচিতম্ দ্বাদশস্কন্ধাত্মকম্।

বঙ্গাক্ষরে শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত সম্পূর্ণ মূল শ্রীমদ্ভাগবত, এক অপূর্ব্ব বৃহৎ গ্রন্থ। মূল্য বিলাতী বাঁধাই ৩৲ তিন টাকা, ডাকমাশুল ॥০ আট আনা।

শ্রীমদ্ভাগবত।

সরল গদ্য বঙ্গানুবাদ শ্রীমদ্ভাগবত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক সম্পাদিত। বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ভাগবত, অষ্টাদশ পুরাণের একখানি প্রধান পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দর্শন, কাব্য, উপাখ্যান—একাধারে উহাতে বিরাজমান। অথচ যদি মুক্তি লাভেচ্ছু হও, শ্রীমদ্ভাগবত পড়; যদি ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ প্রভৃতির প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে চাও, শ্রীমদ্ভাগবত পড়। মূল্য কাগজে বাঁধাই ৸০ বার আনা। উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই ৸৵০ পনর আনা, ডাক মাশুল ।৵০ ছয় আনা।

কূর্ম্মপুরাণম্।

মূল সংস্কৃত এবং বঙ্গানুবাদ একত্র বাঁধাই। বেদব্যাস-বিরচিত এই কূর্ম্মপুরাণ একখানি উৎকৃষ্ট মহাপুরাণ। দুই ভাগে ৯৬ টী অধ্যায়। সৃষ্টিপ্রকরণ, অবতার-বিবরণ, তীর্থমহাত্ম্য-কথন প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় তত্ত্বে কূর্ম্মপুরাণ পূর্ণ। মহাভারতীয় শ্রীমদ্ভাগব-

গীতার ন্যায় শাস্ত্রসার—ঈশ্বরগীতা এই কূর্ম্মপুরাণের অন্তর্গত। যোগশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশের জন্য ইহা বিখ্যাত। মূল কাগজে বাঁধাই ৸৵০ চৌদ্দ আনা, উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই ১৴০ এক টাকা এক আনা। ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা।

লিঙ্গপুরাণ।

মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যে লিঙ্গপুরাণ অন্যতম। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কৃত সরল বঙ্গানুবাদ। ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব, যোগসাধন সম্বন্ধে নানা কথা, ধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি, অলক্ষ্মীবৃত্তান্ত এবং লক্ষ্মীলাভের উপায় প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্বে পূর্ণ। মূল্য, কাগজে বাঁধাই ৸০ বার আনা, উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই ৸৵০ চৌদ্দ আনা ডাঃ মাঃ ।০ চারি আনা।

পদ্মপুরাণম্—পাতালখণ্ডম্।

মূল সংস্কৃত এবং সরল বঙ্গানুবাদ। মহর্ষি-বেদব্যাস-বিরচিত এই পদ্মপুরাণ এক অপূর্ব্ব বৃহৎ পুরাণ, পঞ্চান্ন হাজার শ্লোকপূর্ণ। পাতালখণ্ডে এগার হাজার মনোহর শ্লোকে, বহু শিক্ষাপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক ইতিবৃত্ত। এই গ্রন্থ শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সকলেরই সমাদরের সামগ্রী। থিয়েটার এবং যাত্রার পালা তৈয়ারীর উপকরণ এই গ্রন্থে পাইবেন। মূল্য ১৴০ এক টাকা এক আনা; ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা।

দেবীভাগবতম্ ।

মূল সংস্কৃত দেবীভাগবত বেদব্যাস-বিরচিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ-মধ্যে গণনীয়। ইহাতে দেবীমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত। ১৮ হাজার শ্লোকপূর্ণ। কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপুরাণ বলিয়া দেবীভাগবতকে উপপুরাণ বলেন। কেহ বা দেবীভাগবতকে মহাপুরাণ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে উপপুরাণ বলেন। এ বিষয়ে মতভেদ বিশেষরূপ দৃষ্ট হয়। টীকাকার নীলকণ্ঠ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন ফল কথা, মহাপুরাণের যে যে লক্ষণ থাকা আবশ্যক, দেবীভাগবতে তাহার সমস্তই আছে। শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ বৈষ্ণবের পূজিত, দেবীভাগবত তদ্রূপ শাক্তের পূজিত। শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় দেবীভাগবতে দ্বাদশটী স্কন্ধ আছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ডাকমাশুল ৵০ পাঁচ আনা।

পঞ্চদশী।

সটীক এবং বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ। মূল—শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর-কৃত। টীকা—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিরচিত। বঙ্গানুবাদ—সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকর্ত্তৃক সম্পাদিত। বেদান্তশাস্ত্র, শাস্ত্রসাগরের অমৃতভাণ্ড; পঞ্চদশী সেই বেদান্তের অত্যুৎকৃষ্ট প্রকরণ। যিনি বেদান্তের সমগ্র অর্থকথা সংক্ষেপে জানিয়া পবিত্র হইতে চাহেন, পঞ্চদশীই তাঁহার একমাত্র পাঠ্য। মূল্য—কাগজে বাঁধাই ৸৵০ চৌদ্দ আনা, বিলাতী বাঁধাই ১৵০ এক টাকা এক আনা। ডাঃ মাঃ ৵০ পাঁচ আনা।

সাংখ্যদর্শন।

সাংখ্যদর্শনের নাম সভ্যজগতে সুপ্রসিদ্ধ। বাচস্পতি মিশ্রের টীকা, ভট্টপল্লীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়-কৃত 'পূর্ণিমা' নাম্নী সংস্কৃত দার্শনিক ব্যাখ্যা এবং মূলের বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা একত্র করিয়া এই মহাগ্রন্থ প্রস্তুত। সাংখ্যদর্শনের উপরেই আমাদের পূজা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত, সাংখ্যমত লইয়াই ভূতশুদ্ধি ও পীঠপূজা। এই সাংখ্যমত যাঁহাদিগের অপরিজ্ঞাত, হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় ভাববোধ,—তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব। ধর্ম্ম, পাণ্ডিত্য এবং গৌরব যে শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত, সে শাস্ত্র জানিতে কাহার না ইচ্ছা হইবে? মূল্য কাগজে বাঁধাই ৸০ বার আনা। উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই ৸৵০ পনের আনা; ডাকমাশুল ।৵০ পাঁচ আনা।

ব্রতমালা-বিধান।

এই গ্রন্থে বিবিধ ব্রত-বিবরণ সংগৃহীত আছে। আমাদের দেশে প্রচলিত ব্রতসমূহ ত আছেই, তদ্ভিন্ন দেশান্তরপ্রচলিত ব্রতও সন্নিবেশিত আছে। ব্রত-কথার মর্ম্মার্থ বাঙ্গালায় বুঝান আছে। কোন্ ব্রত কিরূপে করিতে হয়, ব্রতের মন্ত্রাদি যেটী যেরূপে পাঠ করিতে হয়, এই গ্রন্থে আছে। হিন্দুর গৃহে এই ব্রত-মালার সমাদর হওয়া কর্ত্তব্য। মূল্য উৎকৃষ্ট বাঁধাই ৸৵০ পনর আনা। ডাকমাশুল ।৵০ পাঁচ আনা।

পুস্তকসমূহের মূল্যাদির সূচীপত্র।

পুস্তক	মূল্য	ডাকমাসুল।
(১) দেবীভাগবতম্ (মূল)	১॥০	।৴০
(২) শ্রীমদ্ভাগবতম্ (দ্বাদশস্কন্ধে সম্পূর্ণ) উপরে মূল, নিম্নে শ্রীধর স্বামীর টীকা	৩৲	॥০
(৩) পদ্মপুরাণম্ (পাতালখণ্ডম্) উপরে মূল নিম্নে বঙ্গানুবাদ	১৴০	।৵০
(৪) ব্রতমালা-বিধান	৸৶০	।৴০
(৫) শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত	৸০	।০
(৬) জগৎমঙ্গল এবং চমৎকার-চন্দ্রিকা (দুইখানি গ্রন্থ একত্রে)	।৵০	।০
(৭) করণেশন আলবম	।৵০	৶০
(৮) সাংখ্য দর্শন (সটীক ও সব্যাখ্যা)	৸৶০	।৴০
(৯) দশকুমার চরিত (বঙ্গানুবাদ)	।০	৶৹
(১০) মনুসংহিতা, (মূল, টীকা এবং বঙ্গানুবাদ)	৸৵০	।০
(১১) ঊনবিংশ সংহিতা (মূল এবং বঙ্গানুবাদ)	৸৶০	।৴০
(১২) শ্রীমদ্ভাগবত (বঙ্গানুবাদ)	৸৶০	।৵০
(১৩) লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	৸৵০	।০
(১৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	১৶০	।৵০
(১৫) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	৸০	।০
(১৬) শিবায়ন	।৵০	৴০